ঋগ্বেদ-সংহিতা।

শ্রীরমেশচন্দ্রদত্তেন প্রকাশিতা।

(ভত্র)

সপ্তমাষ্টমৌ অষ্টকৌ।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

সপ্তমোঽষ্টকঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৪৪ ॥

অয়াস্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্র ণ ইংদো মহে তন ঊর্মিং ন বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাঁ অয়াস্যঃ ॥ ১ ॥
মতী জুষ্টো ধিয়া হিতঃ সোমো হিন্বে পরাবতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ২ ॥
অয়ং দেবেষু জাগৃবিঃ সুত এতি পবিত্র আ। সোমো যাতি বিচর্ষণিঃ ॥ ৩ ॥
স নঃ পবস্ব বাজয়ুশ্চক্রাণশ্চারুমধ্বরং। বর্হিষ্মাঁ আ বিবাসতি ॥ ৪ ॥
স নো ভগায় বায়বে বিপ্রবীরঃ সদাবৃধঃ। সোমো দেবেষ্বা যমৎ ॥ ৫ ॥
স নো অদ্য বসুত্তয়ে ক্রতুবিদ্গাতুবিত্তমঃ। বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৬ ॥ (১)

॥ ৪৫ ॥

অয়াস্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

স পবস্ব মদায় কং নৃচক্ষা দেববীতয়ে। ইংদবিংদ্রায় পীতয়ে ॥ ১ ॥
স নো অর্ষাভি দূত্যং ত্বমিংদ্রায় তোশসে। দেবান্ৎসখিভ্য আ বরং ॥ ২ ॥
উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরংজ্মো মদায় কং। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩
অত্যূ পবিত্রমক্রমীদ্বাজী ধুরং ন যামনি। ইংদুর্দেবেষু পত্যতে ॥ ৪ ॥
সমী সখায়ো অস্বরন্বনে ক্রীলংতমত্যবিং। ইংদুং নাবা অনূষত ॥ ৫ ॥
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া পীতো বিচক্ষসে। ইংদো স্তোত্রে সুবীর্যং ॥ ৬ ॥ (২)

॥ ৪৬ ॥

অয়াস্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অসৃগ্রন্দেববীতয়েঽত্যাসঃ কৃত্ব্যা ইব। ক্ষরংতঃ পর্বতাবৃধঃ ॥ ১ ॥
পরিষ্কৃতাস ইংদবো যোষেব পিত্র্যাবতী। বায়ুং সোমা অসৃক্ষত ॥ ২ ॥

এতে সোমাস ইংদবঃ প্রয়স্বংতশ্চমূ সুতাঃ ইংদ্রং বর্ধংতি ৩ ॥
আ ধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মংথিনা । গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং ॥ ৪ ॥
স পবস্ব ধনংজয় প্রয়ংতা রাধসো মহঃ । অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ৫ ॥
এতং মৃজংতি মর্জ্যং পবমানং দশ ক্ষিপঃ । ইংদ্রায় মৎসরং মদং ॥ ৬ ॥ ৩

॥ ৪৭ ॥

কবির্ভার্গবঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অয়া সোমঃ সুকৃত্যয়া মহশ্চিদভ্যবর্ধত । মংদান উদ্বৃষায়তে ॥ ১ ॥
কৃতানীদস্য কর্ত্বা চেতংতে দস্যুতর্হণা । ঋণা চ ধৃষ্ণুশ্চয়তে ॥ ২ ॥
আৎসোম ইংদ্রিয়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসা ভুবৎ । উক্থং যদস্য জায়তে ॥ ৩ ॥
স্বয়ং কবির্বিধর্তরি বিপ্রায় রত্নমিচ্ছতি । যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥
সিষাসতূ রয়ীণাং বাজেষ্বর্বতামিব । ভরেষু জিগ্যুষামসি ॥ ৫ ॥ (৪)

॥ ৪৮ ॥

কবির্ভার্গবঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ । চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥ ১ ॥
সংবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং মদং । শতং পুরো রুরুক্ষণিং ॥ ২ ॥
অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ । সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥ ৩ ॥
বিশ্বস্মা ইৎস্বর্দৃশে সাধারণং রজস্তুরং । গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥ ৪ ॥
অধা হিন্বান ইংদ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে । অভিষ্টিকৃদ্বিচর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥ (৫)

॥ ৪৯ ॥

কবির্ভার্গবঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি । অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥ ১ ॥
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্ । জন্যাস উপ নো গৃহং ॥ ২ ॥
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ । অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥ ৩ ॥
স ন ঊর্জে ব্যব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া । দেবাসঃ শৃণবন্হি কং ॥ ৪ ॥
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজংঘনৎ । প্রত্নবদ্রোচয়ন্রুচঃ ॥ ৫ ॥ (৬)

॥ ৫০ ॥

উচথ্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিংধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিং ॥ ১ ॥
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥
অব্যো বারে পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বংত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চ্যুতং ॥ ৩ ॥
আ পবস্ব মদিংতম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদং ॥ ৪ ॥
স পবস্ব মদিংতম গোভিরংজানো অক্তুভিঃ। ইংদবিংদ্রায় পীতয়ে ॥ ৫ ॥ (৭)

॥ ৫১ ॥

উচথ্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীংদ্রায় পাতবে ॥ ১
দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিংদ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমং ॥ ২ ॥
তব ত্য ইংদো অংধসো দেবা মধোর্ব্যশ্নতে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং হি সোম বর্ধয়ংৎসুতো মদায় ভূর্ণয়ে। বৃষংৎস্তোতারমূতয়ে ॥ ৪ ॥
অভ্যর্ষ বিচক্ষণ পবিত্রং ধারয়া সুতঃ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৫ ॥ (৮)

॥ ৫২ ॥

উচথ্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পরি দ্যুক্ষঃ সনদ্রয়ির্ভরদ্বাজং নো অংধসা। সুবানো অর্ষ পবিত্র আ ॥ ১
তব প্রত্নেভিরধ্বভিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ। সহস্রধারো যাত্তনা ॥ ২ ॥
চরুর্ন যস্তমীংখয়েংদো ন দানমীংখয়। বধৈর্বধস্নবীংখয় ॥ ৩ ॥
নি শুষ্মমিংদবেষাং পুরুহূত জনানাং। যো অস্মাঁ আদিদেশতি ॥ ৪ ॥
শতং ন ইংদ ঊতিভিঃ সহস্রং বা শুচীনাং। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ৫ ॥ (৯

॥ ৫৩ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

উৎ তে শুষ্মাসো অস্থূ রক্ষো ভিংদংতো অদ্রিবঃ। নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥ ১ ॥
অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসংগে ধনে হিতে। স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥ ২ ॥
অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা। রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥ ৩ ॥
তং হিন্বংতি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনং। ইংদুমিংদ্রায় মৎসরং ॥ ৪ ॥ (১০)

॥ ৫৪ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিং ॥ ১ ॥
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবং ॥ ২ ॥
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৩ ॥
পরি ণো দেববীতয়ে বাজাঁ অর্ষসি গোমতঃ। পুনান ইংদবিংদ্রযুঃ ॥ ৪ ॥ (১১)

॥ ৫৫ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যবংযবং নো অংধসা পুষ্টংপুষ্টং পরি স্রব। সোম বিশ্বা চ সৌভগা ॥ ১ ॥
ইংদো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমংধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২ ॥
উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমাংধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩ ॥
যো জিনাতি ন জীয়তে হংতি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥ (১২)

॥ ৫৬ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পরি সোম ঋতং বৃহদাশুঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১ ॥
যৎসোমো বাজমর্ষতি শতং ধারা অপস্যুবঃ। ইংদ্রস্য সখ্যমাবিশন্ ॥ ২ ॥
অভি ত্বা যোষণো দশ জারং ন কন্যানূষত। মৃজ্যসে সোম সাতয়ে ॥ ৩ ॥
ত্বমিংদ্রায় বিষ্ণবে স্বাদুরিংদো পরি স্রব। নৄংস্তোতৄন্পাহ্যংহসঃ ॥ ৪ ॥ (১৩)

॥ ৫৭ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যংতি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণং ॥ ১ ॥
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুংজান আয়ুধা ॥ ২ ॥
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩ ॥
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইংদবা ভর ॥ ৪ ॥ (১৪)

॥ ৫৮ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

তরৎস মংদী ধাবতি ধারা সুতস্যাংধসঃ। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ১ ॥
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ২ ॥

ধবস্রয়োঃ পুরুষংত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ৩ ॥
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ৪ ॥ (১৫)

॥ ৫৯ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পবস্ব গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎসোম রণ্যজিৎ। প্রজাবদ্রত্নমা ভর ॥ ১ ॥
পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ। পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥ ২ ॥
ত্বং সোম পবমানো বিশ্বানি দুরিতা তর। কবিঃ সীদ নি বর্হিষি ॥ ৩ ॥
পবমান স্বর্বিদো জায়মানোঽভবো মহান্। ইংদো বিশ্বাঁ অভীদসি ॥ ৪ ॥ (১৬)

॥ ৬০ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১, ২, ৪ গায়ত্রী। ৩ পুরউষ্ণিক্ ॥

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং। ইংদুং সহস্রচক্ষসং ॥ ১ ॥
তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং। অতি বারমপাবিষুঃ ॥ ২ ॥
অতি বারান্পবমানো অসিষ্যদৎকলশাঁ অভি ধাবতি।
ইংদ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ ॥ ৩ ॥
ইংদ্রস্য সোম রাধসে শং পবস্ব বিচর্ষণে। প্রজাবদ্রেত আ ভর ॥ ৪ ॥ (১৭)

[২]

॥ ৬১ ॥

অমহীয়ুঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইংদো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শংবরং। অধ ত্যং তুর্বশং যদুং ॥ ২ ॥
পরি ণো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিংদো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥
পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুংদতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৪ ॥
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরংতি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃলয় ॥ ৫ ॥ (১৮)
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষং। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৬ ॥
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজংতি সিংধুমাতরং। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ৭ ॥
সমিংদ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৮ ॥
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৯ ॥
উচ্চা তে জাতমংধসো দিবি ষদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১০ ॥ (১৯)

॥ ৫৪ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিং ॥ ১ ॥
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবং ॥ ২ ॥
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৩ ॥
পরি ণো দেববীতয়ে বাজাঁ অর্ষসি গোমতঃ। পুনান ইংদবিংদ্রয়ুঃ ॥ ৪ ॥ (১১)

॥ ৫৫ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী

যবংযবং নো অংধসা পুষ্টংপুষ্টং পরি স্রব। সোম বিশ্বা চ সৌভগা ॥ ১ ॥
ইংদো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমংধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২ ॥
উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমাংধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩ ॥
যো জিনাতি ন জীয়তে হংতি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥ (১২)

॥ ৫৬ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পরি সোম ঋতং বৃহদাশুঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১ ॥
যৎসোমো বাজমর্ষতি শতং ধারা অপস্যুবঃ। ইংদ্রস্য সখ্যমাবিশন্ ॥ ২ ॥
অভি ত্বা যোষণো দশ জারং ন কন্যানূষত। মৃজ্যসে সোম সাতয়ে ॥ ৩ ॥
ত্বমিংদ্রায় বিষ্ণবে স্বাদুরিংদো পরি স্রব। নৄংস্তোতৄন্পাহ্যংহসঃ ॥ ৪ ॥ (১৩)

॥ ৫৭ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যংতি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণং ॥ ১ ॥
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুংজান আয়ুধা ॥ ২ ॥
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩ ॥
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইংদবা ভর ॥ ৪ ॥ (১৪)

॥ ৫৮ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

তরৎস মংদী ধাবতি ধারা সুতস্যাংধসঃ। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ১ ॥
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ২ ॥

ধবস্রয়োঃ পুরুষংত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ৩ ॥
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মংদী ধাবতি ॥ ৪ ॥ (১৫)

॥ ৫৯ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

পবস্ব গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎসোম রণ্যজিৎ। প্রজাবদ্রত্নমা ভর ॥ ১ ॥
পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ। পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥ ২ ॥
ত্বং সোম পবমানো বিশ্বানি দুরিতা তর। কবিঃ সীদ নি বর্হিষি ॥ ৩ ॥
পবমান স্বর্বিদো জায়মানোঽভবো মহান্। ইংদো বিশ্বাঁ অভীদসি ॥ ৪ ॥ (১৬)

॥ ৬০ ॥

অবৎসারঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১, ২, ৪ গায়ত্রী। ৩ পুরউষ্ণিক্ ॥

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং। ইংদুং সহস্রচক্ষসং ॥ ১ ॥
তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং। অতি বারমপাবিষুঃ ॥ ২ ॥
অতি বারান্পবমানো অসিষ্যদৎকলশাঁ অভি ধাবতি।
ইংদ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ ॥ ৩ ॥
ইংদ্রস্য সোম রাধসে শং পবস্ব বিচর্ষণে। প্রজাবদ্রেত আ ভর ॥ ৪ ॥ (১৭)

[২]

॥ ৬১ ॥

অমহীয়ুঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইংদো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শংবরং। অধ ত্যং তুর্বশং যদুং ॥ ২ ॥
পরি ণো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিংদো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥
পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুংদতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৪ ॥
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরংতি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃলয় ॥ ৫ ॥ (১৮)
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষং। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৬ ॥
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজংতি সিংধুমাতরং। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ৭ ॥
সমিংদ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৮ ॥
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৯ ॥
উচ্চা তে জাতমংধসো দিবি ষদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১০ ॥ (১৯)

এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাং। সিষাসন্তো বনামহে ॥ ১১ ॥
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎপরি স্রব ॥ ১২ ॥
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতং। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১৩ ॥
তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ ॥ ১৪ ॥
অর্ষা ণঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষং। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যং ॥ ১৫ ॥ (২০)
পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুং। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ১৬ ॥
পবমানস্য তে রসো মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ। বি বারমব্যমর্ষতি ॥ ১৭ ॥
পবমান রসস্তব দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্। জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৮ ॥
যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ১৯ ॥
জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষা উ অশ্বসা অসি ॥ ২০ ॥ (২১)
সংমিশ্লো অরুষো ভব সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ২১ ॥
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ ॥ ২২ ॥
সুবীরাসো বয়ং ধনা জয়েম সোম মীঢ্বঃ। পুনানো বর্ধ নো গিরঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বোতাসস্তবাবসা স্যাম বন্বন্ত আমুরঃ। সোম ব্রতেষু জাগৃহি ॥ ২৪ ॥
অপঘ্নন্পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং ॥ ২৫ ॥ (২২)
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২৬ ॥
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥ ২৭ ॥
পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ২৮ ॥
অস্য তে সখ্যে বয়ং তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২৯ ॥
যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥ ৩০ ॥ ২৩)

॥ ৬২ ॥

জমদগ্নিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি সৌভগা ॥ ১ ॥
বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। তনা কৃণ্বন্তো অর্বতে ॥ ২ ॥
কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিং। ইলামস্মভ্যং সংযতং ॥ ৩ ॥
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ৪ ॥
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধূতো নৃভিঃ সুতঃ।
স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ৫ ॥ (২৪)
আদীমশ্বং ন হেতারোঽশূশুভন্নমৃতায়। মধ্বো রসং সধমাদে ॥ ৬ ॥
যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ৭ ॥

সো অর্ষেংদ্রায় পীতয়ে তিরো রোমাণ্যব্যয়া। সীদন্যোনা বনেষ্বা ॥ ৮ ॥
ত্বমিংদো পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অংগিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৯ ॥
অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেততি। হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১০ ॥ (২৫)
এষ বৃষা বৃষব্রতঃ পবমানো অশস্তিহা। করদ্বসূনি দাশুষে ॥ ১১ ॥
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং গোমংতমশ্বিনং। পুরুশ্চংদ্রং পুরুস্পৃহং ॥ ১২ ॥
এষ স্য পরি ষিচ্যতে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। উরুগায়ঃ কবিক্রতুঃ ॥ ১৩ ॥
সহস্রোতিঃ শতামঘো বিমানো রজসঃ কবিঃ। ইংদ্রায় পবতে মদঃ ॥ ১৪ ॥
গিরা জাত ইহ স্তুত ইংদুরিংদ্রায় ধীয়তে। বির্যোনা বসতাবিব ॥ ১৫ ॥ (২৬)
পবমানঃ সুতো নৃভিঃ সোমো বাজমিবাসরৎ। চমূষু শক্মনাসদং ॥ ১৬ ॥
তং ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবংধুরে রথে যুংজংতি যাতবে। ঋষীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ ॥ ১৭ ॥
তং সোতারো ধনস্পৃতমাশুং বাজায় যাতবে। হরিং হিনোত বাজিনং ॥ ১৮ ॥
আবিশন্কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥
আ ত ইংদো মদায় কং পয়ো দুহংত্যায়বঃ। দেবা দেবেভ্যো মধু ॥ ২০ ॥ (২৭)
আ নঃ সোমং পবিত্র আ সৃজতা মধুমত্তমং। দেবেভ্যো দেবশ্রুত্তমং ॥ ২১ ॥
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শ্রবসে মহে। মদিংতমস্য ধারয়া ॥ ২২ ॥
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব ॥ ২৩ ॥
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ২৪ ॥
পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫ ॥ (২৮)
ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্। পবস্ব বিশ্বমেজয় ॥ ২৬ ॥
তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যমর্ষংতি সিংধবঃ ॥ ২৭ ॥
প্র তে দিবো ন বৃষ্টয়ো ধারা যংত্যসশ্চতঃ। অভি শুক্রামুপস্তিরং ॥ ২৮ ॥
ইংদ্রায়েংদুং পুনীতনোগ্রং দক্ষায় সাধনং। ঈশানং বীতিরাধসং ॥ ২৯ ॥
পবমান ঋতঃ কবিঃ সোমঃ পবিত্রমাসদৎ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যং ॥ ৩০ ॥ (২৯)

॥ ৬৩ ॥

নিধ্রুবিঃ কাশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যং। অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ১ ॥
ইষমূর্জং চ পিন্বস ইংদ্রায় মৎসরিংতমঃ। চমূষ্বা নি ষীদসি ॥ ২ ॥
সুত ইংদ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলশে অক্ষরৎ। মধুমাঁ অস্তু বায়বে ॥ ৩ ॥
এতে অসৃগ্রমাশবোঽতি হ্বরাংসি বভ্রবঃ। সোমা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৪ ॥
ইংদ্রং বর্ধংতো অপ্তুরঃ কৃণ্বংতো বিশ্বমার্যং। অপঘ্নংতো অরাব্ণঃ ॥ ৫ ॥ (৩০)

সুরা অনু স্বনা রথোহভ্যর্ষন্তি বভ্রবঃ। ইংদ্রং গচ্ছংত ইংদবঃ॥ ৬॥
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ॥ ৭॥
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি। অংতরিক্ষেণ যাতবে॥ ৮॥
উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে। ইংদুরিংদ্র ইতি ব্রুবন্॥ ৯॥
পরীতো বায়বে সুতং গির ইংদ্রায় মৎসরং।
অব্যো বারেষু সিংচত॥ ১০॥ (৩১)
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম দুষ্টরং। যো দূণাশো বনুষ্যতা॥ ১১॥
অভ্যর্ষ সহস্রিণং রয়িং গোমংতমশ্বিনং। অভি বাজমুত শ্রবঃ॥ ১২॥
সোমো দেবো ন সূর্যোহদ্রিভিঃ পবতে সুতঃ। দধানঃ কলশে রসং॥ ১৩॥
এতে ধামান্যার্যা শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমংতমক্ষরন্॥ ১৪॥
সুতা ইংদ্রায় বজ্রিণে সোমাসো দধ্যাশিরঃ। পবিত্রমত্যক্ষরন্॥ ১৫॥ (৩২)
প্র সোম মধুমত্তমো রায়ে অর্ষ পবিত্র আ। মদো যো দেববীতমঃ॥ ১৬॥
তমী মৃজংত্যায়বো হরিং নদীষু বাজিনং। ইংদুমিংদ্রায় মৎসরং॥ ১৭॥
আ পবস্ব হিরণ্যবদশ্বাবৎসোম বীরবৎ। বাজং গোমংতমা ভর॥ ১৮॥
পরি বাজে ন বাজয়ুমব্যো বারেষু সিংচত। ইংদ্রায় মধুমত্তমং॥ ১৯॥
কবিং মৃজংতি মর্জ্যং ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ। বৃষা কনিক্রদর্ষতি॥ ২০॥ (৩৩)
বৃষণং ধীভিরপ্তুরং সোমমৃতস্য ধারয়া। মতী বিপ্রাঃ সমস্বরন্॥ ২১॥
পবস্ব দেবায়ুষগিংদ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা॥ ২২॥
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যং। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ॥ ২৩॥
অপঘ্নন্পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ। নুদস্বাদেবয়ুং জনং॥ ২৪॥
পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইংদবঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা॥ ২৫॥ (৩৪)
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিংদবঃ। ঘ্নংতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ॥ ২৬॥
পবমানা দিবস্পর্যংতরিক্ষাদসৃক্ষত। পৃথিব্যা অধি সানবি॥ ২৭॥
পুনানঃ সোম ধারয়েংদো বিশ্বা অপ স্রিধঃ। জহি রক্ষাংসি সুক্রতো॥ ২৮॥
অপঘ্নন্সোম রক্ষসোহভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমং শুষ্মমুত্তমং
অস্মে বসূনি ধারয় সোম দিব্যানি পার্থিবা। ইংদো বিশ্বানি বার্যা॥ ৩০॥ (৩৫)

॥ ৬৪ ॥

কশ্যপঃ॥ পবমানঃ সোমঃ॥ গায়ত্রী॥

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধিষে॥ ১॥
বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষা বনং বৃষা মদঃ। সত্যং বৃষন্বৃষেদসি॥ ২॥

অশ্বো ন চক্রদো বৃষা সং গা ইংদো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩ ॥
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৪ ॥
শুংভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবংতে বারে অব্যয়ে ॥ ৫ ॥ (৩৬)
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবংতামাংতরিক্ষ্যা ॥ ৬ ॥
পবমানস্য বিশ্ববিৎপ্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ৭ ॥
কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ৮ ॥
হিন্বানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। অক্রান্দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৯ ॥
ইংদুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতী। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ১০ ॥ (৩৭)
ঊর্মির্যস্তে পবিত্র আ দেবাবীঃ পর্যক্ষরৎ। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১১ ॥
স নো অর্ষ পবিত্র আ মদো যো দেববীতমঃ। ইংদবিংদ্রায় পীতয়ে ॥ ১২ ॥
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইংদো রুচাভি গা ইহি ॥ ১৩ ॥
পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজান আশিরং ॥ ১৪ ॥
পুনানো দেববীতয় ইংদ্রস্য যাহি নিষ্কৃতং। দ্যুতানো বাজিভির্যতঃ ॥ ১৫ ॥ (৩৮)
প্র হিন্বানাস ইংদবোঽচ্ছা সমুদ্রমাশবঃ। ধিয়া জূতা অসৃক্ষত ॥ ১৬ ॥
মর্মৃজানাস আয়বো বৃথা সমুদ্রমিংদবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১৭ ॥
পরি ণো যাহ্যস্ময়ুর্বিশ্বা বসূন্যোজসা। পাহি নঃ শর্ম বীরবৎ ॥ ১৮ ॥
মিমাতি বহ্নিরেতশঃ পদং যুজান ঋকভিঃ। প্র যৎসমুদ্র আহিতঃ ॥ ১৯ ॥
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়মাশুর্ঋতস্য সীদতি। জহাত্যপ্রচেতসঃ ॥ ২০ ॥ (৩৯)
অভি বেনা অনূষতেয়ক্ষংতি প্রচেতসঃ। মজ্জংত্যবিচেতসঃ ॥ ২১ ॥
ইংদ্রায়েংদো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ২২ ॥
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বংতি বেধসঃ। সং ত্বা মৃজংত্যায়বঃ ॥ ২৩ ॥
রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবংতি বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ২৪ ॥
ত্বং সোম বিপশ্চিতং পুনানো বাচমিষ্যসি। ইংদো সহস্রভর্ণসং ॥ ২৫ ॥ (৪০)
উতো সহস্রভর্ণসং বাচং সোম মখস্যুবং। পুনান ইংদবা ভর ॥ ২৬ ॥
পুনান ইংদবেষাং পুরুহূত জনানাং। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৭ ॥
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভংত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ২৮ ॥
হিন্বানো হেতৃভির্যত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদংতো বনুষো যথা ॥ ২৯ ॥
ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ। পবস্ব সূর্যো দৃশে ॥ ৩০ ॥ (৪১)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

॥ ৬৫ ॥

ভৃগুর্বারুণির্জমদগ্নির্বা ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ গায়ত্রী ॥

হিম্বংতি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিং । মহামিংদুং মহীযুবঃ ॥ ১ ॥
পবমান রুচারুচা দেবো দেবেভ্যস্পরি । বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥ ২ ॥
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ । ইষে পবস্ব সংযতং ॥ ৩ ॥
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমংতং ত্বা হবামহে । পবমান স্বাধ্যঃ ॥ ৪ ॥
আ পবস্ব সুবীর্যং মংদমানঃ স্বায়ুধ । ইহো স্বিংদবা গহি ॥ ৫ ॥ (১)
যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ । দ্রুণা সধস্থমশ্নুষে ॥ ৬ ॥
প্র সোমায় ব্যশ্ববৎপবমানায় গায়ত । মহে সহস্রচক্ষসে ॥ ৭ ॥
যস্য বর্ণং মধুশ্চুতং হরিং হিন্বংত্যদ্রিভিঃ । ইংদুমিংদ্রায় পীতয়ে ॥ ৮ ॥
তস্য তে বাজিনো বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ । সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৯ ॥
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ । বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ১০ ॥ (২)
তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঃ পবমান স্বর্দৃশং । হিন্বে বাজেষু বাজিনং ॥ ১১ ॥
অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া । যুজং বাজেষু চোদয় ॥ ১২ ॥
আ ন ইংদো মহীমিষং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ । অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ১৩ ॥
আ কলশা অনূষতেংদো ধারাভিরোজসা । এংদ্রস্য পীতয়ে বিশ ॥ ১৪ ॥
যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহংত্যদ্রিভিঃ । স পবস্বাভিমাতিহা ॥ ১৫ ॥ (৩)
রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি । অংতরিক্ষেণ যাতবে ॥ ১৬ ॥
আ ন ইংদো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যং । বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥ ১৭ ॥
আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর । সুষ্বাণো দেববীতয়ে ॥ ১৮ ॥
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ । সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ১৯ ॥
অপ্সা ইংদ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ । সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২০ ॥ (৪)
ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ । আ পবস্ব সহস্রিণং ॥ ২১ ॥
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে । যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥ ২২ ॥
য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাং । যে বা জনেষু পংচসু ॥ ২৩ ॥
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবংতামা সুবীর্যং । সুবানা দেবাস ইংদবঃ ॥ ২৪ ॥
পবতে হর্যতো হরিগৃণানো জমদগ্নিনা । হিন্বানো গোরধি ত্বচি ॥ ২৫ ॥ (৫)

প্র শুক্রাসো বয়োজুবো হিন্বানাসো ন সপ্তয়ঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃংজত ॥ ২৬ ॥
তং ত্বা সুতেষ্বাভুবো হিন্বিরে দেবতাতয়ে। স পবস্বানয়া রুচা ॥ ২৭ ॥
আ তে দক্ষং মযোভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পাংতমা পুরুস্পৃহং ॥ ২৮ ॥
আ মংদ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণং। পাংতমা পুরুস্পৃহং ॥ ২৯ ॥
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পাংতমা পুরুস্পৃহং ॥ ৩০ ॥ (৬)

॥ ৬৬ ॥

শতং বৈখানসাঃ ॥ ১—১৮, ২২—৩০ পবমানঃ সোমঃ। ১৯—২১
অগ্নিঃ ॥ ১—১৭, ১৯—৩০ গায়ত্রী। ১৮ অনুষ্টুপ্ ॥

পবস্ব বিশ্বচর্ষণেঽভি বিশ্বানি কাব্যা। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ১ ॥
তাভ্যাং বিশ্বস্য রাজসি যে পবমান ধামনী। প্রতীচী সোম তস্থতুঃ ॥ ২ ॥
পরি ধামানি যানি তে ত্বং সোমাসি বিশ্বতঃ। পবমান ঋতুভিঃ কবে ॥ ৩ ॥
পবস্ব জনয়ন্নিষোঽভি বিশ্বানি বার্যা। সখা সখিভ্য ঊতয়ে ॥ ৪ ॥
তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে। পবিত্রং সোম ধামভিঃ ॥ ৫ ॥ (৭)
তবেমে সপ্ত সিংধবঃ প্রশিষং সোম সিস্রতে। তুভ্যং ধাবংতি ধেনবঃ ॥ ৬ ॥
প্র সোম যাহি ধারয়া সুত ইংদ্রায় মৎসরঃ। দধানো অক্ষিতি শ্রবঃ ॥ ৭ ॥
সমু ত্বা ধীভিরস্বরন্হিন্বতীঃ সপ্ত জাময়ঃ। বিপ্রমাজা বিবস্বতঃ ॥ ৮ ॥
মৃজংতি ত্বা সমগ্রুবোঽব্যে জীরাবধি ষ্বণি। রেভো যদজ্যসে বনে ॥ ৯ ॥
পবমানস্য তে কবে বাজিন্ত্সর্গা অসৃক্ষত। অর্বংতো ন শ্রবস্যবঃ ॥ ১০ ॥ (৮)
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশংত ধীতয়ঃ ॥ ১১ ॥
অচ্ছা সমুদ্রমিংদবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১২ ॥
প্র ণ ইংদো মহে রণ আপো অর্ষংতি সিংধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ১৩ ॥
অস্য তে সখ্যে বয়মিয়ক্ষংতস্ত্বোতয়ঃ। ইংদো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ১৪ ॥
আ পবস্ব গবিষ্টয়ে মহে সোম নৃচক্ষসে। এংদ্রস্য জঠরে বিশ ॥ ১৫ ॥ (৯)
মহাঁ অসি সোম জ্যেষ্ঠ উগ্রাণামিংদ ওজিষ্ঠঃ। যুধ্বা সঞ্ছশ্বজ্জিগেথ ॥ ১৬ ॥
য উগ্রেভ্যশ্চিদোজীয়াঞ্ছূরেভ্যশ্চিচ্ছূরতরঃ। ভূরিদাভ্যশ্চিন্মংহীয়ান্ ॥ ১৭ ॥
ত্বং সোম সূর এষস্তোকস্য সাতা তনূনাং।
বৃণীমহে সখ্যায় বৃণীমহে যুজ্যায় ॥ ১৮ ॥
অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং ॥ ১৯ ॥
অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাংচজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং ॥ ২০ ॥ (১০)
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য্যং। দধদ্রয়িং ময়ি পোষং ॥ ২১ ॥

পবমানো অতি স্রিধোঽভ্যর্ষতি সুষ্টুতিং। সূরো ন বিশ্বদর্শতঃ ॥ ২২ ॥
স মর্মৃজান আয়ুভিঃ প্রযস্বান্‌প্রয়সে হিতঃ। ইংদুরত্যো বিচক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥
পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ। কৃষ্ণা তমাংসি জংঘনৎ ॥ ২৪ ॥
পবমানস্য জংঘ্নতো হরেশ্চংদ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ ॥ ২৫ ॥ (১১)
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চংদ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২৬ ॥
পবমানো ব্যশ্নবদ্রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যং ॥ ২৭ ॥
প্র সুবান ইংদুরক্ষাঃ পবিত্রমত্যব্যয়ং। পুনান ইংদুরিংদ্রমা ॥ ২৮ ॥
এষ সোমো অধি ত্বচি গবাং ক্রীড়ত্যদ্রিভিঃ। ইংদ্রং মদায় জোহুবৎ ॥ ২৯ ॥
যস্য তে দ্যুম্নবৎপয়ঃ পবমানাভৃতং দিবঃ। তেন নো মৃল জীবসে ॥ ৩০ ॥ (১২)

॥ ৬৭ ॥

ভরদ্বাজঃ। ৪—৬ কশ্যপঃ। ৭—৯ গোতমঃ। ১০—১২ অত্রিঃ। ১৩—১৫ বিশ্বামিত্রঃ। ১৬—১৮ জমদগ্নিঃ। ১৯—২১ বসিষ্ঠঃ। ২২—৩২ পবিত্রো বসিষ্ঠো বোভৌ বা ॥ ১—৯, ১৩—২২, ২৮—৩০ পবমানঃ সোমঃ। ১০—১২ পবমানঃ সোমঃ পূষা বা। ২৩, ২৪ অগ্নিঃ। ২৫ অগ্নিঃ সবিতা বা। ২৬ অগ্নিরগ্নির্বা সবিতা চ। ২৭ অগ্নির্বিশ্বে দেবা বা। ৩১, ৩২ পাবমান্যধ্যেতৃস্তুতিঃ ॥ ১—১৫, ১৯—২৬, ২৮, ২৯ গায়ত্রী। ১৬—১৮ দ্বিপদা গায়ত্রী। ২৭, ৩১, ৩২ অনুষ্টুপ্। ৩০ পুরউষ্ণিক্ ॥

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মংদ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ১ ॥
ত্বং সুতো নৃমাদনো দধন্বান্মৎসরিংতমঃ। ইংদ্রায় সূরিরংধসা ॥ ২ ॥
ত্বং সুম্বাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমংতং শুষ্মমুত্তমং ॥ ৩ ॥
ইংদুর্হিন্বানো অর্ষতি তিরো বারাণ্যব্যয়া। হরির্বাজমচিক্রদৎ ॥ ৪ ॥
ইংদো ব্যব্যমর্ষসি বি শ্রবাংসি বি সৌভগা।
বি বাজান্ত্সোম গোমতঃ ॥ ৫ ॥ (১৩)
আ ন ইংদো শতগ্বিনং রয়িং গোমংতমশ্বিনং। ভরা সোম সহস্রিণং ॥ ৬ ॥
পবমানাস ইংদবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। ইংদ্রং যামেভিরাশত ॥ ৭ ॥
ককুহঃ সোম্যো রস ইংদুরিংদ্রায় পূর্ব্যঃ। আয়ুঃ পবত আয়বে ॥ ৮ ॥
হিন্বংতি সূরমুস্রয়ঃ পবমানং মধুশ্চুতং। অভি গিরা সমস্বরন্ ॥ ৯ ॥
অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিয়ামনি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১০ ॥ (১৪)
অয়ং সোমঃ কপর্দিনে ঘৃতং ন পবতে মধু। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১১ ॥

অয়ং ত আয়ুণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১২ ॥
বাচো জংতুঃ কবীনাং পবস্ব সোম ধারয়া। দেবেষু রত্নধা অসি ॥ ১৩ ॥
আ কলশেষু ধাবতি শ্যেনো বর্ম বি গাহতে। অভি দ্রোণা কনিক্রদৎ ॥ ১৪ ॥
পরি প্র সোম তে রসোঽসর্জি কলশে সুতঃ।
শ্যেনো ন তক্তো অর্ষতি ॥ ১৫ ॥ (১৫)
পবস্ব সোম মংদয়ন্নিংদ্রায় মধুমত্তমঃ ॥ ১৬ ॥
অসৃগ্রন্দেববীতয়ে বাজয়ংতো রথা ইব ॥ ১৭ ॥
তে সুতাসো মদিংতমাঃ শুক্রা। বায়ুমসৃক্ষত ॥ ১৮ ॥
গ্রাব্ণা তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যং ॥ ১৯ ॥
এষ তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রমতি গাহতে। রক্ষোহা বারমব্যয়ং ॥ ২০ ॥ (১৬)
যদংতি যচ্চ দূরকে ভয়ং বিংদতি মামিহ। পবমান বি তজ্জহি ॥ ২১ ॥
পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ। যঃ পোতা স পুনাতু নঃ ॥ ২২ ॥
যত্তে পবিত্রমর্চিষ্যগ্নে বিততমংতরা। ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ ॥ ২৩ ॥
যত্তে পবিত্রমর্চিবদগ্নে তেন পুনীহি নঃ। ব্রহ্মসবৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৪ ॥
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ। মাং পুনীহি বিশ্বতঃ ॥ ২৫ ॥ (১৭)
ত্রিভিষ্ট্বং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ। অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৬ ॥
পুনংতু মাং দেবজনাঃ পুনংতু বসবো ধিয়া।
বিশ্বে দেবাঃ পুনীত মা জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ২৭ ॥
প্র প্যায়স্ব প্র স্যংদস্ব সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। দেবেভ্য উত্তমং হবিঃ ॥২৮॥
উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধং। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ২৯ ॥
অলায্যস্য পরশুর্ননাশ তমা পবস্ব দেব সোম।
আখুং চিদেব দেব সোম ॥ ৩০ ॥
যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসং।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ৩১ ॥
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসং।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকং ॥ ৩২ ॥ (১৮)

॥ ৬৮

বৎসপ্রির্ভালংদনঃ। পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৯ জগতী। ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র দেবমচ্ছা মধুমংত ইংদবোঽসিষ্যদংত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবংত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ॥ ১ ॥

স রোরুবদভি পূর্বা অচিক্রদদুপারুহঃ শ্রথয়ন্ত্স্বাদতে হরিঃ ।
তিরঃ পবিত্রং পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো নি শর্যাণি দধতে দেব আ বরং ॥ ২ ॥
বি যো মমে যম্যা সংযতী মদঃ সাকংবৃধা পয়সা পিন্বদক্ষিতা ।
মহী অপারে রজসী বিবেবিদদভিব্রজন্নক্ষিতং পাজ আ দদে ॥ ৩ ॥
স মাতরা বিচরন্বাজয়ন্নপঃ প্র মেধিরঃ স্বধয়া পিন্বতে পদং ।
অংশুর্যবেন পিপিশে যতো নৃভিঃ সং জামিভির্নসতে রক্ষতে শিরঃ ॥ ৪ ॥
সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ঋতস্য গর্ভো নিহিতো যমা পরঃ ।
যূনা হ সংতা প্রথমং বি জজ্ঞতুর্গুহা হিতং জনিম নেমমুদ্যতং ॥ ৫ ॥ (১৯)
মংদ্রস্য রূপং বিবিদুর্মনীষিণঃ শ্যেনো যদংধো অভরৎপরাবতঃ ।
তং মর্জয়ংত সুবৃধং নদীষ্বাঁ উশংতমংশুং পরিয়ংতমৃগ্মিয়ং ॥ ৬ ॥
ত্বাং মৃজংতি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতং ।
অব্যো বারেভিরুত দেবহূতিভির্নৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে ॥ ৭ ॥
পরিপ্রয়ংতং বয্যং সুষংসদং সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভঃ ।
যো ধারয়া মধুমাঁ ঊর্মিণা দিব ইয়র্তি বাচং রয়িষালমর্ত্যঃ ॥ ৮ ॥
অয়ং দিব ইয়র্তি বিশ্বমা রজঃ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি ।
অদ্ভির্গোভির্মৃজ্যতে অদ্রিভিঃ সুতঃ পুনান ইংদুর্বরিবো বিদৎপ্রিয়ং ॥ ৯ ॥
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমানো বয়ো দধচ্চিত্রতমং পবস্ব ।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরং ॥ ১০ ॥ (২০)

॥ ৬৯ ॥

হিরণ্যস্তূপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৮ জগতী　৯, ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইষুর্ন ধন্বন্প্রতি ধীয়তে মতির্বৎসো ন মাতুরুপ সর্জ্যূধনি ।
উরুধারেব দুহে অগ্র আয়ত্যস্য ব্রতেষ্বপি সোম ইষ্যতে ॥ ১ ॥
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মংদ্রাজনী চোদতে অংতরাসনি ।
পবমানঃ সংতনিঃ প্রঘ্নতামিব মধুমান্দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥ ২ ॥
অব্যো বধূয়ুঃ পবতে পরি ত্বচি শ্রথ্নীতে নপ্তীরদিতের্ঋতং যতে ।
হরিরক্রানযজতঃ সংযতো মদো নৃম্ণা শিশানো মহিষো ন শোভতে ॥ ৩ ॥
উক্ষা মিমাতি প্রতি যংতি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যংতি নিষ্কৃতং ।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥ ৪ ॥
অমৃক্তেন রুশতা বাসসা হরিরমর্ত্যো নির্ণিজানঃ পরি ব্যত ।
দিবস্পৃষ্ঠং বর্হণা নির্ণিজে কৃতোপস্তরণং চম্বোর্নভস্ময়ং ॥ ৫ ॥ (২১)

সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে।
তংতুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেংদ্রাদৃতে পবতে ধাম কিং চন ॥ ৬ ॥
সিংধোরিব প্রবণে নিম্ন আশবো বৃষচ্যুতা মদাসো গাতুমাশত।
শং নো নিবেশে দ্বিপদে চতুষ্পদেঽস্মে বাজাঃ সোম তিষ্ঠংতু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৭ ॥
আ নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎসুবীর্যং।
যূয়ং হি সোম পিতরো মম স্থন দিবো মূর্ধানঃ প্রস্থিতা বয়স্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
এতে সোমাঃ পবমানাস ইংদ্রং রথা ইব প্র যযুঃ সাতিমচ্ছ।
সুতাঃ পবিত্রমতি যংত্যব্যং হিত্বী বব্রিং হরিতো বৃষ্টিমচ্ছ ॥ ৯ ॥
ইংদবিংদ্রায় বৃহতে পবস্ব সুমৃলীকো অনবদ্যো রিশাদাঃ।
ভরা চংদ্রাণি গৃণতে বসূনি দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১০ ॥ (২২)

॥ ৭০ ॥

রেণুর্বৈশ্বামিত্রঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৯ জগতী ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ১ ॥
স ভিক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ২ ॥
তে অস্য সংতু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥ ৩ ॥
স মৃজ্যমানো দশভিঃ সুকর্মভিঃ প্র মধ্যমাসু মাতৃষু প্রমে সচা।
ব্রতানি পানো অমৃতস্য চারুণ উভে নৃচক্ষা অনু পশ্যতে বিশৌ ॥ ৪ ॥
স মর্মৃজান ইংদ্রিয়ায় ধায়স ওভে অংতা রোদসী হর্ষতে হিতঃ।
বৃষা শুষ্মেণ বাধতে বি দুর্মতীরাদেদিশানঃ শর্যহেব শুরুধঃ ॥ ৫ ॥ (২৩)
স মাতরা ন দদৃশান উস্রিয়ো নানদদেতি মরুতামিব স্বনঃ।
জানন্নৃতং প্রথমং যৎস্বর্ণরং প্রশস্তয়ে কমবৃণীত সুক্রতুঃ ॥ ৬ ॥
রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যয়া শৃংগে শিশানো হরিণী বিচক্ষণঃ।
আ যোনিং সোমঃ সুকৃতং নি ষীদতি গব্যয়ী ত্বগ্ভবতি নির্ণিগব্যয়ী ॥ ৭ ॥
শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপসমব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধু ক্রিয়তে সুকর্মভিঃ ॥ ৮ ॥
পবস্ব সোম দেববীতয়ে বৃষেংদ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ।
পুরা নো বাধাদ্দুরিতাতি পারয় ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে ॥ ৯ ॥

হিতো ন সপ্তিরভি বাজমর্ষেংদ্রস্যেংদো জঠরমা পবস্ব।
নাবা ন সিংধুমতি পর্ষি বিদ্বাঞ্ছূরো ন যুধ্যন্নব নো নিদঃ স্পঃ ॥ ১০ ॥ (২৪)

॥ ৭১ ॥

ঋষভো বৈশ্বামিত্রঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৮ জগতী। ৯ ত্রিষ্টুপ্ ॥

আ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা সদং বেতি দ্রুহো রক্ষসঃ পাতি জাগৃবিঃ।
হরিরোপশং কৃণুতে নভস্পয় উপস্তিরে চম্বোর্ব্রহ্ম নির্ণিজে ॥ ১ ॥
প্র কৃষ্টিহেব শূষ এতি রোরুবদসুর্যং বর্ণং নি রিণীতে অস্য তং।
জহাতি বব্রিং পিতুরেতি নিষ্কৃতমুপপ্রুতং কৃণুতে নির্ণিজং তনা ॥ ২ ॥
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোর্বৃষায়তে নভসা বেপতে মতী।
স মোদতে নসতে সাধতে গিরা নেনিক্তে অপ্সু যজতে পরীমণি ॥ ৩ ॥
পরি দ্যুক্ষং সহসঃ পর্বতাবৃধং মধ্বঃ সিংচংতি হর্ম্যস্য সক্ষণিং।
আ যস্মিন্গাবঃ সুহুতাদ ঊধনি মূর্ধঞ্ছ্রীণংত্যগ্রিয়ং বরীমভিঃ ॥ ৪ ॥
সমী রথং ন ভুরিজোরহেষত দশ স্বসারো অদিতেরুপস্থ আ।
জিগাদুপ জ্রয়তি গোরপীচ্যং পদং যদস্য মতুথা অজীজনন্ ॥ ৫ ॥ (২৫)
শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি।
এ রিণংতি বর্হিষি প্রিয়ং গিরাশ্বো ন দেবাঁ অপ্যেতি যজ্ঞিয়ঃ ॥ ৬ ॥
পরা ব্যক্তো অরুষো দিবঃ কবির্বৃষা ত্রিপৃষ্ঠো অনবিষ্ট গা অভি।
সহস্রণীতির্যতিঃ পরায়তী রেভো ন পূর্বীরুষসো বি রাজতি ॥ ৭ ॥
ত্বেষং রূপং কৃণুতে বর্ণো অস্য স যত্রাশয়ৎসমৃতা সেধতি স্রিধঃ।
অপ্সা যাতি স্বধয়া দৈব্যং জনং সং সুষ্টুতী নসতে সং গোঅগ্রয়া ॥ ৮ ॥
উক্ষেব যূথা পরিয়ন্নরাবীদধি ত্বিষীরধিত সূর্যস্য।
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষত ক্ষাং সোমঃ পরি ক্রতুনা পশ্যতে জাঃ ॥ ৯ ॥ (২৬)

॥ ৭২ ॥

হরিমংতঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

হরিং মৃজংত্যরুষো ন যুজ্যতে সং ধেনুভিঃ কলশে সোমো অজ্যতে।
উদ্বাচমীরয়তি হিন্বতে মতী পুরুষ্টুতস্য কতি চিৎপরিপ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
সাকং বদংতি বহবো মনীষিণ ইংদ্রস্য সোমং জঠরে যদাদুহুঃ।
যদী মৃজংতি সুগভস্তয়ো নরঃ সনীলাভির্দশভিঃ কাম্যং মধু ॥ ২ ॥

অরমমাণো অত্যেতি গা অভি সূর্যস্য প্রিয়ং দুহিতুস্তিরো রবং।
অন্বস্মৈ জোষমভরদ্বিনংগৃসঃ সং দ্বয়ীভিঃ স্বসৃভিঃ ক্ষেতি জামিভিঃ ॥ ৩ ॥
নৃধূতো অদ্রিষুতো বর্হিষি প্রিয়ঃ পতির্গবাং প্রদিব ইংদুঋর্ত্বিয়ঃ।
পুরংধিবান্মনুষো যজ্ঞসাধনঃ শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইংদ্র তে ॥ ৪ ॥
নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সুতোঽনুষ্বধং পবতে সোম ইংদ্র তে।
আপ্রাঃ ক্রতূন্ত্সমজৈরধ্বরে মতীর্বের্ন দ্রুষচ্চম্বোরাসদদ্ধরিঃ ॥ ৫ ॥ (২৭)
অংশুং দুহংতি স্তনয়ংতমক্ষিতং কবিং কবয়োঽপসো মনীষিণঃ।
সমী গাবো মতয়ো যংতি সংযত ঋতস্য যোনা সদনে পুনর্ভুবঃ ॥ ৬ ॥
নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিংধুষ্বংতরুক্ষিতঃ।
ইংদ্রস্য বজ্রো বৃষভো বিভূবসুঃ সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ৭ ॥
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজঃ স্তোত্রে শিক্ষন্নাধূন্বতে চ সুক্রতো।
মা নো নির্ভাগ্বসুনঃ সাদনস্পৃশো রয়িং পিশংগং বহুলং বসীমহি ॥ ৮ ॥
আ তূ ন ইংদো শতদাত্বশ্ব্যং সহস্রদাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ।
উপ মাস্ব বৃহতী রেবতীরিষোঽধি স্তোত্রস্য পবমান নো গহি ॥ ৯ ॥ (২৮)

॥ ৭৩ ॥

পবিত্রঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

স্রক্কে দ্রপ্সস্য ধমতঃ সমস্বরন্নৃতস্য যোনা সমরংত নাভয়ঃ।
ত্রীন্ত্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে সত্যস্য নাবঃ সুকৃতমপীপরন্ ॥ ১ ॥
সম্যক সম্যংচো মহিষা অহেষত সিংধোরূর্মাবধি বেনা অবীবিপন্।
মধোর্ধারাভির্জনয়ংতো অর্কমিৎপ্রিয়ামিংদ্রস্য তন্বমবীবৃধন্ ॥ ২ ॥
পবিত্রবংতঃ পরি বাচমাসতে পিতৈষাং প্রত্নো অভি রক্ষতি ব্রতং।
মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরো দধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেষ্বারভং ॥ ৩ ॥
সহস্রধারেঽব তে সমস্বরন্দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ।
অস্য স্পশো ন নি মিষংতি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সংতি সেতবঃ ॥ ৪ ॥
পিতুর্মাতুরধ্যা যে সমস্বরন্নৃচা শোচংতঃ সংদহংতো অব্রতান্।
ইংদ্রদ্বিষ্টামপ ধমংতি মায়য়া ত্বচমসিক্নীং ভূমনো দিবস্পরি ॥ ৫ ॥ (২৯)
প্রত্নান্মানাদধ্যা যে সমস্বরঞ্ছ্লোকযংত্রাসো রভসস্য মংতবঃ।
অপানক্ষাসো বধিরা অহাসত ঋতস্য পংথাং ন তরংতি দুষ্কৃতঃ ॥ ৬ ॥

সহস্রধারে বিততে পবিত্র আ বাচং পুনংতি কবয়ো মনীষিণঃ।
রুদ্রাস এষামিষিরাসো অদ্রুহঃ স্পশঃ স্বংচঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ॥ ৭॥
ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যং তরা দধে।
বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্যবাজুষ্টান্বিধ্যতি কর্তে অব্রতান্॥ ৮॥
ঋতস্য তংতুর্বিততঃ পবিত্র আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া।
ধীরাশ্চিত্তৎসমিনক্ষংত আশতাত্রা কর্তমব পদাত্যপ্রভুঃ॥ ৯॥ (৩০)

॥ ৭৪॥

কক্ষীবান্॥ পবমানঃ সোমঃ॥ ১—৭, ৯ জগতী। ৮ ত্রিষ্টুপ্॥

শিশুর্ন জাতোঽব চক্রদদ্বনে স্বর্যদ্বাজ্যরুষঃ সিষাসতি।
দিবো রেতসা সচতে পয়োবৃধা তমীমহে সুমতী শর্ম সপ্রথঃ॥ ১॥
দিবো যঃ স্কংভো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণো অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ।
সেমে মহী রোদসী যক্ষদাবৃতা সমীচীনে দাধার সমিষঃ কবিঃ॥ ২॥
মহি প্সরঃ সুকৃতং সোম্যং মধূর্বী গব্যূতিরদিতের্ঋতং যতে।
ঈশে যো বৃষ্টেরিত উস্রিয়ো বৃষাপাং নেতা য ইতঊতির্ঋগ্মিয়ঃ॥ ৩॥
আত্মন্বন্নভো দুহ্যতে ঘৃতং পয় ঋতস্য নাভিরমৃতং বি জায়তে।
সমীচীনাঃ সুদানবঃ প্রীণংতি তং নরো হিতমব মেহংতি পেরবঃ॥ ৪॥
অরাবীদংশুঃ সচমান ঊর্মিণা দেবাব্যং মনুষে পিন্বতি ত্বচং।
দধাতি গর্ভমদিতেরুপস্থ আ যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে॥ ৫॥ (৩১)
সহস্রধারেঽব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ।
চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরংত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ॥ ৬॥
শ্বেতং রূপং কৃণুতে যৎসিষাসতি সোমো মীঢ্বাং অসুরো বেদ ভূমনঃ।
ধিয়া শমী সচতে সেমভি প্রবদ্দিবস্কবংধমব দর্ষদুদ্রিণং॥ ৭॥
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তং কার্ষ্মন্না বাজ্যক্রমীৎসসবান্।
আ হিন্বিরে মনসা দেবয়ংতঃ কক্ষীবতে শতহিমায় গোনাং॥ ৮॥
অদ্ভিঃ সোম পপৃচানস্য তে রসোঽব্যো বারং বি পবমান ধাবতি।
স মৃজ্যমানঃ কবিভির্মদিংতম স্বদস্বেংদ্রায় পবমান পীতয়ে॥ ৯॥ (৩২)

॥ ৭৫ ॥

কবিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বংচমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১ ॥
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যং নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥ ২ ॥
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমানঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভীমৃতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজতি ॥ ৩ ॥
অদ্রিভিঃ সুতো মতিভিশ্চনোহিতঃ প্ররোচয়ন্রোদসী মাতরা শুচিঃ।
রোমাণ্যব্যা সময়া বি ধাবতি মধোর্ধারা পিন্বমানা দিবেদিবে ॥ ৪ ॥
পরি সোম প্র ধন্বা স্বস্তয়ে নৃভিঃ পুনানো অভি বাসয়াশিরং।
যে তে মদা আহনসো বিহায়সস্তেভিরিংদ্রং চোদয় দাতবে মঘং ॥ ৫ ॥ (৩৩)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

॥ ৭৬ ॥

কবিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃৎব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষ্বা ॥ ১ ॥
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃসিষাসন্রথিরো গবিষ্টিষু ।
ইংদ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিংদুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥ ২ ॥
ইংদ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ ।
প্র ণঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া ন বাজাঁ উপ মাসি শশ্বতঃ ॥ ৩ ॥
বিশ্বস্য রাজা পবতে স্বর্দৃশ ঋতস্য ধীতিমৃষিষালবীবশৎ ।
যঃ সূর্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে পিতা মতীনামসমষ্টকাব্যঃ ॥ ৪ ॥
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষস্যপামুপস্থে বৃষভঃ কনিক্রদৎ ।
স ইংদ্রায় পবসে মৎসরিংতমো যথা জেষাম সমিথে ত্বোতয়ঃ ॥ ৫ ॥ (১)

॥ ৭৭ ॥

কবিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিংদ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টরঃ ।
অভীমৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষংতি পয়সেব ধেনবঃ ॥ ১ ॥
স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরো রজঃ ।
স মধ্ব আ যুবতে বেবিজান ইৎকৃশানোরস্তুর্মনসাহ বিভ্যুষা ॥ ২ ॥
তে নঃ পূর্বাস উপরাস ইংদবো মহে বাজায় ধন্বংতু গোমতে ।
ঈক্ষেণ্যাসো অহ্যো ন চারবো ব্রহ্মব্রহ্ম যে জুজুষুর্হবির্হবিঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং নো বিদ্বান্বনবদ্বনুষ্যত ইংদুঃ সত্রাচা মনসা পুরুষ্টুতঃ ।
ইনস্য যঃ সদনে গর্ভমাদধে গবামুরুব্জমভ্যর্ষতি ব্রজং ॥ ৪ ॥
চক্রির্দিবঃ পবতে কৃৎব্যো রসো মহাঁ অদব্ধো বরুণো হুরুগ্যতে ।
অসাবি মিত্রো বৃজনেষু যজ্ঞিয়োঽত্যো ন যূথে বৃষয়ুঃ কনিক্রদৎ ॥ ৫ ॥ (২)

॥ ৭৮ ॥

কবিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

প্র রাজা বাচং জনয়ন্নসিষ্যদদপো বসানো অভি গা ইয়ক্ষতি।
গৃভ্ণাতি রিপ্রমবিরস্য তান্বা শুদ্ধো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতং ॥ ১ ॥
ইংদ্রায় সোম পরি ষিচ্যসে নৃভির্নৃচক্ষা ঊর্মিঃ কবিরজ্যসে বনে।
পূর্বীর্হি তে স্রুতয়ঃ সংতি যাতবে সহস্রমশ্বা হরয়শ্চমূষদঃ ॥ ২ ॥
সমুদ্রিয়া অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা অংতরভি সোমমক্ষরন্।
তা ঈং হিন্বংতি হর্ম্যস্য সক্ষণিং যাচংতে সুম্নং পবমানমক্ষিতং ॥ ৩ ॥
গোজিন্নঃ সোমো রথজিদ্ধিরণ্যজিৎস্বর্জিদব্জিৎপবতে সহস্রজিৎ।
যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবং ॥ ৪ ॥
এতানি সোম পবমানো অস্ময়ুঃ সত্যানি কৃণ্বন্দ্রবিণান্যর্ষসি।
জহি শত্রুমংতিকে দূরকে চ য উর্বীং গব্যূতিমভয়ং চ নস্কৃধি ॥ ৫ ॥ (৩)

॥ ৭৯ ॥

কবিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

অচোদসো নো ধন্বংত্বিংদবঃ প্র স্বানাসো বৃহদ্দিবেষু হরয়ঃ।
বি চ নশন্ন ইষো অরাতয়োঽর্যো নশংত সনিষংত নো ধিয়ঃ ॥ ১ ॥
প্র ণো ধন্বংত্বিংদবো মদচ্যুতো ধনা বা যেভিরর্বতো জুনীমসি।
তিরো মর্তস্য কস্য চিৎপরিহ্বৃতিং বয়ং ধনানি বিশ্বধা ভরেমহি ॥ ২ ॥
উত স্বস্যা অরাত্যা অরির্হি ষ উতান্যস্যা অরাত্যা বৃকো হি ষঃ।
ধন্বন্ন তৃষ্ণা সমরীত তাঁ অভি সোম জহি পবমান দুরাধ্যঃ ॥ ৩ ॥
দিবি তে নাভা পরমো য আদদে পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ।
অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধি ত্বচ্যপ্সু ত্বা হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥
এবা ত ইংদো সুভ্বং সুপেশসং রসং তুংজংতি প্রথমা অভিশ্রিয়ঃ।
নিদংনিদং পবমান নি তারিষ আবিস্তে শুষ্মো ভবতু প্রিয়ো মদঃ ॥ ৫ ॥ (৪)

॥ ৮০ ॥

বসুর্ভারদ্বাজঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

সোমস্য ধারা পবতে নৃচক্ষস ঋতেন দেবান্হবতে দিবস্পরি।
বৃহস্পতে রবথেনা বি দিদ্যুতে সমুদ্রাসো ন সবনানি বিব্যচুঃ ॥ ১ ॥

যং ত্বা বাজিন্নঘ্ন্যা অভ্যনূষতায়োহতং যোনিমা রোহসি দ্যুমান্।
মঘোনামায়ুঃ প্রতিরন্মহি শ্রব ইংদ্রায় সোম পবসে বৃষা মদঃ ॥ ২ ॥
এংদ্রস্য কুক্ষা পবতে মদিংতম ঊর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমংগলঃ।
প্রত্যঙ্ স বিশ্বা ভুবনাভি পপ্রথে ক্রীড়ন্হরিরত্যঃ স্যংদতে বৃষা ॥ ৩ ॥
তং ত্বা দেবেভ্যো মধুমত্তমং নরঃ সহস্রধারং দুহতে দশ ক্ষিপঃ।
নৃভিঃ সোম প্রচ্যুতো গ্রাবভিঃ সুতো বিশ্বান্দেবাঁ আ পবস্বা সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥
তং ত্বা হস্তিনো মধুমংতমদ্রিভির্দুহংত্যপ্সু বৃষভং দশ ক্ষিপঃ।
ইংদ্রং সোম মাদয়ন্দৈব্যং জনং সিংধোরিবোর্মিঃ পবমানো অর্ষসি ॥ ৫ ॥ (৫)

॥ ৮১ ॥

বসুর্ভারদ্বাজঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৪ জগতী। ৫ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সোমস্য পবমানস্যোর্ময় ইংদ্রস্য যংতি জঠরং সুপেশসঃ।
দধ্না যদীমুন্নীতা যশসা গবাং দানায় শূরমুদমংদিষুঃ সুতাঃ ॥ ১ ॥
অচ্ছা হি সোমঃ কলশাঁ অসিষ্যদদত্যো ন বোহ্বা রঘুবর্তনির্বৃষা।
অথা দেবানামুভয়স্য জন্মনো বিদ্বাঁ অশ্নোত্যমুত ইতশ্চ যৎ ॥ ২ ॥
আ নঃ সোম পবমানঃ কিরা বস্বিংদো ভব মঘবা রাধসো মহঃ।
শিক্ষা বয়োধো বসবে সু চেতুনা মা নো গয়মারে অস্মৎপরা সিচঃ ॥ ৩ ॥
আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছংতু বরুণঃ সজোষসঃ।
বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী ॥ ৪ ॥
উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে অর্যমা দেবো অদিতির্বিধাতা।
ভগো নৃশংস উর্বংতরিক্ষং বিশ্বে দেবাঃ পবমানং জুষংত ॥ ৫ ॥ (৬)

॥ ৮২ ॥

বসুর্ভারদ্বাজঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৪ জগতী। ৫ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারং পর্যেত্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবংতমাসদৎ ॥ ১ ॥
কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্দুরিতা সোম মৃলয় ঘৃতং বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজং ॥ ২ ॥
পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্সং গ্রাবভির্নসতে বীতে অধ্বরে ॥ ৩ ॥

জায়েব পত্যাবধি শেব মংহসে পজ্রায়া গর্ভ শৃণুহি ব্রবীমি তে।
অংতর্বাণীষু প্র চরা সু জীবসেঽনিংদ্যো বৃজনে সোম জাগৃহি ॥ ৪ ॥
যথা পূর্বেভ্যঃ শতসা অমৃধ্রঃ সহস্রসাঃ পর্যয়া বাজমিংদো।
এবা পবস্ব সুবিতায় নব্যসে তব ব্রতমন্বাপঃ সচংতে ॥ ৫ ॥ (৭)

॥ ৮৩ ॥

পবিত্রঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহংতস্তৎসমাশত ॥ ১ ॥
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচংতো অস্য তংতবো ব্যস্থিরন্।
অবংত্যস্য পবীতারমাশবো দিবস্পৃষ্ঠমধি তিষ্ঠংতি চেতসা ॥ ২ ॥
অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা বিভর্তি ভুবনানি বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥ ৩ ॥
গংধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ।
গৃভ্ণাতি রিপুং নিধয়া নিধাপতিঃ সুকৃত্তমা মধুনো ভক্ষমাশত ॥ ৪ ॥
হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যং নভো বসানঃ পরি যাস্যধ্বরং।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ সহস্রভৃষ্টির্জয়সি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৫ ॥ (৮)

॥ ৮৪ ॥

প্রজাপতির্বাচ্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ জগতী ॥

পবস্ব দেবমাদনো বিচর্ষণিরপ্সা ইংদ্রায় বরুণায় বায়বে।
কৃধী নো অদ্য বরিবঃ স্বস্তিমদুরুক্ষিতৌ গৃণীহি দৈব্যং জনং ॥ ১ ॥
আ যস্তস্থৌ ভুবনান্যমর্ত্যো বিশ্বানি সোমঃ পরি তান্যর্ষতি।
কৃণ্বন্সংচৃতং বিচৃতমভিষ্টয় ইংদুঃ সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ ॥ ২ ॥
আ যো গোভিঃ সৃজ্যত ওষধীষ্বা দেবানাং সুম্ন ইষয়ন্নুপাবসুঃ।
আ বিদ্যুতা পবতে ধারয়া সুত ইংদ্রং সোমো মাদয়ন্দৈব্যং জনং ॥ ৩
এষ স্য সোমঃ পবতে সহস্রজিদ্ধিন্বানো বাচমিষিরামুষর্বুধং।
ইংদুঃ সমুদ্রমুদিয়র্তি বায়ুভিরেংদ্রস্য হার্দি কলশেষু সীদতি ॥ ৪ ॥

অভি ত্যং গাবঃ পয়সা পয়োবৃধং সোমং শ্রীণংতি মতিভিঃ স্বর্বিদং।
ধনংজয়ঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বর্চনাঃ ॥ ৫ ॥ (৯)

॥ ৮৫ ॥

বেনো ভার্গবঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—১০ জগতী। ১১, ১২ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইংদ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বংত ইহ সংত্বিংদবঃ ॥ ১ ॥
অস্মান্ত্সমর্যে পবমান চোদয় দক্ষো দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ।
জহি শত্রূঁরভ্যা ভংদনায়তঃ পিবেংদ্র সোমমব নো মৃধো জহি ॥ ২ ॥
অদব্ধ ইংদো পবসে মদিংতম আত্মেংদ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরংতি বহবো মনীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে ॥ ৩ ॥
সহস্রণীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইংদ্রায়েংদুঃ পবতে কাম্যং মধু।
জয়ন্ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ্বঃ ॥ ৪ ॥
কনিক্রদৎকলশে গোভিরজ্যসে ব্যব্যয়ং সময়া বারমর্ষসি।
মর্মৃজ্যমানো অত্যো ন সানসিরিংদ্রস্য সোম জঠরে সমক্ষরঃ ॥ ৫ ॥
স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিংদ্রায় সুহবীতুনাম্নে।
স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধুমাঁ অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥ (১০)
অত্যং মৃজংতি কলশে দশ ক্ষিপঃ প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈরতে।
পবমানা অভ্যর্ষংতি সুষ্টুতিমেংদ্রং বিশংতি মদিরাস ইংদবঃ ॥ ৭ ॥
পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্যমুর্বীং গব্যূতিং মহি শর্ম সপ্রথঃ।
মাকির্নো অস্য পরিষূতিরীশতেংদো জয়েম ত্বয়া ধনংধনং ॥ ৮ ॥
অধি দ্যামস্থাদ্বৃষভো বিচক্ষণোঽরূরুচদ্বি দিবো রোচনা কবিঃ।
রাজা পবিত্রমত্যেতি রোরুবদ্দিবঃ পীয়ূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ॥ ৯ ॥
দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেনা দুহংত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাং।
অপ্সু দ্রপ্সং বাবৃধানং সমুদ্র আ সিংধোরূর্মা মধুমংতং পবিত্র আ ॥ ১০ ॥
নাকে সুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেনানামকৃপংত পূর্বীঃ।
শিশুং রিহংতি মতয়ঃ পনিপ্নতং হিরণ্যয়ং শকুনং ক্ষামণি স্থাং ॥ ১১ ॥
ঊর্ধ্বো গংধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যোৎপ্রারূরুচদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥ ১২ ॥ (১১)

॥ ৮৬ ॥

আকৃষ্টা মাষাঃ। ১১—২০ সিকতা নিবাবরী। ২১—৩০ পৃশ্নয়োঽজাঃ।
৩১—৪০ ত্রয় ঋষিগণাঃ। ৪১—৪৫ অত্রিঃ। ৪৬—৪৮
গৃৎসমদঃ॥ পবমানঃ সোমঃ॥ জগতী॥

প্র ত আশবঃ পবমান ধীজবো মদা অর্ষংতি রঘুজা ইব ত্মনা।
দিব্যাঃ সুপর্ণা মধুমংত ইংদবো মদিংতমাসঃ পরি কোশমাসতে ॥ ১ ॥
প্র তে মদাসো মদিরাস আশবোঽসৃক্ষত রথ্যাসো যথা পৃথক্।
ধেনুর্ন বৎসং পয়সাভি বজ্রিণমিংদ্রমিংদবো মধুমংত ঊর্ময়ঃ ॥ ২ ॥
অত্যো ন হিয়ানো অভি বাজমর্ষ স্বর্বিৎকোশং দিবো অদ্রিমাতরং।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যয়ে সোমঃ পুনান ইংদ্রিয়ায় ধায়সে ॥ ৩ ॥
প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো দিব্যা অসৃগ্রৎপয়সা ধরীমণি।
প্রাংতর্ঋষয়ঃ স্থাবিরীরসৃক্ষত যে ত্বা মৃজংত্যৃষিষাণ বেধসঃ ॥ ৪ ॥
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যংতি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ॥ ৫ ॥ (১২)
উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যংতি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনা কলশেষু সীদতি ॥ ৬ ॥
যজ্ঞস্য কেতুঃ পবতে স্বধ্বরঃ সোমো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতং।
সহস্রধারঃ পরি কোশমর্ষতি বৃষা পবিত্রমত্যেতি রোরুবৎ ॥ ৭ ॥
রাজা সমুদ্রং নদ্যোবি গাহতেঽপামূর্মিং সচতে সিংধুষু শ্রিতঃ।
অধ্যস্থাৎসানু পবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবঃ ॥ ৮ ॥
দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদদ্দ্যৌশ্চ যস্য পৃথিবী চ ধর্মভিঃ।
ইংদ্রস্য সখ্যং পবতে বিবেবিদৎসোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি ॥ ৯ ॥
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিংতমো মৎসর ইংদ্রিয়ো রসঃ ॥ ১০ ॥ (১৩)
অভিক্রংদন্কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিংধুভির্বৃষা ॥ ১১ ॥
অগ্রে সিংধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি।
অগ্রে বাজস্য ভজতে মহাধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়তে বৃষা ॥ ১২ ॥
অয়ং মতবাঞ্ছকুনো যথা হিতোঽব্যে সসার পবমান ঊর্মিণা।
তব ক্রত্বা রোদসী অংতরা কবে শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইংদ্র তে ॥ ১৩ ॥

দ্রাপিং বসানো যজতো দিবিস্পৃশমংতরিক্ষপ্রা ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
স্বর্জজ্ঞানো নভসাভ্যক্রমীৎপ্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ॥ ১৪ ॥
সো অস্য বিশে মহি শর্ম যচ্ছতি যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে।
পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্যতো বিশ্বা অভি সং যাতি সংযতঃ ॥ ১৫ ॥ (১৪)
প্রো অযাসীদিংদুরিংদ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সংগিরং।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতয়াম্না পথা ॥ ১৬ ॥
প্র বো ধিয়ো মংদ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবসনেষ্বক্রমুঃ।
সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেমশিশ্রয়ুঃ ॥ ১৭ ॥
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিংদো পবস্ব পবমানো অস্রিধং।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্যং ॥ ১৮ ॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নঃ প্রতরীতোষসো দিবঃ।
ক্রাণা সিংধূনাং কলশাঁ অবীবশদিংদ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥ ১৯ ॥
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাঁ অচিক্রদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরদিংদ্রস্য বায়োঃ সখ্যায় কর্তবে ॥ ২০ ॥ (১৫)
অয়ং পুনান উষসো বি রোচয়দয়ং সিংধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ২১ ॥
পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু সৃজান ইংদো কলশে পবিত্র আ।
সীদন্নিংদ্রস্য জঠরে কনিক্রদন্নৃভির্যতঃ সূর্যমারোহয়ো দিবি ॥ ২২ ॥
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবসে পবিত্র আঁ ইংদবিংদ্রস্য জঠরেষ্বাবিশন্।
ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণ সোম গোত্রমংগিরোভ্যোঽবৃণোরপ ॥ ২৩ ॥
ত্বাং সোম পবমানং স্বাধ্যোঽনু বিপ্রাসো অমদন্নবস্যবঃ।
ত্বাং সুপর্ণ আভরদ্দিবস্পরীংদো বিশ্বাভির্মতিভিঃ পরিষ্কৃতং ॥ ২৪ ॥
অব্যো পুনানং পরি বার ঊর্মিণা হরিং নবংতে অভি সপ্ত ধেনবঃ।
অপামুপস্থে অধ্যায়বঃ কবিমৃতস্য যোনা মহিষা অহেষত ॥ ২৫ ॥ (১৬)
ইংদুঃ পুনানো অতি গাহতে মৃধো বিশ্বানি কৃণ্বন্সুপথানি যজ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানো নির্ণিজং হর্যতঃ কবিরত্যো ন ক্রীলৎপরি বারমর্ষতি ॥ ২৬ ॥
অসশ্চতঃ শতধারা অভিশ্রিয়ো হরিং নবংতেঽব তা উদন্যুবঃ।
ক্ষিপো মৃজংতি পরি গোভিরাবৃতং তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ২৭ ॥
তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিংদো প্রথমো ধামধা অসি ॥ ২৮ ॥

ত্বং সমুদ্রো অসি বিশ্ববিৎকবে তবেমাঃ পংচ প্রদিশো বিধর্মণি।
ত্বং দ্যাং চ পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে তব জ্যোতীংষি পবমান সূর্যঃ ॥ ২৯ ॥
ত্বং পবিত্রে রজসো বিধর্মণি দেবেভ্যঃ সোম পবমান পূয়সে।
ত্বামুশিজঃ প্রথমা অগৃভ্ণত তুভ্যেমা বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০ ॥ (১৭)
প্র .বভ এত্যাতি বারমব্যয়ং বৃষা বনেষব চক্রদদ্ধরিঃ।
সং ধীতয়ো বাবশানা অনূষত শিশুং রিহংতি মতয়ঃ পনিপ্নতং ॥ ৩১ ॥
স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরি ব্যত তংতুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে।
নয়ন্নৃতস্য প্রশিষো নবীয়সীঃ পতির্জনীনামুপ যাতি নিষ্কৃতং ॥ ৩২ ॥
রাজা সিংধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ।
সহস্রধারঃ পরি ষিচ্যতে হরিঃ পুনানো বাচং জনয়ন্নুপাবসুঃ ॥ ৩৩ ॥
পবমান মহ্যর্ণো বি ধাবসি সূরো ন চিত্রো অব্যয়ানি পব্যয়া।
গভস্তিপূতো নৃভিরদ্রিভিঃ সুতো মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি ॥ ৩৪ ॥
ইষমূর্জং পবমানাভ্যর্ষসি শ্যেনো ন বংসু কলশেষু সীদসি।
ইংদ্রায় মদ্বা মদ্যো মদঃ সুতো দিবো বিষ্টংভ উপমো বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥ (১৮)
সপ্ত স্বসারো অভি মাতরঃ শিশুং নবং জজ্ঞানং জেন্যং বিপশ্চিতং।
অপাং গংধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসং সোমং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসে ॥ ৩৬ ॥
ঈশান ইমা ভুবনানি বীয়সে যুজান ইংদো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরংতু মধুমদ্ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠংতু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ৩৮ ॥
গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইংদো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা বিপ্রা উপ গিরেম আসতে ॥ ৩৯ ॥
উন্মধ্ব ঊর্মির্বননা অতিষ্ঠিপদপো বসানো মহিষো বি গাহতে।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎসহস্রভৃষ্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪০ ॥ (১৯)
স ভংদনা উদিয়র্তি প্রজাবতীর্বিশ্বাযুর্বিশ্বাঃ সুভরা অহর্দিবি।
ব্রহ্ম প্রজাবদ্রয়িমশ্বপস্ত্যং পীত ইংদবিংদ্রমস্মভ্যং যাচতাৎ ॥ ৪১ ॥
সো অগ্রে অহ্নাং হরির্হর্যতো মদঃ প্র চেতসা চেতয়তে অনু দ্যুভিঃ।
দ্বা জনা যাতয়ন্নংতরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ॥ ৪২ ॥
অংজতে ব্যংজতে সমংজতে ক্রতুং রিহংতি মধ্বাভ্যংজতে।
সিংধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ংতমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্ণতে ॥ ৪৩ ॥

বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যংধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীলন্নসরদ্বৃষা হরিঃ॥ ৪৪॥
অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ॥ ৪৫॥ (২০)
অসর্জি স্কংভো দিব উদ্যতো মদঃ পরি ত্রিধাতুর্ভুবনান্যর্ষতি।
অংশুং রিহংতি মতয়ঃ পনিপ্নতং গিরা যদি নির্ণিজমৃগ্মিণো যযুঃ॥ ৪৬॥
প্র তে ধারা অত্যণ্বানি মেষ্যঃ পুনানস্য সংযতো যংতি রংহয়ঃ।
যদ্গোভিরিংদো চম্বোঃ সমজ্যস আ সুবানঃ সোম কলশেষু সীদসি॥ ৪৭॥
পবস্ব সোম ক্রতুবিন্ন উক্থ্যোঽব্যো বারে পরি ধাব মধু প্রিয়ং।
জহি বিশ্বান্রক্ষস ইংদো অত্রিণো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৪৮॥ (২১)

॥ ৮৭॥

উশনাঃ॥ পবমানঃ সোমঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ংতোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ংতি॥ ১॥
স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইংদুরশস্তিহা বৃজনং রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টংভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ॥ ২॥
ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যং গুহ্যং নাম গোনাং॥ ৩॥
এষ স্য তে মধুমাঁ ইংদ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণে পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রসাঃ শতসা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ॥ ৪॥
এতে সোমা অভি গব্যা সহস্রা মহে বাজায়ামৃতায় শ্রবাংসি।
পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রঞ্ছ্রবস্যবো ন পৃতনাজো অত্যাঃ॥ ৫॥ (২২)
পরি হি ষ্মা পুরুহূতো জনানাং বিশ্বাসরদ্ভোজনা পূয়মানঃ।
অথা ভর শ্যেনভৃত প্রয়াংসি রয়িং তুংজানো অভি বাজমর্ষ॥ ৬॥
এষ সুবানঃ পরি সোমঃ পবিত্রে সর্গো ন সৃষ্টো অদধাবদর্বা।
তিগ্মে শিশানো মহিষো ন শৃংগে গা গব্যন্নভি শূরো ন সত্বা॥ ৭॥
এষা যযৌ পরমাদংতরদ্রেঃ কূচিৎসতীরূর্বে গা বিবেদ।
দিবো ন বিদ্যুৎস্তনয়ংত্যভ্রৈঃ সোমস্য তে পবত ইংদ্র ধারা॥ ৮॥

উত স্ম রাশিং পরি যাসি গোনামিংদ্রেণ সোম সরথং পুনানঃ।
পূর্বীরিষো বৃহতীর্জীরদানো শিক্ষা শচীবস্তব তা উপষ্টুৎ ॥ ৯ ॥ (২৩)

॥ ৮৮ ॥

উশনাঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অয়ং সোম ইংদ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইংদুং মদায় যুজ্যায় সোমং ॥ ১ ॥
স ঈং রথো ন ভুরিষালযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবংত ॥ ২ ॥
বায়ুর্ন যো নিযুত্বাঁ ইষ্টযামা নাসত্যেব হব আ শংভবিষ্ঠঃ।
বিশ্ববারো দ্রবিণোদা ইব ত্মৎপূষেব ধীজবনোহসি সোম ॥ ৩ ॥
ইংদ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হংতা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।
পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হংতা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ ॥ ৪ ॥
অগ্নির্ন যো বন আ সৃজ্যমানো বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষু।
জনো ন যুধ্বা মহত উপব্দিরিয়র্তি সোমঃ পবমান ঊর্মিং ॥ ৫ ॥
এতে সোমা অতি বারাণ্যব্যা দিব্যা ন কোশাসো অভ্রবর্ষাঃ।
বৃথা সমুদ্রং সিংধবো ন নীচীঃ সুতাসো অভি কলশাঁ অসৃগ্রন্ ॥ ৬ ॥
শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ন যজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্টুমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৮ ॥ (২৪)

॥ ৮৯ ॥

উশনাঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্রো স্য বহ্নিঃ পথ্যাভিরস্যান্দিবো ন বৃষ্টিঃ পবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারো অসদন্ন্যস্মে মাতুরুপস্থে বন আ চ সোমঃ ॥ ১ ॥
রাজা সিংধূনামবসিষ্ট বাস ঋতস্য নাবমারুহদ্রজিষ্ঠাং।
অপ্সু দ্রপ্সো বাবৃধে শ্যেনজূতো দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাং ॥ ২ ॥
সিংহং নসংত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিং।
শূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরি পাত্যুক্ষা ॥ ৩ ॥

মধুপৃষ্ঠং ঘোরময়াসমশ্বং রথে যুংজংত্যুরুচক্র ঋষ্বং।
স্বসার ঈং জাময়ো মর্জয়ংতি সনাভয়ো বাজিনমূর্জয়ংতি ॥ ৪ ॥
চতস্র ঈং ঘৃতদুহঃ সচংতে সমানে অংতর্ধরুণে নিষত্তাঃ।
তা ঈমর্ষংতি নমসা পুনানাস্তা ঈং বিশ্বতঃ পরি ষংতি পূর্বীঃ ॥ ৫ ॥
বিষ্টংভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্মধ্বো অংশুঃ পবত ইংদ্রিয়ায় ॥ ৬ ॥
বন্বন্নবাতো অভি দেববীতিমিংদ্রায় সোম বৃত্রহা পবস্ব।
শগ্ধি মহঃ পুরুশ্চংদ্রস্য রায়ঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৭ ॥ (২৫)

॥ ৯০ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষন্নয়াসীৎ।
ইংদ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ১ ॥
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাংগূষাণামবাবশংত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিংধূন্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ২ ॥
শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাহ্লঃ সাহ্বাৎপৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ৩ ॥
উরুগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্সমীচীনে আ পবস্বা পুরংধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৪ ॥
মৎসি সোম বরুণং মৎসি মিত্রং মৎসীংদ্রমিংদো পবমান বিষ্ণুং।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি মহামিংদ্রমিংদো মদায় ॥ ৫ ॥
এবা রাজেব ক্রতুমাঁ অমেন বিশ্বা ঘনিঘ্নদ্দুরিতা পবস্ব।
ইংদো সূক্তায় বচসে বয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥ (২৬)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

॥ ৯১ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অসর্জি বক্বা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমো মনীষী ।
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যেঽজংতি বহ্নিং সদনান্যচ্ছ ॥ ১ ॥
বীতী জনস্য দিব্যস্য কব্যৈরধি সুবানো নহুষ্যেভিরিংদুঃ ।
প্র যো নৃভিরমৃতো মর্তেভির্মর্মৃজানোঽবিভির্গোভিরদ্ভিঃ ॥ ২ ॥
বৃষা বৃষ্ণে রোরুবদংশুরস্মৈ পবমানো রুশদীর্তে পয়ো গোঃ ।
সহস্রমৃক্বা পথিভির্বচোবিদধ্বস্মভিঃ সূরো অণ্বং বি যাতি ॥ ৩ ॥
রুজা দৃড়্হা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি পুনান ইংদ ঊর্ণুহি বি বাজান্ ।
বৃশ্চোপরিষ্টাত্তুজতা বধেন যে অংতি দূরাদুপনায়মেষাং ॥ ৪ ॥
স প্রত্নবন্নব্যসে বিশ্ববার সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ ।
যে দুঃষহাসো বনুষা বৃহংতস্তাংস্তে অশ্যাম পুরুকৃৎপুরুক্ষো ॥ ৫ ॥
এবা পুনানো অপঃ স্বর্গা অস্মভ্যং তোকা তনয়ানি ভূরি ।
শং নঃ ক্ষেত্রমুরু জ্যোতীংষি সোম জ্যোঙ্নঃ সূর্যং দৃশয়ে রিরীহি ॥ ৬ ॥ (১)

॥ ৯২ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

পরি সুবানো হরিরংশুঃ পবিত্রে রথো ন সর্জি সনয়ে হিয়ানঃ ।
আপচ্ছ্লোকমিংদ্রিয়ং পূয়মানঃ প্রতি দেবাঁ অজুষত প্রয়োভিঃ ১ ॥
অচ্ছা নৃচক্ষা অসরৎপবিত্রে নাম দধানঃ কবিরস্য যোনৌ ।
সীদন্হোতেব সদনে চমূষূপেমগ্মন্নৃষয়ঃ সপ্ত বিপ্রাঃ ॥ ২ ॥
প্র সুমেধা গাতুবিদ্বিশ্বদেবঃ সোমঃ পুনানঃ সদ এতি নিত্যং ।
ভুবদ্বিশ্বেষু কাব্যেষু রংতানু জনান্যততে পংচ ধীরঃ ॥ ৩ ॥
তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ ।
দশ স্বধাভিরধি সানো অব্যে মৃজংতি ত্বা নদ্যঃ সপ্ত যহ্বীঃ ॥ ৪ ॥
তন্নু সত্যং পবমানস্যাস্তু যত্র বিশ্বে কারবঃ সংনসংত ।
জ্যোতির্যদহ্নে অকৃণোদু লোকং প্রাবন্মনুং দস্যবে করভীকং ॥ ৫ ॥
পরি সদ্মেব পশুমাংতি হোতা রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ ।
সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ অযাসীৎসীদন্মৃগো ন মহিষো বনেষু ॥ ৬ ॥ (২)

॥ ৯৩ ॥

নোধাঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সাকমুক্ষো মর্জয়ংত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥ ১ ॥
সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ২ ॥
উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইংদুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষভি শ্রীণংতি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥ ৩ ॥
স নো দেবেভিঃ পবমান রদেংদো রয়িমশ্বিনং বাবশানঃ।
রথিরায়তামুশতী পুরংধিরস্মদ্র্যগা দাবনে বসূনাং ॥ ৪ ॥
নূ নো রয়িমুপ মাস্ব নৃবংতং পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চংদ্রং।
প্র বংদিতুরিংদো তার্যায়ুঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫ ॥ (৩)

॥ ৯৪ ॥

কণ্বঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধংতে ধিয়ঃ সূর্যে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ন্ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥ ১ ॥
দ্বিতা ব্যূর্ণ্বন্নমৃতস্য ধাম স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথংত।
ধিয়ঃ পিন্বানাঃ স্বসরে ন গাব ঋতায়ংতীরভি বাবশ্র ইংদুং ॥ ২ ॥
পরি যৎকবিঃ কাব্যা ভরতে শূরো ন রথো ভুবনানি বিশ্বা।
দেবেষু যশো মর্তায় ভূষন্দক্ষায় রায়ঃ পুরুভূষু নব্যঃ ॥ ৩ ॥
শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আ নিরিয়ায় শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দধাতি।
শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্ভবংতি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ ॥ ৪ ॥
ইষমূর্জমভ্যর্ষাশ্বং গামুরু জ্যোতিঃ কৃণুহি মৎসি দেবান্।
বিশ্বানি হি সুষহা তানি তুভ্যং পবমান বাধসে সোম শত্রূন্ ॥ ৫ ॥ (৪)

॥ ৯৫ ॥

প্রস্কণ্বঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কনিক্রংতি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গা অতো মতীর্জনয়ত স্বধাভিঃ ॥ ১ ॥

হরিঃ সৃজানঃ পথ্যামৃতস্যেয়র্তি বাচমরিতেব নাবং।
দেবো দেবানাং গুহ্যানি নামাবিষ্কৃণোতি বর্হিষি প্রবাচে ॥ ২ ॥
আপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।
নমস্যংতীরুপ চ যংতি সং চা চ বিশংত্যুশতীরুশংতং ॥ ৩ ॥
তং মর্মৃজানং মহিষং ন সানাবংশুং দুহংত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাং।
তং বাবশানং মতয়ঃ সচংতে ত্রিতো বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে ॥ ৪ ॥
ইষ্যন্বাচমুপবক্তেব হোতুঃ পুনান ইংদো বি ষ্যা মনীষাং।
ইংদ্রশ্চ যৎক্ষয়থঃ সৌভগায় সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৫ ॥ (৫)

॥ ৯৬ ॥

প্রতর্দনো দৈবোদাসিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা।
ভদ্রান্কৃণ্বন্নিংদ্রহবান্ত্সখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥ ১ ॥
সমস্য হরিং হরয়ো মৃজংত্যশ্বহয়ৈরনিশিতং নমোভিঃ।
আ তিষ্ঠতি রথমিংদ্রস্য সখা বিদ্বাঁ এনা সুমতিং যাত্যচ্ছ ॥ ২ ॥
স নো দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোম প্সরস ইংদ্রপানঃ।
কৃণ্বন্নপো বর্ষয়ন্দ্যামুতেমামুরোরা নো বরিবস্যা পুনানঃ ॥ ৩ ॥
অজীতয়েঽহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে।
তদুশংতি বিশ্ব ইমে সখায়স্তদহং বশ্মি পবমান সোম ॥ ৪ ॥
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেংদ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ৫ ॥ (৬)
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ৬ ॥
প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মিং ন সিংধুর্গিরঃ সোমঃ পবমানো মনীষাঃ।
অংতঃ পশ্যন্বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥ ৭ ॥
স মৎসরঃ পৃৎসু বন্বন্নবাতঃ সহস্ররেতা অভি বাজমর্ষ।
ইংদ্রায়েংদো পবমানো মনীষ্যংশোরূর্মিমীরয় গা ইষণ্যন্ ॥ ৮ ॥
পরি প্রিয়ঃ কলশে দেববাত ইংদ্রায় সোমো রণ্যো মদায়।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদুর্বাজী ন সপ্তিঃ সমনা জিগাতি ॥ ৯ ॥
স পূর্ব্যো বসুবিজ্জায়মানো মৃজানো অপ্সু দুদুহানো অদ্রৌ।
অভিশস্তিপা ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ ॥ ১০ ॥ (৭)

ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ।
বন্বন্নবাতঃ পরিধি রপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ॥ ১১ ॥
যথাপবথা মনবে বয়োধা অমিত্রহা বরিবোবিদ্ধবিষ্মান্।
এবা পবস্ব দ্রবিণং দধান ইংদ্রে সং তিষ্ঠ জনয়ায়ুধানি॥ ১২ ॥
পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে।
অব দ্রোণানি ঘৃতবাংতি সীদ মদিংতমো মৎসর ইংদ্রপানঃ॥ ১৩ ॥
বৃষ্টিং দিবঃ শতধারঃ পবস্ব সহস্রসা বাজয়ুর্দেববীতৌ।
সং সিংধুভিঃ কলশে বাবশানঃ সমুস্রিয়াভিঃ প্রতিরন্ন আয়ুঃ॥ ১৪ ॥
এষ স্য সোমো মতিভিঃ পুনানোঽত্যো ন বাজী তরতীদরাতীঃ।
পয়ো ন দুগ্ধমদিতেরিষিরমুর্বিব গাতুঃ সুযমো ন বোড় হা॥ ১৫ ॥ (৮)
স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়মানোঽভ্যর্ষ গুহ্যং চারু নাম।
অভি বাজং সপ্তিরিব শ্রবস্যাভি বায়ুমভি গা দেব সোম॥ ১৬ ॥
শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজংতি শুংভংতি বহ্নিং মরুতো গণেন।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ১৭ ॥
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবীনাং।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥ ১৮ ॥
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিংদুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি॥ ১৯ ॥
মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানোঽত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাং।
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষন্কনিক্রদচ্চম্বোরা বিবেশ॥ ২০ ॥ (৯)
পবস্বেংদো পবমানো মহোভিঃ কনিক্রদৎপরি বারাণ্যর্ষ।
ক্রীলঞ্চম্বোরা বিশ পূয়মান ইংদ্রং তে রসো মদিরো মমত্তু॥ ২১ ॥
প্রাস্য ধারা বৃহতীরসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আ বিবেশ।
সাম কৃণ্বন্ত্সামন্যো বিপশ্চিৎক্রংদন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিং॥ ২২ ॥
অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূৎপ্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইংদুঃ।
সীদন্বনেষু শকুনো ন পত্বা সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সত্তা॥ ২৩ ॥
আ তে রুচঃ পবমানস্য সোম যোষেব যংতি সুদুঘাঃ সুধারাঃ।
হরিরানীতঃ পুরুবারো অপ্স্বচিক্রদৎকলশে দেবয়ূনাং॥ ২৪ ॥ (১০)

॥ ৯৭ ॥

বসিষ্ঠঃ। ৪—৬ ইংদ্রপ্রমতির্বাসিষ্ঠঃ। ৭—৯ বৃষগণো বাসিষ্ঠঃ। ১০—১২ মন্যুর্বাসিষ্ঠঃ। ১৩—১৫ উপমন্যুর্বাসিষ্ঠঃ। ১৬—১৮ ব্যাঘ্রপাদ্বাসিষ্ঠঃ। ১৯—২১ শক্তির্বাসিষ্ঠঃ। ২২—২৪ কর্ণশ্রুদ্বাসিষ্ঠঃ। ২৫—২৭ মৃলীকো বাসিষ্ঠঃ। ২৮—৩০ বসুক্রো বাসিষ্ঠঃ। ৩১—৪৪ পরাশরঃ। ৪৫—৫৮ কুৎসঃ॥ পবমানঃ সোমঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসং।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমাংতি হোতা॥ ১॥
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ॥ ২॥
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বরধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ত্সোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবাতে অতি বারমব্যমা সীদাতি কলশং দেবয়ুর্নঃ॥ ৪॥
ইংদুর্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ত্সহস্রধারঃ পবতে মদায়।
নৃভিঃ স্তবানো অনু ধাম পূর্বমগন্নিংদ্রং মহতে সৌভগায়॥ ৫॥ (১১)
স্তোত্রে রায়ে হরিরর্ষা পুনান ইংদ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায়।
দেবৈর্যাহি সরথং রাধো অচ্ছা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৬॥
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবংধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্॥ ৭॥
প্র হংসাসস্তৃপলং মন্যুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ।
আংগূষ্যংপবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং সাকং প্র বদংতি বাণং॥ ৮॥
স রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীলংতং মিমতে ন গাবঃ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃংগো দিবা হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ॥ ৯॥
ইংদুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইংদ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হংতি রক্ষো বাধতে পর্যরাতীর্বরিবঃ কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা॥ ১০॥ (১২)
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।
ইংদুরিংদ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায়॥ ১১॥
অভি প্রিয়াণি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ত্স্বেন রসেন পৃংচন্।
ইংদুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে॥ ১২॥

বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্গা নদয়ন্নেতি পৃথিবীমুত দ্যাং।
ইংদ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচেতয়ন্নর্ষতি বাচমেমাং ॥ ১৩ ॥
রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমংতমংশুং।
পবমানঃ সংতনিমেষি কৃণ্বন্নিংদ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥ ১৪ ॥
এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্বধস্নৈঃ।
পরি বর্ণং ভরমাণো রুশংতং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥ ১৫ ॥ (১৩)
জুষ্টী ন ইংদো সুপথা সুগান্যুরৌ পবস্ব বরিবাংসি কৃণ্বন্।
ঘনেব বিষ্বগ্দুরিতানি বিঘ্নন্নধি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ॥ ১৬ ॥
বৃষ্টিং নো অর্ষ দিব্যাং জিগত্নুমিলাবতীং শংগয়ীং জীরদানুং।
স্তুকেব বীতা ধন্বা বিচিন্বন্বংধূঁরিমাঁ অবরাঁ ইংদো বায়ূন্ ॥ ১৭ ॥
গ্রংথিং ন বি ষ্য গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং বৃজিনং চ সোম।
অত্যো ন ক্রদো হরিরা সৃজানো মর্যো দেব পস্ত্যাবান্ ॥ ১৮ ॥
জুষ্টো মদায় দেবতাত ইংদো পরি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে।
সহস্রধারঃ সুরভিরদব্ধঃ পরি স্রব বাজসাতৌ নৃষহ্যে ॥ ১৯ ॥
অরশ্মানো যেঽরথা অযুক্তা অত্যাসো ন সসৃজানাস আজৌ।
এতে শুক্রাসো ধন্বংতি সোমা দেবাসস্তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ২০ ॥ (১৪)
এবা ন ইংদো অভি দেববীতিং পরি স্রব নভো অর্ণশ্চমূষু।
সোমো অস্মভ্যং কাম্যং বৃহংতং রয়িং দদাতু বীরবংতমুগ্রং ॥ ২১ ॥
তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্মণি ক্ষোরনীকে।
আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইংদুং ॥ ২২ ॥
প্র দানুদো দিব্যো দানুপিন্ব ঋতমৃতায় পবতে সুমেধাঃ।
ধর্মা ভুবদ্বৃজন্যস্য রাজা প্র রশ্মিভির্দশভির্ভারি ভূম ॥ ২৩ ॥
পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষা রাজা দেবানামুত মর্ত্যানাং।
দ্বিতা ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণামৃতং ভরৎসুভৃতং চার্বিংদুঃ ॥ ২৪ ॥
অর্বাঁ ইব শ্রবসে সাতিমচ্ছেংদ্রস্য বায়োরভি বীতিমর্ষ।
স নঃ সহস্রা বৃহতীরিষো দা ভবা সোম দ্রবিণোবিৎপুনানঃ ॥ ২৫ ॥ (১৫)
দেবাব্যো নঃ পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বংতু সোমাঃ।
আয়জ্যবঃ সুমতিং বিশ্ববারা হোতারো ন দিবিযজো মংদ্রতমাঃ ॥ ২৬ ॥
এবা দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোম প্সরসে দেবপানঃ।
মহশ্চিদ্ধি ষ্মসি হিতাঃ সমর্যে কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ ॥ ২৭ ॥
অশ্বো ন ক্রদো বৃষভির্যুজানঃ সিংহো ন ভীমো মনসো জবীয়ান্।
অর্বাচীনৈঃ পথিভির্যে রজিষ্ঠা আ পবস্ব সৌমনসং ন ইংদো ॥ ২৮ ॥

শতং ধারা দেবজাতা অসৃগ্রন্ত্সহস্রমেনাঃ কবয়ো মৃজংতি।
ইংদো সনিত্রং দিব আ পবস্ব পুরএতাসি মহতো ধনস্য ॥ ২৯ ॥
দিবো ন সর্গা অসসৃগ্রমহ্নাং রাজা ন মিত্রং প্র মিনাতি ধীরঃ।
পিতুর্ন পুত্রঃ ক্রতুভির্যতান আ পবস্ব বিশে অস্যা অজীতিং ॥ ৩০ ॥ (১৬)
প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্বারান্যৎপূতো অত্যেষ্যব্যান্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জজ্ঞানঃ সূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ ॥ ৩১ ॥
কনিক্রদদনু পংথামৃতস্য শুক্রো বি ভাস্যমৃতস্য ধাম।
স ইংদ্রায় পবসে মৎসরবান্হিন্বানো বাচং মতিভিঃ কবীনাং ॥ ৩২ ॥
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি সোম পিন্বন্ধারাঃ কর্মণা দেববীতৌ।
এংদো বিশ কলশং সোমধানং ক্রংদন্নিহি সূর্যস্যোপ রশ্মিং ॥ ৩৩ ॥
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাং।
গাবো যংতি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যংতি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩৪ ॥
সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুতঃ পূয়তে অজ্যমানঃ সোমে অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবংতে ॥ ৩৫ ॥ (১৭)
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি।
ইংদ্রমা বিশ বৃহতা রবেণ বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরংধিং ॥ ৩৬ ॥
আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতা মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপংতি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ৩৭ ॥
স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা রোদসী বি ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী স তূ ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ৩৮ ॥
স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ়্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবীৎ।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমুষ্ণন্ ॥ ৩৯ ॥
অক্রান্ত্সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মঞ্জনয়ৎপ্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে সুবান ইংদুঃ ॥ ৪০ ॥ (১৮)
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিংদ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎসূর্যে জ্যোতিরিংদুঃ ॥ ৪১ ॥
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে চ মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ॥ ৪২ ॥
ঋজুঃ পবস্ব বৃজিনস্য হংতাপামীবাং বাধমানো মৃধশ্চ।
অভিশ্রীণৎপয়ঃ পয়সাভি গোনামিংদ্রস্য ত্বং তব বয়ং সখায়ঃ ॥ ৪৩ ॥
মধ্বঃ সূদং পবস্ব বস্ব উৎসং বীরং চ ন আ পবস্বা ভগং চ।
স্বদস্বেংদ্রায় পবমান ইংদো রয়িং চ ন আ পবস্বা সমুদ্রাৎ ॥ ৪৪ ॥

সোমঃ সুতো ধারয়াত্যো ন হিত্বা সিংধুর্ন নিম্নমভি বাজ্যক্ষাঃ।
আ যোনিং বন্যমসদৎপুনানঃ সমিংদুর্গোভিরসরৎসমদ্ভিঃ ॥ ৪৫ ॥ (১৯)
এষ স্য তে পবত ইংদ্র সোমশ্চমূষু ধীর উশতে তবস্বান্।
স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ কামো ন যো দেবয়তামসর্জি ॥ ৪৬ ॥
এষ প্রত্নেন বয়সা পুনানস্তিরো বর্পাংসি দুহিতুর্দধানঃ।
বসানঃ শর্ম ত্রিবরূথমপ্সু হোতেব যাতি সমনেষু রেভন্ ॥ ৪৭ ॥
নূ নস্ত্বং রথিরো দেব সোম পরি স্রব চম্বোঃ পূয়মানঃ।
অপ্সু স্বাদিষ্ঠো মধুমাঁ ঋতাবা দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ॥ ৪৮ ॥
অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীংদ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং ॥ ৪৯ ॥
অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
অভি চংদ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভাশ্বান্রথিনো দেব সোম ॥ ৫০ ॥ (২০)
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ॥ ৫১ ।
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইংদো সরসি প্র ধন্ব।
ব্রধ্নশ্চিদত্র বাতো ন জূতঃ পুরুমেধশ্চিত্তকবে নরং দাৎ ॥ ৫২ ॥
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্রণায় ॥ ৫৩ ॥
মহীমে অস্য বৃষনাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৫৪ ॥
সং ত্রী পবিত্রা বিততান্যেষ্যন্বেকং ধাবসি পূয়মানঃ।
অসি ভগো অসি দাত্রস্য দাতাসি মঘবা মঘবদ্ভ্য ইংদো ॥ ৫৫ ॥ (২১)
এষ বিশ্ববিৎপবতে মনীষী সোমো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।
দ্রপ্সাঁ ঈরয়ন্বিদথেষ্বিংদুর্বি বারমব্যং সময়াতি যাতি ॥ ৫৬ ॥
ইংদুং রিহংতি মহিষা অদব্ধাঃ পদে রেভংতি কবয়ো ন গৃধ্রাঃ।
হিন্বংতি ধীরা দশভিঃ ক্ষিপাভিঃ সমংজতে রূপমপাং রসেন ॥ ৫৭ ॥
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতামদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫৮ ॥ (২২)

॥ ৯৮ ॥

অংবরীষ ঋজিশ্বা চ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—১০, ১২ ১১ বৃহতী ॥

অভি নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ পুরুস্পৃহং।
ইংদো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভ্বাসহং ॥ ১ ॥
পরি ষ্য সুবানো অব্যয়ং রথে ন বর্মাব্যত।
ইংদুরভি দ্রুণা হিতো হিয়ানো ধারাভিরক্ষাঃ ॥ ২ ॥
পরি ষ্য সুবানো অক্ষা ইংদুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ ॥ ৩ ॥
স হি ত্বং দেব শশ্বতে বসু মর্তায় দাশুষে।
ইংদো সহস্রিণং রয়িং শতাত্মানং বিবাসসি ॥ ৪ ॥
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বসো বস্বঃ পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নস্যাধ্রিগো ॥ ৫ ॥
দ্বির্যং পংচ স্বযশসং স্বসারো অদ্রিসংহতং।
প্রিয়মিংদ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ংত্যূর্মিণং ॥ ৬ ॥ (২৩)
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনংতি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাঁ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
অস্য বো হ্যবসা পাংতো দক্ষসাধনং।
যঃ সূরিষু শ্রবো বৃহদ্দধে স্বর্ণ হর্যতঃ ॥ ৮ ॥
স বাং যজ্ঞেষু মানবী ইংদুর্জনিষ্ট রোদসী।
দেবো দেবী গিরিষ্ঠা অস্রেধন্তং তুবিষ্বণি ॥ ৯ ॥
ইংদ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে দেবায় সদনাসদে ॥ ১০ ॥
তে প্রত্নাসো ব্যুষ্টিষু সোমাঃ পবিত্রে অক্ষরন্।
অপপ্রোথংতঃ সনুতর্হুরশ্চিতঃ প্রাতস্তাঁ অপ্রচেতসঃ ॥ ১১ ॥
তং সখায়ঃ পুরোরুচং যূয়ং বয়ং চ সূরয়ঃ।
অশ্যাম বাজগংধ্যং সনেম বাজপস্ত্যং ॥ ১২ ॥ (২৪)

॥ ৯৯ ॥

রেভসূনূ কাশ্যপৌ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১ বৃহতী। ২—৮ অনুষ্টুপ্ ॥

আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুস্তন্বংতি পৌংস্যং।
শুক্রাং বয়ংত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীয়ুবঃ ॥ ১ ॥

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাঁ অভি প্র গাহতে।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বংতি যাতবে ॥ ২ ॥
তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইংদ্রপাতমঃ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ৩ ॥
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত।
উতো কৃপংত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥ ৪ ॥
তমুক্ষমাণমব্যয়ে বারে পুনংতি ধর্ণসিং।
দূতং ন পূর্বচিত্তয় আ শাসতে মনীষিণঃ ॥ ৫ ॥ (২৫)
স পুনানো মদিংতমঃ সোমশ্চমূষু সীদতি।
পশৌ ন রেত আদধৎপতির্বচস্যতে ধিয়ঃ ॥ ৬ ॥
স মৃজ্যতে সুকর্মভির্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
বিদে যদাসু সংদদির্মহীরপো বি গাহতে ॥ ৭ ॥
সুত ইংদো পবিত্র আ নৃভির্যতো বি নীয়সে।
ইংদ্রায় মৎসরিংতমশ্চমূষ্বা নি ষীদসি ॥ ৮ ॥ (২৬)

॥ ১০০ ॥

রেভসূনূ কাশ্যপৌ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অভী নবংতে অদ্রুহঃ প্রিয়মিংদ্রস্য কাম্যং।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহংতি মাতরঃ ॥ ১ ॥
পুনান ইংদবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িং।
ত্বং বসূনি পুষ্যসি বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ২ ॥
ত্বং ধিয়ং মনোযুজং সৃজা বৃষ্টিং ন তন্যতুঃ।
ত্বং বসূনি পার্থিবা দিব্যা চ সোম পুষ্যসি ॥ ৩ ॥
পরি তে জিগ্যুষো যথা ধারা সুতস্য ধাবতি।
রংহমাণা ব্যব্যয়ং বারং বাজীব সানসিঃ ॥ ৪ ॥
ক্রত্বে দক্ষায় নঃ কবে পবস্ব সোম ধারয়া।
ইংদ্রায় পাতবে সুতো মিত্রায় বরুণায় চ ॥ ৫ ॥ (২৭)
পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
ইংদ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ ॥ ৬ ॥
ত্বাং রিহংতি মাতরো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ।
বৎসং জাতং ন ধেনবঃ পবমান বিধর্মণি ॥ ৭ ॥

পবমান মহি শ্রবশ্চিত্রেভির্যাসি রশ্মিভিঃ।
শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ৮ ॥
ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে।
প্রতি দ্রাপিমমুংচথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥ ৯ ॥ (২৮)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

॥ ১০১ ॥

অংধীগুঃ শ্যাবাশ্বিঃ। ৪—৬ যযাতির্নাহুষঃ। ৭—৯ নহুষো মানবঃ। ১০—১২ মনুঃ সাংবরণঃ। ১৩—১৬ প্রজাপতিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১, ৪—১৬ অনুষ্টুপ্। ২, ৩ গায়ত্রী ॥

পুরোজিতী বো অংধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যং ॥ ১ ॥
যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যংদতে সুতঃ। ইংদুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ ॥ ২ ॥
তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া। যজ্ঞং হিন্বংত্যদ্রিভিঃ ॥ ৩ ॥
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইংদ্রায় মংদিনঃ।
পবিত্রবংতো অক্ষরন্দেবান্গচ্ছংতু বো মদাঃ ॥ ৪ ॥
ইংদুরিংদ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫ ॥ (১)
সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীংখয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেংদ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬ ॥
অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥ ৭ ॥
সমু প্রিয়া অনূষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইংদবঃ ॥ ৮ ॥
য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যং।
যঃ পংচ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহৈ ॥ ৯ ॥
সোমাঃ পবংত ইংদবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ সুবানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১০ ॥ (২)
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ১১ ॥
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূর্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥ ১২ ॥

প্র সুবানস্যান্ধসো মর্তো ন বৃত তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ১৩ ॥
আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদং ॥ ১৪ ॥
স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তংভ রোদসী।
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদং ॥ ১৫ ॥
অব্যো বারেভিঃ পবতে সোমো গব্যে অধি ত্বচি।
কনিক্রদদ্বৃষা হরিরিংদ্রস্যাভ্যেতি নিষ্কৃতং ॥ ১৬ ॥ (৩)

॥ ১০২ ॥

ত্রিতঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ উষ্ণিক্ ॥

ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিং। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥ ১ ॥
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোরভক্ত যদ্গুহা পদং। যজ্ঞস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ং ॥ ২ ॥
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়া রয়িং। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥
জজ্ঞানং সপ্ত মাতরো বেধামশাসত শ্রিয়ে।
অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেত যৎ ॥ ৪ ॥
অস্য ব্রতে সজোষসো বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
স্পার্হা ভবংতি রংতয়ো জুষংত যৎ ॥ ৫ ॥ (৪)
যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনন্। কবিং মংহিষ্ঠমধ্বরে পুরুস্পৃহং ॥ ৬ ॥
সমীচীনে অভি ত্মনা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। তন্বানা যজ্ঞমানুষগ্যদংজতে ॥ ৭ ॥
ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ।
হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিং প্রাধ্বরে ॥ ৮ ॥ (৫)

॥ ১০৩ ॥

দ্বিত আপ্ত্যঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ উষ্ণিক্ ॥

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উদ্যতং।
ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥ ১ ॥
পরি বারাণ্যব্যয়া গোভিরংজানো অর্ষতি।
ত্রী ষধস্থা পুনানঃ কৃণুতে হরিঃ ॥ ২ ॥
পরি কোশং মধুশ্চুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি।
অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্ত নূষত ॥ ৩ ॥

পরি ণেতা মতীনাং বিশ্বদেবো অদাভ্যঃ। সোমঃ পুনানশ্চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ ॥ ৪ ॥
পরি দৈবীরনু স্বধা ইংদ্রেণ যাহি সরথং। পুনানো বাঘদ্বাঘদ্ভিরমর্ত্যঃ ॥ ৫ ॥
পরি সপ্তির্ন বাজয়ুর্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
ব্যানশিঃ পবমানো বি ধাবতি ॥ ৬ ॥ (৬)

॥ ১০৪ ॥

পর্বতনারদৌ দ্বে শিখংডিন্যৌ বা কাশ্যপ্যাবপ্সরসৌ ॥
পবমানঃ সোমঃ ॥ উষ্ণিক্ ॥

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্র গায়ত।
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ১ ॥
সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনং। দেবাব্যং মদমভি দ্বিশবসং ॥ ২ ॥
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শংতমঃ ॥ ৩ ॥
অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥ ৪ ॥
স নো মদানাং পত ইংদো দেবপ্সরা অসি।
সখেব সখ্যে গাতুবিত্তমো ভব ॥ ৫ ॥
সনেমি কৃধ্যস্মদা রক্ষসং কং চিদত্রিণং।
অপাদেবং দ্বয়ুমংহো যুযোধি নঃ ॥ ৬ ॥ (৭)

॥ ১০৫ ॥

পর্বতনারদৌ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ উষ্ণিক্ ॥

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ স্বদয়ংত গূর্তিভিঃ ॥ ১ ॥
সং বৎস ইব মাতৃভিরিংদুর্হিন্বানো অজ্যতে।
দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে।
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥
গোমন্ন ইংদো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধন্ব। শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরং ॥ ৪ ॥
স নো হরীণাং পত ইংদো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ॥ ৫ ॥
সনেমি ত্বমস্মদাঁ অদেবং কং চিদত্রিণং।
সাহ্বাঁ ইংদো পরি বাধো অপ দ্বয়ুং ॥ ৬ ॥ (৮)

॥ ১০৬ ॥

অগ্নিশ্চাক্ষুষঃ। ৪—৬ চক্ষুর্মানবঃ। ৭—৯ মনুরাপ্সবঃ। ১০—১৪ অগ্নিঃ॥
পবমানঃ সোমঃ॥ উষ্ণিক্॥

ইংদ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যংতু হরয়ঃ। শ্রুষ্টী জাতাস ইংদবঃ স্বর্বিদঃ॥ ১॥
অয়ং ভরায় সানসিরিংদ্রায় পবতে সুতঃ।
সামো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥
অস্যেদিংদ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণীত সানসিং।
বজ্রং চ বৃষণং ভরৎসমপ্সুজিৎ॥ ৩॥
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিংদ্রায়েংদো পরি স্রব।
দ্যুমংতং শুষ্মমা ভরা স্বর্বিদং॥ ৪॥
ইংদ্রায় বৃষণং মদং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ। সহস্রযামা পথিকৃদ্বিচক্ষণঃ॥ ৫॥ (৯)
অস্মভ্যং গাতুবিত্তমো দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ।
সহস্রং যাহি পথিভিঃ কনিক্রদৎ॥ ৬॥
পবস্ব দেববীতয় ইংদো ধারাভিরোজসা।
আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ॥ ৭॥
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইংদ্রং মদায় বাবৃধুঃ।
ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ॥ ৮॥
আ নঃ সুতাস ইংদবঃ পুনানা ধাবতা রয়িং।
বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ॥ ৯॥
সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যো বারং বি ধাবতি।
অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ॥ ১০॥ (১০)
ধীভির্হিন্বংতি বাজিনং বনে ক্রীলংতমত্যবিং।
অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্॥ ১১॥
অসর্জি কলশাঁ অভিমীড়্হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ॥ ১২॥
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা।
অভ্যর্ষন্ৎস্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ॥ ১৩॥
অয়া পবস্ব দেবয়ুর্মধোর্ধারা অসৃক্ষত।
রেভন্পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ॥ ১৪॥ (১১)

॥ ১০৭ ॥

সপ্তর্ষয়ঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১, ৪, ৬, ৮—১০, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, বৃহতী। ২, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬ সতোবৃহতী। ৩, ১৬ দ্বিপদা ॥

পরীতো ষিংচতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বংতরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১ ॥
নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিংতরঃ।
সুতে চিত্বাপ্সু মদামো অংধসা শ্রীণংতো গোভিরুত্তরং ॥ ২ ॥
পরি সুবানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিংদুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥
পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজ্যর্ষতি নৃভির্ধৌতো বিচক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ (১২)
পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভবোঽংগিরস্তমো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ॥ ৬ ॥
সোমো মীঢ্বাৎপবতে গাতুবিত্তম ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণঃ।
ত্বং কবিরভবো দেববীতম আ সূর্যং রোহয়ো দিবি ॥ ৭ ॥
সোম উ ষুবাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাং।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মংদ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ৮ ॥
অনূপে গোমান্গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্মংদী মদায় তোশতে ॥ ৯ ॥
আ সোম সুবানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধিষে ॥ ১০ ॥ (১৩)
স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীড়্হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ১১ ॥
প্র সোম দেববীতয়ে সিংধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতং ॥ ১২ ॥
আ হর্যতো অর্জুনে অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ।
তমীং হিন্বংত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ॥ ১৩ ॥
অভি সোমাস আয়বঃ পবংতে মদ্যং মদং।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি মনীষিণো মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১৪ ॥

তরৎসমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।
অর্ষন্মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥ ১৫ ॥ (১৪)
নৃভির্যেমানো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
ইংদ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজংত্যায়বঃ ॥ ১৭ ॥
পুনানশ্চমূ জনয়ন্মতিং কবিঃ সোমো দেবেষু রণ্যতি।
অপো বসানঃ পরি গোভিরুত্তরঃ সীদন্বনেষ্বব্যত ॥ ১৮ ॥
তবাহং সোম রারণ সখ্য ইংদো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরংতি মামব পরিধীঁরতি তাঁ ইহি ॥ ১৯ ॥
উতাহং নক্তমুত সোম তে দিবা সখ্যায় বভ্র ঊধনি।
ঘৃণা তপংতমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম ॥ ২০ ॥ (১৫)
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশংগং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ২১ ॥
মৃজানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষাব চক্রদো বনে।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরংজানো অর্ষসি ॥ ২২ ॥
পবস্ব বাজসাতয়েঽভি বিশ্বানি কাব্যা।
ত্বং সমুদ্রং প্রথমো বি ধারয়ো দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥ ২৩ ॥
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজো দিব্যা চ সোম ধর্মভিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসো মতিভির্বিচক্ষণ শুভ্রং হিন্বংতি ধীতিভিঃ ॥ ২৪ ॥
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
মরুত্বংতো মৎসরা ইংদ্রিয়া হয়া মেধামভি প্রয়াংসি চ ॥ ২৫ ॥
অপো বসানঃ পরি কোশমর্ষতীংদুর্হিয়ানঃ সোতৃভিঃ।
জনয়ঞ্জ্যোতির্মংদনা অবীবশদ্গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজং ॥ ২৬ ॥ (১৬)

॥ ১০৮ ॥

গৌরিবীতিঃ। ৩, ১৪—১৬ শক্তিঃ ৪, ৫ উরুঃ। ৬, ৭ ঋজিশ্বা। ৮, ৯ উর্ধ্বসদ্মা।
১০, ১১ কৃতযশাঃ। ১২, ১৩ ঋণংচয়ঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১,
১৫ককুপ্। ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬ সতোবৃহতী।
১৩ গায়ত্রী যবমধ্যা ॥

পবস্ব মধুমত্তম ইংদ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীতা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥ ২ ॥

ত্বং হ্যংগ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ ॥ ৩ ॥
যেনা নবগ্বো দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যানশুঃ ॥ ৪ ॥
এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যো বারেভিঃ পবতে মদিংতমঃ।
ক্রীলন্নূর্মিরপামিব ॥ ৫ ॥ (১৭)
য উস্রিয়া অপ্যা অংতরশ্মনো নির্গা অকৃংতদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥ ৬ ॥
আ সোতা পরি ষিংচতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরং। বনক্রক্ষমুদপ্রুতং ॥ ৭ ॥
সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ॥ ৮ ॥
অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুঃ। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ৯ ॥
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপাং জিন্বা গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥ ১০ ॥ (১৮)
এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবো দুহুঃ।
বিশ্বা বসূনি বিভ্রতং ॥ ১১ ॥
বৃষা বি জজ্ঞে জনয়ন্নমর্ত্যঃ প্রতপঞ্জ্যোতিষা তমঃ।
স সুষ্টুতঃ কবিভির্নির্ণিজং দধে ত্রিধাত্বস্য দংসসা ॥ ১২ ॥
স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইলানাং।
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাং ॥ ১৩ ॥
যস্য ন ইংদ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এংদ্রমবসে মহে ॥ ১৪ ॥
ইংদ্রায় সোম পাতবে নৃভির্যতঃ স্বায়ুধো মদিংতমঃ। পবস্ব মধুমত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
ইংদ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ সমুদ্রমিব সিংধবঃ।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে দিবো বিষ্টংভ উত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ (১৯)

॥ ১০৯ ॥

অগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা ঐশ্বরাঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ দ্বিপদা ॥

পরি প্র ধন্বেংদ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥ ১ ॥
ইংদ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াঃ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ২ ॥
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীয়ূষঃ ॥ ৩ ॥
পবস্ব সোম মহান্ত্সমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥ ৪ ॥

শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজায়ৈ ॥ ৫ ॥
দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পীয়ূষঃ সত্যে বিধর্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৬ ॥
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহামবীনামনু পূর্ব্যঃ ॥ ৭ ॥
নৃভির্যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ ক্ষরদ্বিশ্বানি মংদ্রঃ স্বর্বিৎ ॥ ৮ ॥
ইংদুঃ পুনানঃ প্রজামুরাণঃ করদ্বিশ্বানি দ্রবিণানি নঃ ॥ ৯ ॥
পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১০ ॥ (২০)
তং তে সোতারো রসং মদায় পুনংতি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ১১ ॥
শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজংতি পবিত্রে সোমং দেবেভ্য ইংদুং ॥ ১২ ॥
ইংদুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ১৩ ॥
বিভর্তি চার্বিংদ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥ ১৪ ॥
পিবংত্যস্য বিশ্বে দেবাসো গোভিঃ শ্রীতস্য নৃভিঃ সুতস্য ॥ ১৫ ॥
প্র সুবানো অক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যং ॥ ১৬ ॥
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ১৭ ॥
প্র সোম যাহীংদ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ১৮ ॥
অসর্জি বাজী তিরঃ পবিত্রমিংদ্রায় সোমঃ সহস্রধারঃ ॥ ১৯ ॥
অংজংত্যেনং মধ্বো রসেনেংদ্রায় বৃষ্ণ ইংদুং মদায় ॥ ২০ ॥
দেবেভ্যস্ত্বা বৃথা পাজসেঽপো বসানং হরিং মৃজংতি ॥ ২১ ॥
ইংদুরিংদ্রায় তোশতে নি তোশতে শ্রীণন্নুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২২ ॥ (২১)

॥ ১১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদস্যূ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৩ অনুষ্টুপ্পিপীলিকমধ্যা। ৪—৯ ঊর্ধ্ববৃহতী। ১০—১২ বিরাট্ ॥

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১ ॥
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে।
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥
অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।
সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪ ॥
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতং।
শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ৬ ॥ (২২)
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।
স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥
দিবঃ পীয়ূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত।
ইংদ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮ ॥
অধ যদিমে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীলৎপবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদুঃ ॥ ১০ ॥
এষ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেংদ্রায়েংদুঃ পবতে স্বাদুরূর্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥
স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধন্রক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২ ॥ (২৩)

॥ ১১১ ॥

অনানতঃ পারুচ্ছেপিঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ অত্যষ্টিঃ ॥

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি স্বযুগ্বভিঃ সূরো ন স্বযুগ্বভিঃ।
ধারা সুতস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাত্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ১ ॥
ত্বং ত্যৎপণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে।
পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণংতি ধীতয়ঃ।
ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে ॥ ২ ॥
পূর্বামনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎসং রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো
দৈব্যো দর্শতো রথঃ।
অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেংদ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্।
বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥ ৩ ॥ (২৪)

॥ ১১২ ॥

শিশুঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তিঃ।

নানানং বা উ নো ধিয়ো বিত ব্রানি জনানাং।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগব্রহ্মা সুন্বংতমিচ্ছংতীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥

জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাং।
কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্যবংতমিচ্ছতীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ২ ॥
কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনু গা ইব তস্থিমেংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥
অশ্বো বোড়্হা সুখং রথং হসনামুপমংত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বংতৌ ভেদৌ বারিন্মংডূক ইচ্ছতীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৪ ॥ (২৫)

॥ ১১৩ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তিঃ ॥

শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্যং মহদিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎসোম মীঢ়্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ২ ॥
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গংধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধুরিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥
ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৪ ॥
সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবংতি সংস্রবাঃ।
সং যংতি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৫ ॥ (২৬)
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছংদস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানংদং জনয়ন্নিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৬ ॥
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্লোঁকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৭ ॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৮ ॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৯ ॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১০ ॥
যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১১ ॥ (২৭)

॥ ১১৪ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তিঃ ॥

য ইংদোঃ পবমানস্যানু ধামান্যক্রমীৎ।
তমাহুঃ সুপ্রজা ইতি যস্তে সোমাবিধন্মন ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥
ঋষে মংত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্গিরঃ।
সোমং নমস্য রাজানং যো জজ্ঞে বীরুধাং পতিরিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ২ ॥
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥
যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভি রক্ষ নঃ।
অরাতীবা মা নস্তারীন্মো চ নঃ কিং চনামমদিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৪ ॥ (২৮)

[৯]

দশমং মণ্ডলং।

॥ ১ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো অস্থান্নির্জগন্বান্তমসো জ্যোতিষাগাৎ।
অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বংগ আ জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ ॥ ১ ॥
স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু।
চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূন্প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ ॥ ২ ॥
বিষ্ণুরিত্থা পরমমস্য বিদ্বাঞ্জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ং।
আসা যদস্য পয়ো অক্রত স্বং সচেতসো অভ্যর্চংত্যত্র ॥ ৩ ॥
অত উ ত্বা পিতুভৃতো জনিত্রীরন্নাবৃধং প্রতি চরংত্যন্নৈঃ।
তা ঈং প্রত্যেষি পুনরন্যরূপা অসি ত্বং বিক্ষু মানুষীষু হোতা ॥ ৪ ॥
হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্যযজ্ঞস্য কেতুং রুশংতং।
প্রত্যর্ধিং দেবস্যদেবস্য মহ্না শ্রিয়া ত্বগ্নিমতিথিং জনানাং ॥ ৫ ॥
স তু বস্ত্রাণ্যধ পেশনানি বসানো অগ্নির্নাভা পৃথিব্যাঃ।
অরুষো জাতঃ পদ ইলায়াঃ পুরোহিতো রাজন্যক্ষীহ দেবান্ ॥ ৬ ॥
আ হি দ্যাবাপৃথিবী অগ্ন উভে সদা পুত্রো ন মাতরা ততংথ।
প্র যাহ্যচ্ছোশতো যবিষ্ঠাথা বহ সহস্যেহ দেবান্ ॥ ৭ ॥ (২৯)

॥ ২ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

পিপ্রীহি দেবাঁ উশতো যবিষ্ঠ বিদ্বাঁ ঋতূঁর্ঋতুপতে যজেহ।
যে দৈব্যা ঋত্বিজস্তেভিরগ্নে ত্বং হোতৃণামস্যায়জিষ্ঠঃ ॥ ১ ॥
বেষি হোত্রমুত পোত্রং জনানাং মংধাতাসি দ্রবিণোদা ঋতাবা।
স্বাহা বয়ং কৃণবামা হবীংষি দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্ ॥ ২ ॥
আ দেবানামপি পংথামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোল্হুং।
অগ্নির্বিদ্বান্ৎস যজাৎসেদু হোতা সো অধ্বরান্ৎস ঋতূন্কল্পয়াতি ॥ ৩ ॥

যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমা পৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ৪ ॥
যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্যাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি ॥ ৫ ॥
বিশ্বেষাং হ্যধ্বরাণামনীকং চিত্রং কেতুং জনিতা ত্বাজজান।
স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতীর্বিশ্বজন্যাঃ ॥ ৬ ॥
যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পংথামনু প্রবিদ্বাৎপিতৃয়াণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ॥ ৭ ॥ (৩০)

॥ ৩ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
চিকিদ্বি ভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসা ভূজ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাং।
উর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২ ॥
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎস্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩ ॥
অস্য যামাসো বৃহতো ন বগ্নূনিংধানা অগ্নেঃ সখ্যুঃ শিবস্য।
ঈড্যস্য বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসো ভামাসো যামন্নক্তবশ্চিকিত্রে ॥ ৪ ॥
স্বনা ন যস্য ভামাসঃ পবংতে রোচমানস্য বৃহতঃ সুদিবঃ।
জ্যেষ্ঠেভির্যস্তেজিষ্ঠৈঃ ক্রীলুমদ্ভির্বর্ষিষ্ঠেভির্ভানুভির্নক্ষতি দ্যাং ॥ ৫ ॥
অস্য শুষ্মাসো দদৃশানপবের্জেহমানস্য স্বনয়ন্নিয়ুদ্ভিঃ।
প্রত্নেভির্যো রুশদ্ভির্দেবতমো বি রেভদ্ভিররতির্ভাতি বিভ্বা ॥ ৬ ॥
স আ বক্ষি মহি ন আ চ সৎসি দিবস্পৃথিব্যোররতির্যুবত্যোঃ।
অগ্নিঃ সুতুকঃ সুতুকেভিরশ্বৈ রভস্বদ্ভী রভস্বাঁ এহ গম্যাঃ ॥ ৭ ॥ (৩১)

॥ ৪ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বংদ্যো নো হবেষু।
ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পূরবে প্রত্ন রাজন্ ॥ ১ ॥

যং ত্বা জনাসো অভি সংচরংতি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ।
দূতো দেবানামসি মর্ত্যানামংতর্মহাঁশ্চরসি রোচনেন ॥ ২ ॥
শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ংতী মাতা বিভর্তি সচনস্যমানা।
ধনোরধি প্রবতা যাসি হর্যঞ্জিগীষসে পশুরিবাবসৃষ্টঃ ॥ ৩ ॥
মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমংগ বিৎসে।
শয়ে বব্রিশ্চরতি জিহ্বয়াদন্রেরিহ্যতে যুবতিং বিশপতিঃ সন্ ॥ ৪ ॥
কূচিজ্জায়তে সনয়াসু নব্যো বনে তস্থৌ পলিতো ধূমকেতুঃ।
অস্নাতাপো বৃষভো ন প্র বেতি সচেতসো যং প্রণয়ংত মর্তাঃ ॥ ৫ ॥
তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাং।
ইয়ং তে অগ্নে নব্যসী মনীষা যুক্ষ্বা রথং ন শুচয়দ্ভিরংগৈঃ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্ম চ তে জাতবেদো নমশ্চেয়ং চ গীঃ সদমিদ্বর্ধনী ভূৎ।
রক্ষা ণো অগ্নে তনয়ানি তোকা রক্ষোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭ ॥ (৩২)

॥ ৫ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ধৃদো ভূরিজন্মা বিচষ্টে।
সিষক্ত্যূধর্নিণ্যোরুপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ॥ ১ ॥
সমানং নীলং বৃষণো বসানাঃ সং জগ্মিরে মহিষা অর্বতীভিঃ।
ঋতস্য পদং কবয়ো নি পাংতি গুহা নামানি দধিরে পরাণি ॥ ২ ॥
ঋতায়িনী মায়িনী সং দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ংতী।
বিশ্বস্য নাভিং চরতো ধ্রুবস্য কবেশ্চিত্তংতুং মনসা বিয়ংতঃ ॥ ৩ ॥
ঋতস্য হি বর্তনয়ঃ সুজাতমিষো বাজায় প্রদিবঃ সচংতে।
অধীবাসং রোদসী বাবসানে ঘৃতৈরন্নৈর্বাবৃধাতে মধূনাং ॥ ৪ ॥
সপ্ত স্বসৃররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্মধ্ব উজ্জভারা দৃশে কং।
অংতর্যেমে অংতরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্বব্রিমবিদৎপূষণস্য ॥ ৫ ॥
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ।
আযোর্হ স্কংভ উপমস্য নীলে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬ ॥
অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥ ৭ ॥ (৩৩)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

॥ ৬ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অয়ং স যস্য শর্মন্নবোভিরগ্নেরেধতে জরিতাভিষ্টৌ।
জ্যেষ্ঠেভির্যো ভানুভিৰ্ঋষূণাং পর্যেতি পরিবীতো বিভাবা ॥ ১ ॥
যো ভানুভির্বিভাবা বিভাত্যগ্নির্দেবেভিৰ্ঋতাবাজস্রঃ।
আ যো বিবায় সখ্যা সখিভ্যোঽপরিহ্বৃতো অত্যো ন সপ্তিঃ ॥ ২ ॥
ঈশে যো বিশ্বস্যা দেববীতেরীশে বিশ্বায়ুরুষসো ব্যুষ্টৌ।
আ যস্মিন্মনা হবীংষ্যগ্নাবরিষ্টরথঃ স্কভ্নাতি শূষৈঃ ॥ ৩ ॥
শূষেভির্বৃধো জুষাণো অর্কৈর্দেবাঁ অচ্ছা রঘুপত্বা জিগাতি।
মন্দ্রো হোতা স জুহ্বা যজিষ্ঠঃ সংমিশ্লো অগ্নিরা জিঘর্তি দেবান্ ॥ ৪ ॥
তমুস্রামিন্দ্রং ন রেজমানমগ্নিং গীর্ভির্নমোভিরা কৃণুধ্বম্।
আ যং বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তি জাতবেদসং জুহ্বং সহানাম্ ॥ ৫ ॥
সং যস্মিন্বিশ্বা বসূনি জগ্মুর্বাজে নাশ্বাঃ সপ্তীবন্ত এবৈঃ।
অস্মে ঊতীরিন্দ্রবাততমা অর্বাচীনা অগ্ন আ কৃণুষ্ব ॥ ৬ ॥
অধা হ্যগ্নে মহ্না নিষদ্যা সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূথ।
তং তে দেবাসো অনু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত প্রথমাস ঊমাঃ ॥ ৭ ॥ (১)

॥ ৭ ॥

ত্রিতঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা বিশ্বায়ুর্ধেহি যজথায় দেব।
সচেমহি তব দস্ম প্রকেতৈরুরুষ্যা ণ উরুভির্দেব শংসৈঃ ॥ ১ ॥
ইমা অগ্নে মতয়স্তুভ্যং জাতা গোভিরশ্বৈরভি গৃণন্তি রাধঃ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানড্বসো দধানো মতিভিঃ সুজাত ॥ ২ ॥
অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্।
অগ্নেরনীকং বৃহতঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য ॥ ৩ ॥
সিধ্রা অগ্নে ধিয়ো অস্মে সনুত্রীর্যং ত্রায়সে দম আ নিত্যহোতা।
ঋতাবা স রোহিদশ্বঃ পুরুক্ষুর্দ্যুভিরস্মা অহভির্বামমস্তু ॥ ৪ ॥

হ্যভির্হিতং মিত্রমিব প্রয়োগং প্রত্নমৃত্বিজমধ্বরস্য জারং।
বাহুভ্যামগ্নিমায়বোঽজনংত বিক্ষু হোতারং ন্যসাদয়ংত ॥ ৫ ॥
স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্কিং তে পাকঃ কৃণবদপ্রচেতাঃ।
যথায়জ ঋতুভির্দেব দেবানেবা যজস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৬ ॥
ভবা নো অগ্নেঽবিতোত গোপা ভবা বয়স্কৃদুত নো বয়োধাঃ।
রাস্বা চ নঃ সুমহো হব্যদাতিং ত্রাস্বোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭ ॥ (২)

॥ ৮ ॥

ত্রিশিরাস্ত্বাষ্ট্রঃ ॥ ১—৬ অগ্নিঃ। ৭—৯ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
দিবশ্চিদংতাঁ উপমাঁ উদানলপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ১ ॥
মুমোদ গর্ভো বৃষভঃ ককুদ্মানস্রেমা বৎসঃ শিমীবাঁ অরাবীৎ।
স দেবতাত্যুদ্যতানি কৃণ্বন্স্বেষু ক্ষয়েষু প্রথমো জিগাতি ॥ ২ ॥
আ যো মূর্ধানং পিত্রোররব্ধ ন্যধ্বরে দধিরে সূরো অর্ণঃ।
অস্য পত্মন্নরুষীরশ্ববুধ্না ঋতস্য যোনৌ তন্বো জুষংত ॥ ৩ ॥
উষউষো হি বসো অগ্রমেষি ত্বং যময়োরভবো বিভাবা।
ঋতায় সপ্ত দধিষে পদানি জনয়ন্মিত্রং তন্বে স্বায়ৈ ॥ ৪ ॥
ভুবশ্চক্ষুর্মহ ঋতস্য গোপা ভুবো বরুণো যদৃতায় বেষি।
ভুবো অপাং নপাজ্জাতবেদো ভুবো দূতো যস্য হব্যং জুজোষঃ ॥ ৫ ॥ (৩)
ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ।
দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহং ॥ ৬ ॥
অস্য ত্রিতঃ ক্রতুনা বব্রে অংতরিচ্ছন্ধীতিং পিতুরেবৈঃ পরস্য।
সচস্যমানঃ পিত্রোরুপস্থে জামি ব্রুবাণ আয়ুধানি বেতি ॥ ৭ ॥
স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিংদ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বাংত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ ॥ ৮ ॥
ভূরীদিংদ্র উদিনক্ষংতমোজোঽবাভিনৎসৎপতির্মন্যমানং।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ॥ ৯ ॥ (৪)

॥ ৯ ॥

ত্রিশিরাস্তাষ্ট্রঃ সিংধুদ্বীপো বাংবরীষঃ ॥ আপঃ ॥ ১—৪, ৬ গায়ত্রী।
৫ বর্ধমানা। ৭ প্রতিষ্ঠা। ৮, ৯ অনুষ্টুপ্ ॥

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২ ॥
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥
শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবংতু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবংতু নঃ ॥ ৪ ॥
ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ংতীশ্চর্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজং ॥ ৫ ॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদংতর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবং ॥ ৬ ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৭ ॥
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিং চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং ॥ ৮ ॥
আপো অদ্যান্ব চারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৯ ॥ (৫)

॥ ১০ ॥

যমী বৈবস্বতী। ২, ৪, ৮—১০, ১২, ১৪ যমো বৈবস্বতঃ ॥ ১, ৩, ৫—৭, ১১, ১৩
যমো বৈবস্বতঃ। ২, ৪, ৮—১০, ১২, ১৪ যমী বৈবস্বতী ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১ ॥
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২ ॥
উশংতি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্যস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩ ॥
ন যৎপুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদংতো অনৃতং রপেম।
গংধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪ ॥
গর্ভে নু নৌ জনিতা দংপতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনংতি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥ (৬)
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৬ ॥

যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত্সমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৭ ॥
ন তিষ্ঠংতি ন নি মিষংত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরংতি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৮ ॥
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎসূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবংধূ যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি ॥ ৯ ॥
আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১০ ॥ (৭)
কিং ভ্রাতাসদাদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নির্ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ১১ ॥
ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎপ্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ১২ ॥
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষং ॥ ১৩ ॥
অন্যমূ ষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষং।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাং ॥ ১৪ ॥ (৮)

॥ ১১ ॥

হবির্ধান আংগিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৬ জগতী। ৭—৯ ত্রিষ্টুপ্ ॥

বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজতু যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ১ ॥
রপদ্গংধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ২ ॥
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী।
যদীমুশংতমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ৩ ॥
অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ৪ ॥
সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যং বাজং সসবাঁ উপয়াসি ভূরিভিঃ ॥ ৫ ॥ (৯)
উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৬ ॥

যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অক্ষৎসহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমাঁ অমবানভূষতি দ্যূন্॥ ৭॥
যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমংতং বীতাৎ॥ ৮॥
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুং।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ॥ ৯॥ (১০)

॥ ১২॥

হবির্ধান আংগিঃ॥ অগ্নিঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্যজথায় কৃণ্বন্ত্সীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্॥ ১॥
দেবো দেবান্পরিভূর্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মংদ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্॥ ২॥
স্বাবৃগ্দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ংত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তত্তে যজুর্গুর্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ॥ ৩॥
অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্দ্যাবোঽসুনীতিময়ন্মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাং॥ ৪॥
কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাঞ্ছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি॥৫॥ (১১)
দুর্মংত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতে সুমংত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্॥ ৬॥
যস্মিন্দেবা বিদথে মাদয়ংতে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ংতে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্পরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা॥ ৭॥
যস্মিন্দেবা মন্মনি সংচরংত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ত্সবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ॥ ৮॥
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুং।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ॥ ৯॥ (১২)

‖ ১৩ ‖

বিবস্বানাদিত্যঃ ‖ হবির্ধানে ‖ ১—৪ ত্রিষ্টুপ্। ৫ জগতী ‖

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যাং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বংতু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ‖ ১ ‖
যমে ইব যতমানে যদৈতং প্র বাং ভরন্মানুষা দেবয়ংতঃ।
আ সীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিংদবে নঃ ‖ ২ ‖
পংচ পদানি রুপো অন্বরোহং চতুষ্পদীমন্বেমি ব্রতেন।
অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সং পুনামি ‖ ৩ ‖
দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কমমৃতং নাবৃণীত।
বৃহস্পতিং যজ্ঞমকৃণ্বত ঋষিং প্রিয়াং যমস্তন্বং প্রারিরেচীৎ ‖ ৪ ‖
সপ্ত ক্ষরংতি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবতন্নৃতং।
উভে ইদস্যোভয়স্য রাজত উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ ‖ ৫ ‖ (১৩)

‖ ১৪ ‖

যমঃ ‖ ১—৫, ১৩—১৬ যমঃ। ৬ লিংগোক্তদেবতাঃ। ৭—৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা। ১০—১২ শ্বানৌ ‖ ১—১২ ত্রিষ্টুপ্। ১৩, ১৪, ১৬ অনুষ্টুপ্। ১৫ বৃহতী ‖

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পংথামনুপস্পশানং।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ‖ ১ ‖
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ‖ ২ ‖
মাতলী কব্যৈর্যমো অংগিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্তস্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদংতি ‖ ৩ ‖
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনা রাজন্হবিষা মাদয়স্ব ‖ ৪ ‖
অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বংতং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ‖ ৫ ‖ (১৪)
অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ‖ ৬ ‖
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ‖ ৭ ‖

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্সুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥ (১৫)
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রং ॥ ১২ ॥
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্‌গায়ত্রী ছংদাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥ (১৬)

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১—১০, ১২—১৪ ত্রিষ্টুপ্‌। ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥
আহং পিতৄন্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজংত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥
বর্হিষদঃ পিতর ঊত্যর্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বং।
ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥
উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমংতু ত ইহ শ্রুবংত্বধি ব্রুবংতু তেঽবংত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥ (১৭)

আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে ।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায় ।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৭ ॥
যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮ ॥
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববংদৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ১০ ॥ (১৮)
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদতঃ সুপ্রণীতয়ঃ ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী ।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২ ॥
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম ।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ১৩ ॥
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ংতে ।
তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥ (১৯)

॥ ১৬ ॥

দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—১০ ত্রিষ্টুপ্ । ১১—১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং ।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা ।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং ॥ ৪ ॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥ (২০)

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬ ॥
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যৎপর্যংখয়াতে ॥ ৭ ॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে ॥ ৮ ॥
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসং।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎপরমে সধস্থে ॥ ১০ ॥ (২১)
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥
উশংতস্ত্বা নি ধীমহ্যুশংতঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্হবিষে অত্তবে ॥ ১২ ॥
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংব্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ॥ ১৩ ॥
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মংডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ॥ ১৪ ॥ (২২)

॥ ১৭ ॥

দেবশ্রবা যামায়নঃ ॥ ১, ২ সরণ্যূঃ। ৩—৬ পূষা। ৭—৯ সরস্বতী। ১০, ১৪ আপঃ। ১১—১৩ আপঃ সোমো বা ॥ ১—১২ ত্রিষ্টুপ্। ১৩ অনুষ্টুপ্পুরস্তা-বৃহতী বা। ১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ১ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ ২ ॥
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎপিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৩ ॥
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৪ ॥

পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
সস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্‌পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫ ॥ (২৩)
প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥ ৬ ॥
সরস্বতীং দেবয়ংতো হবংতে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ংত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৭ ॥
সরস্বতি যা সরথ যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদংতী।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৮ ॥
সরস্বতীং যাং পিতরো হবংতে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি ॥ ৯ ॥
আপো অস্মান্মাতরঃ শুংধয়ংতু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহংতি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১০ ॥ (২৪)
দ্রপ্সশ্চস্কংদ প্রথমাঁ অনু দ্যূনিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ।
সমানং যোনিমনু সংচরংতং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ১১ ॥
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কংদতি যস্তে অংশুর্বাহুচ্যুতো ধিষণায়া উপস্থাৎ।
অধ্বর্যোর্বা পরি বা যঃ পবিত্রাত্তং তে জুহোমি মনসা বষট্‌কৃতং ॥ ১২ ॥
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্নো যস্তে অংশুরবশ্চ যঃ পরঃ স্রুচা।
অয়ং দেবো বৃহস্পতিঃ সং তং সিংচতু রাধসে ॥ ১৩ ॥
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ।
অপাং পয়স্বদিৎপয়স্তেন মা সহ শুংধত ॥ ১৪ ॥ (২৫)

॥ ১৮ ॥

সংকুসুকো যামায়নঃ ॥ ১—৪ মৃত্যুঃ। ৫ ধাতা। ৬ ত্বষ্টা। ৭—১৩
পিতৃমেধঃ। ১৪ পিতৃমেধঃ প্রজাপতির্বা ॥ ১—১০, ১২ ত্রিষ্টুপ্।
১১ প্রস্তারপংক্তিঃ। ১৩ জগতী। ১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো দেবয়ানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১ ॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং।
শতং জীবংতু শরদঃ পুরূচীরংতর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥ (২৬)
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮ ॥
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ ১০ ॥ (২৭)
উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১ ॥
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র ॥ ১২ ॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ংতু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩ ॥
প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥ (২৮)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ১৯ ॥

মথিতো যামায়নো ভৃগুর্বা বারুণিশ্চ্যবনো বা ভার্গবঃ ॥
১, ২—৮ আপো গাবো বা। ১, অগ্নীষোমৌ ॥
১—৫, ৭, ৮, অনুষ্টুপ্। ৬ গায়ত্রী ॥

নি বর্তধ্বং মানু গাতাস্মান্ত্‌সিষক্ত রেবতীঃ।
অগ্নীষোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তং রয়িং ॥ ১ ॥
পুনরেনা নি বর্তয় পুনরেনা ন্যা কুরু।
ইংদ্র এণা নি যচ্ছত্বগ্নিরেনা উপাজতু ॥ ২ ॥
পুনরেতা নি বর্তংতামস্মিংপুষ্যংতু গোপতৌ।
ইহৈবাগ্নে নি ধারয়েহ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ৩ ॥
যন্নিয়ানং ন্যয়নং সংজ্ঞানং যৎপরায়ণং।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ৪ ॥
য উদানড্‌ব্যয়নং য উদানট্‌পরায়ণং।
আবর্তনং নিবর্তনমপি গোপা নি বর্ততাং ॥ ৫ ॥
আ নিবর্ত নি বর্তয় পুনর্ন ইংদ্র গা দেহি। জীবাভির্ভুনজামহৈ ॥ ৬ ॥
পরি বো বিশ্বতো দধ ঊর্জা ঘৃতেন পয়সা।
যে দেবাঃ কে চ যজ্ঞিয়াস্তে রয্যা সং সৃজংতু নঃ ॥ ৭ ॥
আ নিবর্তন বর্তয় নি নিবর্তন বর্তয়।
ভূম্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশস্তাভ্য এনা নি বর্তয় ॥ ৮ ॥ (১)

॥ ২০ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১ একপদা (পাদ এব বা শাংত্যর্থঃ)। ২ অনুষ্টুপ্। ৩—৮ গায়ত্রী। ৯ বিরাট্। ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ১ ॥
অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্ধরীতুং।
যস্য ধর্মন্ত্স্বরেনীঃ সপর্যংতি মাতুরূধঃ ॥ ২ ॥
যমাসা কৃপনীলং ভাসাকেতুং বর্ধয়ংতি। ভ্রাজতে শ্রেণিদন্ ॥ ৩ ॥

অর্ধো বিশাং গাতুরেতি প্র যদানড্‌দিবো অংতান্‌। কবিরভ্রং দীদ্যানঃ ॥ ৪ ॥
জুষদ্ধব্যা মানুষস্যোর্ধ্বস্তস্থাবৃভ্বা যজ্ঞে। মিন্বন্সদ্ম পুর এতি ॥ ৫ ॥
স হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ শ্রুষ্টীদস্য গাতুরেতি। অগ্নিং দেবা বাশীমংতং ॥ ৬ ॥ (২)
যজ্ঞাসাহং দুব ইষেঽগ্নিং পূর্বস্য শেবস্য। অদ্রেঃ সূনুমায়ুমাহুঃ ॥ ৭ ॥
নরো যে কে চাস্মদা বিশ্বেত্তে বাম আ স্যুঃ। অগ্নিং হবিষা বর্ধংতঃ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষো যামো অস্য ব্রধ্ন ঋজ্র উত শোণো যশস্বান্‌।
হিরণ্যরূপং জনিতা জজান ॥ ৯ ॥
এবা তে অগ্নে বিমদো মনীষামূর্জো নপাদমৃতেভিঃ সজোষাঃ।
গির আ বক্ষৎসুমতীরিয়ান ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১০ ॥ (৩)

॥ ২১ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ আস্তারপংক্তিঃ ॥

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
যজ্ঞায় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদে শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসে ॥ ১ ॥
ত্বামু তে স্বাভুবঃ শুংভংত্যশ্বরাধসঃ।
বেতি ত্বামুপসেচনী বি বো মদ ঋজীতিরগ্ন আহুতির্বিবক্ষসে ॥ ২ ॥
ত্বে ধর্মাণ আসতে জুহূভিঃ সিংচতীরিব।
কৃষ্ণা রূপাণ্যর্জুনা বি বো মদে বিশ্বা অধি শ্রিয়ো ধিষে বিবক্ষসে ॥ ৩ ॥
যমগ্নে মন্যসে রয়িং সহসাবন্নমর্ত্য।
তমা নো বাজসাতয়ে বি বো মদে যজ্ঞেষু চিত্রমা ভরা বিবক্ষসে ॥ ৪ ॥
অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য কাম্যো বিবক্ষসে ॥ ৫ ॥ (৪)
ত্বাং যজ্ঞেষ্বীলতেঽগ্নে প্রযত্যধ্বরে।
ত্বং বসূনি কাম্যা বি বো মদে বিশ্বা দধাসি দাশুষে বিবক্ষসে ॥ ৬ ॥
ত্বাং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজং চারুমগ্নে নি ষেদিরে।
ঘৃতপ্রতীকং মনুষো বি বো মদে শুক্রং চেতিষ্ঠমক্ষভির্বিবক্ষসে ॥ ৭ ॥
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষোরু প্রথয়সে বৃহৎ।
অভিক্রংদন্বৃষায়সে বি বো মদে গর্ভং দধাসি জামিষু বিবক্ষসে ॥ ৮ ॥ (৫)

॥ ২২ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৪, ৬, ৮, ১০—১৪ পুরস্তাদ্বৃহতী। ৫, ৭, ৯ অনুষ্টুপ্। ১৫ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কুহ শ্রুত ইংদ্রঃ কস্মিন্নদ্য জনে মিত্রো ন শ্রূয়তে।
ঋষীণাং বা যঃ ক্ষয়ে গুহা বা চর্কৃষে গিরা ॥ ১ ॥
ইহ শ্রুত ইংদ্রো অস্মে অদ্য স্তবে বজ্র্যৃচীষমঃ।
মিত্রো ন যো জনেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা ॥ ২ ॥
মহো যস্পতিঃ শবসো অসাম্যা মহো নৃম্ণস্য তূতুজিঃ।
ভর্তা বজ্রস্য ধৃষ্ণোঃ পিতা পুত্রমিব প্রিয়ং ॥ ৩ ॥
যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ।
স্যংতা পথা বিরুক্মতা সৃজানঃ স্তোষ্যধ্বনঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং ত্যা চিদ্বাতস্যাশ্বাগা ঋজ্রা ত্মনা বহধ্যৈ।
যয়োর্দেবো ন মর্ত্যো যংতা নকির্বিদায্যঃ ॥ ৫ ॥ (৬)
অধ গ্মংতোশনা পৃচ্ছতে বাং কদর্থা ন আ গৃহং।
আ জগ্মথুঃ পরাকাদ্দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্যং ॥ ৬ ॥
আ ন ইংদ্র পৃক্ষসেঽস্মাকং ব্রহ্মোদ্যতং।
তত্ত্বা যাচামহেঽবঃ শুষ্ণং যদ্ধন্নমানুষং ॥ ৭ ॥
অকর্মা দস্যুরভি নো অমংতুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্বধর্দাসস্য দংভয় ॥ ৮ ॥
ত্বং ন ইংদ্র শূর শূরৈরুত ত্বোতাসো বর্হণা।
পুরুত্রা তে বি পূর্তয়ো নবংত ক্ষোণয়ো যথা ॥ ৯ ॥
ত্বং তান্বৃত্রহত্যে চোদয়ো নৄন্কার্পাণে শূর বজ্রিবঃ।
গুহা যদী কবীনাং বিশাং নক্ষত্রশবসাং ॥ ১০ ॥ (৭)
মক্ষূ তা ত ইংদ্র দানাপ্নস আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ।
যদ্ধ শুষ্ণস্য দংভয়ো জাতং বিশ্বং সযাবভিঃ ॥ ১১ ॥
মাকুধ্র্যগিংদ্র শূর বস্বীরস্মে ভূবন্নভিষ্টয়ঃ।
বয়ংবয়ং ত আসাং সুম্নে স্যাম বজ্রিবঃ ॥ ১২ ॥
অস্মে তা ত ইংদ্র সংতু সত্যাহিংসংতীরুপস্পৃশঃ।
বিদ্যাম যাসাং ভুজো ধেনূনাং ন বজ্রিবঃ ॥ ১৩ ॥
অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্বেদ্যানাং।
শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ॥ ১৪ ॥

পিবাপিবেদিংদ্র শূর সোমং মা রিষণ্যো বসবান বসুঃ সন্ ।
উত ত্রায়স্ব গৃণতো মঘোনো মহশ্চ রায়ো রেবতস্কৃধী নঃ ॥ ১৫ ॥ (৮)

॥ ২৩ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১, ৭
ত্রিষ্টুপ্। ২—৪, ৬ জগতী। ৫ অভিসারিণী॥

যজামহ ইংদ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যংবিব্রতানাং ।
প্র শ্মশ্রু দোধুবদূর্ধ্বথা ভূদ্বি সেনাভির্দয়মানো বি রাধসা ॥ ১ ॥
হরী ষস্য যা বনে বিদে বস্বিংদ্রো মঘৈর্মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষাঃ পত্যতে শবোহব ক্ষ্ণৌমি দাসস্য নাম চিৎ ॥ ২ ॥
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইংদ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যাস্বা সচাঁ ইংদ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে ।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূনোতি বাতো যথা বনং ॥ ৪ ॥
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান ।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ ॥ ৫ ॥
স্তোমং ত ইংদ্র বিমদা অজীজনন্নপূর্ব্যং পুরুতমং সুদানবে ।
বিদ্মা হ্যস্য ভোজনমিনস্য যদা পশুং ন গোপাঃ করামহে ॥ ৬ ॥
মাকির্ন এনা সখ্যা বি যৌষুস্তব চেংদ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ ।
বিদ্মা হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সংতু সখ্যা শিবানি ॥ ৭ ॥ (৯)

॥ ২৪ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ ১—৩ ইংদ্রঃ। ৪—৬ অশ্বিনৌ
১—৩ আস্তারপংক্তিঃ। ৪—৬ অনুষ্টুপ্॥

ইংদ্র সোমমিমং পিব মধুমংতং চমূ সুতং ।
অস্মে রয়িং নি ধারয় বি বো মদে সহস্রিণং পুরূবসো বিবক্ষসে ॥ ১ ॥
ত্বাং যজ্ঞেভিরুক্থৈরুপ হব্যেভিরীমহে ।
শচীপতে শচীনাং বি বো মদে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যং বিবক্ষসে ॥ ২ ॥
যস্পতির্বার্যাণামসি রধ্রস্য চোদিতা ।
ইংদ্র স্তোতৄণামবিতা বি বো মদে দ্বিষো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে ॥ ৩ ॥

যুবং শক্রা মায়াবিনা সমীচী নিরমংথতং।
বিমদেন যদীলিতা নাসত্যা নিরমংথতং॥ ৪॥
বিশ্বে দেবা অকৃপংত সমীচ্যোর্নিষ্পতংত্যোঃ।
নাসত্যাবব্রুবন্দেবাঃ পুনরা বহতাদিতি॥ ৫॥
মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎপুনরায়নং।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতং॥ ৬॥ (১০)

॥ ২৫ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ॥ সোমঃ॥ আস্তারপংক্তিঃ॥

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুং।
অধা তে সখ্যে অংধসো বি বো মদে রণন্গাবো ন যবসে বিবক্ষসে॥ ১॥
হৃদিস্পৃশস্ত আসতে বিশ্বেষু সোম ধামসু।
অধা কামা ইমে মম বি বো মদে বি তিষ্ঠংতে বসূযবো বিবক্ষসে॥ ২॥
উত ব্রতানি সোম তে প্রাহং মিনামি পাক্যা।
অধা পিতেব সূনবে বি বো মদে মৃলা নো অভি চিদ্বধাদ্বিবক্ষসে॥ ৩॥
সমু প্র যংতি ধীতয়ঃ সর্গাসোঽবতাঁ ইব।
ক্রতুং নঃ সোম জীবসে বি বো মদে ধারয়া চমসাঁ ইব বিবক্ষসে॥ ৪॥
তব ত্যে সোম শক্তিভির্নিকামাসো ব্যৃণ্বিরে।
গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো বি বো মদে ব্রজং গোমংতমশ্বিনং বিবক্ষসে॥ ৫॥ (১১)
পশুং নঃ সোম রক্ষসি পুরুত্রা বিষ্ঠিতং জগৎ।
সমাকৃণোষি জীবসে বি বো মদে বিশ্বা সংপশ্যন্ভুবনা বিবক্ষসে॥ ৬॥
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো গোপা অদাভ্যো ভব।
সেধ রাজন্নপ স্রিধো বি বো মদে মা নো দুঃশংস ঈশতা বিবক্ষসে॥ ৭॥
ত্বং নঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি।
ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বি বো মদে দ্রুহো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে॥ ৮॥
ত্বং নো বৃত্রহংতমেংদ্রস্যেংদো শিবঃ সখা।
যৎসীং হবংতে সমিথে বি বো মদে যুধ্যমানাস্তোকসাতৌ বিবক্ষসে॥ ৯॥
অয়ং ঘ স তুরো মদ ইংদ্রস্য বর্ধত প্রিয়ঃ।
অয়ং কক্ষীবতো মহো বি বো মদে মতিং বিপ্রস্য বর্ধয়দ্বিবক্ষসে॥ ১০॥
অয়ং বিপ্রায় দাশুষে বাজাঁ ইয়র্তি গোমতঃ।
অয়ং সপ্তভ্য আ বরং বি বো মদে প্রাংধং শ্রোণং চ তারিষদ্বিবক্ষসে॥ ১১॥ (১২)

॥ ২৬ ॥

বিমদ ঐংদ্রঃ প্রাজাপত্যো বা বসুকৃদ্বা বাসুক্রঃ ॥ পূষা ॥
১, ৪ উষ্ণিক্। ২, ৩, ৫—৯ অনুষ্টুপ্ ॥

প্র হ্যচ্ছা মনীষাঃ স্পার্হা যংতি নিযুতঃ।
প্র দস্রা নিযুদ্রথঃ পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ ॥ ১ ॥
যস্য ত্যন্মহিত্বং বাতাপ্যময়ং জনঃ।
বিপ্র আ বংসদ্ধীতিভিশ্চিকেত সুষ্টুতীনাং ॥ ২ ॥
স বেদ সুষ্টুতীনামিংদুর্ন পূষা বৃষা।
অভি প্সুরঃ প্রুষায়তি ব্রজং ন আ প্রুষায়তি ॥ ৩ ॥
মংসীমহি ত্বা বয়মস্মাকং দেব পূষন্। মতীনাং চ সাধনং বিপ্রাণাং চাধবং ॥ ৪ ॥
প্রত্যর্ধির্যজ্ঞানামশ্বহয়ো রথানাং।
ঋষিঃ স যো মনুর্হিতো বিপ্রস্য যাবয়ৎসখঃ ॥ ৫ ॥ (১৩)
আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োঽবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ ॥ ৬ ॥
ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।
প্র শ্মশ্রু হর্যতো দূধোদ্বি বৃথা যো অদাভ্যঃ ॥ ৭ ॥
আ তে রথস্য পূষন্নজা ধুরং ববৃত্যুঃ।
বিশ্বস্যার্থিনঃ সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ ॥ ৮ ॥
অস্মাকমূর্জা রথং পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ।
ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং নঃ শৃণবদ্ধবং ॥ ৯ ॥ (১৪)

॥ ২৭ ॥

বসুক্র ঐংদ্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অসৎসু মে জরিতঃ সাভিবেগো যৎসুন্বতে যজমানায় শিক্ষং।
অনাশীর্দামহমস্মি প্রহংতা সত্যধ্বৃতং বৃজিনায়ংতমাভুং ॥ ১ ॥
যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্যদেবযূন্তন্বা শূশুজানান্।
অমা তে তুম্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পংচদশং নি ষিংচং ॥ ২ ॥
নাহং তং বেদ য ইতি ব্রবীত্যদেবযূন্ত্সমরণে জঘন্বান্।
যদাবাখ্যৎসমরণমৃঘাবদাদিদ্ধ মে বৃষভা প্র ব্রুবংতি ॥ ৩ ॥
যদজ্ঞাতেষু বৃজনেষ্বাসং বিশ্বে সতো মঘবানো ম আসন্।
জিনামি বেৎক্ষেম আ সংতমাভুং প্র তং ক্ষিণাং পর্বতে পাদগৃহ্য ॥ ৪ ॥

ন বা উ মাং বৃজনে বারয়ংতে ন পর্বতাসো যদহং মনস্যে।
মম স্বনাৎকৃধুকর্ণো ভয়াত এবেদনু দ্যূন্‌কিরণঃ সমেজাৎ ॥ ৫ ॥ (১৫)
দর্শন্নত্র শৃতপাঁ অনিংদ্রাম্বাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্‌।
ঘৃষুং বা যে নিনিদুঃ সখায়মধ্যূ ন্বেষু পবয়ো বৰৃত্যুঃ ॥ ৬ ॥
অভূর্বৌক্ষীর্ব্যু আয়ুরানড্‌দর্ষন্নু পূর্বো অপরো নু দর্ষৎ।
দ্বে পবস্তে পরি তং ন ভূতো যো অস্য পারে রজসো বিবেষ ॥ ৭ ॥
গাবো যবং প্রযুতা অর্যো অক্ষন্তা অপশ্যং সহগোপাশ্চরংতীঃ।
হবা ইদর্যো অভিতঃ সমায়ন্‌কিয়দাসু স্বপতিশ্ছংদয়াতে ॥ ৮ ॥
সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানামহং যবাদ উর্বজ্রে অংতঃ।
অত্রা যুক্তোঽবসাতারমিচ্ছাদথো অযুক্তং যুনজদ্ববন্বান্‌ ॥ ৯ ॥
অত্রেদু মে মংসসে সত্যমুক্তং দ্বিপাচ্চ যচ্চতুষ্পাৎসংসৃজানি।
স্ত্রীভির্যো অত্র বৃষণং পৃতন্যাদযুদ্ধো অস্য বি ভজানি বেদঃ ॥ ১০ ॥ (১৬)
যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাঁ বিদ্বাঁ অভি মন্যাতে অংধাং।
কতরো মেনিং প্রতি তং মুচাতে য ঈং বহাতে য ঈং বা বরেয়াৎ ॥ ১১ ॥
কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥ ১২ ॥
পত্তো জগার প্রত্যংচমত্তি শীর্ষ্ণা শিরঃ প্রতি দধৌ বরূথং।
আসীন ঊর্ধ্বামুপসি ক্ষিণাতি ন্যঙুত্তানামন্বেতি ভূমিং ॥ ১৩ ॥
বৃহন্নচ্ছায়ো অপলাশো অর্বা তস্থৌ মাতা বিষিতো অত্তি গর্ভঃ।
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ॥ ১৪ ॥
সপ্ত বীরাসো অধরাদুদায়ন্নষ্টোত্তরাত্তাৎসমজগ্মিরন্তে।
নব পশ্চাতাৎস্থিবিমংত আয়ন্দশ প্রাক্‌সানু বি তিরংত্যশ্নঃ ॥ ১৫ ॥ (১৭)
দশানামেকং কপিলং সমানং তং হিন্বংতি ক্রতবে পার্যায়।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনংতং তুষয়ংতী বিভর্তি ॥ ১৬ ॥
পীবানং মেষমপচংত বীরা ন্যুপ্তা অক্ষা অনু দীব আসন্‌।
দ্বা ধনুং বৃহতীমপ্স্বংতঃ পবিত্রবংতা চরতঃ পুনংতা ॥ ১৭ ॥
বি ক্রোশনাসো বিষ্বংচ আয়ৎপচাতি নেমো নহি পক্ষদর্ধঃ।
অয়ং মে দেবঃ সবিতা তদাহ দ্রূন্ন ইদ্বনবৎসর্পিরন্নঃ ॥ ১৮ ॥
অপশ্যং গ্রামং বহমানমারাদচক্রয়া স্বধয়া বর্তমানং।
সিষক্ত্যর্যঃ প্র যুগা জনানাং সদ্যঃ শিশ্না প্রমিনানো নবীয়ান্‌ ॥ ১৯ ॥
এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ মো যু প্র সেধীর্মুহুরিন্মমংধি।
আপশ্চিদস্য বি নশংত্যর্থং সূরশ্চ মর্ক উপরো বভূবান্‌ ॥ ২০ ॥ (১৮)

অয়ং যো বজ্রঃ পুরুধা বিবৃত্তোঽবঃ সূর্যস্য বৃহতঃ পুরীষাৎ।
শ্রব ইদেনা পরো অন্যদস্তি তদব্যথী জরিমাণস্তরংতি ॥ ২১ ॥
বৃক্ষেবৃক্ষে নিয়তা মীময়দ্গৌস্ততো বয়ঃ প্র পতাৎপূরুষাদঃ।
অথেদং বিশ্বং ভুবনং ভয়াত ইংদ্রায় সুন্বদৃষয়ে চ শিক্ষৎ ॥ ২২ ॥
দেবানাং মানে প্রথমা অতিষ্ঠন্কৃংতত্রাদেষামুপরা উদায়ন্।
ত্রয়স্তপংতি পৃথিবীমনূপা দ্বা বৃবূকং বহতঃ পুরীষং ॥ ২৩ ॥
সা তে জীবাতুরুত তস্য বিদ্ধি মা স্মৈতাদৃগপ গূহঃ সমর্যে।
আবিঃ স্বঃ কৃণুতে গূহতে বুসং স পাদুরস্য নির্ণিজো ন মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ (১৯)

॥ ২৮ ॥

ইংদ্রবসুক্রয়োঃ সংবাদ ঐংদ্রঃ (১ ইংদ্রস্য স্নুষা পরোক্ষবদিংদ্রমাহ) ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো না জগাম।
জক্ষীয়াদ্ধানা উত সোমং পপীয়াৎস্বাশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ ॥ ১ ॥
স রোরুবদ্বৃষভস্তিগ্মশৃংগো বর্ষ্মন্তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
বিশ্বেষ্বেনং বৃজনেষু পামি যো মে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি ॥ ২ ॥
অদ্রিণা তে মংদিন ইংদ্র তূয়ান্তসুন্বংতি সোমাৎপিবসি ত্বমেষাং।
পচংতি তে বৃষভাঁ অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্হূয়মানঃ ॥ ৩ ॥
ইদং সু মে জরিতরা চিকিদ্ধি প্রতীপং শাপং নদ্যো বহংতি।
লোপাশঃ সিংহং প্রত্যংচমৎসাঃ ক্রোষ্টা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ ॥ ৪ ॥
কথা ত এতদহমা চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাং।
ত্বং নো বিদ্বাঁ ঋতুথা বি বোচো যমর্ধং তে মঘবন্ক্ষেম্যা ধূঃ ॥ ৫ ॥
এবা হি মাং তবসং বর্ধয়ংতি দিবশ্চিন্মে বৃহত উত্তরা ধূঃ।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি সাকমশত্রুং হি মা জনিতা জজান ॥ ৬ ॥ (২০)
এবা হি মাং তবসং জজ্ঞুরুগ্রং কর্মন্কর্মন্বৃষণমিংদ্র দেবাঃ।
বধীং বৃত্রং বজ্রেণ মংদসানোঽপ ব্রজং মহিনা দাশুষে বং ॥ ৭ ॥
দেবাস আয়ৎপরশূঁরবিভ্রন্বনা বৃশ্চংতো অভি বিড্ভিরায়ন্।
নি সুদ্রং্ দধতো বক্ষণাসু যত্রা কৃপীটমনু তদ্দহংতি ॥ ৮ ॥
শশঃ ক্ষুরং প্রত্যংচং জগারাদ্রিং লোগেন ব্যভেদমারাৎ।
বৃহংতং চিদৃহতে রংধয়ানি বয়দ্বৎসো বৃষভং শূশুবানঃ ॥ ৯ ॥
সুপর্ণ ইত্থা নখমা সিষায়াবরুদ্ধঃ পরিপদং ন সিংহঃ।
নিরুদ্ধশ্চিন্মহিষস্তর্ষ্যাবান্গোধা তস্মা অযথং কর্ষদেতৎ ॥ ১০ ॥

তেভ্যো গোধা অযথং কর্ষদেতদ্যে ব্রহ্মণঃ প্রতিপীয়ংত্যন্নৈঃ।
সিম উক্ষোঽবসৃষ্টাঁ অদংতি স্বয়ং বলানি তন্বঃ শৃণানাঃ॥ ১১॥
এতে শমীভিঃ সুশমী অভূবন্যে হিন্বিরে তন্বঃ সোম উক্থৈঃ।
নৃবদ্বদন্নুপ নো মাহি বাজান্দিবি শ্রবো দধিষে নাম বীরঃ॥ ১২॥ (২১)

॥ ২৯॥

বসুক্রঃ॥ ইংদ্রঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকঞ্চুচির্বাং স্তোমো ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিংদ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্॥ ১॥
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাং।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৄনকুৎসেন রথো যো অসৎসসবান্॥ ২॥
কস্তে মদ ইংদ্র রংত্যো ভূদ্দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কদ্বাহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ॥ ৩॥
কদু দ্যুম্নমিংদ্র ত্বাবতো নৄন্কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ॥ ৪॥
প্রেরয় সূরো অর্থং ন পারং যে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইংদ্র প্রতিশিক্ষংত্যন্নৈঃ॥ ৫॥ (২২)
মাত্রে নু তে সুমিতে ইংদ্র পূর্বী দ্যৌর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবংতঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্ভবংতু পীতয়ে মধূনি॥ ৬॥
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিংদ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ॥ ৭॥
ব্যানলিংদ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতংতে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়াসে॥ ৮॥ (২৩)

॥ ৩০॥

কবষ ঐলূষঃ॥ আপ অপাংনপাদ্বা॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রযুক্তি।
মহীং মিত্রস্য বরুণস্য ধাসি পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিং॥ ১॥
অধ্বর্যবো হবিষ্মংতো হি ভূতাচ্ছাপ ইতোশতীরুশংতঃ।
অব যাশ্চষ্টে অরুণঃ সুপর্ণস্তমাস্যধ্বমূর্মিমদ্যা সুহস্তাঃ॥ ২॥

অধ্বর্যবোহপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বং।
স বো দদদূর্মিমদ্যা সুপূতং তস্মৈ সোমং মধুমংতং সুনোত ॥ ৩ ॥
যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বং তর্যং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিংদ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥ ৪ ॥
যাভিঃ সোমো মোদতে হর্ষতে চ কল্যাণীভির্যুবতিভির্ন মর্যঃ।
তা অধ্বর্যো অপো অচ্ছা পরেহি যদাসিংচা ওষধীভিঃ পুনীতাৎ ॥ ৫ ॥ (২৪)
এবেদ্যূনে যুবতয়ো নমংত যদীমুশন্নুশতীরেত্যচ্ছ।
সং জানতে মনসা সং চিকিত্রেহধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ॥ ৬ ॥
যো বো বৃতাভ্যো অকৃণোদু লোকং যো বো মহ্যা অভিশস্তেরমুংচৎ।
তস্মা ইংদ্রায় মধুমংতমূর্মিং দেবমাদনং প্র হিণোতনাপঃ ॥ ৭ ॥
প্রাস্মৈ হিনোত মধুমংতমূর্মিং গর্ভো যো বঃ সিংধবো মধ্ব উৎসঃ।
ঘৃতপৃষ্ঠমীড্যমধ্বরেষ্বাপো রেবতীঃ শৃণুতা হবং মে ॥ ৮ ॥
তং সিংধবো মৎসরমিংদ্রপানমূর্মিং প্র হেত য উভে ইয়র্তি।
মদচ্যুতমৌশানং নভোজাং পরি ত্রিতংতুং বিচরংতমুৎসং ॥ ৯ ॥
আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা গোষুযুধো ন নিয়বং চরংতীঃ।
ঋষে জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বংদস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ ॥ ১০ ॥ (২৫)
হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা হিনোত ব্রহ্ম সনয়ে ধনানাং।
ঋতস্য যোগে বি ষ্যধ্বমূধঃ শ্রুষ্টীবরীর্ভূতনাস্মভ্যমাপঃ ॥ ১১ ॥
আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।
রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্গৃণতে বয়ো ধাৎ ॥ ১২ ॥
প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীর্ঘৃতং পয়াংসি বিভ্রতীর্মধূনি।
অধ্বর্যুভির্মনসা সংবিদানা ইংদ্রায় সোমং সুষুতং ভরংতীঃ ॥ ১৩ ॥
এমা অগ্মন্রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নি বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোহপাং নপ্ত্রা সংবিদানাস এনাঃ ॥ ১৪ ॥
আগ্মন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ংতীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেংদ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥ ১৫ ॥ (২৬)

৩১

কবষ ঐলূষঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

আ নো দেবানামুপ বেতু শংসো বিশ্বেভিস্তুরৈরবসে যজত্রঃ।
তেভির্বয়ং সুষখায়ো ভবেম তরংতো বিশ্বা দুরিতা স্যাম ॥ ১ ।

পরি চিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ।
উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ॥ ২॥
অধায়ি ধীতিরসসৃগ্রমংশাস্তীর্থে ন দস্মমুপ যংত্যূমাঃ।
অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষং নবেদসো অমৃতানামভূম॥ ৩॥
নিত্যশ্চাকন্যাৎস্বপতির্দমূনা যস্মা উ দেবঃ সবিতা জজান।
ভগো বা গোভিরর্যমেমনজ্যাৎসো অস্মৈ চারুশ্ছদয়দুত স্যাৎ॥ ৪॥
ইয়ং সা ভূয়া উষসামিব ক্ষা যদ্ধ ক্ষুমংতঃ শবসা সমায়ন্।
অস্য স্তুতিং জরিতুর্ভিক্ষমাণা আ নঃ শগ্মাস উপ যংতু বাজাঃ॥ ৫॥ (২৭)
অস্যেদেষা সুমতিঃ পপ্রথানাভবৎপূর্ব্যা ভূমনা গৌঃ।
অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমান আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ॥ ৬॥
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
সংতস্থানে অজরে ইতউতী অহানি পূর্বীরুষসো জরংত॥ ৭॥
নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদীং সূর্যং ন হরিতো বহংতি॥ ৮॥
স্তেগো ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্বীং মিহং ন বাতো বি হ বাতি ভূম।
মিত্রো যত্র বরুণো অজ্যমানোঽগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকং॥ ৯॥
স্তরীর্যৎসূত সদ্যো অজ্যমানা ব্যথিরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা।
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্॥ ১০॥
উত কণ্বং নৃষদঃ পুত্রমাহুরুত শ্যাবো ধনমাদত্ত বাজী।
প্র কৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধর্ঋতমত্র নকিরস্মা অপীপেৎ॥ ১১॥ ২৮)

॥ ৩২ ॥

কবষ ঐলূষঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ১—৫ জগতী। ৬—৯ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র সু গ্মংতা ধিয়সানস্য সক্ষণি বরেভির্বরাঁ অভি ষু প্রসীদতঃ।
অস্মাকমিংদ্র উভয়ং জুজোষতি যৎসোম্যস্যাংধসো বুবোধতি॥ ১॥
বীংদ্র যাসি দিব্যানি রোচনা বি পার্থিবানি রজসা পুরুষ্টুত।
যে ত্বা বহংতি মুহুরধ্বরাঁ উপ তে সু বন্বংতু বগ্বনাঁ অরাধসঃ॥ ২॥
তদিন্মে ছংৎসদ্বপুষো বপুষ্টরং পুত্রো যজ্জানং পিত্রোরধীয়তি।
জায়া পতিং বহতি বগ্নুনা সুমৎপুংস ইদ্ভদ্রো বহতুঃ পরিষ্কৃতঃ॥ ৩॥
তদিৎসধস্থমভি চারু দীধয় গাবো যচ্ছাসন্বহতুং ন ধেনবঃ।
মাতা যন্মংতুর্যূথস্য পূর্ব্যাভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ॥ ৪॥

প্র বোঽচ্ছা রিরিচে দেবযুষ্পদমেকো রুদ্রেভির্যাতি তুর্বণিঃ।
জরা বা যেষ্বমৃতেষু দাবনে পরি ব ঊমেভ্যঃ সিংচতা মধু॥ ৫॥ (২৯)
নিধীয়মানমপগূড়্হমপ্সু প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ।
ইংদ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাং॥ ৬॥
অক্ষেত্রবিৎক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ।
এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিংদত্যংজসীনাং॥ ৭॥
অদ্যেদু প্রাণীদমমন্নিমাহাপীবৃতো অধয়ন্মাতুরূধঃ।
এমেনমাপ জরিমা যুবানমহেলন্বসুঃ সুমনা বভূব॥ ৮॥
এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি।
দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি॥ ৯॥ (৩০)

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৩৩ ॥

কবষ ঐলূষঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবাঃ। ২, ৩ ইংদ্রঃ। ৪, ৫ কুরুশ্রবণস্য ত্রাসদস্যবস্য দানস্তুতিঃ। ৬—৯ উপমশ্রবা মিত্রাতিথি-পুত্রঃ ॥ ১ ত্রিষ্টুপ্। ২ বৃহতী। ৩ সতোবৃহতী। ৪—৯ গায়ত্রী ॥

প্র মা যুযুজ্রে প্রযুজো জনানাং বহামি স্ম পূষণমংতরেণ।
বিশ্বে দেবাসো অধ মামরক্ষন্দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ ॥ ১ ॥
সং মা তপংত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
নি বাধতে অমতির্নগ্নতা জসুর্বের্ন বেবীয়তে মতিঃ ॥ ২ ॥
মূষো ন শিশ্না ব্যদংতি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো।
সকৃৎসু নো মঘবন্নিংদ্র মৃলয়াধা পিতেব নো ভব ॥ ৩ ॥
কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবং। মংহিষ্ঠং বাঘতামৃষিঃ ॥ ৪ ॥
যস্য মা হরিতো রথে তিস্রো বহংতি সাধুয়া। স্তবৈ সহস্রদক্ষিণে ॥ ৫ ॥ (১)
যস্য প্রস্বাদসো গির উপমশ্রবসঃ পিতুঃ। ক্ষেত্রং ন রণ্বমূচুষে ॥ ৬ ॥
অধি পুত্রোপমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বংদিতা ॥ ৭ ॥
যদীশীয়ামৃতানামুত বা মর্ত্যানাং। জীবেদিন্মঘবা মম ॥ ৮ ॥
ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চন জীবতি। তথা যুজা বি বাবৃতে ॥ ৯ ॥ (২)

॥ ৩৪ ॥

কবষ ঐলূষ অক্ষো বা মৌজবান্ ॥ ১, ৭, ৯, ১২, ১৩ অক্ষকৃষিপ্রশংসা ২—৬, ৮, ১০, ১১, ১৪ অক্ষকিতবনিংদা ॥ ১—৬, ৮—১৪ ত্রিষ্টুপ্। ৭ জগতী ॥

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১ ॥
ন মা মিমেথ ন জিহীল এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ।
অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপ জায়ামরোধং ॥ ২ ॥
দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিংদতে মর্ডিতারং।
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিংদামি কিতবস্য ভোগং ॥ ৩ ॥

অন্যে জায়াং পরি মৃশংত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতং ॥ ৪ ॥
যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ৫ ॥ (৩)
সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরংতি কামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥ ৬ ॥
অক্ষাস ইদংকুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সংপৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা ॥ ৭ ॥
ত্রিপংচাশঃ ক্রীলতি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমংতে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি ॥ ৮ ॥
নীচা বর্তংত উপরি স্ফুরংত্যহস্তাসো হস্তবংতং সহংতে।
দিব্যা অংগারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সংতো হৃদয়ং নির্দহংতি ॥ ৯ ॥
জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥ ১০ ॥ (৪)
স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিং।
পূর্বাহ্ণে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্তসো অগ্নেরংতে বৃষলঃ পপাদ ॥ ১১ ॥
যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥ ১২ ॥
অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥ ১৩ ॥
মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃলতা নো মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতিরন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ ন্বস্তু ॥ ১৪ ॥ (৫)

॥ ৩৫ ॥

লুশো ধানাকঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—১২ জগতী। ১৩, ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অবুধ্রমু ত্য ইংদ্রবংতো অগ্নয়ো জ্যোতির্ভরংত উষসো ব্যুষ্টিষু।
মহী দ্যাবাপৃথিবী চেততামপোঽদ্যা দেবানামব আ বৃণীমহে ॥ ১ ॥
দিবস্পৃথিব্যোরব আ বৃণীমহে মাতৄন্সিংধূৎপর্বতাঞ্ছর্যণাবতঃ।
অনাগাস্ত্বং সূর্যমুষাসমীমহে ভদ্রং সোমঃ সুবানো অদ্যা কৃণোতু নঃ ॥ ২ ॥
দ্যাবা নো অদ্য পৃথিবী অনাগসো মহী ত্রায়েতাং সুবিতায় মাতরা।
উষা উচ্ছংত্যপ বাধতামঘং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৩ ॥

ইয়ং ন উস্রা প্রথমা সুদেব্যং রেবৎসনিভ্যো রেবতী ব্যুচ্ছতু।
আরে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৪ ॥
প্র যাঃ সিস্রতে সূর্যস্য রশ্মিভির্জ্যোতির্ভরংতীরুষসো ব্যুষ্টিষু।
ভদ্রা নো অদ্য শ্রবসে ব্যুচ্ছত স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৫ ॥ (৬)
অনমীবা উষস আ চরংতু ন উদগ্নয়ো জিহতাং জ্যোতিষা বৃহৎ।
আযুক্ষাতামশ্বিনা তূতুজিং রথং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৬ ॥
শ্রেষ্ঠং নো অদ্য সবিতর্বরেণ্যং ভাগমা সুব স হি রত্নধা অসি।
রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপ ব্রুবে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৭ ॥
পিপর্তু মা তদৃতস্য প্রবাচনং দেবানাং যন্মনুষ্যা অমন্মহি।
বিশ্বা ইদুস্রাঃ স্পলুদেতি সূর্যঃ স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৮ ॥
অদ্বেষো অদ্য বর্হিষঃ স্তরীমণি গ্রাব্ণাং যোগে মন্মনঃ সাধ ঈমহে।
আদিত্যানাং শর্মণি স্থা ভুরণ্যসি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৯ ॥
আ নো বর্হিঃ সধমাদে বৃহদ্দিবি দেবাঁ ঈলে সাদয়া সপ্ত হোতৄন্।
ইংদ্রং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১০ ॥ (৭)
ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে বৃধে নো যজ্ঞমবতা সজোষসঃ।
বৃহস্পতিং পূষণমশ্বিনা ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১১ ॥
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ সুভরং নৃপায্যং।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১২ ॥
বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবংত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ।
বিশ্বে নো দেবা অবসা গমংতু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ১৩ ॥
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং ত্রায়ধ্বে যং পিপৃথাত্যংহঃ।
যো বো গোপীথে ন ভয়স্য বেদ তে স্যাম দেববীতয়ে তুরাসঃ ॥ ১৪ ॥ (৮)

॥ ৩৬ ॥

লুশো ধানাকঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—১২ জগতী। ১৩, ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উষাসানক্তা বৃহতী সুপেশসা দ্যাবাক্ষামা বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ইংদ্রং হুবে মরুতঃ পর্বতাঁ অপ আদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১ ॥
দৌশ্চ নঃ পৃথিবী চ প্রচেতস ঋতাবরী রক্ষতামংহসো রিষঃ।
মা দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন ঈশত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ২ ॥
বিশ্বস্মান্নো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।
স্বর্বজ্জ্যোতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৩ ॥

গ্রাবা বদন্নপ রক্ষাংসি সেধতু দুঃষপ্ন্যং নির্ঋতিং বিশ্বমত্রিণং।
আদিত্যং শর্ম মরুতামশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৪ ॥
এংয়ো বর্হিঃ সীদতু পিন্বতামিলা বৃহস্পতিঃ সামভির্ঋক্কো অর্চতু।
সুপ্রকেতং জীবসে মন্ম ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৫ ॥ (৯)
দিবিস্পৃশং যজ্ঞমস্মাকমশ্বিনা জীরাধ্বরং কৃণুতং সুম্নমিষ্টয়ে।
প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৬ ॥
উপ হ্বয়ে সুহবং মারুতং গণং পাবকমৃষ্বং সখ্যায় শংভুবং।
রায়স্পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৭ ॥
অপাং পেরুং জীবধন্যং ভরামহে দেবাব্যং সুহবমধ্বরশ্রিয়ং।
সুরশ্মিং সোমমিংদ্রিয়ং যমীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৮ ॥
সনেম তৎসুসনিতা সনিত্বভির্বয়ং জীবা জীবপুত্রা অনাগসঃ।
ব্রহ্মদ্বিষো বিষ্বগেনো ভরেরত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৯ ॥
যে স্থা মনোর্যজ্ঞিয়াস্তে শৃণোতন যদ্বো দেবা ঈমহে তদ্দদাতন।
জৈত্রং ক্রতুং রয়িমদ্বীরবদ্যশস্তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১০ ॥ (১০)
মহদদ্য মহতামা বৃণীমহেঽবো দেবানাং বৃহতামনর্বণাং।
যথা বসু বীরজাতং নশামহৈ তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১১ ॥
মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্যনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে।
শ্রেষ্ঠে স্যাম সবিতুঃ সবীমনি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১২ ॥
যে সবিতুঃ সত্যসবস্য বিশ্বে মিত্রস্য ব্রতে বরুণস্য দেবাঃ।
তে সৌভগং বীরবদ্গোমদপ্নো দধাতন দ্রবিণং চিত্রমস্মে ॥ ১৩ ॥
সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা পুরস্তাৎসবিতোত্তরাত্তাৎসবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৪ ॥ (১১)

॥ ৩৭ ॥

অভিতপাঃ সৌর্যঃ ॥ সূর্যঃ ॥ ১—৯, ১১, ১২ জগতী। ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ১ ॥
সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যন্নি বিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্যঃ ॥ ২ ॥
ন তে অদেবঃ প্রদিবো নি বাসতে যদেতশেভিঃ পতরৈ রথর্যসি।
প্রাচীনমন্যদনু বর্ততে রজ উদন্যেন জ্যোতিষা যাসি সূর্য ॥ ৩ ॥

যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃষ্বপ্ন্যং সুব ॥ ৪ ॥
বিশ্বস্য হি প্রেষিতো রক্ষসি ব্রতমহেলয়ন্নুচ্চরসি স্বধা অনু।
যদদ্য ত্বা সূর্যোপব্রবামহৈ তং নো দেবা অনু মংসীরত ক্রতুং ॥ ৫ ॥
তং নো দ্যাবাপৃথিবী তন্ন আপ ইংদ্রঃ শৃণ্বংতু মরুতো হবং বচঃ।
মা শূনে ভূম সূর্যস্য সংদৃশি ভদ্রং জীবংতো জরণামশীমহি ॥ ৬ ॥ (১২)
বিশ্বাহা ত্বা সুমনসঃ সুচক্ষসঃ প্রজাবংতো অনমীবা অনাগসঃ।
উদ্যংতং ত্বা মিত্রমহো দিবেদিবে জ্যোগ্জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৭ ॥
মহি জ্যোতির্বিভ্রতং ত্বা বিচক্ষণ ভাস্বংতং চক্ষুষেচক্ষুসে ময়ঃ।
আরোহংতং বৃহতঃ পাজসস্পরি বয়ং জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৮ ॥
যস্য তে বিশ্বা ভুবনানি কেতুনা প্র চেরতে নি চ বিশংতে অক্তুভিঃ।
অনাগাস্ত্বেন হরিকেশ সূর্যাহ্নাহ্না নো বস্যসাবস্যসোদিহি ॥ ৯ ॥
শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা শং হিমা শং ঘৃণেন।
যথা শমধ্বঞ্ছমসদ্দুরোণে তৎসূর্য দ্রবিণং ধেহি চিত্রং ॥ ১০ ॥
অস্মাকং দেবা উভয়ায় জন্মনে শর্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে।
অদৎপিবদূর্জয়মানমাশিতং তদস্মে শং যোররপো দধাতন ॥ ১১ ॥
যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনং।
অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন ॥ ১২ ॥ (১৩)

॥ ৩৮ ॥

ইংদ্রো মুষ্কবান্ ॥ ইংদ্রঃ ॥ জগতী ॥

অস্মিন্ন ইংদ্র পৃৎসুতৌ যশস্বতি শিমীবতি ক্রংদসি প্রাব সাতয়ে।
যত্র গোষাতা ধৃষিতেষু খাদিষু বিষ্বক্পতংতি দিদ্যবো নৃষাহ্যে ॥ ১ ॥
স নঃ ক্ষুমংতং সদনে ব্যূর্ণুহি গোঅর্ণসং রয়িমিংদ্র শ্রবায্যং।
স্যাম তে জয়তঃ শক্র মেদিনো যথা বয়মুশ্মসি তদ্বসো কৃধি ॥ ২ ॥
যো নো দাস আর্যো বা পুরুষ্টুতাদেব ইংদ্র যুধয়ে চিকেতিতি।
অস্মাভিষ্টে সুষহাঃ সংতু শত্রবস্ত্বয়া বয়ং তান্বনুয়াম সংগমে ॥ ৩ ॥
যো দভ্রেভির্হব্যো যশ্চ ভূরিভির্যো অভীকে বরিবোবিন্নৃষাহ্যে।
তং বিখাদে সস্নিমদ্য শ্রুতং নরমর্বাংচমিংদ্রমবসে করামহে ॥ ৪ ॥
স্ববৃজং হি ত্বামহমিংদ্র শুশ্রবানানুদং বৃষভ রধ্রচোদনং।
প্র মুংচস্ব পরি কুৎসাদিহা গহি কিমু ত্বাবান্মুষ্কয়োর্বদ্ধ আসতে ॥ ৫ ॥ (১৪)

॥ ৩৯ ॥

ঘোষা কাক্ষীবতী॥ অশ্বিনৌ॥ ১—১৩ জগতী। ১৪ ত্রিষ্টুপ্।

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে॥ ১॥
চোদয়তং সূনৃতাঃ পিন্বতং ধিয় উৎপুরংধীরীরয়তং তদুশ্মসি।
যশসং ভাগং কৃণুতং নো অশ্বিনা সোমং ন চারুং মঘবৎসু নস্কৃতং॥ ২॥
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগোঽনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ।
অংধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ॥ ৩॥
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্র্যমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা॥ ৪॥
পুরাণা বাং বীর্যা প্র ব্রবা জনেঽথো হাসথুর্ভিষজা ময়োভুবা।
তা বাং নু নব্যাববসে করামহেঽয়ং নাসত্যা শ্রদরির্যথা দধৎ॥ ৫॥ (১৫)
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতং।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতং॥ ৬॥
যুবং রথেন বিমদায় শুংধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাং।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরংধয়ে॥ ৭॥
যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বংদনমৃশ্যদাদুদূপথুর্যুবং সদ্যো বিশ্পলামেতবে কৃথঃ॥ ৮॥
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহা হিতমুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা।
যুবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমন্বংতং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে॥ ৯॥
যুবং শ্বেতং পেদবেঽশ্বিনাশ্বং নবভির্বাজৈর্নবতী চ বাজিনং।
চর্কৃত্যং দদথুর্দ্রাবয়ৎসখং ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবং॥ ১০॥ (১৬)
ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন নাংহো অশ্নোতি দুরিতং নকির্ভয়ং।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ॥ ১১॥
আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ॥ ১২॥
তা বর্তির্যাতং জয়ুষা বি পর্বতমপিন্বতং শয়বে ধেনুমশ্বিনা।
বৃকস্য চিদ্বর্তিকামংতরাস্যা দ্যুবং শচীভির্গ্রসিতামমুংচতং॥ ১৩॥
এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথং।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ॥ ১৪॥ (১৭)

॥ ৪০ ॥

ঘোষা কাক্ষীবতী ॥ অশ্বিনৌ ॥ জগতী ॥

রথং যাংতং কুহ কো হ বাং নরা প্রতি দ্যুমংতং সুবিতায় ভূষতি।
প্রাতর্যাবাণং বিভ্বং বিশেবিশে বস্তোর্বস্তোর্বহমানং ধিয়া শমি ॥ ১ ॥
কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ২ ॥
প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া বস্তোর্বস্তোর্যজতা গচ্ছথো গৃহং।
কস্য ধ্বস্রা ভবথঃ কস্য বা নরা রাজপুত্রেব সবনাব গচ্ছথঃ ॥ ৩ ॥
যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো দোষা বস্তোর্হবিষা নি হ্বয়ামহে।
যুবং হোত্রামৃতুথা জুহ্বতে নরেষং জনায় বহথঃ শুভস্পতী ॥ ৪ ॥
যুবাং হ ঘোষা পর্যশ্বিনা যতী রাজ্ঞ ঊচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা।
ভূতং মে অহ্ন উত ভূতমক্তবেঽশ্বাবতে রথিনে শক্তমর্বতে ॥ ৫ ॥ (১৮)
যুবং কবী ষ্ঠঃ পর্যশ্বিনা রথং বিশো ন কুৎসো জরিতুর্নশায়থঃ।
যুবোর্হ মক্ষা পর্যশ্বিনা মধ্বাসা ভরত নিষ্কৃতং ন যোষণা ॥ ৬ ॥
যুবং হ ভুজ্যুং যুবমশ্বিনা বশং যুবং শিংজারমুশনামুপারথুঃ।
যুবোররাবা পরি সখ্যমাসতে যুবোরহমবসা সুম্নমা চকে ॥ ৭ ॥
যুবং হ কৃশং যুবমশ্বিনা শয়ুং যুবং বিধংতং বিধবামুরুষ্যথঃ।
যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ংতমশ্বিনাপ ব্রজমূর্ণুথঃ সপ্তাস্যং ॥ ৮ ॥
জনিষ্ট যোষা পতয়ৎকনীনকো বি চারুহন্বীরুধো দংসনা অনু।
আস্মৈ রীয়ংতে নিবনেব সিংধবোঽস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনং ॥ ৯ ॥
জীবং রুদংতি বি ময়ংতে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদং সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ॥ ১০ ॥ (১৯)
ন তস্য বিদ্ম তদু ষু প্র বোচত যুবা হ যদ্যুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু।
প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি ॥ ১১ ॥
আ বামগন্সুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যম্ণো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ১২ ॥
তা মংদসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে।
কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতং ॥ ১৩ ॥
ক স্বিদদ্য কতমাস্বশ্বিনা বিক্ষু দস্রা মাদয়েতে শুভস্পতী।
ক ঈং নি যেমে কতমস্য জগ্মতুর্বিপ্রস্য বা যজমানস্য বা গৃহং ॥ ১৪ ॥ (২০)

॥ ৪১ ॥

সুহস্ত্যো ঘৌষেয়ঃ॥ অশ্বিনৌ ॥ জগতী ॥

সমানমু ত্যং পুরুহূতমুক্থ্যং রথং ত্রিচক্রং সবনা গনিগ্মতং।
পরিজ্মানং বিদথ্যং সুবৃক্তিভির্বয়ং ব্যুষ্টা উষসো হবামহে ॥ ১ ॥
প্রাতর্যুজং নাসত্যাধি তিষ্ঠথঃ প্রাতর্যাবাণং মধুবাহনং রথং।
বিশো যেন গচ্ছথো যজ্বরীর্নরা কীরেশ্চিদ্যজ্ঞং হোতৃমংতমশ্বিনা ॥ ২ ॥
অধ্বর্যুং বা মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা ধৃতদক্ষং দমূনসং।
বিপ্রস্য বা যৎসবনানি গচ্ছথোহত আ যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ॥ ৩ ॥ (২১)

॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ভূষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো নি রাময় জরিতঃ সোম ইংদ্রং ॥ ১ ॥
দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিংদ্রং।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরং ॥ ২ ॥
কিমংগ ত্বা মঘবন্ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিংদ্রা ভরা নঃ ॥ ৩ ॥
ত্বাং জনা মমসত্যেষ্বিংদ্র সংতস্থানা বি হ্বয়ংতে সমীকে।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪ ॥
ধনং ন স্যংদ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্সোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্।
তস্মৈ শত্রূন্সুতুকান্প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্যুবতি হংতি বৃত্রং ॥ ৫ ॥ (২২)
যস্মিন্বয়ং দধিমা শংসমিংদ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে।
আরাচ্চিৎসন্ভয়তামস্য শত্রুর্ন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমংতাং ॥ ৬ ॥
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শংবঃ পুরুহূত তেন।
অস্মে ধেহি যবমদ্গোমদিংদ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাং ॥ ৭ ॥
প্র যমংতর্বৃষসবাসো অগ্মন্তীব্রাঃ সোমা বহুলাংতাস ইংদ্রং।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামং ॥ ৮ ॥
উত প্রহামতিদীব্যা জয়াতি কৃতং যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনা রুণদ্ধি সমিত্তং রায়া সৃজতি স্বধাবান্ ॥ ৯ ॥

গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাং।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইংদ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ (২৩)

॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৯ জগতী। ১০, ১১ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অচ্ছা ম ইংদ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজংতে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুংধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ১ ॥
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্তে ইৎকামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি ষদোঽধি বর্হিষ্যস্মিন্ত্সু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২ ॥
বিষূবৃদিংদ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিংধবো বয়ো বর্ধংতি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩ ॥
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্ত্সোমাস ইংদ্রং মংদিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎস্বর্মনবে জ্যোতিরার্যং ॥ ৪ ॥
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্নোত নূতনঃ ॥ ৫ ॥ (২৪)
বিশংবিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ ॥ ৬ ॥
আপো ন সিংধুমভি যৎসমক্ষরন্ত্সোমাস ইংদ্রং কুল্যা ইব হ্রদং।
বর্ধংতি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা ॥ ৭ ॥
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিংদজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে ॥ ৮ ॥
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং শুশুচীত সৎপতিঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাং।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইংদ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥ (২৫)

॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৩, ১০, ১১ ত্রিষ্টুপ্ । ৪—৯ জগতী ॥

আ যাত্বিংদ্রঃ স্বপতির্মদায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্ ।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১ ॥
সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ ।
শীভং রাজন্ত্সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২ ॥
এংদ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনং ।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহংতু ॥ ৩ ॥
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জঃ স্কংভং ধরুণ আ বৃষায়সে ।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪ ॥
গমন্নস্মে বসূন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫ ॥ (২৬)
পৃথক্ প্রায়ৎপ্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা ।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশংত কেপয়ঃ ॥ ৬ ॥
এবৈবাপাগপরে সংতু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে ।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সংতি দাবনে পুরূণি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭ ॥
গিরীঁরজ্রান্রেজমানাঁ অধারয়দ্দ্যৌঃ ক্রংদদংতরিক্ষাণি কোপয়ৎ ।
সমীচীনে ধিষণে বি স্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্থানি শংসতি ॥ ৮ ॥
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অংকুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ ।
অস্মিন্ত্সু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্বোধ্যাভগঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাং ।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ ।
ইংদ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥ (২৭)

॥ ৪৫ ॥

বৎসপ্রিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিংধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১ ॥
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা ।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগংথ ॥ ২ ॥

সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বংতর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন ঊধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্॥ ৩॥
অক্রংদদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমংজন্।
সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যংতঃ॥ ৪॥
শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ।
বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ॥ ৫॥
বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ।
বীলুং চিদদ্রিমভিনৎপরায়ঞ্জনা যদগ্নিময়জংত পংচ॥ ৬॥ (২৮)
উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষন্॥ ৭॥
দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎসুরেতাঃ॥ ৮॥
যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবংতমগ্নে।
প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ॥ ৯॥
আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থউক্থ আ ভজ শস্যমানে।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জনিত্বৈঃ॥ ১০॥
ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি।
ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমংতমুশিজো বি বব্রুঃ॥ ১১॥
অস্তাব্যগ্নির্নরাং সুশেবো বৈশ্বানর ঋষিভিঃ সোমগোপাঃ।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরং॥ ১২॥ (২৯)

[৮]

ইতি সপ্তমোঽষ্টকঃ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

অষ্টমোঽষ্টকঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৪৬ ॥

বৎসপ্রিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র হোতা জাতো মহান্নভোবিন্নৃষদ্বা সীদদপামুপস্থে।
দধির্যো ধায়ি স তে বয়াংসি যংতা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥ ১ ॥
ইমং বিধংতো অপাং সধস্থে পশুং ন নষ্টং পদৈরনু গ্মন্।
গুহা চতংতমুশিজো নমোভিরিচ্ছংতো ধীরা ভৃগবোঽবিংদন্ ॥ ২ ॥
ইমং ত্রিতো ভূর্যবিংদদিচ্ছন্বৈভুবসো মূর্ধন্যঘ্ন্যায়াঃ।
স শেবৃধো জাত আ হর্ম্যেষু নাভির্যুবা ভবতি রোচনস্য ॥ ৩ ॥
মংদ্রং হোতারমুশিজো নমোভিঃ প্রাংচং যজ্ঞং নেতারমধ্বরাণাং।
বিশামকৃণ্বন্নরতিং পাবকং হব্যবাহং দধতো মানুষেষু ॥ ৪ ॥
প্র ভূর্জয়ংতং মহাং বিপোধাং মূরা অমূরং পুরাং দর্মাণং।
নয়ংতো গর্ভং বনাং ধিয়ং ধুর্হিরিশ্মশ্রুং নার্বাণং ধনর্চং ॥ ৫ ॥ (১)
নি পস্ত্যাসু ত্রিতঃ স্তভূয়ন্পরিবীতো যোনৌ সীদদংতঃ।
অতঃ সংগৃভ্যা বিশাং দমূনা বিধর্মণায়ংত্রৈরীয়তে নৄন্ ॥ ৬ ॥
অস্যাজরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ।
শ্বিতীচয়ঃ শ্বাত্রাসো ভুরণ্যবো বনর্ষদো বায়বো ন সোমাঃ ॥ ৭ ॥
প্র জিহ্বয়া ভরতে বেপো অগ্নিঃ প্র বয়ুনানি চেতসা পৃথিব্যাঃ।
তমায়বঃ শুচয়ংতং পাবকং মংদ্রং হোতারং দধিরে যজিষ্ঠং ॥ ৮ ॥
দ্যাবা যমগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টামাপস্ত্বষ্টা ভৃগবো যং সহোভিঃ।
ঈলেন্যং প্রথমং মাতরিশ্বা দেবস্ততক্ষুর্মনবে যজত্রং ॥ ৯ ॥
যং ত্বা দেবা দধিরে হব্যবাহং পুরুস্পৃহো মানুষাসো যজত্রং।
স যামন্নগ্নে স্তুবতে বয়ো ধাঃ প্র দেবয়ন্যশসঃ সং হি পূর্বীঃ ॥ ১০ ॥ (২)

॥ ৪৭ ॥

সপ্তগুঃ ॥ ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

জগৃভ্মা তে দক্ষিণমিংদ্র হস্তং বসূযবো বসুপতে বসূনাং।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ১ ॥
স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাং।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥
সুব্রহ্মাণং দেববংতং বৃহংতমুরুং গভীরং পৃথুবুধ্নমিংদ্র।
শ্রুতঋষিমুগ্রমভিমাতিষাহমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৩ ॥
সনদ্বাজং বিপ্রবীরং তরুত্রং ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষং।
দস্যুহনং পূর্ভিদমিংদ্র সত্যমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বাবংতং রথিনং বীরবংতং সহস্রিণং শতিনং বাজমিংদ্র।
ভদ্রব্রাতং বিপ্রবীরং স্বর্ষামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৫ ॥ (৩)
প্র সপ্তগুমৃতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতিরচ্ছা জিগাতি।
য আংগিরসো নমসোপসদ্যোঽস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৬ ॥
বনীবানো মম দূতাস ইংদ্রং স্তোমাশ্চরংতি সুমতীরিয়ানাঃ।
হৃদিস্পৃশো মনসা বচ্যমানা অস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৭ ॥
যত্ত্বা যামি দদ্ধি তন্ন ইংদ্র বৃহংতং ক্ষয়মসমং জনানাং।
অভি তদ্দ্যাবাপৃথিবী গৃণীতামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৮ ॥ (৪)

॥ ৪৮ ॥

ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ১—৬, ৮, ৯
জগতী। ৭, ১০, ১১ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সং জয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবংতে পিতরং ন জংতবোঽহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনং ॥ ১ ॥
অহমিংদ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণস্ত্রিতায় গা অজনয়মহেরধি।
অহং দস্যুভ্যঃ পরি নৃম্ণমা দদে গোত্রা শিক্ষন্ দধীচে মাতরিশ্বনে ॥ ২ ॥
মহ্যং ত্বষ্টা বজ্রমতক্ষদায়সং ময়ি দেবাসোঽবৃজন্নপি ক্রতুং।
মমানীকং সূর্যস্যেব দুষ্টরং মামার্যংতি কৃতেন কর্ত্বেন চ ॥ ৩ ॥
অহমেতং গব্যয়মশ্ব্যং পশুং পুরীষিণং সায়কেনা হিরণ্যয়ং।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি দাশুষে যন্মা সোমাস উক্থিনো অমংদিষুঃ ॥ ৪ ॥

অহমিংদ্রো ন পরা জিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে কদাচন।
সোমমিন্মা সুন্বংতো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥ ৫ ॥ (৫)
অহমেতাঞ্ছাশ্বসতো দ্বাদ্বেংদ্রং যে বজ্রং যুধয়েঽকৃণ্বত।
আহ্বয়মানাঁ অব হন্মনাহনং দৃড়্হা বদন্ননমস্যুর্নমস্বিনঃ ॥ ৬ ॥
অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্ষালভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করংতি।
খলে ন পর্ষান্ প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিংদংতি শত্রবোঽনিংদ্রাঃ ॥ ৭ ॥
অহং গুংগুভ্যো অতিথিগ্বমিষ্করমিষং ন বৃত্রতুরং বিক্ষু ধারয়ং।
যৎপর্ণয়ঘ্ন উত বা করংজহে প্রাহং মহে বৃত্রহত্যে অশুশ্রবি ॥ ৮ ॥
প্র মে নমী সাপ্য ইষে ভুজে ভূদ্গবামেষে সখ্যা কৃণুত দ্বিতা।
দিদ্যুং যদস্য সমিথেষু মংহয়মাদিদেনং শংস্যমুক্থ্যং করং ॥ ৯ ॥
প্র নেমস্মিন্দদৃশে সোমো অংতর্গোপা নেমমাবিরস্থা কৃণোতি।
স তিগ্মশৃংগং বৃষভং যুযুৎসন্ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অংতঃ ॥ ১০ ॥
আদিত্যানাং বসূনাং রুদ্রিয়াণাং দেবো দেবানাং ন মিনামি ধাম।
তে মা ভদ্রায় শবসে ততক্ষুরপরাজিতমস্তৃতমষাড়্হং ॥ ১১ ॥ (৬)

॥ ৪৯ ॥

ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ১, ৩—১০ জগতী। ২, ১১ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্ধনং।
অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতায়জ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ভরে ॥ ১ ॥
মাং ধুরিংদ্রং নাম দেবতা দিবশ্চ গ্মশ্চাপাং চ জংতবঃ।
অহং হরী বৃষণা বিব্রতা রঘূ অহং বজ্রং শবসে ধৃষ্ণ্বা দদে ॥ ২ ॥
অহমৎকং কবয়ে শিশ্নথং হথৈরহং কুৎসমাবমাভিরূতিভিঃ।
অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো রর আর্যং নাম দস্যবে ॥ ৩ ॥
অহং পিতেব বেতসূঁরভিষ্টয়ে তুগ্রং কুৎসায় স্মদিভং চ রংধয়ং।
অহং ভুবং যজমানস্য রাজনি প্র যদ্ভরে তুজয়ে ন প্রিয়াধৃষে ॥ ৪ ॥
অহং রংধয়ং মৃগয়ং শ্রুতর্বণে যন্মাজিহীত বয়ুনা চনানুষক্।
অহং বেশং নম্রমায়বেঽকরমহং সব্যায় পড়্গৃভিমরংধয়ং ॥ ৫ ॥ (৭)
অহং স যো নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং সং বৃত্রেব দাসং বৃত্রহারুজং।
যদ্বর্ধয়ংতং প্রথয়ংতমানুষগ্দূরে পারে রজসো রোচনাকরং ॥ ৬ ॥
অহং সূর্যস্য পরি যাম্যাশুভিঃ প্রৈতশেভির্বহমান ওজসা।
যন্মা সাবো মনুষ আহ নির্ণিজ ঋধক্কৃষে দাসং কৃত্ব্যং হথৈঃ ॥ ৭ ॥

অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ প্রাশ্রাবয়ং শবসা তুর্বশং যদুং।
অহং ন্যন্যং সহসা সহস্করং নব ব্রাধতো নবতিং চ বক্ষয়ং ॥ ৮ ॥
অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্ন্বঃ পৃথিব্যাং সীরা অধি।
অহমর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্যুধা বিদং মনবে গাতুমিষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
অহং তদাসু ধারয়ং যদাসু ন দেবশ্চন ত্বষ্টাধারয়দ্রুশৎ।
স্পার্হং গবামূধঃসু বক্ষণাস্বা মধোর্মধু শ্বাত্র্যং সোমমাশিরং ॥ ১০ ॥
এবা দেবাঁ ইংদ্রো বিব্যে নৄন্ প্র চ্যৌত্নেন মঘবা সত্যরাধাঃ।
বিশ্বেত্তা তে হরিবঃ শচীবোহভি তুরাসঃ স্বযশো গৃণংতি ॥ ১১ ॥ (৮)

॥ ৫০ ॥

ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ইংদ্রো বৈকুংঠঃ ॥ ১, ২, ৬, ৭ জগতী।
৩, ৪ অভিসারিণী। ৫ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র বো মহে মংদমানায়াংধসোহর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে।
ইংদ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ১ ॥
সো চিন্নু সখ্যা নর্য ইনঃ স্তুতশ্চর্কৃত্য ইংদ্রো মাবতে নরে।
বিশ্বাসু ধূর্ষু বাজকৃত্যেষু সৎপতে বৃত্রে বাপ্স্বভি শূর মংদসে ॥ ২ ॥
কে তে নর ইংদ্র যে ত ইষে যে তে সুম্নং সধন্যমিযক্ষান্।
কে তে বাজায়াসুর্যায় হিন্বিরে কে অপ্সু স্বাসূর্বরাসু পৌংস্যে ॥ ৩ ॥
ভুবস্ত্বমিংদ্র ব্রহ্মণা মহান্ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ।
ভুবো নৄংশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ভরে জ্যেষ্ঠশ্চ মংত্রো বিশ্বচর্ষণে ॥ ৪ ॥
অবা নু কং জ্যায়ান্ যজ্ঞবনসো মহীং ত ওমাত্রাং কৃষ্টয়ো বিদুঃ।
অসো নু কমজরো বর্ধাশ্চ বিশ্বেদেতা সবনা তূতুমা কৃষে ॥ ৫ ॥
এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে স্বয়ং সূনো সহসো যানি দধিষে।
বরায় তে পাত্রং ধর্মণে তনা যজ্ঞো মংত্রো ব্রহ্মোদ্যতং বচঃ ॥ ৬ ॥
যে তে বিপ্র ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা বসূনাং চ বসুনশ্চ দাবনে।
প্র তে সুম্নস্য মনসা পথা ভুবন্মদে সুতস্য সোম্যস্যাংধসঃ ॥ ৭ ॥ (৯)

॥ ৫১ ॥

দেবাঃ। ২, ৪, ৬, ৮ অগ্নিঃ সৌচীকঃ ॥ ১, ৩, ৫, ৭, ৯ অগ্নিঃ
সৌচীকঃ। ২, ৪, ৬, ৮ দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ ॥ ১ ॥

কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যপশ্যৎ।
কাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ংত্যগ্নের্বিশ্বাঃ সমিধো দেবযানীঃ॥ ২॥
ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টমগ্নে অপ্স্বোষধীষু।
তং ত্বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশাংতরুষ্যাদতিরোচমানং॥ ৩॥
হোত্রাদহং বরুণ বিভ্যদায়ং নেদেব মা যুনজন্নত্র দেবাঃ।
তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতমর্থং ন চিকেতাহমগ্নিঃ॥ ৪॥
এহি মনুর্দেবযুর্যজ্ঞকামোঽরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্পথঃ কৃণুহি দেবযানান্বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ॥ ৫॥ (১০)
অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থমেতং রথীবাধ্বানমন্বাবরীবুঃ।
তস্মাদ্ভিয়া বরুণ দূরমায়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোরবিজে জ্যায়াঃ॥ ৬॥
কুর্মস্ত আয়ুরজরং যদগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদো ন রিষ্যাঃ।
অথা বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত॥ ৭॥
প্রয়াজান্মে অনুয়াজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বংতং হবিষো দত্ত ভাগং।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনামগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ॥ ৮॥
তব প্রযাজা অনুযাজাশ্চ কেবল ঊর্জস্বংতো হবিষঃ সংতু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞো যমস্তু সর্বস্তভ্যং নমংতাং প্রদিশশ্চতস্রঃ॥ ৯॥ (১১)

॥ ৫২ ॥

অগ্নিঃ সৌচীকঃ॥ দেবাঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন মা যথেহ হোতা বৃতো মনবৈ যন্নিষদ্য।
প্র মে ব্রূত ভাগধেয়ং যথা বো যেন পথা হব্যমা বো বহানি॥ ১
অহং হোতা ন্যসীদং যজীয়ান্ বিশ্বে দেবা মরুতো মা জুনংতি।
অহরহরশ্বিনাধ্বর্যবং বাং ব্রহ্মা সমিদ্ভবতি সাহুতির্বাং॥ ২॥
অয়ং যো হোতা কিরু স যমস্য কমপ্যূহে যৎসমংজংতি দেবাঃ।
অহরহর্জায়তে মাসিমাস্যথা দেবা দধিরে হব্যবাহং॥ ৩॥
মাং দেবা দধিরে হব্যবাহমপম্লুক্তং বহু কৃচ্ছ্রা চরংতং।
অগ্নির্বিদ্বান্যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি পংচয়ামং ত্রিবৃতং সপ্ততংতুং॥ ৪॥
আ বো যক্ষ্যমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি।
আ বাহ্বোর্বজ্রমিংদ্রস্য ধেয়ামথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াতি॥ ৫॥
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ংত॥ ৬॥ (১২)

॥ ৫৩ ॥

দেবাঃ। ৪, ৫ অগ্নিঃ সৌচীকঃ ॥ ১—৩, ৬—১১ অগ্নিঃ সৌচীকঃ।
৪, ৫ দেবাঃ ॥ ১—৫, ৮ ত্রিষ্টুপ্। ৬, ৭, ৯—১১ জগতী ॥

যমৈচ্ছাম মনসা সো যমাগাদ্যজ্ঞস্য বিদ্বান্পরুষশ্চিকিত্বান্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ান্নি হি ষৎসদংতরঃ পূর্বো অস্মৎ ॥ ১ ॥
অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ানভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যৎ।
যজামহৈ যজ্ঞিয়ান্হংত দেবাঁ ঈলামহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ॥ ২ ॥
সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাং।
স আয়ুরাগাৎসুরভির্বসানো ভদ্রামকর্দেবহূতিং নো অদ্য ॥ ৩ ॥
তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম।
ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পংচ জনা মম হোত্রং জুষধ্বং ॥ ৪ ॥
পংচ জনা মম হোত্রং জুষংতাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎপাত্বংহসোহংতরিক্ষং দিব্যাৎপাত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥ (১৩)
তংতুং তন্বন্রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনং ॥ ৬ ॥
অক্ষানহো নহ্যতনোত সোম্যা ইষ্কৃণুধ্বং রশনা ওত পিংশত।
অষ্টাবংধুরং বহতাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্নভি প্রিয়ং ॥ ৭ ॥
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ৮ ॥
ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শংতমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৯ ॥
সতো নূনং কবয়ঃ সং শিশীত বাশীভির্যাভিরমৃতায় তক্ষথ।
বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১০ ॥
গর্ভে যোষামদধুর্বৎসমাসন্যপীচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া।
স বিশ্বাহা সুমনা যোগ্যা অভি সিষাসনির্বনতে কার ইজ্জিতিং ॥ ১১ ॥ (১৪)

॥ ৫৪ ॥

বৃহদুক্থো বামদেব্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তাং সু তে কীর্তিং মঘবন্মহিত্বা যত্ত্বা ভীতে রোদসী অহ্বয়েতাং।
প্রাবো দেবাঁ আতিরো দাসমোজঃ প্রজায়ৈ ত্বস্যৈ যদশিক্ষ ইংদ্র ॥ ১ ॥

যদচরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীংদ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং নন্থু পুরা বিবিৎসে ॥ ২ ॥
ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎপূর্ব ঋষয়োঽংতমাপুঃ।
যন্মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ ॥ ৩ ॥
চত্বারি তে অসুর্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সংতি।
ত্বমংগ তানি বিশ্বানি বিৎসে যেভিঃ কর্মাণি মঘবঞ্চকর্থ ॥ ৪ ॥
ত্বং বিশ্বা দধিষে কেবলানি যান্যাবির্যা চ গুহা বসূনি।
কামমিন্মে মঘবন্মা বি তারীস্ত্বমাজ্ঞাতা ত্বমিংদ্রাসি দাতা ॥ ৫ ॥
যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরংতর্যো অসৃজন্মধুনা সং মধূনি।
অধ প্রিয়ং শূষমিংদ্রায় মন্ম ব্রহ্মকৃতো বৃহদুক্থাদবাচি ॥ ৬ ॥ (১৫)

॥ ৫৫ ॥

বৃহদুক্থো বামদেব্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈর্যত্ত্বা ভীতে অহ্বয়েতাং বয়োধৈ।
উদস্তভ্নাঃ পৃথিবীং দ্যামভীকে ভ্রাতুঃ পুত্রান্মঘবন্তিত্বিষাণঃ ॥ ১ ॥
মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যং।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশংত পংচ ॥ ২ ॥
আ রোদসী অপৃণাদোত মধ্যং পংচ দেবাঁ ঋতুশঃ সপ্তসপ্ত।
চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন ॥ ৩ ॥
যদুষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানামজনয়ো যেন পুষ্টস্য পুষ্টং।
যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকং ॥ ৪ ॥
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সংতং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৫ ॥ (১৬)
শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীলঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ৬ ॥
ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন ঋতেকর্মমুদজায়ংত দেবাঃ ॥ ৭ ॥
যুজা কর্মাণি জনয়ন্বিশ্বৌজা অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুরাষাট্।
পীত্বী সোমস্য দিব আ বৃধানঃ শূরো নির্যুধাধমদ্দস্যূন্ ॥ ৮ ॥ (১৭)

॥ ৫৬ ॥

বৃহদুক্থো বামদেব্যঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—৩, ৭ ত্রিষ্টুপ্। ৪—৬ জগতী ॥

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্ব শ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥ ১ ॥
তনূষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ংতী বামমস্মভ্যং ধাতু শর্ম তুভ্যং।
অহ্রুতো মহো ধরুণায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াঃ ॥ ২ ॥
বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্তসুবিতোঽনু পত্ম ॥ ৩ ॥
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুং।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নি বিবিশুঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমূ রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ংত পুরুধ প্রজা অনু ॥ ৫ ॥
দ্বিধা সূনবোঽসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ংত তৃতীয়েন কর্মণা।
স্বাং প্রজাং পিতরঃ পিত্র্যং সহ আবরেষ্বদধুস্তংমাততং ॥ ৬ ॥
নাবা ন ক্ষোদঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যাঃ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
স্বাং প্রজাং বৃহদুক্থো মহিত্বাবরেষ্বদধাদা পরেষু ॥ ৭ ॥ (১৮)

॥ ৫৭ ॥

বংধুঃ সুবংধুঃ শ্রুতবংধুর্বিপ্রবংধুশ্চ গৌপায়নাঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ গায়ত্রী ॥

মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিংদ্র সোমিনঃ। মাংতঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ১ ॥
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তংতুর্দেবেষ্বাততঃ। তমাহুতং নশীমহি ॥ ২ ॥
মনো ন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন। পিতৄণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৩ ॥
আ ত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৪ ॥
পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি ॥ ৫ ॥
বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ। প্রজাবংতঃ সচেমহি ॥ ৬ ॥ (১৯)

॥ ৫৮ ॥

বংধ্বাদয়ো গৌপায়নাঃ ॥ মনআবর্তন ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১ ॥

যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ২ ॥
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৩ ॥
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৪ ॥
যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৫ ॥
যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৬ ॥ (২০)
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৭ ॥
যত্তে সূর্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৮ ॥
যত্তে পর্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৯ ॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১০ ॥
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১১ ॥
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১২ ॥ (২১)

॥ ৫৯ ॥

বংধ্বাদয়ো গৌপায়নাঃ ॥ ১ ·৩ নির্ঋতিঃ। ৪ নির্ঋতিঃ সোমশ্চ। ৫, ৬ অসুনীতিঃ। ৭ লিংগোক্তা দেবতাঃ। ৮, ৯, ১০ দ্যাবাপৃথিব্যৌ। ১০ দ্যাবাপৃথিব্যা-বিংদ্রশ্চ ॥ ১—৭ ত্রিষ্টুপ্। ৮ পংক্তিঃ। ৯ মহাপংক্তিঃ। ১০ পংক্ত্যুত্তরা ॥

প্র তার্যায়ুঃ প্রতরং নবীয়ঃ স্থাতারেব ক্রতুমতা রথস্য।
অধ চ্যবান উত্তবীত্যর্থং পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥ ১ ॥

সামন্নু রায়ে নিধিমন্বন্নং করামহে সু পুরুধ শ্রবাংসি।
তা নো বিশ্বানি জরিতা মমত্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥ ২ ॥
অভী ষ্বর্যঃ পৌংস্যৈর্ভবেম দ্যৌর্ন ভূমিং গিরয়ো নাজ্রান্।
তা নো বিশ্বানি জরিতা চিকেত পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥ ৩ ॥
মো যু ণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরংতং।
দ্যুভির্হিতো জরিমা সূ নো অস্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥ ৪ ॥
অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্র তিরা ন আয়ুঃ।
রারংধি নঃ সূর্যস্য সংদৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥ ৫ ॥ (২২)
অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরংতমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তি ॥ ৬ ॥
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরংতরিক্ষং।
পুনর্ন সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ ॥ ৭ ॥
শং রোদসী সুবংধবে যহ্বী ঋতস্য মাতরা।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো যু তে কিং চনামমৎ ॥ ৮ ॥
অব দ্বকে অব ত্রিকা দিবশ্চরংতি ভেষজা।
ক্ষমা চরিষ্ণ্বেককং ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো যু তে
কিং চনামমৎ ॥ ৯ ॥
সমিংদ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহদুশীনরাণ্যা অনঃ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো যু তে কিং
চনামমৎ ॥ ১০ ॥ (২৩)

॥ ৬০ ॥

বংধ্বাদয়ো গৌপায়নাঃ। ৬ অগস্ত্যস্য স্বসৈষাং মাতা ॥ ১—৪, ৬ অসমাতী রাজা।
৫ ইংদ্রঃ। ৭—১১ সুবংধোর্জীবিতাহ্বানং। ১২ হস্তঃ ॥ ১—৫ গায়ত্রী।
৬, ৭, ১০—১২ অনুষ্টুপ্। ৮, ৯ পংক্তিঃ ॥

আ জনং ত্বেষসংদৃশং মাহীনানামুপস্তুতং। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ১ ॥
অসমাতিং নিতোশনং ত্বেষং নিয়য়িনং রথং। ভজেরথস্য সৎপতিং ॥ ২ ॥
যো জনান্মহিষাঁ ইবাতিতস্থৌ পবীরবান্। উতাপবীরবান্যুধা ॥ ৩ ॥
যস্যেক্ষ্বাকুরুপ ব্রতে রেবান্মরায্যেধতে। দিবীব পংচ কৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
ইংদ্র ক্ষত্রাসমাতিষু রথপ্রোষ্ঠেষু ধারয়। দিবীব সূর্যং দৃশে ॥ ৫ ॥

অগস্ত্যস্য নদ্ভ্যঃ সপ্তী যুনক্ষি রোহিতা।
পণীন্ন্যক্রমীরভি বিশ্বান্রাজন্নরাধসঃ ॥ ৬ ॥ (২৪)
অয়ং মাতায়ং পিতায়ং জীবাতুরাগমৎ।
ইদং তব প্রসর্পণং সুবংধবেহি নিরিহি ॥ ৭ ॥
যথা যুগং বরত্রয়া নহ্যংতি ধরুণায় কং।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৮ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্বনস্পতীন্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৯ ॥
যমাদহং বৈবস্বতাৎসুবংধোর্মন আভরং।
জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ১০ ॥
ন্যগ্বাতোহব বাতি ন্যক্তপতি সূর্যঃ।
নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ভবতু তে রপঃ ॥ ১১ ॥
অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ।
অয়ং মে বিশ্বভেষজোহয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ১২ ॥ (২৫)

॥ ৬১ ॥

নাভানেদিষ্ঠো মানবঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্তবচা ব্রহ্ম ক্রত্বা শচ্যামংতরাজৌ।
ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ পর্ষৎপক্থে অহন্না সপ্ত হোতৄন্ ॥ ১ ॥
স ইদ্দানায় দভ্যায় বন্বঞ্চ্যবানঃ সূদৈরমিমীত বেদিং।
তূর্বয়াণো গূর্তবচস্তমঃ ক্ষোদো ন রেত ইতউতি সিংচৎ ॥ ২ ॥
মনো ন যেষু হবনেষু তিগ্মং বিপঃ শচ্যা বনুথো দ্রবংতা।
আ যঃ শর্যাভিস্তুবিনৃম্ণো অস্যাশ্রীণীতাদিশং গভস্তৌ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণা যদ্গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাং।
বীতং মে যজ্ঞমা গতং মে অন্নং ববন্বাংসা নেষমস্মৃতধ্রূ ॥ ৪ ॥
প্রথিষ্ট যস্য বীরকর্মমিষ্ণদনুষ্ঠিতং নু নর্যো অপৌহৎ।
পুনস্তদা বৃহতি যৎকনায়া দুহিতুরা অনুভৃতমনর্বা ॥ ৫ ॥ (২৬)
মধ্যা যৎকর্ত্বমভবদভীকে কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাং।
মনানগ্রেতো জহতুর্বিয়ংতা সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ ॥ ৬ ॥
পিতা যৎস্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ক্ষ্ময়া রেতঃ সংজগ্মানো নি ষিংচৎ।
স্বাধ্যোহজনয়ন্ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্ ॥ ৭ ॥

স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ স্মদা পরৈদপ দভ্রচেতাঃ।
সরৎপদা ন দক্ষিণা পরাবৃঙ্ ন তা নু মে পৃশন্যো জগৃভ্রে ॥ ৮ ॥
মক্ষু ন বহ্নিঃ প্রজায়া উপব্দিরগ্নিং ন নগ্ন উপ সীদদূধঃ।
সনিতেধ্মং সনিতোত বাজং স ধর্তা জজ্ঞে সহসা যবীয়ুৎ ॥ ৯ ॥
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদংত ঋতযুক্তিমগ্মন্।
দ্বিবর্হসো য উপ গোপমাগুরদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্ ॥ ১০ ॥ (২৭)
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবীয়ো রাধো ন রেত ঋতমিত্তুরণ্যন্।
শুচি যত্তে রেক্ণ আয়জংত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১১ ॥
পশ্বা যৎপশ্চা বিযুতা বুধংতেতি ব্রবীতি বক্তরী ররাণঃ।
বসোর্বসুত্বা কারবোঽনেহা বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপ ক্ষু ॥ ১২ ॥
তদিন্বস্য পরিষদ্বানো অগ্মন্পুরূ সদংতো নার্ষদং বিভিৎসন্।
বি শুষ্ণস্য সংগ্রথিতমনর্বা বিদৎপুরুপ্রজাতস্য গুহা যৎ ॥ ১৩ ॥
ভর্গো হ নামোত যস্য দেবাঃ স্বর্ণ যে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ।
অগ্নির্হ নামোত জাতবেদাঃ শ্রুধী নো হোতর্ঋতস্য হোতাধ্রুক্ ॥ ১৪ ॥
উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমংতা নাসত্যাবিংদ্র গূর্তয়ে যজধ্যৈ।
মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষে ররাণা মংদূ হিতপ্রয়সা বিক্ষু যজ্যূ ॥ ১৫ ॥ (২৮)
অয়ং স্তুতো রাজা বংদি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ।
স কক্ষীবংতং রেজয়ৎসো অগ্নিং নেমিং ন চক্রমর্বতো রঘুদ্রু ॥ ১৬ ॥
স দ্বিবংধুর্বৈতরণো যষ্টা সবর্ধুং ধেনুমস্বং দুহধ্যৈ।
সং যন্মিত্রাবরুণা বৃংজ উক্থৈর্জ্যেষ্ঠেভিরর্যমণং বরূথৈঃ ॥ ১৭ ॥
তদ্বংধুঃ সূরির্দিবি তে ধিয়ংধা নাভানেদিষ্ঠো রপতি প্র বেনন্।
সা নো নাভিঃ পরমাস্য বা ঘাহং তৎপশ্চা কতিথশ্চিদাস ॥ ১৮ ॥
ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ।
দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্যেদং ধেনুরদুহজ্জায়মানা ॥ ১৯ ॥
অধাসু মংদ্রো অরতির্বিভাবাব স্যতি দ্বিবর্তনির্বনেষাট্।
ঊর্ধ্বা যচ্ছ্রেণির্ন শিশুর্দন্মক্ষু স্থিরং শেবৃধং সূত মাতা ॥ ২০ ॥ (২৯)
অধা গাব উপমাতিং কনায়া অনু শ্বাংতস্য কস্য চিৎপরেয়ুঃ।
শ্রুধি ত্বং সুদ্রবিণো নস্ত্বং যালাশ্বঘ্নস্য বাবৃধে সূনৃতাভিঃ ॥ ২১ ॥
অধ ত্বমিংদ্র বিদ্ধ্যস্মান্মহো রায়ে নৃপতে বজ্রবাহুঃ।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীননেহসস্তে হরিবো অভিষ্টৌ ॥ ২২ ॥

অধ যত্রাজানা গবিষ্টৌ সরৎসরণ্যুঃ কারবে জরণ্যুঃ।
বিপ্রঃ প্রেষ্ঠঃ স হ্যেষাং বভূব পরা চ বক্ষদুত পর্ষদেনান্ ॥ ২৩ ॥
অধা ন্বস্য জেন্যস্য পুষ্টৌ বৃথা রেভংত ঈমহে তদূ নু।
সরণ্যুরস্য সূনুরশ্বো বিপ্রশ্চাসি শ্রবসশ্চ সাতৌ ॥ ২৪ ॥
যুবোর্যদি সখ্যায়াস্মে শর্ধায় স্তোমং জুজুষে নমস্বান্।
বিশ্বত্র যস্মিন্না গিরঃ সমীচীঃ পূর্বীব গাতুর্দাশৎসূনৃতায়ৈ ॥ ২৫ ॥
স গৃণানো অদ্ভির্দেববানিতি সুবংধুর্নমসা সূক্তৈঃ।
বর্ধদুক্থৈর্বচোভিরা হি নূনং ব্যধ্বৈতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ২৬ ॥
ত ঊ ষু ণো মহো যজত্রা ভূত দেবাস ঊতয়ে সজোষাঃ।
যে বাজাঁ অনয়তা বিয়ংতো যে স্থা নিচেতারো অমূরাঃ ॥ ২৭ ॥ (৩০)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

॥ ৬২ ॥

নাভানেদিষ্ঠো মানবঃ ॥ ১—৬ বিশ্বে দেবা অংগিরসো বা। ৭ বিশ্বে দেবাঃ।
৮—১১ সাবর্ণের্দানস্তুতিঃ ॥ ১—৪ জগতী। ৫, ৮, ৯ অনুষ্টুপ্।
৬ বৃহতী। ৭ সতোবৃহতী। ১০ গায়ত্রী। ১১ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইংদ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমংগিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ১ ॥
য উদাজন্পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিংদন্পরিবৎসরে বলং।
দীর্ঘায়ুত্বমংগিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ২ ॥
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্পৃথিবীং মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমংগিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন।
সুব্রহ্মণ্যমংগিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৪ ॥
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গংভীরবেপসঃ।
তে অংগিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে ॥ ৫ ॥ (১)
যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অংগিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ॥ ৬ ॥
ইংদ্রেণ যুজা নিঃ সৃজংত বাঘতো ব্রজং গোমংতমশ্বিনং।
সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ৭ ॥
প্র নূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৮ ॥
ন তমশ্নোতি কশ্চন দিব ইব সান্বারভং।
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিংধুরিব পপ্রথে ॥ ৯ ॥
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা। যদুস্তুর্বশ্চ মামহে ॥ ১০ ॥
সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ সূর্যেণাস্য যতমানৈতু দক্ষিণা।
সাবর্ণের্দেবাঃ প্র তিরংত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রাংতা অসনাম বাজং ॥ ১১ ॥ (২)

॥ ৬৩ ॥

গয়ঃ প্লাতঃ ॥ ১—১৪, ১৭ বিশ্বে দেবাঃ। ১৫, ১৬ পথ্যা স্বস্তিঃ ॥
১—১৪ জগতী। ১৫ জগতী ত্রিষ্টুব্বা। ১৬, ১৭ ত্রিষ্টুপ্ ॥

পরাবতো যে দিধিষংত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।
যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবংতু নঃ ॥ ১ ॥
বিশ্বা হি বো নমস্যানি বংদ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং ॥ ২ ॥
যেভ্যো মাতা মধুমৎপিন্বতে পয়ঃ পীয়ূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনু মদা স্বস্তয়ে ॥ ৩ ॥
নৃচক্ষসো অনিমিষংতো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে ॥ ৪ ॥
সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমাযযুরপরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ং।
তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে ॥ ৫ ॥ (৩)
কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতি ষ্ঠন।
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে ॥ ৬ ॥
যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে ॥ ৭ ॥
য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মংতবঃ।
তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসস্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ॥ ৮ ॥
ভরেষ্বিংদ্রং সুহবং হবামহেঽংহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনং।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবংতীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১০ ॥ (৪)
বিশ্বে যজত্রা অধি বোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরেবায়া অভিহ্রুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃণ্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে ॥ ১১ ॥
অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রামঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুয়োতনোরু ণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে ॥ ১২ ॥
অরিষ্টঃ স মর্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি।
যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতিভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে ॥ ১৩ ॥
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং শূরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতর্যাবাণং রথমিংদ্র সানসিমরিষ্যংতমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১৪ ॥

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বপ্স্বন্তঃ বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন ॥ ১৫ ॥
স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্‌ণস্বত্যভি যা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥ ১৬ ॥
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭ ॥ (৫)

॥ ৬৪ ॥

গয়ঃ প্লাতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—১১, ১৩—১৫
জগতী। ১২, ১৬, ১৭ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কথা দেবানাং কতমস্য যামনি সুমন্তু নাম শৃণ্বতাং মনামহে।
কো মৃলাতি কতমো নো ময়স্করৎকতম ঊতী অভ্যা ববর্ততি ॥ ১ ॥
ক্রতূয়ন্তি ক্রতবো হৃৎসু ধীতয়ো বেনন্তি বেনাঃ পতয়ন্ত্যা দিশঃ।
ন মর্ডিতা বিদ্যতে অন্য এভ্যো দেবেষু মে অধি কামা অযংসত ॥ ২ ॥
নরা বা শংসং পূষণমগোহ্যমগ্নিং দেবেদ্ধমভ্যর্চসে গিরা।
সূর্যামাসা চন্দ্রমসা যমং দিবি ত্রিতং বাতমুষসমক্তুমশ্বিনা ॥ ৩ ॥
কথা কবিস্তুবীরবান্‌কয়া গিরা বৃহস্পতির্বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ।
অজ একপাৎসুহবেভিঋর্ক্বভিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যোহবীমনি ॥ ৪ ॥
দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।
অতূর্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু ॥ ৫ ॥ (৬)
তে নো অর্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বে শৃণ্বন্তু বাজিনো মিতদ্রবঃ।
সহস্রসা মেধসাতাবিব ত্মনা মহো যে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ॥ ৬ ॥
প্র বো বায়ুং রথযুজং পুরংধিং স্তোমৈঃ কৃণুধ্বং সখ্যায় পূষণং।
তে হি দেবস্য সবিতুঃ সবীমনি ক্রতুং সচন্তে সচিতঃ সচেতসঃ ॥ ৭ ॥
ত্রিঃ সপ্ত সস্রা নদ্যো মহীরপো বনস্পতীন্‌পর্বতাঁ অগ্নিমূতয়ে।
কৃশানুমস্তৄন্তিষ্যং সধস্থ আ রুদ্রং রুদ্রেষু রুদ্রিয়ং হবামহে ॥ ৮ ॥
সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চত ॥ ৯ ॥
উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ পিতা বচঃ।
ঋভুক্ষা বাজো রথস্পতির্ভগো রণ্বঃ শংসঃ শশমানস্য পাতু নঃ ॥ ১০ ॥ (৭)

রথঃ সংদৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ো ভদ্রা রুদ্রাণাং মরুতামুপস্তুতিঃ।
গোভিঃ ষ্যাম যশসো জনেষ্বা সদা দেবাস ইলয়া সচেমহি॥ ১১॥
যাং মে ধিয়ং মরুত্ত ইংদ্র দেবা অদদাত বরুণ মিত্র যূয়ং।
তাং পীপয়ত পয়সেব ধেনুং কুবিদ্গিরো অধি রথে বহাথ॥ ১২॥
কুবিদংগ প্রতি যথা চিদস্য নঃ সজাত্যস্য মরুতো বুবোধথ।
নাভা যত্র প্রথমং সংনসামহে তত্র জামিত্বমদিতির্দধাতু নঃ॥ ১৩॥
তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহী দেবী দেবাঞ্জন্মনা যজ্ঞিয়ে ইতঃ।
উভে বিভৃত উভয়ং ভরীমভিঃ পুরূ রেতাংসি পিতৃভিশ্চ সিংচতঃ॥ ১৪॥
বি ষা হোত্রা বিশ্বমশ্নোতি বার্যং বৃহস্পতিররমতিঃ পনীয়সী।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদবীবশংত মতিভির্মনীষিণঃ॥ ১৫॥
এবা কবিস্তুবীরবাঁ ঋতজ্ঞা দ্রবিণস্যুর্দ্রবিণসশ্চকানঃ।
উক্থেভিরত্র মতিভিশ্চ বিপ্রোঽপীপয়দ্গয়ো দিব্যানি জন্ম॥ ১৬॥
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন॥ ১৭॥ (৮)

॥ ৬৫ ॥

বসুকর্ণো বাসুক্রঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ১—১৪ জগতী। ১৫ ত্রিষ্টুপ্॥

অগ্নিরিংদ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা বায়ুঃ পূষা সরস্বতী সজোষসঃ।
আদিত্যা বিষ্ণুর্মরুতঃ স্বর্বৃহৎসোমো রুদ্রো অদিতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ১॥
ইংদ্রাগ্নী বৃত্রহত্যেষু সৎপতী মিথো হিন্বানা তন্বা সমোকসা।
অংতরিক্ষং মহ্যা পপ্রুরোজসা সোমো ঘৃতশ্রীর্মহিমানমীরয়ন্॥ ২॥
তেষাং হি মহ্না মহতামনর্বণাং স্তোমাঁ ইয়র্ম্যৃতজ্ঞা ঋতাবৃধাং।
যে অপ্সবমর্ণবং চিত্ররাধসস্তে নো রাসংতাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ॥ ৩॥
স্বর্ণরমংতরিক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীং স্কংভুরোজসা।
পৃক্ষা ইব মহয়ংতঃ সুরাতয়ো দেবাঃ স্তবংতে মনুষায় সূরয়ঃ॥ ৪॥
মিত্রায় শিক্ষ বরুণায় দাশুষে যা সম্রাজা মনসা ন প্রযুচ্ছতঃ।
যয়োর্ধাম ধর্মণা রোচতে বৃহদ্যয়োরুভে রোদসী নাধসী বৃতৌ॥ ৫॥ (৯)
যা গৌর্বর্তনিং পর্যেতি নিষ্কৃতং পয়ো দুহানা ব্রতনীরবারতঃ।
সা প্রব্রুবাণা বরুণায় দাশুষে দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে॥ ৬॥
দিবক্ষসো অগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধ ঋতস্য যোনিং বিমৃশংত আসতে।
দ্যাং স্কভিত্ব্যপ আ চক্রুরোজসা যজ্ঞং জনিত্বী তন্বী নি মামৃজুঃ॥ ৭॥

পরিক্ষিতা পিতরা পূর্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে ঘৃতবৎপয়ো মহিষায় পিন্বতঃ॥ ৮॥
পর্জন্যাবাতা বৃষভা পুরীষিণেংদ্রবায়ূ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অদিতিং হবামহে যে পার্থিবাসো দিব্যাসো অপ্সু যে॥ ৯॥
ত্বষ্টারং বায়ুমৃভবো য ওহতে দৈব্যা হোতারা উষসং স্বস্তয়ে।
বৃহস্পতিং বৃত্রখাদং সুমেধসমিংদ্রিয়ং সোমং ধনসা উ ঈমহে॥ ১০॥ (১০)
ব্রহ্ম গামশ্বং জনয়ংত ওষধীর্বনস্পতীনৃপৃথিবীং পর্বতাঁ অপঃ।
সূর্যং দিবি রোহয়ংতঃ সুদানব আর্যা ব্রতা বিসৃজংতো অধি ক্ষমি॥ ১১॥
ভুজ্যুমংহসঃ পিপৃথো নিরশ্বিনা শ্যাবং পুত্রং বধ্রিমত্যা অজিন্বতং।
কমদ্যুবং বিমদায়োহথুর্যুবং বিষ্ণাপ্বং বিশ্বকায়াব সৃজথঃ॥ ১২॥
পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিংধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরংধ্যা॥ ১৩॥
বিশ্বে দেবাঃ সহ ধীভিঃ পুরংধ্যা মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
রাতিষাচো অভিষাচঃ স্বর্বিদঃ স্বর্গিরো ব্রহ্ম সূক্তং জুষেরত॥ ১৪॥
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববংদে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসংতামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ১৫॥ (১১)

॥ ৬৬ ॥

বসুকর্ণো বাসুক্রঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ১—১৪ জগতী। ১৫ ত্রিষ্টুপ্॥

দেবান্হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ।
যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদস ইংদ্রজ্যেষ্ঠাসো অমৃতা ঋতাবৃধঃ॥ ১॥
ইংদ্রপ্রসূতা বরুণপ্রশিষ্টা যে সূর্যস্য জ্যোতিষো ভাগমানশুঃ।
মরুদ্গণে বৃজনে মন্ম ধীমহি মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ংত সূরয়ঃ॥ ২॥
ইংদ্রো বসুভিঃ পরি পাতু নো গয়মাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
রুদ্রো রুদ্রেভির্দেবো মৃলয়াতি নস্ত্বষ্টা নো গ্নাভিঃ সুবিতায় জিন্বতু॥ ৩॥
অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদিংদ্রাবিষ্ণূ মরুতঃ স্বর্বৃহৎ।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অবসে হবামহে বসূন্রুদ্রান্সবিতারং সুদংসসং॥ ৪॥
সরস্বান্ধীভির্বরুণো ধৃতব্রতঃ পূষা বিষ্ণুর্মহিমা বায়ুরশ্বিনা।
ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথমংহসঃ॥ ৫॥ (১২)
বৃষা যজ্ঞো বৃষণঃ সংতু যজ্ঞিয়া বৃষণো দেবা বৃষণো হবিষ্কৃতঃ।
বৃষণা দ্যাবাপৃথিবী ঋতাবরী বৃষা পর্জন্যো বৃষণো বৃষস্তুভঃ॥ ৬॥

অগ্নীষোমা বৃষণা বাজসাতয়ে পুরুপ্রশস্তা বৃষণা উপ ব্রুবে।
যাবীজিরে বৃষণো দেবযজ্যয়া তা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসতঃ ॥ ৭ ॥
ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণামভিশ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোহপো অসৃজন্নমু বৃত্রতূর্যে ॥ ৮ ॥
দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্নভি ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া।
অংতরিক্ষং স্বরা পপ্রুরূতয়ে বশং দেবাসস্তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৯ ॥
ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তা বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ।
আপ ওষধীঃ প্র তিরংতু নো গিরা ভগো রাতির্বাজিনো যংতু
　　মে হবং ॥ ১০ ॥ (১৩)
সমুদ্রঃ সিংধু রজো অংতরিক্ষমজ একপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ।
অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্বচাংসি মে বিশ্বে দেবাস উত সূরয়ো মম ॥ ১১ ॥
স্যাম বো মনবো দেববীতয়ে প্রাংচং নো যজ্ঞং প্র ণয়ত সাধুয়া।
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুদানব ইমা ব্রহ্ম শস্যমানানি জিন্বত ॥ ১২ ॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত ঋতস্য পংথামন্বেমি সাধুয়া।
ক্ষেত্রস্য পতিং প্রতিবেশমীমহে বিশ্বান্দেবাঁ অমৃতাঁ অপ্রযুচ্ছতঃ ॥ ১৩ ॥
বসিষ্ঠাসঃ পিতৃবদ্বাচমক্রত দেবাঁ ঈলানা ঋষিবৎস্বস্তয়ে।
প্রীতা ইব জ্ঞাতয়ঃ কামমেত্যাস্মে দেবাসোহব ধূনুতা বসু ॥ ১৪ ॥
দেবাবসিষ্ঠো অমৃতান্ববংদে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসংতামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫ ॥ (১৪)

॥ ৬৭ ॥

অযাস্যঃ ॥ বৃহস্পতিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিংদৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোহযাস্য উক্থমিংদ্রায় শংসন্ ॥ ১ ॥
ঋতং শংসংত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমংগিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনংত ॥ ২ ॥
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩ ॥
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠংতীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪ ॥

বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সাকমুদধেরকৃংতৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥
ইংদ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাংজিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎপণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬ ॥ (১৫)
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭ ॥
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ংত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথোঅবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বয়ুগ্ভিঃ ॥ ৮ ॥
তং বর্ধয়ংতো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুং ॥ ৯ ॥
যদা বাজমসনদ্বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ংতো নানা সংতো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০ ॥
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবংতু বিশ্বাস্তদ্রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১ ॥
ইংদ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎসপ্ত সিংধূন্দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২ ॥ (১৬)

॥ ৬৮ ॥

অযাস্যঃ ॥ বৃহস্পতিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদংতো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১ ॥
সং গোভিরাংগিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দংপতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২ ॥
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩ ॥
আপ্রুষায়ন্মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪ ॥
অপ জ্যোতিষা তমো অংতরিক্ষাদুদ্নঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫ ॥
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাং ॥ ৬ ॥ (১৭)

বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আংডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭ ॥
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ংতং।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮ ॥
সোষামবিংদৎসঃ স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং ন পর্বণো জভার ॥ ৯ ॥
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎসূর্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০ ॥
অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ ॥ ১১ ॥
ইদমকর্ম নমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥১২॥ (১৮)

॥ ৬৯ ॥

সুমিত্রো বাধ্র্যশ্বঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ২ জগতী। ৩—১২ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ভদ্রা অগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য সংদৃশো বামী প্রণীতিঃ সুরণা উপেতয়ঃ।
যদীং সুমিত্রা বিশো অগ্র ইংধতে ঘৃতেনাহুতো জরতে দবিদ্যুতৎ ॥ ১ ॥
ঘৃতমগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য বর্ধনং ঘৃতমন্নং ঘৃতম্বস্য মেদনং।
ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ ॥ ২ ॥
যত্তে মনুর্যদনীকং সুমিত্রঃ সমীধে অগ্নে তদিদং নবীয়ঃ।
স রেবচ্ছোচ স গিরো জুষস্ব স বাজং দর্ষি স ইহ শ্রবো ধাঃ ॥ ৩ ॥
যং ত্বা পূর্বমীলিতো বধ্র্যশ্বঃ সমীধে অগ্নে স ইদং জুষস্ব।
স নঃ স্তিপা উত ভবা তনূপা দাত্রং রক্ষস্ব যদিদং তে অস্মে ॥ ৪ ॥
ভবা দ্যুম্নী বাধ্র্যশ্বোত গোপা মা ত্বা তারীদভিমাতির্জনানাং।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনঃ সুমিত্রঃ প্র নু বোচং বাধ্র্যশ্বস্য নাম ॥ ৫ ॥
সমজ্র্যা পর্বত্যাবসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনো জনানাং ত্বমগ্নে পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাঃ ॥ ৬ ॥ (১৯)
দীর্ঘতংতুর্বৃহদুক্ষায়মগ্নিঃ সহস্রস্তরীঃ শতনীথ ঋভ্বা।
দ্যুমান্ দ্যুমৎসু নৃভির্মৃজ্যমানঃ সুমিত্রেষু দীদয়ো দেবয়ৎসু ॥ ৭ ॥
ত্বে ধেনুঃ সুদুঘা জাতবেদোঽসশ্চতেব সমনা সবর্ধুক্।
ত্বং নৃভির্দক্ষিণাবদ্ভিরগ্নে সুমিত্রেভিরিধ্যসে দেবয়দ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

দেবাশ্চিত্তে অমৃতা জাতবেদো মহিমানং বাধ্র্যশ্ব প্র বোচন্‌।
যৎসংপৃচ্ছং মানুষীর্বিশ আয়ন্ত্বং নৃভিরজয়স্ত্বাবৃধেভিঃ॥ ৯॥
পিতেব পুত্রমবিভরুপস্থে ত্বামগ্নে বধ্র্যশ্বঃ সপর্যন্‌।
জুষাণো অস্য সমিধং যবিষ্ঠোত পূর্বাঁ অবনোর্ব্রাধতশ্চিৎ॥ ১০॥
শশ্বদগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য শত্রূন্নৃভির্জিগায় সুতসোমবদ্ভিঃ।
সমনং চিদদহশ্চিত্রভানোঽব ব্রাধংতমভিনদ্বৃধশ্চিৎ॥ ১১॥
অয়মগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য বৃত্রহা সনকাৎপ্রেদ্ধো নমসোপবাক্যঃ।
স নো অজামীঁরুত বা বিজামীনভি তিষ্ঠ শর্ধতো বাধ্র্যশ্ব॥ ১২॥

॥ ৭০॥

সুমিত্রো বাধ্র্যশ্বঃ॥ আপ্রং॥ ত্রিষ্টুপ্‌॥

ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুষস্বেলস্পদে প্রতি হর্যা ঘৃতাচীং।
বর্ষ্মন্‌পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধ্বো ভব সুক্রতো দেবযজ্যা॥ ১॥
আ দেবানামগ্রয়াবেহ যাতু নরাশংসো বিশ্বরূপেভিরশ্বৈঃ।
ঋতস্য পথা নমসা মিয়েধো দেবেভ্যো দেবতমঃ সুষূদৎ॥ ২॥
শশ্বত্তমমীলতে দূত্যায় হবিষ্মংতো মনুষ্যাসো অগ্নিং।
বহিষ্ঠৈরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেনা দেবান্বক্ষি নি ষদেহ হোতা ॥ ॥
বি প্রথতাং দেবজুষ্টং তিরশ্চা দীর্ঘং দ্রাঘ্মা সুরভি ভূত্বস্মে।
অহেলতা মনসা দেব বর্হিরিংদ্রজ্যেষ্ঠাঁ উশতো যক্ষি দেবান্‌॥ ৪॥
দিবো বা সানু স্পৃশতা বরীয়ঃ পৃথিব্যা বা মাত্রয়া বি শ্রয়ধ্বং।
উশতীর্দ্বারো মহিনা মহদ্ভির্দেবং রথং রথয়ুর্ধারয়ধ্বং॥ ৫॥ (২১)
দেবী দিবো দুহিতরা সুশিল্পে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
আ বাং দেবাস উশতী উশংত উরৌ সীদংতু সুভগে উপস্থে॥ ৬॥
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বৃহদগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রিয়া ধামান্যদিতেরুপস্থে।
পুরোহিতাবৃত্বিজা যজ্ঞে অস্মিন্‌ বিদুষ্টরা দ্রবিণমা যজেথাং॥ ৭॥
তিস্রো দেবীর্বর্হিরিদং বরীয় আ সীদত চকৃমা বঃ স্যোনং।
মনুষ্বদ্যজ্ঞং সুধিতা হবীংষীলা দেবী ঘৃতপদী জুষংত॥ ৮॥
দেব ত্বষ্টর্যদ্ধ চারুত্বমানড্যদংগিরসামভবঃ সচাভূঃ।
স দেবানাং পাথ উপ প্র বিদ্বাঁমুশন্যক্ষি দ্রবিণোদঃ সুরত্নঃ॥ ৯॥
বনস্পতে রশনয়া নিযূয়া দেবানাং পাথ উপ বক্ষি বিদ্বান্‌।
স্বদাতি দেবঃ কৃণবদ্ধবীংষ্যবতাং দ্যাবাপৃথিবী হবং মে॥ ১০॥

অগ্নে বহ বরুণমিষ্টয়ে ন ইংদ্রং দিবো মরুতো অংতরিক্ষাৎ।
সীদংতু বর্হির্বিশ্ব আ যজত্রাঃ স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ংতাং ॥ ১১ ॥ (২২)

॥ ৭১ ॥

বৃহস্পতিঃ ॥ জ্ঞানং ॥ ১—৮, ১০, ১১ ত্রিষ্টুপ্। ৯ জগতী ॥

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥ ১ ॥
সক্তুমিব তিতউনা পুনংতো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥ ২ ॥
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিংদন্নৃষিষু প্রবিষ্টাং।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবংতে ॥ ৩ ॥
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ৪ ॥
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বংত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাং ॥ ৫ ॥ (২৩)
যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পংথাং ॥ ৬ ॥
অক্ষণ্বংতঃ কর্ণবংতঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ ৭ ॥
হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ব্রাহ্মণাঃ সংযজংতে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরংত্যু ত্বে ॥ ৮ ॥
ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরংতি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তংত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥ ৯ ॥
সর্বে নংদংতি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎপিতুষণির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায় ॥ ১০ ॥
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ॥ ১১ ॥ (২৪)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

॥ ৭২ ॥

বৃহস্পতির্বৃহস্পতির্বা লৌক্য অদিতির্বা দাক্ষায়ণী ॥ দেবাঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

দেবানাং নু বয়ং জানা প্র বোচাম বিপন্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২ ॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ংত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩ ॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ংত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবংধবঃ ॥ ৫ ॥ (১)
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত ॥ ৬ ॥
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূড়হমা সূর্যমজভর্তন ॥ ৭ ॥
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্ব স্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাংডমাস্যৎ ॥ ৮ ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্যাং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাংডমাভরৎ ॥ ৯ ॥ (২)

॥ ৭৩ ॥

গৌরিবীতিঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মংদ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ।
অবর্ধন্নিংদ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা ॥ ১ ॥
দ্রুহো নিষত্তা পৃশনী চিদেবৈঃ পুরু শংসেন বাবৃধুষ্ট ইংদ্রং।
অভীবৃতেব তা মহাপদেন ধ্বাংতাৎপ্রপিত্বাদুদরংত গর্ভাঃ ॥ ২

ঋষ্বা তে পাদা প্র যজ্জিগাস্যবর্ধন্বাজা উত যে চিদত্র।
ত্বমিংদ্র সালাবৃকান্ত্সহস্রমাসন্দধিষে অশ্বিনা ববৃত্যাঃ॥ ৩॥
সমনা তূর্ণিরুপ যাসি যজ্ঞমা নাসত্যা সখ্যায় বক্ষি।
বসাব্যামিংদ্র ধারয়ঃ সহস্রাশ্বিনা শূর দদতুর্মঘানি॥ ৪॥
মংদমান ঋতাদধি প্রজায়ৈ সখিভিরিংদ্র ইষিরেভিরর্থং।
আভির্হি মায়া উপ দস্যুমাগান্মিহঃ প্র তম্রা অবপত্তমাংসি॥ ৫॥ (৩)
সনামানা চিদ্ধ্বসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিংদ্র উষসো যথানঃ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘংথ॥ ৬॥
ত্বং জঘংথ নমুচিং মখস্যুং দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ং।
ত্বং চকর্থ মনবে স্যোনান্পথো দেবত্রাংজসেব যানান্॥ ৭॥
ত্বমেতানি পপ্রিষে বি নামেশান ইংদ্র দধিষে গভস্তৌ।
অনু ত্বা দেবাঃ শবসা মদংত্যুপরিবুধ্নান্বনিনশ্চকর্থ॥ ৮॥
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু॥ ৯॥
অশ্বাদিয়ায়েতি যদ্বদংত্যোজসো জাতমুত মন্য এনং।
মন্যোরিয়ায় হর্ম্যেষু তস্থৌ যতঃ প্রজজ্ঞ ইংদ্রো অস্য বেদ॥ ১০॥
বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিংদ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপ ধ্বাংতমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্॥ ১১॥ (৪)

॥ ৭৪ ॥

গৌরিবীতিঃ॥ ইংদ্রঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

বসূনাং বা চর্কৃষ ইয়ক্ষন্ধিয়া বা যজ্ঞৈর্বা রোদস্যোঃ।
অর্বংতো বা যে রয়িমংতঃ সাতৌ বনুং বা যে সুশ্রুণং সুশ্রুতো ধুঃ॥ ১
হব এষামসুরো নক্ষত দ্যাং শ্রবস্যতা মনসা নিংসত ক্ষাং।
চক্ষাণা যত্র সুবিতায় দেবা দ্যৌর্ন বারেভিঃ কৃণবংত স্বৈঃ॥ ২॥
ইয়মেষামমৃতানাং গীঃ সর্বতাতা যে কৃপণংত রত্নং।
ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধংতস্তে নো ধাংতু বসব্যমসামি॥ ৩॥
আ তত্ত ইংদ্রায়বঃ পনংতাভি য ঊর্বং গোমংতং তিতৃৎসান্।
সকৃৎস্বং যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষন্॥ ৪॥
শচীব ইংদ্রমবসে কৃণুধ্বমনানতং দময়ংতং পৃতন্যূন্।
ঋভুক্ষণং মঘবানং সুবৃক্তিং ভর্তা যো বজ্রং নর্যং পুরুক্ষুঃ॥ ৫॥

যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষালা বৃত্রহেংন্দ্রো নামান্যপ্রাঃ।
অচেতি প্রাসহস্পতিস্তুবিষ্মান্যদীমুশ্মসি কর্তবে করত্তৎ ॥ ৬ ॥ (৫)

॥ ৭৫ ॥

সিংধুক্ষিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥
প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্ত্বং।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২ ॥
দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনংতং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ংতি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥ ৩ ॥
অভি ত্বা সিংধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষংতি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥
ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৫ ॥ (৬)
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিংধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥ ৬ ॥
ঋজীত্যেনী রুশতী মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিংধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥
স্বশ্বা সিংধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধং ॥ ৮ ॥
সুখং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯ ॥ (৭)

॥ ৭৬ ॥

জরৎকর্ণ ঐরাবতঃ সর্পঃ ॥ গ্রাবাণঃ ॥ জগতী ॥

আ ব ঋংজস ঊর্জাং ব্যুষ্টিষ্বিংদ্রং মরুতো রোদসী অনক্তন।
উভে যথা নো অহনী সচাভুবা সদঃসদো বরিবস্যাত উদ্ভিদা ॥ ১ ॥
তদু শ্রেষ্ঠং সবনং সুনোতনাত্যো ন হস্তয়তো অদ্রিঃ সোতরি।
বিদদ্ধ্যর্যো অভিভূতি পৌংস্যং মহো রায়ে চিত্তরুতে যদর্বতঃ ॥ ২ ॥

তদিন্দ্বস্য সবনং বিবেরপো যথা পুরা মনবে গাতুমশ্রেৎ।
গোঅর্ণসি ত্বাষ্ট্রে অশ্বনির্ণিজি প্রেমধ্বরেষ্বধ্বরাঁ অশিশ্রয়ুঃ ॥ ৩ ॥
অপ হত রক্ষসো ভংগুরাবতঃ স্কভায়ত নির্ঋতিং সেধতামতিং।
আ নো রয়িং সর্ববীরং সুনোতন দেবাব্যং ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
দিবশ্চিদা বোঽমবত্তরেভ্যো বিভ্বনা চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।
বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যোঽগ্নেশ্চিদর্চ পিতুকৃত্তরেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ (৮)
ভুরংতু নো যশসঃ সোত্বংধসো গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।
নরো যত্র দুহতে কাম্যং মধ্বাঘোষয়ংতো অভিতো মিথস্তুরঃ ॥ ৬ ॥
সুন্বংতি সোমং রথিরাসো অদ্রয়ো নিরস্য রসং গবিষো দুহংতি তে।
দুহংত্যূধরুপসেচনায় কং নরো হব্যা ন মর্জয়ংত আসভিঃ ॥ ৭ ॥
এতে নরঃ স্বপসো অভূতন য ইংদ্রায় সুনুথ সোমমদ্রয়ঃ।
বামংবামং বো দিব্যায় ধাম্নে বসুবসু বঃ পার্থিবায় সুন্বতে ॥ ৮ ॥ (৯)

॥ ৭৭ ॥

স্যূমরশ্মির্ভার্গবঃ ॥ মরুতঃ ॥ ১—৪, ৬—৮ ত্রিষ্টুপ্। ৫ জগতী ॥

অভ্রপ্রুষো ন বাচা প্রুষা বসু হবিষ্মংতো ন যজ্ঞা বিজানুষঃ।
সুমারুতং ন ব্রাহ্মণমর্হসে গণমস্তোষ্যেষাং ন শোভসে ॥ ১ ॥
শ্রিয়ে মর্যাসো অংজীঁরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ ॥ ২ ॥
প্র যে দিবঃ পৃথিব্যা ন বর্হণা ত্মনা রিরিচ্রে অভ্রান্ন সূর্যঃ।
পাজস্বংতো ন বীরাঃ পনস্যবো রিশাদসো ন মর্যা অভিদ্যবঃ ॥ ৩ ॥
যুষ্মাকং বুধ্নে অপাং ন যামনি বিথুর্যতি ন মহী শ্রথর্যতি।
বিশ্বপ্সুর্যজ্ঞো অর্বাগয়ং সু বঃ প্রয়স্বংতো ন সত্রাচ আ গত ॥ ৪ ॥
যূয়ং ধূর্ষু প্রযুজো ন রশ্মিভির্জ্যোতিষ্মংতো ন ভাসা ব্যুষ্টিষু।
শ্যেনাসো ন স্বযশসো রিশাদসঃ প্রবাসো ন প্রসিতাসঃ পরিপ্রুষঃ ॥ ৫। (১০)
প্র যদ্বহধ্বে মরুতঃ পরাকাদ্যূয়ং মহঃ সংবরণস্য বস্বঃ।
বিদানাসো বসবো রাধ্যস্যারাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোত ॥ ৬ ॥
য উদৃচি যজ্ঞে অধ্বরেষ্ঠা মরুদ্ভ্যো ন মানুষো দদাশৎ।
রেবৎস বয়ো দধতে সুবীরং স দেবানামপি গোপীথে অস্তু ॥ ৭ ॥
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমা আদিত্যেন নাম্না শংভবিষ্ঠাঃ।
তে নোঽবংতু রথতূর্মনীষাং মহশ্চ যামন্নধ্বরে চকানাঃ ॥ ৮ ॥ (১১)

॥ ৭৮ ॥

স্যুমরশ্মির্ভার্গবঃ ॥ মরুতঃ ॥ ১, ৩, ৪, ৮ ত্রিষ্টুপ্। ২, ৫—৭ জগতী ॥

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈঃ স্বপ্নসঃ।
রাজানো ন চিত্রাঃ সুসংদৃশঃ ক্ষিতীনাং ন মর্যা অরেপসঃ ॥ ১ ॥
অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসো বাতাসো ন স্বযুজঃ সদ্যউতয়ঃ।
প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সুনীতয়ঃ সুশর্মাণো ন সোমা ঋতং যতে ॥ ২ ॥
বাতাসো ন যে ধুনয়ো জিগত্নবোঽগ্নীনাং ন জিহ্বা বিরোকিণঃ।
বর্মণ্বংতো ন যোধাঃ শিমীবংতঃ পিতৄণাং ন শংসাঃ সুরাতয়ঃ ॥ ৩ ॥
রথানাং ন যেরাঃ সনাভয়ো জিগীবাংসো ন শূরা অভিদ্যবঃ।
বরেয়বো ন মর্যা ঘৃতপ্রুষোঽভিস্বর্তারো অর্কং ন সুষ্টুভঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বাসো ন যে জ্যেষ্ঠাস আশবো দিধিষবো ন রথ্যঃ সুদানবঃ।
আপো ন নিম্নৈরুদভির্জিগত্নবো বিশ্বরূপা অংগিরসো ন সামভিঃ ॥ ৫ ॥ (১২)
গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিংধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশূলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা ॥ ৬ ॥
উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ শুভংযবো নাংজিভির্ব্যশ্বিতন্।
সিংধবো ন যযিয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ পরাবতো ন যোজনানি মমিরে ॥ ৭ ॥
সুভাগান্নো দেবাঃ কৃণুতা সুরত্নানস্মান্স্তোতৄন্মরুতো বাবৃধানাঃ।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাত সনাদ্ধি বো রত্নধেয়ানি সংতি ॥ ৮ ॥ (১৩)

॥ ৭৯ ॥

অগ্নিঃ সৌচীকো বৈশ্বানরো বা সপ্তির্বা বাজংভরঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বমমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু।
নানা হনূ বিভৃতে সং ভরেতে অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ ॥ ১ ॥
গুহা শিরো নিহিতমৃধগক্ষী অসিন্বন্নত্তি জিহ্বয়া বনানি।
অত্রাণ্যস্মৈ পড্ভিঃ সং ভরংত্যুত্তানহস্তা নমসাধি বিক্ষু ॥ ২ ॥
প্র মাতুঃ প্রতরং গুহ্যমিচ্ছন্কুমারো ন বীরুধঃ সর্পদুর্বীঃ।
সসং ন পক্বমবিদচ্ছুচংতং রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অংতঃ ॥ ৩ ॥
তদ্বামৃতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি।
নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্চিকেতাগ্নিরংগ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ॥ ৪ ॥
যো অস্মা অন্নং তৃষ্বা দধাত্যাজ্যৈর্ঘৃতৈর্জুহোতি পুষ্যতি।
তস্মৈ সহস্রমক্ষভির্বি চক্ষেঽগ্নে বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি ত্বং ॥ ৫ ॥

কিং দেবেষু ত্যজ এনশ্চকর্থাগ্নে পৃচ্ছামি নু ত্বামবিদ্বান্।
অক্রীলন্ ক্রীলন্হরিরত্তবেঽদন্বি পর্বশশ্চকর্ত গামিবাসিঃ ॥ ৬ ॥
বিষূচো অশ্বান্যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্গৃভীতান্।
চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সমানৃধে পর্বভির্বাবৃধানঃ ॥ ৭ ॥ (১৪)

॥ ৮০ ॥

অগ্নিঃ সৌচীকো বৈশ্বানরো বা ॥ অগ্নিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অগ্নিঃ সপ্তিং বাজংভরং দদাত্যগ্নির্বীরং শ্রুত্যং কর্মনিষ্ঠাং।
অগ্নী রোদসী বি চরৎসমংজন্নগ্নির্নারীং বীরকুক্ষিং পুরংধিং ॥ ১ ॥
অগ্নেরপ্নসঃ সমিদস্তু ভদ্রাগ্নির্মহী রোদসী আ বিবেশ।
অগ্নিরেকং চোদয়ৎসমৎস্বগ্নির্বৃত্রাণি দয়তে পুরূণি ॥ ২ ॥
অগ্নির্হ ত্যং জরতঃ কর্ণমাবাগ্নিরদ্ভ্যো নিরদহজ্জরূথং।
অগ্নিরত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদংতরগ্নির্নৃমেধং প্রজয়াসৃজৎসং ॥ ৩ ॥
অগ্নির্দাদ্দ্রবিণং বীরপেশা অগ্নির্ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি।
অগ্নির্দিবি হব্যমা ততানাগ্নের্ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা ॥ ৪ ॥
অগ্নিমুক্থৈর্ঋষয়ো বি হ্বয়ংতেঽগ্নিং নরো যামনি বাধিতাসঃ।
অগ্নিং বয়ো অংতরিক্ষে পতংতোঽগ্নিঃ সহস্রা পরি যাতি গোনাং ॥ ৫ ॥
অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ।
অগ্নির্গাংধর্বীং পথ্যামৃতস্যাগ্নের্গব্যূতির্ঘৃত আ নিষত্তা ॥ ৬ ॥
অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ততক্ষুরগ্নিং মহামবোচামা সুবৃক্তিং।
অগ্নে প্রাব জরিতারং যবিষ্ঠাগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥ ৭ ॥ (১৫)

॥ ৮১ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ ॥ বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎপিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১ ॥
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারংভণং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২ ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩ ॥

কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ৪ ॥
যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা ।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ৫ ॥
বিশ্বকর্মন্হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাং ।
মুহ্যংত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ৬ ॥
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম ।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশংভূরবসে সাধুকর্মা ॥ ৭ ॥ (১৬)

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ ॥ বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে ।
যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ ।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদংতি যত্রা সপ্তঋষীন্পর একমাহুঃ ॥ ২ ॥
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা ॥ ৩ ॥
ত আয়জংত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ৪ ॥
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি ।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যংত বিশ্বে ৫ ॥
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংত বিশ্বে ।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬ ॥
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমংতরং বভুব ।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরংতি ॥ ৭ ॥ (১৭)

॥ ৮৩ ॥

মন্যুস্তাপসঃ ॥ মন্যুঃ ॥ ১ জগতী । ২—৭ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যস্তে মন্যোঽবিধদ্বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্ ।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১ ॥

মন্যুরিংদ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুং বিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ২॥
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ॥ ৩॥
ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ংভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহাবানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি॥ ৪॥
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীলাহং স্বা তনূর্বলদেয়ায় মেহি॥ ৫॥
অয়ং তে অস্ম্যুপ মেহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বধায়ঃ।
মন্যো বজ্রিন্নভি মামা ববৃৎস্ব হনাব দস্যূঁরুত বোধ্যাপেঃ॥ ৬॥
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভবা মেহধা বৃত্রাণি জংঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভা উপাংশু প্রথমা পিবাব॥ ৭॥ (১৮)

॥ ৮৪ ॥

মন্যুস্তাপসঃ॥ মন্যুঃ॥ ১—৩ ত্রিষ্টুপ্। ৪—৭ জগতী॥

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজংতো হর্ষমাণাসো ধৃষিতা মরুত্বঃ।
তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যংতু নরো অগ্নিরূপাঃ॥ ১॥
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি।
হত্বায় শত্রূন্বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব॥ ২॥
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মে রুজন্মৃণন্প্রমৃণন্প্রেহি শত্রূন্।
উগ্রং তে পাজো নন্বা রুরুধ্রে বশী বশং নয়স একজ ত্বং॥ ৩॥
একো বহূনামসি মন্যবীলিতো বিশংবিশং যুধয়ে সং শিশাধি।
অকৃত্তরুক্ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমংতং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মহে॥ ৪॥
বিজেষকৃদিংদ্র ইবানবব্রবোহস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্মা তমুৎসং যত আবভূথ॥ ৫॥
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষ্যভিভূত উত্তরং।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি॥ ৬॥
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ।
ভিয়ং দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ংতাং॥ ৭॥ (১৯)

॥ ৮৫ ॥

সূর্যা সাবিত্রী ॥ ১—৫ সোমঃ। ৬—১৬ সূর্যাবিবাহঃ। ১৭ দেবাঃ। ১৮ সোমার্কৌ।
১৯ চংদ্রমাঃ। ২০—২৮ নৃণাং বিবাহমংত্রা আশীঃপ্রায়াঃ। ২৯, ৩০
বধূবাসঃসংস্পর্শনিংদা। ৩১ যক্ষ্মনাশিনী দংপত্যোঃ। ৩২—৪৭
সূর্য ॥ ১—১৩, ১৫—১৭, ২২, ২৫, ২৮—৩৩, ৩৫,
৩৮—৪১, ৪৫—৪৭, অনুষ্টুপ্। ১৪, ১৯—২১, ২৩;
২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭; ৪৪ ত্রিষ্টুপ্। ১৮, ২৭, ৪৩
জগতী। ৩৪ উরোবৃহতী ॥

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষংত্যোষধিং।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ৩ ॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাব্ণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥
যত্ত্বা দেব প্রপিবংতি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥ (২০)
রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতং ॥ ৬ ॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎসূর্যা পতিং ॥ ৭ ॥
স্তোমা আসন্প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছংদ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহং ॥ ১০ ॥ (২১)
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংথাশ্চরাচরঃ ॥ ১১ ॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ॥

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যংতে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১৩ ॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪ ॥
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৫ ॥ (২২)
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ॥ ১৬ ॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীলংতৌ পরি যাতো অধ্বরং।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮ ॥
নবোনবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রং।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্প্র চংদ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯ ॥
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রং।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব ॥ ২০ ॥ (২৩)
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ২১ ॥
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ ॥ ২২ ॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সংতু পংথা যেভিঃ সখায়ো যংতি নো বরেয়ং।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাস্পত্যং সুযমমস্তু দেবাঃ ॥ ২৩ ॥
প্র ত্বা মুংচামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎসবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪ ॥
প্রেতো মুংচামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করং।
যথেয়মিংদ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ২৫ ॥ (২৪)
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২৬ ॥
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭ ॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধংতে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতিংর্বধেষু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূৎব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমংগমভিধিৎসতে ॥ ৩০ ॥ (২৫)
যে বধ্বশ্চংদ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥
মা বিদন্পরিপংথিনো য আসীদংতি দংপতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রাংত্বরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥
সুমংগলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩ ॥
তৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্ঠবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎস ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪ ॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥ (২৬)
গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপংতি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥
তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্তসূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গংধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥ (২৭)
সোমো দদদ্গংধর্বায় গংধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং।
ক্রীলংতৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৩ ॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥

ইমাং ত্বমিংদ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি॥ ৪৫॥
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥ ৪৬॥
সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥ ৪৭॥ (২৮)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৮৬ ॥

বৃষাকপিরৈংদ্র ইংদ্রাণীংদ্রশ্চ সমূদিরে॥ পংক্তিঃ॥

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেংদ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ১॥
পরা হীংদ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ।
নো অহ প্র বিংদস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ২॥
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ।
যস্মা ইরস্যসীদু ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্বসু বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৩॥
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিংদ্রাভিরক্ষসি।
শ্বা ন্বস্য জংভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৪॥
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৫॥ (১)
ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎপ্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৬॥
উবে অংব সুলাভিকে যথেবাংগ ভবিষ্যতি।
ভসন্মে অংব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৭॥
কিং সুবাহো স্বংগুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৮॥
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে।
উতাহমস্মি বীরিণীংদ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ৯॥
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি।
বেধা ঋতস্য বীরিণীংদ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ১০॥ (২)
ইংদ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবং।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ১১॥
নাহমিংদ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপের্ঋতে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ১২॥

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।
ঘসত্ত ইংদ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৩ ॥
উক্ষ্ণো হি মে পংচদশ সাকং পচংতি বিংশতিং।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণংতি মে বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৪ ॥
বৃষভো ন তিগ্মশৃংগোঽংতর্যূথেষু রোরুবৎ।
মংথস্ত ইংদ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ুর্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৫ ॥ (৩)
ন সেশে যস্য রংবতেঽংতরা সক্থ্যাকপৃৎ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃংভতে বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৬ ॥
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃংভতে।
সেদীশে যস্য রংবতেঽংতরা সক্থ্যা কপৃদ্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৭ ॥
অয়মিংদ্র বৃষাকপিঃ পরস্বংতং হতং বিদৎ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৮ ॥
অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্যং।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ১৯ ॥
ধন্ব চ যৎকৃংতত্রং চ কতি স্বিত্তা বি যোজনা।
নেদীয়সো বৃষাকপেঽস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ২০ ॥
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষঃ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ২১ ॥
যদুদংচো বৃষাকপে গৃহমিংদ্রাজগংতন।
ক্বস্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ২২ ॥
পর্শুর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিং।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূদ্যস্যা উদরমাময়দ্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥ ২৩ ॥ (৪)

॥ ৮৭ ॥

পায়ুঃ ॥ অগ্নী রক্ষোহা ॥ ১—২১ ত্রিষ্টুপ্। ২২—২৫ অনুষ্টুপ্ ॥

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তং ॥
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবান্রভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্বাপি ধৎস্বাসন্ ॥ ২ ॥
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রা হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতাংতরিক্ষে পরি যাহি রাজঞ্জংভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞৈরিষূঃ সংনমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ প্রতি ভঙ্ধ্যেষাং ॥ ৪ ॥
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিংধি হিংস্রাশনির্হরসা হংত্বেনং।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎক্রবিষ্ণুর্বি চিনোতু বৃকৃণং ॥ ৫ ॥ (৫)
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠংতমগ্ন উত বা চরংতং।
যদ্বাংতরিক্ষে পথিভিঃ পতংতং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥ ৬ ॥
উতালব্ধং স্পৃণুহি জাতবেদ আলেভানাদৃষ্টিভির্যাতুধানাৎ।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিংকাস্তমদংত্বেনীঃ ॥ ৭ ॥
ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যো যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রংধয়ৈনং ॥ ৮ ॥
তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাংচং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥ ৯ ॥
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥ ১০ ॥ (৬)
ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হংতি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ঞ্জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি বৃঙ্ধি ॥ ১১ ॥
তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজং যেন পশ্যসি যাতুধানং।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বংতমচিতং ন্যোষ ॥ ১২ ॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ংত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ১৩ ॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ ॥ ১৪ ॥
পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণংতু প্রত্যগেনং শপথা যংতু তৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেনং শরব ঋচ্ছংতু মর্মন্বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ১৫ ॥ (৭)
যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমংক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ১৬ ॥
সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীয়ূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাত্তং প্রত্যংচমর্চিষা বিধ্য মর্মন্ ॥ ১৭ ॥
বিষং গবাং যাতুধানাঃ পিবংত্বা বৃশ্চ্যংতামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈনান্দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ংতাং ॥ ১৮ ॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনু দহ সহমূরান্ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তাত্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি তে তে অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহংতু ॥ ২০ ॥ (৮)
পশ্চাৎপুরস্তাদধরাদুদক্তাৎকবিঃ কাব্যেন পরি পাহি রাজন্।
সখে সখায়মজরো জরিম্ণেঽগ্নে মর্তাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥ ২১ ॥
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হংতারং ভংগুরাবতাং ॥ ২২ ॥
বিষেণ ভংগুরাবতঃ প্রতি ষ্ম রক্ষসো দহ।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভির্ঋষ্টিভিঃ ॥ ২৩ ॥
প্রত্যগ্নে মিথুনা দহ যাতুধানা কিমীদিনা।
সং ত্বা শিশামি জাগৃহ্যদব্ধং বিপ্র মন্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণীহি বিশ্বতঃ প্রতি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং বি রুজ বীর্যং ॥ ২৫ ॥ (৯)

॥ ৮৮ ॥

মূর্ধন্বানাংগিরসো বামদেব্যো বা ॥ সূর্যবৈশ্বানরৌ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হবিষ্পাংতমজরং স্বর্বিদি দিবিস্পৃশ্যাহুতং জুষ্টমগ্নৌ।
তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবা ধর্মণে কং স্বধয়া পপ্রথংত ॥ ১ ॥
গীর্ণং ভুবনং তমসাপগূড়্হমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ।
তস্য দেবাঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপোঽরণয়ন্নোষধীঃ সখ্যে অস্য ॥ ২ ॥
দেবেভির্ন্বিষিতো যজ্ঞিয়েভিরগ্নিং স্তোষাণ্যজরং বৃহংতং।
যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অংতরিক্ষং ॥ ৩ ॥
যো হোতাসীৎপ্রথমো দেবজুষ্টো যং সমাংজন্নাজ্যেনা বৃণানাঃ।
স পতত্রীত্বরং স্থা জগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ ॥ ৪ ॥
যজ্জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্নতিষ্ঠো অগ্নে সহ রোচনেন।
তং ত্বাহেম মতিভির্গীর্ভিরুক্থৈঃ স যজ্ঞিয়ো অভবো রোদসিপ্রাঃ ॥ ৫ (১০)
মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
মায়ামূ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥ ৬ ॥
দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোঽরোচত দিবিযোনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহবুস্তনূপাঃ ॥ ৭ ॥
সূক্তবাকং প্রথমমাদিদগ্নিমাদিদ্ধবিরজনয়ংত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবত্তনূপাস্তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮ ॥

যং দেবাসোঽজনয়ংতাগ্নিং যস্মিন্নাজুহবুর্ভুবনানি বিশ্বা।
সো অর্চিষা পৃথিবীং দ্যামুতেমামৃজূয়মানো অতপন্মহিত্বা ॥ ৯ ॥
স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসিপ্রাং।
তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ ॥ ১০ ॥ (১১)
যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্যমাদিতেয়ং।
যদা চরিষ্ণূ মিথুনাবভূতামাদিৎপ্রাপশ্যন্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১১ ॥
বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্।
আ যস্ততানোষসো বিভাতীরপো ঊর্ণোতি তমো অর্চিষা যন্ ॥ ১২ ॥
বৈশ্বানরং কবয়ো যজ্ঞিয়াসোঽগ্নিং দেবা অজনয়ন্নজুর্যং।
নক্ষত্রং প্রত্নমমিনচ্চরিষ্ণু যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহংতং ॥ ১৩ ॥
বৈশ্বানরং বিশ্বহা দীদিবাংসং মংত্রৈরগ্নিং কবিমচ্ছা বদামঃ।
যো মহিম্না পরিবভূবোর্বী উতাবস্তাদুত দেবঃ পরস্তাৎ ॥ ১৪ ॥
দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৄণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাং।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদংতরা পিতরং মাতরং চ ॥ ১৫ ॥ (১২)
দ্বে সমীচী বিভৃতশ্চরংতং শীর্ষতো জাতং মনসা বিমৃষ্টং।
স প্রত্যঙ্বিশ্বা ভুবনানি তস্থাবপ্রয়ুচ্ছন্তরণির্ভ্রাজমানঃ ॥ ১৬ ॥
যত্রা বদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বি বেদ।
আ শেকুরিৎসধমাদং সখায়ো নক্ষংত যজ্ঞং ক ইদং বি বোচৎ ॥ ১৭ ॥
কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ।
নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কং ॥ ১৮ ॥
যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকং সুপর্ণ্যো বসতে মাতরিশ্বঃ।
তাবদ্দধাত্যুপ যজ্ঞমায়ন্ব্রাহ্মণো হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ১৯ ॥ (১৩)

॥ ৮৯ ॥

রেণুঃ ॥ ১—৪, ৬—১৮ ইংদ্রঃ। ৫ ইংদ্রাসোমৌ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইংদ্রং স্তবা নৃতমং যস্য মহ্না বিববাধে রোচনা বি জ্মো অংতান্।
আ যঃ পপ্রৌ চর্ষণীধৃদ্বরোভিঃ প্র সিংধুভ্যো রিরিচানো মহিত্বা ॥ ১ ॥
স সূর্যঃ পর্যুরু বরাংস্যেংদ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।
অতিষ্ঠংতমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান ॥ ২ ॥
সমানমস্মা অনপাবৃদর্চ ক্ষ্ময়া দিবো অসমং ব্রহ্ম নব্যং।
বি যঃ পৃষ্ঠেব জনিমান্যর্য ইংদ্রশ্চিকায় ন সখায়মীষে ॥ ৩ ॥

ইংদ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্বিষ্বক্তস্তংভ পৃথিবীমুত দ্যাং ॥ ৪ ॥
আপাংতমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাঁ ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্বাগিংদ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৫ ॥ (১৪)
ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নাংতরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ।
যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীলু রুজতি স্থিরাণি ॥ ৬ ॥
জঘান বৃত্রং স্বধিতির্বনেব রুরোজ পুরো অরদন্ন সিংধূন্।
বিভেদ গিরিং নবমিন্ন কুংভমা গা ইংদ্রো অকৃণুত স্বযুগ্ভিঃ ॥ ৭ ॥
ত্বং হ ত্যদৃণয়া ইংদ্র ধীরোঽসির্ন পর্ব বৃজিনা শৃণাসি।
প্র যে মিত্রস্য বরুণস্য ধাম যুজং ন জনা মিনংতি মিত্রং ॥ ৮ ॥
প্র যে মিত্রং প্রার্যমণং দুরেবাঃ প্র সংগিরঃ প্র বরুণং মিনংতি।
ন্য মিত্রেষু বধমিংদ্র তুম্রং বৃষন্বৃষাণমরুষং শিশীহি ॥ ৯ ॥
ইংদ্রো দিব ইংদ্র ঈশে পৃথিব্যা ইংদ্রো অপামিংদ্র ইৎপর্বতানাং।
ইংদ্রো বৃধামিংদ্র ইন্মেধিরাণামিংদ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥ (১৫)
প্রাক্তুভ্য ইংদ্রঃ প্র বৃধো অহভ্যঃ প্রাংতরিক্ষাৎপ্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্র জ্মো অংতাৎপ্র সিংধুভ্যো রিরিচে প্র ক্ষিতিভ্যঃ ॥ ১১ ॥
প্র শোশুচত্যা উষসো ন কেতুরসিন্বা তে বর্ততামিংদ্র হেতিঃ।
অশ্মেব বিধ্য দিব আ সৃজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা দ্রোঘমিত্রান্ ॥ ১২ ॥
অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরনু পর্বতাসঃ।
অন্বিংদ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানং ॥ ১৩ ॥
কর্হি স্বিৎসা ত ইংদ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ।
মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ংতে ॥ ১৪ ॥
শত্রূয়ংতো অভি যে নস্ততস্রে মহি ব্রাধংত ওগণাস ইংদ্র।
অংধেনামিত্রাস্তমসা সচংতাং সুজ্যোতিষো অক্তবস্তাঁ অভি ষ্যুঃ ১৫ ॥
পুরূণি হি ত্বা সবনা জনানাং ব্রহ্মাণি মংদন্গৃণতামৃষীণাং।
ইমামাঘোষন্নবসা সহূতিং তিরো বিশ্বাঁ অর্চতো যাহ্যর্বাঙ্ ॥ ১৬ ॥
এবা তে বয়মিংদ্র ভুংজতীনাং বিদ্যাম সুমতীনাং নবানাং।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণংতো বিশ্বামিত্রা উত ত ইংদ্র নূনং ॥ ১৭ ॥
শুনং হুবেম মঘবানমিংদ্রমস্মিন্ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বংতমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নংতং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাং ॥ ১৮ ॥ (১৬)

॥ ৯০ ॥

নারায়ণঃ ॥ পুরুষঃ ॥ ১—১৫ অনুষ্টুপ্। ১৬ ত্রিষ্টুপ্॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলং ॥ ১ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ (১৭)
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসংতো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজংত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছংদাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ংত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥ (১৮)
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥
চংদ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥
নাভ্যা আসীদংতরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥

সপ্তাস্যাসন্‌পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্‌পুরুষং পশুং ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জংত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্‌।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচংত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সংতি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ (১৯)

॥ ৯১ ॥

অরুণো বৈতহব্যঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—১৪ জগতী। ১৫ ত্রিষ্টুপ্‌॥

সং জাগৃবদ্ভির্জরমাণ ইধ্যতে দমে দমূনা ইষয়ন্নিলস্পদে।
বিশ্বস্য হোতা হবিষো বরেণ্যো বিভুর্বিভাবা সুষখা সখীয়তে ॥ ১ ॥
স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহেগৃহে বনেবনে শিশ্রিয়ে তক্ববীরিব।
জনংজনং জন্যো নাতি মন্যতে বিশ আ ক্ষেতি বিশ্যোহবিশংবিশং ॥ ২ ॥
সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুরগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ।
বসুর্বসূনাং ক্ষয়সি ত্বমেক ইদ্দ্যাবা চ যানি পৃথিবী চ পুষ্যতঃ ॥ ৩ ॥
প্রজানন্নগ্নে তব যোনিমৃত্বিয়মিলায়াস্পদে ঘৃতবংতমাসদঃ।
আ তে চিকিত্র উষসামিবেতয়োঽরেপসঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ ॥ ৪ ॥
তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব বিদ্যুতশ্চিত্রাশ্চিকিত্র উষসাং ন কেতবঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাস্যে ॥ ৫ ॥ (২০)
তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ংত মাতরঃ।
তমিৎসমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽংতর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা ॥ ৬ ॥
বাতোপধূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতংতে রথ্যো যথা পৃথক্‌শর্ধাংস্যগ্নে অজরাণি ধক্ষতঃ ॥ ৭ ॥
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিং।
তমিদর্ভে হবিষ্যা সমানমিত্তমিন্মহে বৃণতে নান্যং ত্বৎ ॥ ৮ ॥
ত্বামিদত্র বৃণতে ত্বায়বো হোতারমগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
যদ্দেবয়ংতো দধতি প্রয়াংসি তে হবিষ্মংতো মনবো বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ৯ ॥
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥ ১০ ॥ (২১)
যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় মর্তাঃ সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি।
তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্য মুপ ব্রূষে যজস্যধ্বরীয়সি ॥ ১১ ॥
ইমা অস্মৈ মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত।
বসূয়বো বসবে জাতবেদসে বৃদ্ধাসু চিদ্বর্ধনো যাসু চাকনৎ ॥ ১২ ॥

ইমাং প্রত্নায় সুষ্টুতিং নবীয়সীং বোচেয়মস্মা উশতে শৃণোতু নঃ।
ভূয়া অংতরা হৃদ্যস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ১৩ ॥
যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।
কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিং জনয়ে চারুমগ্নয়ে ॥ ১৪ ॥
অহাব্যগ্নে হবিরাস্যে তে স্রুচীব ঘৃতং চম্বীব সোমঃ।
বাজসনিং রয়িমস্মে সুবীরং প্রশস্তং ধেহি যশসং বৃহংতং ॥ ১৫ ॥ (২২)

॥ ৯২ ॥

শার্যাতো মানবঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ জগতী ॥

যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্পতিং বিশাং হোতারমক্তোরতিথিং বিভাবসুং
শোচঞ্ছুষ্কাসু হরিণীষু জর্ভুরদ্বৃষা কেতুর্যজতো দ্যামশায়ত ॥ ১ ॥
ইমমংজস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মাণমগ্নিং বিদথস্য সাধনং।
অক্তুং ন যহ্বমুষসঃ পুরোহিতং তনূনপাতমরুষস্য নিংসতে ॥ ২ ॥
বলস্য নীথা বি পণেশ্চ মন্মহে বয়া অস্য প্রহুতা আসুরত্তবে।
যদা ঘোরাসো অমৃতত্বমাশতাদিজ্জনস্য দৈব্যস্য চর্কিরন্ ॥ ৩ ॥
ঋতস্য হি প্রসিতির্দ্যৌরুরু ব্যচো নমো মহ্যরমতিঃ পনীয়সী।
ইংদ্রো মিত্রো বরুণঃ সং চিকিত্রিরেঽথো ভগঃ সবিতা পূতদক্ষসঃ। ৪ ॥
প্র রুদ্রেণ যয়িনা যংতি সিংধবস্তিরো মহীমরমতিং দধন্বিরে।
যেভিঃ পরিজ্মা পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো বি রোরুবজ্জঠরে বিশ্বমুক্ষতে ॥ ৫ ॥ (২৩)
ক্রাণা রুদ্রা মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ো দিবঃ শ্যেনাসো অসুরস্য নীলয়ঃ।
তেভিশ্চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমেংদ্রো দেবেভিরর্বশেভিরর্বশঃ ॥ ৬ ॥
ইংদ্রে ভুজং শশমানাস আশত সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
প্র যে ন্বস্যার্হণা ততক্ষিরে যুজং বজ্রং নৃষদনেষু কারবঃ ॥ ৭ ॥
সূরশ্চিদা হরিতো অস্য রীরমদিংদ্রাদা কশ্চিদ্ভয়তে তবীয়সঃ।
ভীমস্য বৃষ্ণো জঠরাদভিশ্বসো দিবেদিবে সহুরিঃ স্তন্নবাধিতঃ ॥ ৮ ॥
স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ ॥ ৯ ॥
তে হি প্রজায়া অভরংত বি শ্রবো বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ।
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে ॥ ১০ ॥ (২৪)
তে হি দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা নরাশংসশ্চতুরংগো যমোঽদিতিঃ।
দেবস্ত্বষ্টা দ্রবিণোদা ঋভুক্ষণঃ প্র রোদসী মরুতো বিষ্ণুরর্হিরে ॥ ১১ ॥

উত স্য ন উশিজামুর্বিয়া কবিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যো হবীমনি।
সূর্যামাসা বিচরংতা দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহুষী অস্য বোধতং ॥ ১২ ॥
প্র নঃ পূষা চরথং বিশ্বদেব্যোঽপাং নপাদবতু বায়ুরিষ্টয়ে।
আত্মানং বস্যো অভি বাতমর্চত তদশ্বিনা সুহবা যামনি শ্রুতং ॥ ১৩ ॥
বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতং গোর্ভিরু স্বযশসং গৃণীমসি।
গ্নাভির্বিশ্বাভিরদিতিমনর্বণমক্তোর্যুবানং নৃমণা অধা পতিং ॥ ১৪ ॥
রেভদত্র জনুষা পূর্বো অংগিরা গ্রাবাণ ঊর্ধ্বা অভি চক্ষুরধ্বরং।
যেভির্বিহায়া অভবদ্বিচক্ষণঃ পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি ॥ ১৫ ॥ (২৫)

॥ ৯৩ ॥

তান্বঃ পার্থ্যঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১, ৪—৮, ১০, ১২, ১৪ প্রস্তার-
পংক্তিঃ। ২, ৩, ১৩ অনুষ্টুপ্। ৯ অক্ষরৈঃ পংক্তিঃ।
১১ ন্যংকুসারিণী। ১৫ পুরস্তাদ্বৃহতী ॥

মহি দ্যাবাপৃথিবী ভূতমুর্বী নারী যহ্বী ন রোদসী সদং নঃ।
তেভির্নঃ পাতং সহ্যস এভির্নঃ পাতং শূষণি ॥ ১ ॥
যজ্ঞেযজ্ঞে স মর্ত্যো দেবান্তসপর্যতি।
যঃ সুম্নৈর্দীর্ঘশ্রুত্তম আবিবাসাত্যেনান্ ॥ ২ ॥
বিশ্বেষামিরজ্যবো দেবানাং বার্মহঃ।
বিশ্বে হি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াঃ ॥ ৩ ॥
তে ঘা রাজানো অমৃতস্য মংদ্রা অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা।
কদ্রুদ্রো নৃণাং স্তুতো মরুতঃ পূষণো ভগঃ ॥ ৪ ॥
উত নো নক্তমপাং বৃষণ্বসূ সূর্যামাসা সদনায় সধন্যা।
সচা যৎসাদ্যেষামহির্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ ॥ ৫ ॥ (২৬)
উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাং।
মহঃ স রায় এষতেঽতি ধন্বেব দুরিতা ॥ ৬ ॥
উত নো রুদ্রা চিন্মৃলতামশ্বিনা বিশ্বে দেবাসো রথস্পতির্ভগঃ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষণঃ পরিজ্মা বিশ্ববেদসঃ ॥ ৭ ॥
ঋভুঋভুক্ষা ঋভুর্বিধতো মদ আ তে হরী জূজুবানস্য বাজিনা।
দুষ্টরং যস্য সাম চিদৃধগ্যজ্ঞো ন মানুষঃ ॥ ৮ ॥
কৃধী নো অহ্রয়ো দেব সবিতঃ স চ স্তুষে মঘোনাং।
সহো ন ইংদ্রো বহ্নিভির্ন্যেষাং চর্ষণীনাং চক্রং রশ্মিং ন যোযুবে ॥ ৯ ॥

ঐষু দ্যাবাপৃথিবী ধাতং মহদস্মে বীরেষু বিশ্বচর্ষণি শ্রবঃ।
পৃক্ষং বাজস্য সাতয়ে পৃক্ষং রায়োত তুর্বণে ॥ ১০ ॥ (২৭)
এতং শংসমিংদ্রাস্ময়ুষ্টং কূচিৎসংতং সহসাবন্নভিষ্টয়ে সদা পাহ্যভিষ্টয়ে।
মেদতাং বেদতা বসো ॥ ১১ ॥
এতং মে স্তোমং তনা ন সূর্যে দ্যুতদ্যামানং বাবৃধংত নৃণাং।
সংবননং নাশ্ব্যং তষ্টেবানপচ্যুতং ॥ ১২ ॥
বাবর্ত যেষোং রায়া যুক্তৈষাং হিরণ্যয়ী।
নেমধিতা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টাংতা ॥ ১৩ ॥
প্র তদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্ত্বায় পংচ শতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাং ॥ ১৪ ॥
অধীন্বত্র সপ্ততিং চ সপ্ত চ।
সদ্যো দিদিষ্ট তান্বঃ সদ্যো দিদিষ্ট পার্থ্যঃ সদ্যো দিদিষ্ট মায়বঃ ॥ ১৫ ॥ (২৮)

॥ ৯৪ ॥

অর্বুদঃ কাদ্রবেয়ঃ সর্পঃ ॥ গ্রাবাণঃ ॥ ১—৪, ৬, ৮—১৩ জগতী।
৫, ৭, ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্রৈতে বদংতু প্র বয়ং বদাম গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ।
যদদ্রয়ঃ পর্বতাঃ সাকমাশবঃ শ্লোকং ঘোষং ভরথেংদ্রায় সোমিনঃ ॥ ১ ॥
এতে বদংতি শতবৎসহস্রবদভি ক্রংদংতি হরিতেভিরাসভিঃ।
বিষ্ট্বী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎপূর্বে হবিরদ্যমাশত ॥ ২ ॥
এতে বদংত্যবিদন্ননা মধু ন্যূংখয়ংতে অধি পক্ব আমিষি।
বৃক্ষস্য শাখামরুণস্য বপ্সতস্তে সূভর্বা বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ ॥ ৩ ॥
বৃহদ্বদংতি মদিরেণ মংদিনেংদ্রং ক্রোশংতোঽবিদন্ননা মধু।
সংরভ্যা ধীরাঃ স্বসৃভিরনর্তিষুরাঘোষয়ংতঃ পৃথিবীমুপব্দিভিঃ ॥ ৪ ॥
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যব্যাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
ন্যঙ্নি যংত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ ॥ ৫ ॥ (২৯)
উগ্রা ইব প্রবহংতঃ সমায়মুঃ সাকং যুক্তা বৃষণো বিভ্রতো ধুরঃ।
যচ্ছ্বসংতো জগ্রসানা অরাবিষুঃ শৃণ্ব এষাং প্রোথথো অর্বতামিব ॥ ৬ ॥
দশাবনিভ্যো দশকক্ষ্যেভ্যো দশযোক্ত্রেভ্যো দশযোজনেভ্যঃ।
দশাভীশুভ্যো অর্চতাজরেভ্যো দশ ধুরো দশ যুক্তা বহদ্ভ্যঃ ॥ ৭ ॥

তে অদ্রয়ো দশযংত্রাস আশবস্তেষামাধানং পর্যেতি হর্যতং।
ত উ সুতস্য সোম্যস্যাংধসোংহশোঃ পীয়ূষং প্রথমস্য ভেজিরে ॥ ৮ ॥
তে সোমাদো হরী ইংদ্রস্য নিংসতেংহশুং দুহংতো অধ্যাসতে গবি।
তেভির্দুগ্ধং পপিবাস্তসোম্যং মধ্বিংদ্রো বর্ধতে প্রথতে বৃষায়তে ॥ ৯ ॥
বৃষা বো অংশুর্ন কিলা রিষাথনেলাবংতঃ সদমিৎস্থনাশিতাঃ।
রৈবত্যেব মহসা চারবঃ স্থন যস্য গ্রাবাণো অজুষধ্বমধ্বরং ॥ ১০ ॥ (৩০)
তৃদিলা অতৃদিলাসো অদ্রয়োহশ্রমণা অশৃথিতা অমৃত্যবঃ।
অনাতুরা অজরাঃ স্থামবিষ্ণবঃ সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ ॥ ১১ ॥
ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগেযুগে ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুংজতে।
অজুর্যাসো হরিষাচো হরিদ্রব আ দ্যাং রবেণ পৃথিবীমশুশ্রবুঃ ॥ ১২ ॥
তদিদ্বদংত্যদ্রয়ো বিমোচনে যামন্নংজস্পা ইব ঘেদুপব্দিভিঃ।
বপংতো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ পৃংচংতি সোমং ন মিনংতি বপ্সতঃ ॥ ১৩ ॥
সুতে অধ্বরে অধি বাচমক্রতা ক্রীলয়ো ন মাতরং তুদংতঃ।
বি ষূ মুংচা সুষুবুষো মনীষাং বি বর্তংতামদ্রয়শ্চায়মানাঃ ॥ ১৪ ॥ (৩১)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৯৫ ॥

পুরূরবা ঐলঃ। ২, ৪, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ উর্বশী॥ ১, ৩, ৬, ৮—১০ ১২, ১৪, ১৭ উর্বশী। ২, ৪, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ পুরূরবা ঐলঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মংত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্পরতরে চনাহন্॥ ১॥
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি॥ ২॥
ইষুর্ন শ্রিয় ইষুধেরসনা গোষাঃ শতসা ন রংহিঃ।
অবীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা ন মায়ুং চিতয়ংত ধুনয়ঃ॥ ৩॥
সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যংতিগৃহাৎ।
অস্তং ননক্ষে যস্মিঞ্চাকন্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন॥ ৪॥
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোত স্ম মেঽব্যত্যৈ পৃণাসি।
পুরূরবোঽনু তে কেতমায়ং রাজা মে বীর তন্বস্তদাসীঃ॥ ৫॥ (১)
যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্নআপির্হ্রদেচক্ষুর্ন গ্রংথিনী চরণ্যুঃ।
তা অংজয়োঽরুণয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়ে গাবো ন ধেনবোঽনবংত॥ ৬॥
সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ।
মহে যত্বা পুরূরবো রণায়াবর্ধয়ন্দস্যুহত্যায় দেবাঃ॥ ৭॥
সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপ স্ম মত্তরসংতী ন ভুজ্যুস্তা অত্রসন্রথস্পৃশো নাশ্বাঃ॥ ৮॥
যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতুভির্ন পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভত স্বা অশ্বাসো ন ক্রীলয়ো দংদশানাঃ॥ ৯॥
বিদ্যুন্ন যা পতংতী দবিদ্যোদ্ভরংতী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ॥ ১০॥ (২)
জজ্ঞিষ ইত্থা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরূরবো ম ওজঃ।
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্বদাসি॥ ১১॥
কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়দ্বিজানন্।
কো দংপতী সমনসা বি যূয়োদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ॥ ১২॥

প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রংদদাধ্যে শিবায়ৈ।
প্র তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তং নহি মূর মাপঃ॥ ১৩॥
সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎপরাবতং পরমাং গংতবা উ।
অধা শয়ীত নির্ঋতেরুপস্থেহধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ॥ ১৪॥
পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সংতি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা॥ ১৫॥ (৩)
যদ্বিরূপাচরং মর্ত্যেষ্ববসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ।
ঘৃতস্য স্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপাণা চরামি॥ ১৬॥
অংতরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে॥ ১৭॥
ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুবংধুঃ।
প্রজা তে দেবান্হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে॥ ১৮॥ (৪)

॥ ৯৬ ॥

বরুঃ সর্বহরির্বৈংদ্রঃ॥ হরিস্তুতিঃ॥ ১—১১ জগতী। ১২, ১৩ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদং।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশংতু হরিবর্পসং গিরঃ॥ ১॥
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্হিন্বংতো হরী দিব্যং যথা সদঃ।
আ যং পৃণংতি হরিভির্ন ধেনব ইংদ্রায় শূষং হরিবংতমর্চত॥ ২॥
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইংদ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে॥ ৩॥
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিংভরঃ॥ ৪॥
ত্বংত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিংদ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুক্থ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতং॥ ৫॥ (৫)
তা বজ্রিণং মংদিনং স্তোম্যং মদ ইংদ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইংদ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে॥ ৬॥
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবংতমানশে॥ ৭॥
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী॥ ৮॥

স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎকৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যাংধসঃ ॥ ৯ ॥
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহদ্বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ১০ ॥ (৬)
আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যংনব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ং।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১১ ॥
আ ত্বা হর্যংতং প্রযুজো জনানাং রথে বহংতু হরিশিপ্রমিংদ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্যজ্ঞং সধমাদে দশোণিং ॥ ১২ ॥
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমংতমিংদ্র সত্রা বৃষঞ্জঠর আ বৃষস্ব ॥ ১৩ ॥ (৭)

॥ ৯৭ ॥

ভিষগাথর্বণঃ ॥ ওষধীস্তুতিঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥ ১ ॥
শতং বো অংব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥ ২ ॥
ওষধীঃ প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।
অশ্বা ইব সজিত্বরীর্বীরুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ ॥ ৩ ॥
ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে।
সনেয়মশ্বং গাং বাস আত্মানং তব পূরুষ ॥ ৪ ॥
অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পূরুষং ॥ ৫ ॥ (৮)
যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ ৬ ॥
অশ্বাবতীং সোমাবতীমূর্জয়ংতীমুদোজসং।
আবিৎসি সর্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৭ ॥
উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে।
ধনং সনিষ্যংতীনামাত্মানং তব পূরুষ ॥ ৮ ॥
ইষ্কৃতির্নাম বো মাতাথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ।
সীরাঃ পতত্রিণীঃ স্থন যদাময়তি নিষ্কৃথ ॥ ৯ ॥

অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠাঃ স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ।
ওষধীঃ প্রাচুচ্যবুর্যৎকিং চ তন্বোরপঃ॥ ১০ ॥ (৯)
যদিমা বাজয়ন্নহমোষধীর্হস্ত আদধে।
আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা॥ ১১ ॥
যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাংগমংগং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব॥ ১২ ॥
সাকং যক্ষ্ম প্র পত চাষেণ কিকিদীবিনা।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া॥ ১৩॥
অন্যা বো অন্যামবত্বন্যান্যস্যা উপাবত।
তাঃ সর্বাঃ সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ॥ ১৪ ॥
যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুংচংত্বংহসঃ॥ ১৫ ॥ (১০)
মুংচংতু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত।
অথো যমস্য পড়্বীশাৎসর্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ॥ ১৬॥
অবপতংতীরবদন্দিব ওষধয়স্পরি।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পুরুষঃ॥ ১৭॥
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ।
তাসাং ত্বমস্যুত্তমারং কামায় শং হৃদে॥ ১৮॥
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু।
বৃহস্পতিপ্রসূতা অস্যৈ সং দত্ত বীর্যং॥ ১৯॥
মা বো রিষৎথনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ।
দ্বিপচ্চতুষ্পদস্মাকং সর্বমস্ত্বনাতুরং॥ ২০॥
যাশ্চেদমুপশৃণ্বংতি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ।
সর্বাঃ সংগত্য বরুধোহস্যৈ সং দত্ত বীর্যং॥ ২১॥
ওষধয়ঃ সং বদংতে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্পারয়ামসি॥ ২২॥
ত্বমুত্তমাস্যোষধে তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ।
উপস্তিরস্ত সোঽস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি॥ ২৩॥ (১১)

॥ ৯৮ ॥

দেবাপিরার্ষ্টিষেণঃ ॥ দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

বৃহস্পতে প্রতি মে দেবতামিহি মিত্রো বা যদ্বরুণো বাসি পূষা।
আদিত্যৈর্বা যদ্বসুভির্মরুত্বান্স পর্জন্যং শংতনবে বৃষায় ॥ ১ ॥
আ দেবো দূতো অজিরশ্চিকিত্বান্ত্বদ্দেবাপে অভি মামগচ্ছৎ।
প্রতীচীনঃ প্রতি মামা ববৃৎস্ব দধামি তে দ্যুমতীং বাচমাসন্ ॥ ২ ॥
অস্মে ধেহি দ্যুমতীং বাচমাসন্বৃহস্পতে অনমীবামিষিরাং।
যয়া বৃষ্টিং শংতনবে বনাব দিবো দ্রপ্সো মধুমাঁ আ বিবেশ ॥ ৩ ॥
আ নো দ্রপ্সা মধুমংতো বিশংত্বিংদ্র দেহ্যধিরথং সহস্রং।
নি ষীদ হোত্রমৃতুথা যজস্ব দেবান্দেবাপে হবিষা সপর্য ॥ ৪ ॥
আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।
স উত্তরস্মাদধরং সমুদ্রমপো দিব্যা অসৃজদ্বর্ষ্যা অভি ॥ ৫ ॥
অস্মিন্সমুদ্রে অধ্যুত্তরস্মিন্নাপো দেবেভির্নিবৃতা অতিষ্ঠন্।
তা অদ্রবন্নার্ষ্টিষেণেন সৃষ্টা দেবাপিনা প্রেষিতা মৃক্ষিণীষু ॥ ৬ ॥ (১২)
যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।
দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ ॥ ৭ ॥
যং ত্বা দেবাপিঃ শুশুচানো অগ্ন আর্ষ্টিষেণো মনুষ্যঃ সমীধে।
বিশ্বেভির্দেবৈরনুমদ্যমানঃ প্র পর্জন্যমীরয়া বৃষ্টিমংতং ॥ ৮ ॥
ত্বাং পূর্ব ঋষয়ো গীর্ভিরায়ন্ত্বামধ্বরেষু পুরুহূত বিশ্বে।
সহস্রাণ্যধিরথান্যস্মে আ নো যজ্ঞং রোহিদশ্বোপ যাহি ॥ ৯ ॥
এতান্যগ্নে নবতির্নব ত্বে আহুতান্যধিরথা সহস্রা।
তেভির্বর্ধস্ব তন্বঃ শূর পূর্বীর্দিবো নো বৃষ্টিমিষিতো রিরীহি ॥ ১০ ॥
এতান্যগ্নে নবতিং সহস্রা সং প্র যচ্ছ বৃষ্ণ ইংদ্রায় ভাগং।
বিদ্বান্পথ ঋতুশো দেবযানানপ্যৌলানং দিবি দেবেষু ধেহি ॥ ১১ ॥
অগ্নে বাধস্ব বি মৃধো বি দুর্গহাপামীবামপ রক্ষাংসি সেধ।
অস্মাৎসমুদ্রাদ্বৃহতো দিবো নোঽপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ॥ ১২ ॥ (১৩)

॥ ৯৯ ॥

বম্রো বৈখানসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কং নশ্চিত্রমিষণ্যসি চিকিত্বান্পৃথুগ্মানং বাশ্রং বাবৃধধ্যৈ।
কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ তক্ষদ্বজ্রং বৃত্রতুরমপিন্বৎ ॥ ১ ॥

স হি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম পৃথুং যোনিমসুরত্বা সসাদ।
স সনীলেভিঃ প্রসহানো অস্য ভ্রাতুর্ন ঋতে সপ্তথস্য মায়াঃ ॥ ২ ॥
স বাজং যাতাপদুষ্পদা যন্ত্স্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ৩ ॥
স যহ্ব্যো বনীর্গোষ্বর্বা জুহোতি প্রধন্যাসু সস্রিঃ।
অপাদো যত্র যুজ্যাসোঽরথা দ্রোণ্যশ্বাস ঈরতে ঘৃতং বাঃ ॥ ৪ ॥
স রুদ্রেভিরশস্তবার ঋভ্বা হিত্বী গয়মারেঅবদ্য আগাৎ।
বম্রস্য মন্যে মিথুনা বিবব্রী অন্নমভীত্যারোদয়ন্মুষায়ন্ ॥ ৫ ॥
স ইদ্দাসং তুবীরবং পতির্দন্ষলক্ষং ত্রিশীর্ষাণং দমন্যৎ।
অস্য ত্রিতো ন্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়োঅগ্রয়া হন্ ॥ ৬ ॥ (১৪)
স দ্রুহ্বণে মনুষ ঊর্ধ্বসান আ সাবিষদর্শসানায় শরুং।
স নৃতমো নহুষোঽস্মৎসুজাতঃ পুরোঽভিনদর্হন্দস্যুহত্যে ॥ ৭ ॥
সো অভ্রিয়ো ন যবস উদন্যন্ক্ষয়ায় গাতুং বিদন্নো অস্মে।
উপ যৎসীদদিংদুং শরীরৈঃ শ্যেনোঽয়োপাষ্টির্হন্তি দস্যূন্ ॥ ৮ ॥
স ব্রাধতঃ শবসানেভিরস্য কুৎসায় শুষ্ণং কৃপণে পরাদাৎ।
অয়ং কবিমনয়চ্ছস্যমানমৎকং যো অস্য সনিতোত নৃণাং ॥ ৯ ॥
অয়ং দশস্যন্নর্যেভিরস্য দস্মো দেবেভির্বরুণো ন মায়ী।
অয়ং কনীন ঋতুপা অবেদ্যমিমীতাররুং যশ্চতুষ্পাৎ ॥ ১০ ॥
অস্য স্তোমেভিরৌশিজ ঋজিশ্বা ব্রজং দরয়দ্বৃষভেণ পিপ্রোঃ।
সুত্বা যদ্যজতো দীদয়দ্গীঃ পুর ইয়ানো অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ১১ ॥
এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড্ভিরুপ সর্পদিংদ্রং।
স ইয়ানঃ করতি স্বস্তিমস্মা ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১২ ॥ (১৫)

॥ ১০০ ॥

দুবস্যুর্বান্দনঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—১১ জগতী। ১২ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইংদ্র দৃহ্য মঘবন্ত্বাবদিদ্ভুজ ইহ স্তুতঃ সুতপা বোধি নো বৃধে।
দেবেভির্নঃ সবিতা প্রাবতু শ্রুতমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১ ॥
ভরায় সু ভরত ভাগমৃত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিপে ক্রংদদিষ্টয়ে।
গৌরস্য যঃ পয়সঃ পীতিমানশ আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ২ ॥
আ নো দেবঃ সবিতা সাবিষদ্বয় ঋজূয়তে যজমানায় সুন্বতে।
যথা দেবান্প্রতিভূষেম পাকবদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৩ ॥

ইংদ্রো অস্মে সুমনা অস্তু বিশ্বহা রাজা সোমঃ সুবিতস্যাধ্যেতু নঃ।
যথাযথা মিত্রধিতানি সংদধুরা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৪ ॥
ইংদ্র উক্থেন শবসা পরুর্দধে বৃহস্পতে প্রতরীতাস্যায়ুষঃ।
যজ্ঞো মনুঃ প্রমতির্নঃ পিতা হি কমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৫ ॥
ইংদ্রস্য নু সুকৃতং দৈব্যং সহোঽগ্নির্গৃহে জরিতা মেধিরঃ কবিঃ।
যজ্ঞশ্চ ভূদ্বিদথে চারুরংতম আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৬ ॥ (১৬)
ন বো গুহা চকৃম ভূরি দুষ্কৃতং নাবিষ্ট্যং বসবো দেবহেলনং।
মাকির্নো দেবা অনৃতস্য বর্পস আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৭ ॥
অপামীবাং সবিতা সাবিষন্ন্যগ্বরীয় ইদপ সেধংত্বদ্রয়ঃ।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৮ ॥
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বসবোঽস্তু সোতরি বিশ্বা দ্বেষাংসি সনুতর্যুযোত।
স নো দেবঃ সবিতা পায়ুরীড্য আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৯ ॥
ঊর্জং গাবো যবসে পীবো অত্তন ঋতস্য যাঃ সদনে কোশে অঙ্ধ্বে।
তনূরেব তন্বো অস্তু ভেষজমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১০ ॥
ক্রতুপ্রাবা জরিতা শশ্বতামব ইংদ্র ইদ্ভদ্রা প্রমতিঃ সুতাবতাং।
পূর্ণমূধর্দিব্যং যস্য সিক্তয় আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১১ ॥
চিত্রস্তে ভানুঃ ক্রতুপ্রা অভিষ্টিঃ সংতি স্পৃধো জরণিপ্রা অধৃষ্টাঃ।
রজিষ্ঠয়া রজ্যা পশ্ব আ গোস্তূতূর্ষতি পর্যগ্রং দুবস্যুঃ ॥ ১২ ॥ (১৭)

॥ ১০১ ॥

বুধঃ সৌম্যঃ ॥ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা ॥ ১—৩, ৭, ৮, ১০, ১১ ত্রিষ্টুপ্।
৪, ৬ গায়ত্রী। ৫ বৃহতী। ৯, ১২ জগতী ॥

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিংধ্বং বহবঃ সনীলাঃ।
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীমিংদ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ১ ॥
মংদ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বং।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাংচং যজ্ঞং প্র ণয়তা সখায়ঃ ॥ ২ ॥
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৩ ॥
সীরা যুংজংতি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৪ ॥
নিরাহাবান্কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন।
সিংচামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতং ॥ ৫ ॥

ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিংচে অক্ষিতং ॥ ৬ ॥ (১৮)
প্রীণীতাশ্বান্‌হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎকৃণুধ্বং।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিংচতা নৃপাণং ॥ ৭ ॥
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তং ॥ ৮ ॥
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত উতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৯ ॥
আ তূ ষিংচ হরিমীং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরি ষ্বজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত ॥ ১০ ॥
উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽংতর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নি ষূ দধিধ্বমখনংত উৎসং ॥ ১১ ॥
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইংদ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥ (১৯)

॥ ১০২ ॥

মুদ্গলো ভার্ম্যশ্বঃ ॥ দ্রুঘন ইংদ্রো বা ॥ ১, ৩, ১২ বৃহতী। ২, ৪—১১ ত্রিষ্টুপ্‌ ॥

প্র তে রথং মিথূকৃতমিংদ্রোঽবতু ধৃষ্ণুয়া।
অস্মিন্নাজৌ পুরুহূত শ্রবায্যে ধনভক্ষেষু নোঽব ॥ ১ ॥
উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎসহস্রং।
রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিংদ্রসেনা ॥ ২ ॥
অংতর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিংদ্রাভিদাসতঃ।
দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা সনুতর্যবয়া বধং ॥ ৩ ॥
উদ্নো হ্রদমপিবজ্জর্হৃষাণঃ কূটং স্ম তৃংহদভিমাতিমেতি।
প্র মুষ্কভারঃ শ্রব ইচ্ছমানোঽজিরং বাহূ অভরৎসিষাসন্‌ ॥ ৪ ॥
ন্যক্রংদয়ন্নুপযংত এনমমেহয়ন্বৃষভং মধ্য আজেঃ।
তেন সূভর্বং শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ৫ ॥
ককর্দবে বৃষভো যুক্ত আসীদবাবচীৎসারথিরস্য কেশী।
দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস ঋচ্ছংতি ষ্মা নিষ্পদো মুদ্গলানীং ॥ ৬ ॥ (২০)
উত প্রধিমুদহন্নস্য বিদ্বানুপায়ুনগ্‌বংসগমত্র শিক্ষন্‌।
ইংদ্র উদাবৎপতিমঘ্ন্যানামরংহত পদ্যাভিঃ ককুদ্মান্‌ ॥ ৭ ॥

শুনমষ্ট্রাব্যচরৎকপর্দী বরত্রায়াং দার্বানহ্যমানঃ।
নৃম্ণানি কৃণ্বন্বহবে জনায় গাঃ পস্পশানস্তবিষীরধত্ত ॥ ৮ ॥
ইমং তং পশ্য বৃষভস্য যুংজং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানং।
যেন জিগায় শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ৯ ॥
আরে অঘা কো ন্বিত্থা দদর্শ যং যুংজংতি তম্বা স্থাপয়ংতি।
নাস্মৈ তৃণং নোদকমা ভরংত্যুত্তরো ধুরো বহতি প্রদেদিশৎ ॥ ১০ ॥
পরিবৃক্তেব পতিবিদ্যমানট্ পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিংচন্।
এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম সুমংগলং সিনবদস্তু সাতং ॥ ১১ ॥
ত্বং বিশ্বস্য জগতশ্চক্ষুরিংদ্রাসি চক্ষুষঃ।
বৃষা যদাজিং বৃষণা সিষাসসি চোদয়ন্বধ্রিণা যুজা ॥ ১২ ॥ (২১)

॥ ১০৩ ॥

অপ্রতিরথ ঐংদ্রঃ ॥ ১—৩, ৫—১১ ইংদ্রঃ। ৪ বৃহস্পতিঃ। ১২ অপ্বা।
১৩ ইংদ্রো মরুতো বা ॥ ১—১২ ত্রিষ্টুপ্। ১৩ অনুষ্টুপ্ ॥

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাং।
সংক্রংদনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎসাকমিংদ্রঃ ॥ ১ ॥
সংক্রংদনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিংদ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২ ॥
স ইষুহস্তৈঃ স নিষংগিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইংদ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভংজংসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং ॥ ৪ ॥
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বাবাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিংদ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৫ ॥
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ংতমজ্ম প্রমৃণংতমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিংদ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বং ॥ ৬ ॥ (২২)
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিংদ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষালযুধ্যোস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭ ॥
ইংদ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভংজতীনাং জয়ংতীনাং মরুতো যংত্বগ্রং ॥ ৮ ॥

ইংদ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রং।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৯ ॥
উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাং মামকানাং মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যংতু ঘোষাঃ ॥ ১০ ॥
অস্মাকমিংদ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ংতু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবংত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ১১ ॥
অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ংতী গৃহাণাংগান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরংধেনামিত্রাস্তমসা সচংতাং ॥ ১২ ॥
প্রেতা জয়তা নর ইংদ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু।
উগ্রা বঃ সংতু বাহবোহনাধৃষ্যা যথাসথ ॥ ১৩ ॥ (২৩)

॥ ৪১০ ॥

অষ্টকো বৈশ্বামিত্রঃ। ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অসাবি সোমঃ পুরুহূত তুভ্যং হরিভ্যাং যজ্ঞমুপ যাহি তূয়ং।
তুভ্যং গিরো বিপ্রবীরা ইয়ানা দধন্বির ইংদ্র পিবা সুতস্য ॥ ১ ॥
অপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব।
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইংদ্র তুভ্যং তেভির্বর্ধস্ব মদমুক্থবাহঃ ॥ ২ ॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যং।
ইংদ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৩ ॥
উতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ।
প্রজাবদিংদ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণংতঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ৪ ॥
প্রণীতিভিষ্টে হর্যশ্ব সুষ্টোঃ সুষুম্নস্য পুরুরুচো জনাসঃ।
মংহিষ্ঠামূতিং বিতিরে দধানাঃ স্তোতার ইংদ্র তব সূনৃতাভিঃ ॥ ৫ ॥ (২৪)
উপ ব্রহ্মাণি হরিবো হরিভ্যাং সোমস্য যাহি পীতয়ে সুতস্য।
ইংদ্র ত্বা যজ্ঞঃ ক্ষমমাণমানড্ দাশ্বাঁ অস্যধ্বরস্য প্রকেতঃ ॥ ৬ ॥
সহস্রবাজমভিমাতিষাহং সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিং।
উপ ভূষংতি গিরো অপ্রতীতমিংদ্রং নমস্যা জরিতুঃ পনংত ॥ ৭ ॥
সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা যাভিঃ সিংধুমতর ইংদ্র পূর্ভিৎ।
নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবংতীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিংদঃ ॥ ৮ ॥
অপো মহীরভিশস্তেরমুংচোঽজাগরাস্বাধ দেব একঃ।
ইংদ্র যাস্ত্বং বৃত্রতূর্যে চকর্থ তাভির্বিশ্বায়ুস্তন্বং পুপুষ্যাঃ ॥ ৯ ॥

বীরেণ্যঃ ক্রতুরিংদ্রঃ সুশস্তিরুতাপি ধেনা পুরুহূতমীট্টে।
আর্দয়দ্বৃত্রমকৃণোদু লোকং সসাহে শক্রঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিংদ্রমস্মিন্‌ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বংতমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নংতং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাং॥ ১১॥ (২৫)

॥ ১০৫ ॥

কৌৎসো দুর্মিত্রো নাম্না সুমিত্রো গুণতঃ সুমিত্রো বা নাম্না দুর্মিত্রো গুণতঃ॥
ইংদ্রঃ॥ ১ উষ্ণিগ্‌গায়ত্রী বা। ২, ৭ পিপীলিকমধ্যা। ৩—৬,
৮—১০ উষ্ণিক্। ১১ ত্রিষ্টুপ্॥

কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আব শ্মশা রুধদ্বাঃ। দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায়॥ ১॥
হরী যস্য সুযুজা বিব্রতা বেরর্বংতানু শেপা।
উভা রজী ন কেশিনা পতির্দন্॥ ২॥
অপ যোরিংদ্রঃ পাপজ আ মর্তো ন শশ্রমাণো বিভীবান্।
শুভে যদ্যুযুজে তবিষীবান্॥ ৩॥
সচায়োরিংদ্রশ্চর্কৃষ আঁ উপানসঃ সপর্যন্। নদয়োর্বিব্রতয়োঃ শূর ইংদ্রঃ॥ ৪॥
অধি যস্তস্থৌ কেশবংতা ব্যচস্বংতা ন পুষ্ট্যৈ।
বনোতি শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্॥ ৫॥ (২৬)
প্রাস্তৌদৃষ্বৌজা ঋষ্বেভিস্ততক্ষ শূরঃ শবসা। ঋভুর্ন ক্রতুভির্মাতরিশ্বা॥ ৬॥
বজ্রং যশ্চক্রে সুহনায় দস্যবে হিরীমশো হিরীমান্।
অরুতহনুরদ্ভুতং ন রজঃ॥ ৭॥
অব নো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ। নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্‌জোষতি ত্বে॥ ৮॥
ঊর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূদ্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মন্। সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ॥ ৯॥
শ্রিয়ে তে পৃশ্নিরুপসেচনী ভূচ্ছ্রিয়ে দর্বিররেপাঃ।
যয়া স্বে পাত্রে সিংচস উৎ॥ ১০॥
শতং বা যদসুর্য প্রতি ত্বা সুমিত্র ইত্থাস্তৌদ্দুর্মিত্র ইত্থাস্তৌৎ।
আবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসপুত্রং প্রাবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসবৎসং॥ ১১॥ (২৭)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

॥ ১০৬ ॥

ভূতাংশঃ কাশ্যপঃ ॥ অশ্বিনৌ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উভা উ নূনং তদিদর্থয়েথে বি তন্বাথে ধিয়ো বস্ত্রাপসেব।
সধ্রীচীনা যাতবে প্রেমজীগঃ সুদিনেব পৃক্ষ আ তংসয়েথে ॥ ১ ॥
উষ্টারেব ফর্বরেষু শ্রয়েথে প্রায়োগেব শ্বাত্র্যা শাসুরেথঃ।
দূতেব হি ষ্ঠো যশসা জনেষু মাপ স্থাতং মহিষেবাবপানাৎ ॥ ২ ॥
সাকংযুজা শকুনস্যেব পক্ষা পশ্বেব চিত্রা যজুরা গমিষ্টং।
অগ্নিরিব দেবয়োর্দীদিবাংসা পরিজ্মানেব যজথঃ পুরুত্রা ॥ ৩ ॥
আপী বো অস্মে পিতরেব পুত্রোগ্রেব রুচা নৃপতীব তুর্যৈ।
ইর্যেব পুষ্ট্যৈ কিরণেব ভুজ্যৈ শ্রুষ্টীবানেব হবমা গমিষ্টং ॥ ৪ ॥
বংসগেব পূষর্যা শিংবাতা মিত্রেব ঋতা শতরা শাতপংতা।
বাজেবোচ্চা বয়সা ঘর্ম্যেষ্ঠা মেষেবেষা সপর্যা পুরীষা ॥ ৫ ॥ (১)
সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।
উদন্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায্বজরং মরায়ু ॥ ৬ ॥
পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মেবার্থেষু তর্তরীথ উগ্রা।
ঋভূ নাপৎখরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ন পর্ফরৎক্ষয়দ্রয়ীণাং ॥ ৭ ॥
ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ ভগেবিতা তুর্ফরী ফারিবারং।
পতরেব চচরা চংদ্রনির্ণিঙ্মনঋংগা মনন্যান জগ্মী ॥ ৮ ॥
বৃহংতেব গংভরেষু প্রতিষ্ঠাং পাদেব গাধং তরতে বিদাথঃ।
কর্ণেব শাসুরনু হি স্মরাথোংশেব নো ভজতং চিত্রমপ্নঃ ॥ ৯ ॥
আরংগরেব মধ্বেরয়েথে সারঘেব গবি নীচীনবারে।
কীনারেব স্বেদমাসিষ্বিদানা ক্ষামেবোর্জা সূযবসাৎসচেথে ॥ ১০ ॥
ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজমা নো মংত্রং সরথেহোপ যাতং।
যশো ন পক্বং মধু গোষ্বংতরা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ ॥ ১১ ॥ (২)

॥ ১০৭ ॥

দিব্যো দক্ষিণা বা প্রাজাপত্যা ॥ দক্ষিণা তদ্দাতারো বা ॥
১—৩, ৫—১১ ত্রিষ্টুপ্। ৪ জগতী ॥

আবিরভূন্মহি মাঘোনমেষাং বিশ্বং জীবং তমসো নিরমোচি।
মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির্দত্তমাগাদুরুঃ পংথা দক্ষিণায়া অদর্শি ॥ ১ ॥
উচ্চা দিবি দক্ষিণাবংতো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্যেণ।
হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজংতে বাসোদাঃ সোম প্র তিরংত আয়ুঃ ॥ ২ ॥
দৈবী পূর্তির্দক্ষিণা দেবযজ্যা ন কবারিভ্যো নহি তে পৃণংতি।
অথা নরঃ প্রযতদক্ষিণাসোঽবদ্যভিয়া বহবঃ পৃণংতি ॥ ৩ ॥
শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে হবিঃ।
যে পৃণংতি প্র চ যচ্ছংতি সংগমে তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরং ॥ ৪ ॥
দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্‌গ্রামণীরগ্রমেতি।
তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায় ॥ ৫ ॥ (৩)
তমেব ঋষিং তমু ব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞন্যং সামগামুক্থশাসং।
স শুক্রস্য তন্বো বেদ তিস্রো যঃ প্রথমো দক্ষিণয়া ররাধ ॥ ৬ ॥
দক্ষিণাশ্বং দক্ষিণা গাং দদাতি দক্ষিণা চংদ্রমুত যদ্ধিরণ্যং।
দক্ষিণান্নং বনুতে যো ন আত্মা দক্ষিণাং বর্ম কৃণুতে বিজানন্ ॥ ৭ ॥
ন ভোজা মম্রুর্ন ন্যর্থমীয়ুর্ন রিষ্যংতি ন ব্যথংতে হ ভোজাঃ।
ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎসর্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি ॥ ৮ ॥
ভোজা জিগ্যুঃ সুরভিং যোনিমগ্রে ভোজা জিগ্যুর্বধ্বং যা সুবাসাঃ।
ভোজা জিগ্যুরংতঃ পেয়ং সুরায়া ভোজা জিগ্যুর্যে অহূতাঃ প্রয়ংতি ॥ ৯ ॥
ভোজায়াশ্বং সং মৃজংত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যাশুংভমানা।
ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রং ॥ ১০ ॥
ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহংতি সুবৃদ্রথো বর্ততে দক্ষিণায়াঃ।
ভোজং দেবাসোঽবতা ভরেষু ভোজঃ শত্রূন্তসমনীকেষু জেতা ॥ ১১ ॥ (৪)

॥ ১০৮ ॥

পণয়োঽসুরাঃ। ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১ সরমা দেবশুনী ॥ ১, ৩, ৫, ৭, ৯
সরমা। ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১ পণয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কিমিচ্ছংতী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ ॥
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎকথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১ ॥

ইংদ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছংতী পণয়ো নিধীন্বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবত্তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥ ২ ॥
কীদৃঙ্ঙিংদ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥ ৩ ॥
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস যস্যেদং দূতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহংতি স্রবতো গভীরা হতা ইংদ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥ ৪ ॥
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অংতান্সুভগে পতংতী।
কস্ত এনা অব সৃজাদযুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সংতি তিগ্মা ॥ ৫ ॥ (৫)
অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সংতু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পংথা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ ॥ ৬ ॥
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষংতি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগংথ ॥ ৭ ॥
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অংগিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজংত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ ॥ ৮ ॥
এবা চ ত্বং সরম আজগংথ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥ ৯ ॥
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিংদ্রো বিদুরংগিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥ ১০ ॥
দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্গাবো যংতু মিনতীঋর্তেন।
বৃহস্পতির্যা অবিংদন্নিগূড়্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১ ॥ (৬)

॥ ১০৯ ॥

জুহূর্ব্রহ্মজায়োর্ধ্বনাভো বা ব্রাহ্মঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১—৫ ত্রিষ্টুপ্।
৬, ৭ অনুষ্টুপ্॥

তেঽবদন্প্রথমা ব্রহ্মকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা।
বীলুহরাস্তপ উগ্রো ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতেন ॥ ১ ॥
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রাযচ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২ ॥
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েয়মিতি চেদবোচন।
ন দূতায় প্রহ্যে তস্থ এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩ ॥

দেবা এতস্যামবদংত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমংগং।
তেন জায়ামন্ববিংদদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বন দেবাঃ ॥ ৫ ॥
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ৬ ॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষং।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বায়োরুগায়মুপাসতে ॥ ৭ ॥ (৭)

॥ ১১০ ॥

জমদগ্নিস্তৎসুতো বা রামঃ ॥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১ ॥
তনূনপাৎপথ ঋতস্য যানান্মধ্বা সমংজন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃংধন্দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২ ॥
আজুহ্বান ঈড্যো বংদ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩ ॥
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাং।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনং ॥ ৪ ॥
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ংতাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুংভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫ ॥ (৮)
আ সুষ্বয়ংতী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬ ॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ংতা বিদথেষু কারূ প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশংতা ॥ ৭ ॥
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ংতী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদংতু ॥ ৮ ॥
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯ ॥
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমংজন্দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদংতু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০ ॥

সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎপুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদংতু দেবাঃ ॥ ১১ ॥ (৯)

॥ ১১১ ॥

অষ্ট্রাদংষ্ট্রো বৈরূপঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

মনীষিণঃ প্র ভরধ্বং মনীষাং যথাযথা মতয়ঃ সংতি নৃণাং।
ইংদ্রং সত্যৈরেরয়ামা কৃতেভিঃ স হি বীরো গির্বণস্যুর্বিদানঃ ॥ ১ ॥
ঋতস্য হি সদসো ধীতিরদ্যৌৎসং গার্ষ্টেয়ো বৃষভো গোভিরানট্।
উদতিষ্ঠত্তবিষেণা রবেণ মহাংতি চিৎসং বিব্যাচা রজাংসি ॥ ২ ॥
ইংদ্রঃ কিল শ্রুত্যা অস্য বেদ স হি জিষ্ণুঃ পথিকৃৎসূর্যায়।
আন্মেনাং কৃণ্বন্নচ্যুতো ভুবদ্গোঃ পতির্দিবঃ সনজা অপ্রতীতঃ ॥ ৩ ॥
ইংদ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য ব্রতামিনাদংগিরোভির্গৃণানঃ।
পুরূণি চিন্নি ততানা রজাংসি দাধার যো ধরুণং সত্যতাতা ॥ ৪ ॥
ইংদ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা বিশ্বা বেদ সবনা হংতি শুষ্ণং।
মহীং চিদ্দ্যামাতনোৎসূর্যেণ চাস্কংভ চিৎকংভনেন স্কভীয়ান্ ॥ ৫ ॥ (১০)
বজ্রেণ হি বৃত্রহা বৃত্রমস্তরদেবস্য শূশুবানস্য মায়াঃ।
বি ধৃষ্ণো অত্র ধৃষতা জঘংথাথাভবো মঘবন্বাহ্বোজাঃ ॥ ৬ ॥
সচংত যদুষসঃ সূর্যেণ চিত্রামস্য কেতবো রামবিংদন্।
আ যন্নক্ষত্রং দদৃশে দিবো ন পুনর্যতো নকিরদ্ধা নু বেদ ॥ ৭ ॥
দূরং কিল প্রথমা জগ্মুরাসামিংদ্রস্য যাঃ প্রসবে সস্রুরাপঃ।
ক্ব স্বিদগ্রং ক্ব বুধ্ন আসামাপো মধ্যং ক্ব বো নূনমংতঃ ॥ ৮ ॥
সৃজঃ সিংধূঁরহিনা জগ্রসানাঁ আদিদেতাঃ প্র বিবিজ্রে জবেন।
মুমুক্ষমাণা উত যা মুমুচ্রেঽধেদেতা ন রমংতে নিতিক্তাঃ ॥ ৯ ॥
সধ্রীচীঃ সিংধুমুশতীরিবায়ন্ত্সনাজ্জার আরিতঃ পূর্ভিদাসাং।
অস্তমা তে পার্থিবা বসূন্যস্মে জগ্মুঃ সূনৃতা ইংদ্র পূর্বীঃ ॥ ১০ ॥ (১১)

॥ ১১২ ॥

নভঃপ্রভেদনো বৈরূপঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইংদ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃ সাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ।
হর্ষস্ব হংতবে শূর শত্রূনুক্থেভিষ্টে বীর্যা প্র ব্রবাম ॥ ১ ॥

যস্তে রথো মনসো জবীয়ানেংদ্র তেন সোমপেয়ায় যাহি।
তূয়মা তে হরয়ঃ প্র দ্রবংতু যেভির্যাসি বৃষভির্মংদমানঃ ॥ ২ ॥
হরিত্বতা বর্চসা সূর্যস্য শ্রেষ্ঠৈ রূপৈস্তন্বং স্পর্শয়স্ব।
অস্মাভিরিংদ্র সখিভির্হুবানঃ সধ্রীচীনো মাদয়স্বা নিষদ্য ॥ ৩ ॥
যস্য ত্যত্তে মহিমানং মদেষ্বিমে মহী রোদসী নাবিবিক্তাং।
তদোক আ হরিভিরিংদ্র যুক্তৈঃ প্রিয়েভির্যাহি প্রিয়মন্নমচ্ছ ॥ ৪ ॥
যস্য শশ্বৎপপিবাঁ ইংদ্র শত্রূননানুকৃত্যা রণ্যা চকর্থ।
স তে পুরংধিং তবিষীমিয়র্তি স তে মদায় সুত ইংদ্র সোমঃ ॥ ৫ ॥ (১২)
ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিংদ্র পিবা সোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভিহর্যংতি দেবাঃ ॥ ৬ ॥
বি হি ত্বামিংদ্র পুরুধা জনাসো হিতপ্রয়সো বৃষভ হ্বয়ংতে।
অস্মাকং তে মধুমত্তমানীমা ভুবন্ত্সবনা তেষু হর্য ॥ ৭ ॥
প্র ত ইংদ্র পূর্ব্যাণি প্র নূনং বীর্যা বোচং প্রথমা কৃতানি।
সতীনমন্যুরশ্রথায়ো অদ্রিং সুবেদনামকৃণোর্ব্রহ্মণে গাং ॥ ৮ ॥
নি ষু সীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাং।
ন ঋতে ত্বৎক্রিয়তে কিং চনারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ ॥ ৯ ॥
অভিখ্যা নো মঘবন্নাধমানান্ত্সখে বোধি বসুপতে সখীনাং।
রণং কৃধি রণকৃৎসত্যশুষ্মাভক্তে চিদা ভজা রায়ে অস্মান্ ॥ ১০ ॥ (১৩)

॥ ১১৩ ॥

শতপ্রভেদনো বৈরূপঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৯ জগতী। ১০ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা বিশ্বেভির্দেবৈরনু শুষ্মমাবতাং।
যদৈৎকৃণ্বানো মহিমানমিংদ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য ক্রতুমাঁ অবর্ধত ॥ ১ ॥
তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান্মধুনো বি রপ্শতে।
দেবেভিরিংদ্রো মঘবা সয়াবভির্বৃত্রং জঘন্বাঁ অভবদ্বরেণ্যঃ ॥ ২ ॥
বৃত্রেণ যদহিনা বিভ্রদায়ুধা সমস্থিথা যুধয়ে শংসমাবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ ত্মনাবর্ধন্নুগ্র মহিমানমিংদ্রিয়ং ॥ ৩ ॥
জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরো অভি পৌংস্যং রণং।
অবৃশ্চদদ্রিমব সস্যদঃ সৃজদস্তভ্নান্নাকং স্বপস্যয়া পৃথুং ॥ ৪ ॥
আদিংদ্রঃ সত্রা তবিষীরপত্যত বরীয়ো দ্যাবাপৃথিবী অবাধত।
অবাভরদ্ধৃষিতো বজ্রমায়সং শেবং মিত্রায় বরুণায় দাশুষে ॥ ৫ ॥ (১৪)

ইংদ্রস্যাত্র তবিষীভ্যো বিরপ্শিন ঋঘায়তো অরংহয়ংত মন্যবে।
বৃত্রং যদুগ্রো ব্যবৃশ্চদোজসাপো বিভ্রতং তমসা পরীবৃতং ॥ ৬ ॥
যা বীর্যাণি প্রথমানি কর্ত্বা মহিত্বেভির্যতমানৌ সমীয়তুঃ।
ধ্বাংতং তমোঽব দধ্বসে হত ইংদ্রো মহ্না পূর্বহূতাবপত্যত ॥ ৭ ॥
বিশ্বে দেবাসো অধ বৃষ্ণ্যানি তেঽবর্ধয়ন্ত্সোমবত্যা বচস্যয়া।
রদ্ধং বৃত্রমহিমিংদ্রস্য হন্মনাগ্নির্ন জংভৈস্তৃষ্বন্নমাব যৎ ॥ ৮ ॥
ভূরি দক্ষেভির্বচনেভির্ঋক্বভিঃ সখ্যেভিঃ সখ্যানি প্র বোচত।
ইংদ্রো ধুনিং চ চুমুরিং চ দংভয়ঞ্ছ্রদ্ধামনস্যা শৃণুতে দভীতয়ে ॥ ৯ ॥
ত্বং পুরূণ্যা ভরা স্বশ্ব্যা যেভির্মংসৈ নির্বচনানি শংসন্।
সুগেভির্বিশ্বা দুরিতা তরেম বিদো ষু ণ উর্বিয়া গাধমদ্য ॥ ১০ ॥ (১৫)

॥ ১১৪ ॥

সধ্রির্বৈরূপো ঘর্মো বা তাপসঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ১—৩,
৫—১০ ত্রিষ্টুপ্। ৪ জগতী॥

ঘর্মা সমংতা ত্রিবৃতং ব্যাপতুস্তয়োর্জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম।
দিবস্পয়ো দিধিষাণা অবেষন্বিদুর্দেবাঃ সহসামানমর্কং ॥ ১ ॥
তিস্রো দেষ্ট্রায় নির্ঋতীরুপাসতে দীর্ঘশ্রুতো বি হি জানংতি বহ্নয়ঃ।
তাসাং নি চিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥ ২ ॥
চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নি ষেদতুর্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ং ॥ ৩ ॥
একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমংতিতস্তং মাতা রেলিহ স উ রেলিহ মাতরং ॥ ৪
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সংতং বহুধা কল্পয়ংতি।
ছংদাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্সোমস্য মিমতে দ্বাদশ ॥ ৫ ॥ (১৬)
ষট্ত্রিংশাংশ্চ চতুরঃ কল্পয়ংতশ্ছংদাংসি চ দধত আদ্বাদশং।
যজ্ঞং বিমায় কবয়ো মনীষ ঋক্সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ংতি ॥ ৬ ॥
চতুর্দশান্যে মহিমানো অস্য তং ধীরা বাচা প্র ণয়ংতি সপ্ত।
আপ্নানং তীর্থং ক ইহ প্র বোচদ্যেন পথা প্রপিবংতে সুতস্য ॥ ৭ ॥
সহস্রধা পংচদশান্যুক্থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবদিত্তৎ।
সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ॥ ৮ ॥

কশ্ছংদসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কো ধিষ্ণ্যাং প্রতি বাচং পপাদ।
কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাহুর্হরী ইংদ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ॥ ৯॥
ভূম্যা অংতং পর্যেকে চরংতি রথস্য ধূর্ষু যুক্তাসো অস্থুঃ।
শ্রমস্য দায়ং বি ভজংত্যেভ্যো যদা যমো ভবতি হর্ম্যে হিতঃ॥ ১০॥ (১৭)

॥ ১১৫ ॥

উপস্তুতো বার্ষ্টিহব্যঃ॥ অগ্নিঃ॥ ১—৭ জগতী। ৮ ত্রিষ্টুপ্। ৯ শক্বরী॥

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবপ্যেতি ধাতবে।
অনূধা যদি জীজনদধা চ নু ববক্ষ সদ্যো মহি দূত্যং চরন্॥ ১॥
অগ্নির্হ নাম ধায়ি দন্নপস্তমঃ সং যো বনা যুবতে ভস্মনা দতা।
অভিপ্রমুরা জুহ্বা স্বধ্বর ইনো ন প্রোথমানো যবসে বৃষা॥ ২॥
তং বো বিং ন দ্রুষদং দেবমংধস ইংদুং প্রোথংতং প্রবপংতমর্ণবং।
আসা বহ্নিং ন শোচিষা বিরপ্শিনং মহিব্রতং ন সরজংতমধ্বনঃ॥ ৩॥
বি যস্য তে জ্রয়সানস্যাজর ধক্ষোর্ন বাতাঃ পরি সংত্যচ্যুতাঃ।
আ রণ্বাসো যুযুধয়ো ন সত্বনং ত্রিতং নশংত প্র শিষংত ইষ্টয়ে॥ ৪॥
স ইদগ্নিঃ কণ্বতমঃ কণ্বসখার্যঃ পরস্যাংতরস্য তরুষঃ।
অগ্নিঃ পাতু গৃণতো অগ্নিঃ সূরীনগ্নির্দদাতু তেষামবো নঃ॥ ৫॥ (১৮)
বাজিংতমায় সহ্যসে সুপিত্র্য তৃষু চ্যবানো অনু জাতবেদসে।
অনুদ্রে চিদ্যো ধৃষতা বরং সতে মহিংতমায় ধন্বনেদবিষ্যতে॥ ৬॥
এবাগ্নির্মর্তৈঃ সহ সূরিভির্বসুঃ ষ্টবে সহসঃ সূনরো নৃভিঃ।
মিত্রাসো ন যে সুধিতা ঋতায়বো দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সংতি মানুষান্॥ ৭॥
ঊর্জো নপাৎসহসাবন্নিতি ত্বোপস্তুতস্য বংদতে বৃষা বাক্।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ॥ ৮॥
ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহব্যস্য পুত্রা উপস্তুতাস ঋষয়োঽবোচন্।
তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্বষড্বষলিত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্নমো নম ইত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্॥ ৯॥ (১৯)

॥ ১১৬ ॥

অগ্নিযুতঃ স্থৌরোঽগ্নিযূপো বা স্থৌরঃ॥ ইংদ্রঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

পিবা সোমং মহত ইংদ্রিয়ায় পিবা বৃত্রায় হংতবে শবিষ্ঠ।
পিব রায়ে শবসে হূয়মানঃ পিব মধ্বস্তৃপদিংদ্রা বৃষস্ব॥ ১॥

অস্য পিব ক্ষুমতঃ প্রস্থিতস্যেংদ্র সোমস্য বরমা সুতস্য।
স্বস্তিদা মনসা মাদয়স্বার্বাচীনো রেবতে সৌভগায় ॥ ২ ॥
মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইংদ্র মমত্তু যঃ সূয়তে পার্থিবেষু।
মমত্তু যেন বরিবশ্চকর্থ মমত্তু যেন নিরিণাসি শত্রূন্ ॥ ৩ ॥
আ দ্বিবর্হা অমিনো যাত্বিংদ্রো বৃষা হরিভ্যাং পরিষিক্তমংধঃ।
গব্যা সুতস্য প্রভৃতস্য মধ্বঃ সত্রা খেদামরুশহা বৃষস্ব ॥ ৪ ॥
নি তিগ্মানি ভ্রাশয়ন্ভ্রাশ্যান্যব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং।
উগ্রায় তে সহো বলং দদামি প্রতীত্যা শত্রূন্বিগদেষু বৃশ্চ ॥ ৫ ॥ (২০)
ব্যর্য ইংদ্র তনুহি শ্রবাংস্যোজঃ স্থিরেব ধন্বনোঽভিমাতীঃ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধানঃ সহোভিরনিভৃষ্টস্তন্বং বাবৃধস্ব ॥ ৬ ॥
ইদং হবির্মঘবন্তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রালহৃণানো গৃভায়।
তুভ্যং সুতো মঘবন্তুভ্যং পক্বো দ্ধীংদ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥ ॥ ৭ ॥
অদ্ধীদিংদ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি চনো দধিষ্ব পচতোত সোমং।
প্রয়স্বংতঃ প্রতি হর্যামসি ত্বা সত্যাঃ সংতু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৮ ॥
প্রেংদ্রাগ্নিভ্যাং সুবচস্যামিয়র্মি সিংধাবিব প্রেরয়ং নাবমর্কৈঃ।
অয়া ইব পরি চরংতি দেবা যে অস্মভ্যং ধনদা উদ্ভিদশ্চ ॥ ৯ ॥ (২১)

॥ ১১৭ ॥

ভিক্ষুঃ ॥ ধনান্নদানপ্রশংসা ॥ ১, ২ জগতী। ৩—৯ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দদুরুতাশিতমুপ গচ্ছংতি মৃত্যবঃ।
উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্মর্ডিতারং ন বিংদতে ॥ ১ ॥
য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্সন্রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারং ন বিংদতে ॥ ২
স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।
অরমস্মৈ ভবতি যামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ং ॥ ৩ ॥
ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।
অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণংতমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ ॥ ৪ ॥
পৃণীয়াদিন্নাধমানায় তব্যান্দ্রাঘীয়াংসমনু পশ্যেত পংথাং।
আ হি বর্তংতে রথ্যেব চক্রান্যমন্যমুপ তিষ্ঠংত রায়ঃ ॥ ৫ ॥ (২২)

মোঘমন্নং বিংদতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ ৬ ॥
কৃষন্নিৎফাল আশিতং কৃণোতি যন্নধ্বানমপ বৃংক্তে চরিত্রৈঃ।
বদন্‌ব্রহ্মাবদতো বনীয়ান্‌পৃণন্নাপিরপৃণংতমভি ষ্যাৎ ॥ ৭ ॥
একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সংপশ্যন্‌পংক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ ॥ ৮ ॥
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমং দুহাতে।
যময়োশ্চিন্ন সমা বীর্যাণি জ্ঞাতী চিৎসংতৌ ন সমং পৃণীতঃ ॥ ৯ ॥ (২৩)

॥ ১১৮ ॥

উরুক্ষয় আমহীয়বঃ ॥ অগ্নী রক্ষোহা ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নে হংসি ন্যত্রিণং দীদ্যন্মর্ত্যেষ্বা। স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত ॥ ১ ॥
উত্তিষ্ঠসি স্বাহুতো ঘৃতানি প্রতি মোদসে। যত্ত্বা স্রুচঃ সমস্থিরন্‌ ॥ ২ ॥
স আহুতো বি রোচতেঽগ্নিরীলেন্যো গিরা। স্রুচা প্রতীকমজ্যতে ॥ ৩ ॥
ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধুপ্রতীক আহুতঃ। রোচমানো বিভাবসুঃ ॥ ৪ ॥
জরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন। তং ত্বা হবংত মর্ত্যাঃ ॥ ৫ ॥ (২৪)
তং মর্তা অমর্ত্যং ঘৃতেনাগ্নিং সপর্যত। অদাভ্যং গৃহপতিং ॥ ৬ ॥
অদাভ্যেন শোচিষাগ্নে রক্ষস্ত্বং দহ। গোপা ঋতস্য দীদিহি ॥ ৭ ॥
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ। উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ ॥ ৮ ॥
তং ত্বা গীর্ভিরুরুক্ষয়া হব্যবাহং সমীধিরে। যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ৯ ॥ (২৫)

॥ ১১৯ ॥

লব ঐংদ্রঃ ॥ আত্মস্তুতিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১ ॥
প্র বাতা ইব দোধত উন্মা পীতা অযংসত। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ২ ॥
উন্মা পীতা অযংসত রথমশ্বা ইবাশবঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৩ ॥
উপমা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ং। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৪ ॥
অহং তষ্টেব বংধুরং পর্যচামি হৃদা মতিং। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৫ ॥
নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছাংৎসুঃ পংচ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৬ ॥ (২৬)
নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৭ ॥

অভি দ্যাং মহিনা ভুবমভী মাং পৃথিবীং মহীং। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৮ ॥
হংতাহং পৃথিবীমিমাং নি দধানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৯ ॥
ওষমিৎপৃথিবীমহং জংঘনানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১০ ॥
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমচীকৃষং। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১১ ॥
অহমস্মি মহামহোঽভিনভ্যমুদীষিতঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১২ ॥
গৃহো যাম্যরংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥১৩॥ (২৭)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ১২০ ॥

বৃহদ্দিব আথর্বণঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদংত্যূমাঃ ॥ ১ ॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবংত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২ ॥
ত্বে ক্রতুমপি বৃংজংতি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবংত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩ ॥
ইতি চিদ্ধি ত্বা ধনা জয়ংতং মদেমদে অনুমদংতি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ো ধৃষ্ণো স্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্যাতুধানা দুরেবাঃ ॥ ৪ ॥
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যংতো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫ ॥ (১)
স্তুষেয্যং পুরুবর্পসমৃভ্বমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাং।
আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানূন্প্র সাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি ॥ ৬ ॥
নি তদ্দধিষেঽবরং পরং চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ মাতরা স্থাপয়সে জিগত্নূ অত ইনোষি কর্বরা পুরূণি ॥ ৭ ॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবো বিবক্তীংদ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজো দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ ॥ ৮ ॥
এবা মহান্বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎস্বাং তন্ব মিংদ্রমেব।
স্বসারো মাতরিভ্বরীররিপ্রা হিন্বংতি চ শবসা বর্ধয়ংতি চ ॥ ৯ ॥ (২)

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥ (৩)
যং ক্রংদসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্গর্ভং দধানা জনয়ংতীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎকস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥ (৪)

॥ ১২২ ॥

চিত্রমহা বাসিষ্ঠঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৫ ত্রিষ্টুপ্। ২—৪, ৬—৮ জগতী ॥

বসুং ন চিত্রমহসং গৃণীষে বামং শেবমতিথিমদ্বিষেণ্যং।
স রাসতে শুরুধো বিশ্বধায়সোঽগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ সুবীর্যং ॥ ১ ॥
জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য মে বচো বিশ্বানি বিদ্বান্বয়ুনানি সুক্রতো।
ঘৃতনির্ণিগ্ব্রহ্মণে গাতুমেরয় তব দেবা অজনয়ন্ননু ব্রতং ॥ ২ ॥
সপ্ত ধামানি পরিয়ন্নমর্ত্যো দাশদ্দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব।
সুবীরেণ রয়িণাগ্নে স্বাভুবা যস্ত আনট্ সমিধা তং জুষস্ব ॥ ৩ ॥
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং হবিষ্মংত ঈলতে সপ্ত বাজিনং।
শৃণ্বংতমগ্নিং ঘৃতপৃষ্ঠমুক্ষণং পৃণংতং দেবং পৃণতে সুবীর্যং ॥ ৪ ॥
ত্বং দূতঃ প্রথমো বরেণ্যঃ স হূয়মানো অমৃতায় মৎস্ব।
ত্বাং মর্জয়ন্মরুতো দাশুষো গৃহে ত্বাং স্তোমেভির্ভৃগবো বি রুরুচুঃ ॥ ৫ ॥ (৫)
ইষং দুহন্সুদুঘাং বিশ্বধায়সং যজ্ঞপ্রিয়ে যজমানায় সুক্রতো।
অগ্নে ঘৃতস্নুস্ত্রির্ঋতানি দীদ্যদ্বর্তির্যজ্ঞং পরিয়ন্সুক্রতূয়সে ॥ ৬ ॥

ত্বামিদস্যা উষসো ব্যুষ্টিষু দূতং কৃণ্বানা অযজংত মানুষাঃ।
ত্বাং দেবা মহয়াযায় বাবৃধুরাজ্যমগ্নে নিমৃজংতো অধ্বরে॥ ৭॥
নি ত্বা বসিষ্ঠা অহ্বংত বাজিনং গৃণংতো অগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৮॥ (৬)

॥ ১২৩॥

বেনঃ॥ বেনঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ূ রজসো বিমানে।
ইমমপাং সংগমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহংতি॥ ১॥
সমুদ্রাদূর্মিমুদিয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি।
ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ॥ ২॥
সমানং পূর্বীরভি বাবশানাস্তিষ্ঠন্বৎসস্য মাতরঃ সনীলাঃ।
ঋতস্য সানাবধি চক্রমাণা রিহংতি মধ্বো অমৃতস্য বাণীঃ॥ ৩॥
জানংতো রূপমকৃপংত বিপ্রা মৃগস্য ঘোষং মহিষস্য হি গ্মন্।
ঋতেন যংতো অধি সিংধুমস্থুর্বিদদ্গংধর্বো অমৃতানি নাম॥ ৪॥
অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়াণা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্।
চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সন্ৎসীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ॥ ৫॥ (৭)
নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতংতং হৃদা বেনংতো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুং॥ ৬॥
ঊর্ধ্বো গংধর্বো অধি নাকে অস্থাৎপ্রত্যঙ্চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নাম জনত প্রিয়াণি॥ ৭॥
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি॥ ৮॥ (৮)

॥ ১২৪॥

অগ্নিবরুণসোমানাং নিহবঃ। ২—৪ অগ্নিঃ॥ ১—৪ অগ্নিঃ। ৫—৮ যথানিপাতং। ৯ ইংদ্রঃ॥ ১—৬, ৮, ৯ ত্রিষ্টুপ্। ৭ জগতী॥

ইমং নো অগ্ন উপ যজ্ঞমেহি পংচযামং ত্রিবৃতং সপ্ততংতুং।
অসো হব্যবালুত নঃ পুরোগা জ্যোগেব দীর্ঘং তম আশয়িষ্ঠাঃ॥ ১॥
অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহা যন্প্রপশ্যমানো অমৃতত্বমেমি।
শিবং যৎসংতমশিবো জহামি স্বাৎসখ্যাদরণীং নাভিমেমি॥ ২॥

পশ্যন্নন্যস্যা অতিথিং বয়ায়া ঋতস্য ধাম বি মিমে পুরূণি।
শংসামি পিত্রে অসুরায় শেবময়জ্ঞিয়াদ্যজ্ঞিয়ং ভাগমেমি ॥ ৩ ॥
বহ্বীঃ সমা অকরমংতরস্মিন্নিংদ্রং বৃণানঃ পিতরং জহামি।
অগ্নিঃ সোমো বরুণস্তে চ্যবংতে পর্যাবর্ত্রাষ্ট্রং তদবাম্যায়ন্ ॥ ৪ ॥
নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্ত্বং চ মা বরুণ কাময়াসে।
ঋতেন রাজন্ননৃতং বিবিংচন্মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি ॥ ৫ ॥ (৯)
ইদং স্বরিদমিদাস বামময়ং প্রকাশ উর্বংতরিক্ষং।
হনাব বৃত্রং নিরেহি সোম হবিষ্ট্বা সংতং হবিষা যজাম ॥ ৬ ॥
কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজদপ্রভূতী বরুণো নিরপঃ সৃজৎ।
ক্ষেমং কৃণ্বানা জনয়ো ন সিংধবস্তা অস্য বর্ণং শুচয়ো ভরিভ্রতি ॥ ৭ ॥
তা অস্য জ্যেষ্ঠমিংদ্রিয়ং সচংতে তা ঈমা ক্ষেতি স্বধয়া মদংতীঃ।
তা ঈং বিশো ন রাজানং বৃণানা বীভৎসুবো অপ বৃত্রাদতিষ্ঠন্ ॥ ৮ ॥
বীভৎসূনাং সযুজং হংসমাহুরপাং দিব্যানাং সখ্যে চরংতং।
অনুষ্টুভমনু চর্চূর্যমাণমিংদ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো মনীষা ॥ ৯ ॥ (১০)

॥ ১২৫ ॥

বাগাংভৃণী ॥ বাগাংভৃণী ॥ ১, ৩—৮ ত্রিষ্টুপ্। ২ জগতী ॥

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিংদ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ংতীং ॥ ৩ ॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং।
অমংতবো মাং ত উপ ক্ষিয়ংতি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তংতমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং ॥ ৫ ॥ (১১)
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হংতবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বংতঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮ ॥ (১১)

॥ ১২৬ ॥

কুল্মলবর্হিষঃ শৈলূষিরংহোমুগ্বা বামদেব্যঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥
১—৭ উপরিষ্টাদ্বৃহতী। ৮ ত্রিষ্টুপ্॥

ন তমংহো ন দুরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যং।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়ংতি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥ ১ ॥
তদ্ধি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্রার্যমন্।
যেনা নিরংহসো যূয়ং পাথ নেথা চ মর্ত্যমতি দ্বিষঃ ॥ ২ ॥
তে নূনং নোঽয়মূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নয়িষ্ঠা উ নো নেষণি পর্ষিষ্ঠা উ নঃ পর্ষণ্যতি দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥
যূয়ং বিশ্বং পরি পাথ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
যুষ্মাকং শর্মণি প্রিয়ে স্যাম সুপ্রণীতয়োঽতি দ্বিষঃ ॥ ৪ ॥
আদিত্যাসো অতি স্রিধো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
উগ্রং মরুদ্ভী রুদ্রং হুবেমেংদ্রমগ্নিং স্বস্তয়েঽতি দ্বিষঃ ॥ ৫ ॥
নেতার উ ষু ণস্তিরো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
অতি বিশ্বানি দুরিতা রাজানশ্চর্ষণীনামতি দ্বিষঃ ॥ ৬ ॥
শুনমস্মভ্যমূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছংতু সপ্রথ আদিত্যাসো যদীমহে অতি দ্বিষঃ ॥ ৭ ॥
যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি ষিতামমুংচতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্বস্মন্মুংচতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥ ৮ ॥ (১৩)

॥ ১২৭ ॥

কুশিকঃ সৌভরো রাত্রির্বা ভারদ্বাজী॥ রাত্রিস্তবঃ॥ গায়ত্রী॥

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য১ক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যু১দ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বংতো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫
যাবয়া বৃক্যং১ বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয়॥ ৭॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥৮॥ (১৪)

॥ ১২৮ ॥

বিহব্যঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ১—৮ ত্রিষ্টুপ্। ৯ জগতী॥

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেংধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমংতাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম॥ ১॥
মম দেবা বিহবে সংতু সর্ব ইংদ্রবংতো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমাংতরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্॥ ২॥
ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজংতাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈব্যা হোতারো বনুষংত পূর্বেহরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ॥ ৩॥
মহ্যং যজংতু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা নঃ ৪॥
দেবীঃ ষলুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বং।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্॥ ৫॥ (১৫)
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বং।
প্রত্যংচো যংতু নিগুতঃ পুনস্তেঽমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ॥ ৬॥
ধাতা ধাতৄণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহং।
ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পাংতু যজমানং ন্যর্থাৎ॥ ৭॥
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃলয়েংদ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ॥ ৮॥
যে নঃ সপত্না অপ তে ভবংত্বিংদ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্।
বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্॥ ৯॥ (১৬)
[১০]

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী॥ ভাববৃত্তং॥ ত্রিষ্টুপ্॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥ ২॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥ ৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥ ৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭॥ (১৭)

॥ ১৩০ ॥

যজ্ঞঃ প্রাজাপত্যঃ॥ ভাববৃত্তং॥ ১ জগতী। ২—৭ ত্রিষ্টুপ্॥

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তংতুভিস্তত একশতং দেবকর্মেভিরায়তঃ।
ইমে বয়ংতি পিতরো য আযযুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে॥ ১॥
পুমাঁ এনং তনুত উৎকৃণত্তি পুমান্বি তত্নে অধি নাকে অস্মিন্।
ইমে ময়ূখা উপ সেদুরূ সদঃ সামানি চক্রুস্তসরাণ্যোতবে॥ ২॥
কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ।
ছংদঃ কিমাসীৎপ্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজংত বিশ্বে॥ ৩॥
অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎসযুগ্বোষ্ণিহয়া সবিতা সং বভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্থৈর্মহস্বান্বৃহস্পতের্বৃহতী বাচমাবৎ॥ ৪॥
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিংদ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাকৢপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ॥ ৫॥
চাকৢপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যে মনসা চক্ষসা তান্য ইমং যজ্ঞমযজংত পূর্বে॥ ৬॥
সহস্তোমাঃ সহচ্ছংদস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ।
পূর্বেষাং পংথামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্॥ ৭॥ (১৮)

॥ ১৩১ ॥

সুকীর্তিঃ কাক্ষীবতঃ॥ ১—৩, ৬, ৭ ইংদ্রঃ। ৪, ৫ অশ্বিনৌ॥
১—৩, ৫—৭ ত্রিষ্টুপ্। ৪ অনুষ্টুপ্॥

অপ প্রাচ ইংদ্র বিশ্বাঁ অমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্মদেম॥ ১॥
কুবিদংগ যবমংতো যবং চিদ্যথা দাংত্যনুপূর্বং বিয়ূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ॥ ২॥
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সংগমেষু।
গব্যংত ইংদ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ংতো বৃষণং বাজয়ংতঃ॥ ৩॥
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইংদ্রং কর্মস্বাবতং॥ ৪॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেংদ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্॥ ৫॥
ইংদ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম॥ ৬॥
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইংদ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু॥ ৭॥ (১৯)

॥ ১৩২ ॥

শকপূতো নার্মেধঃ॥ ১ লিংগোক্তদেবতাঃ। ২—৭ মিত্রাবরুণৌ॥ ১ ন্যংকুসারিণী। ২, ৬ প্রস্তারপংক্তিঃ। ৩—৫ বিরাড্রূপা। ৭ মহাসতোবৃহতী॥

ঈজানমিদ্দ্যৌর্গূর্তাবসুরীজানং ভূমিরভি প্রভূষণি।
ঈজানং দেবাবশ্বিনাবভি সুম্নৈরবর্ধতাং॥ ১॥
তা বাং মিত্রাবরুণা ধারয়ৎক্ষিতী সুষুম্নেষিতত্বতা যজামসি।
যুবোঃ ক্রাণায় সখ্যৈরভি ষ্যাম রক্ষসঃ॥ ২॥
অধা চিন্নু যদ্দিধিষামহে বামভি প্রিয়ং রেক্ণঃ পত্যমানাঃ।
দদ্বাঁ বা যৎপুষ্যতি রেক্ণঃ সম্বারন্নকিরস্য মঘানি॥ ৩॥
অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা।
মূর্ধা রথস্য চাকন্নৈতাবতৈনসাংতকধ্রুক্॥ ৪॥
অস্মিন্ত্স্বে তচ্ছকপূত এনো হিতে মিত্রে নিগতান্হংতি বীরান্।
অবোর্বা যদ্ধাত্তনূষবঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্বর্বা॥ ৫॥

যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা দ্যৌর্ন ভূমিঃ পয়সা পুপূতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টন সূরো নিনিক্ত রশ্মিভিঃ ॥ ৬ ॥
যুবং হ্যপ্নরাজাবসীদতং তিষ্ঠদ্রথং ন ধূর্ষদং বনর্ষদং।
তা নঃ কণূকয়ন্তীর্নৃমেধস্তত্রে অংহসঃ সুমেধস্তত্রে অংহসঃ ॥ ৭ ॥ (২০)

॥ ১৩৩ ॥

সুদাঃ পৈজবনঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৩ শক্বরী। ৪—৬ মহাপংক্তিঃ। ৭ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্রোঘস্মৈ পুরোরথমিংদ্রায় শূষমর্চত।
অভীকে চিদু লোককৃৎসংগে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা নভংতামন্য-
কেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১ ॥
ত্বং সিংধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিং।
অশত্রুরিংদ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভংতামন্যকেষাং
জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২ ॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশংত নো ধিয়ঃ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইংদ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু নভংতামন্য-
কেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩ ॥
যো ন ইংদ্রাভিতো জনো বৃকায়ুরাদিদেশতি।
অধস্পদং তমীং কৃধি বিবাধো অসি সাসহির্নভংতামন্যকেষাং জ্যাকা অধি
ধন্বসু ॥ ৪ ॥
যো ন ইংদ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অব তস্য বলং তির মহীব দ্যৌরধ ত্মনা নভংতামন্যকেষাং জ্যাকা অধি
ধন্বসু ॥ ৫ ॥
বয়মিংদ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমা রভামহে।
ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা নভংতামন্যকেষাং জ্যাকা অধি
ধন্বসু ॥ ৬ ॥
অস্মভ্যং সু ত্বমিংদ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৭ ॥ (২১)

॥ ১৩৪ ॥

মাংধাতা যৌবনাশ্বঃ। ৬, ৭ গোধা ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৬ মহা-
পংক্তিঃ। ৭ পংক্তিঃ ॥

উভে যদিংদ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহাংতং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজী-
জনৎ ॥ ১ ॥
অব স্ম দুর্হণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরং।
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ আদিদেশতি দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা
জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২ ॥
অব ত্যা বৃহতীরিষো বিশ্বশ্চংদ্রা অমিত্রহন্।
শচীভিঃ শক্র ধূনুহীংদ্র বিশ্বাভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্য-
জীজনৎ ॥ ৩ ॥
অব যত্ত্বং শতক্রতবিংদ্র বিশ্বানি ধূনুষে।
রয়িং ন সুন্বতে সচা সহস্রিণীভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্য-
জীজনৎ ॥ ৪ ॥
অব স্বেদা ইবাভিতো বিষ্বক্পতংতু দিদ্যবঃ।
দূর্বায়া ইব তংতবো ব্যস্মদেতু দুর্মতির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্য-
জীজনৎ ॥ ৫ ॥
দীর্ঘং হ্যংকুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মংতুমঃ।
পূর্বেণ মঘবন্পদাজো বয়াং যথা যমো দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্য-
জীজনৎ ॥ ৬ ॥
নকির্দেবা মিনীমসি নকিরা যোপয়ামসি মংত্রশ্রুত্যং চরামসি।
পক্ষেভিরপিকক্ষেভিরত্রাভি সং রভামহে ॥ ৭ ॥ (২২)

॥ ১৩৫ ॥

কুমারো যামায়নঃ ॥ যমঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনু বেনতি ॥ ১ ॥
পুরাণাঁ অনুবেনংতং চরংতং পাপয়ামুয়া।
অসূয়ন্নভ্যচাকশং তস্মা অস্পৃহয়ং পুনঃ ॥ ২ ॥

যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাংচমপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি ॥ ৩ ॥
যং কুমার প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রেভ্যস্পরি।
তং সামানু প্রাবর্তত সমিতো নাব্যাহিতং ॥ ৪ ॥
কঃ কুমারমজনয়দ্রথং কো নিরবর্তয়ৎ।
কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রূয়াদনুদেয়ী যথাভবৎ ॥ ৫ ॥
যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত।
পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতং ॥ ৬ ॥
ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নালীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৭ ॥ (২৩)

॥ ১৩৬ ॥

মুনয়ো বাতরশনাঃ ॥ ১ জুতিঃ। ২ বাতজুতিঃ। ৩ বিপ্রজুতিঃ। ৪ বৃষাণকঃ।
৫ করিক্রতঃ ৬ এতশঃ। ৭ ঋষ্যশৃংগঃ ॥ কেশিনঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ১ ॥
মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশংগা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যংতি যদ্দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২ ॥
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ং।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ॥ ৩ ॥
অংতরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্য দেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ ॥ ৪ ॥
বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথ দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫ ॥
অপ্সরসাং গংধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরন্।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্ত্সখা স্বাদুর্মদিংতমঃ ॥ ৬ ॥
বায়ুরস্মা উপামংথৎপিনষ্টি স্মা কুনংনমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎসহ ॥ ৭ ॥ (২৪)

॥ ১৩৭ ॥

সপ্ত ঋষয় একর্চাঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১ ॥
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিংধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আ বাতু পরান্যো বাতু যদ্রপঃ ॥ ২ ॥
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্রপঃ।
ত্বং হি বিশ্বভেষজো দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩ ॥
আ ত্বাগমং শংতাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং তে ভদ্রমাভার্ষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৪ ॥
ত্রায়ংতামিহ দেবাস্ত্রায়তাং মরুতাং গণঃ।
ত্রায়ংতাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৫ ॥
আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বংতু ভেষজং ॥ ৬ ॥
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপ স্পৃশামসি ॥ ৭ ॥ (২৫)

॥ ১৩৮ ॥

অংগ ঔরবঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ জগতী ॥

তব ত্য ইংদ্র সখ্যেষু বহ্নয় ঋতং মন্বানা ব্যদর্দিরুর্বলং।
যত্রা দশস্যন্নুষসো রিণন্নপঃ কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ ॥ ১ ॥
অবাসৃজঃ প্রস্বঃ শ্বংচয়ো গিরীনুদাজ উস্রা অপিবো মধু প্রিয়ং।
অবর্ধয়ো বনিনো অস্য দংসসা শুশোচ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা ॥ ২ ॥
বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃহ্লানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইংদ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা ॥ ৩ ॥
অনাধৃষ্টানি ধৃষিতো ব্যাস্যন্নিধীঁরদেবাঁ অমৃণদয়াস্যঃ।
মাসেব সূর্যো বসু পুর্যমা দদে গৃণানঃ শত্রূঁরশৃণাদ্বিরুক্মতা ॥ ৪ ॥
অযুদ্ধসেনো বিভ্বা বিভিংদতা দাশদ্বৃত্রহা তুজ্যানি তেজতে।
ইংদ্রস্য বজ্রাদবিভেদভিশ্নথঃ প্রাক্রামচ্ছুংধ্যূরজহাদুষা অনঃ ॥ ৫ ॥
এতা ত্যা তে শ্রুত্যানি কেবলা যদেক একমকৃণোরযজ্ঞং।
মাসাং বিধানমদধা অধি দ্যবি ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতা ॥ ৬ । (২৬)

॥ ১৩৯ ॥

বিশ্বাবসুর্দেবগংধর্বঃ ॥ ১—৩ সবিতা। ৪—৬ বিশ্বাবসুঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎসবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রং।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্ত্সংপশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ১ ॥
নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্রোদসী অংতরিক্ষং।
স বিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুং ॥ ২ ॥
রায়ো বুধ্নঃ সংগমনো বসূনাং বিশ্বা রূপাভি চষ্টে শচীভিঃ।
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মেংদ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাং ॥ ৩ ॥
বিশ্বাবসুং সোম গংধর্বমাপো দদৃশুষীস্তদৃতেনা ব্যায়ন্।
তদন্ববৈদিংদ্রো রারহাণ আসাং পরি সূর্যস্য পরিধীঁরপশ্যৎ ॥ ৪ ॥
বিশ্বাবসুরভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো গংধর্বো রজসো বিমানঃ।
যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম ধিয়ো হিন্বানো ধিয় ইন্নো অব্যাঃ ॥ ৫ ॥
সস্নিমবিংদচ্চরণে নদীনামপাবৃণোদ্দুরো অশ্মব্রজানাং।
প্রাসাং গংধর্বো অমৃতানি বোচদিংদ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাং ॥ ৬ ॥ (

॥ ১৪০ ॥

অগ্নিঃ পাবকঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১ বিষ্টারপংক্তিঃ। ২—৪ সতোবৃহতী।
৫ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ। ৬ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজংতে অর্চয়ো বিভাবসো।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যং দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১ ॥
পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥ ২ ॥
ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মংদস্ব ধীতিভির্হিতঃ।
ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥ ৩ ॥
ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জংতুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং ক্রতুং ॥ ৪ ॥
ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ংতং রাধসো মহঃ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িং ॥ ৫ ॥
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ৬ ॥ (২৮)

॥ ১৪১ ॥

অগ্নিস্তাপসঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্নঃ সুমনা ভব।
প্র নো যচ্ছ বিশস্পতে ধনদা অসি নস্ত্বং ॥ ১ ॥
প্র নো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ।
প্র দেবাঃ প্রোত সূনৃতা রায়ো দেবী দদাতু নঃ ॥ ২ ॥
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে।
আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং ॥ ৩ ॥
ইংদ্রবায়ূ বৃহস্পতিং সুহবেহ হবামহে।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সংগত্যাং সুমনা অসৎ ॥ ৪ ॥
অর্যমণং বৃহস্পতিমিংদ্রং দানায় চোদয়।
বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনং ॥ ৫ ॥
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয় ॥ ৬ ॥ (২৯)

॥ ১৪২ ॥

শার্ঙ্গাঃ। ১, ২ জরিতা। ৩, ৪ দ্রোণঃ। ৫, ৬ সারিসৃক্কঃ। ৭, ৮ স্তংবমিত্রঃ ॥
অগ্নিঃ ॥ ১, ২ জগতী। ৩—৬ ত্রিষ্টুপ্। ৭, ৮ অনুষ্টুপ্ ॥

অয়মগ্নে জরিতা ত্বে অভূদপি সহসঃ সূনো নহ্যন্যদস্ত্যাপ্যং।
ভদ্রং হি শর্ম ত্রিবরূথমস্তি ত আরে হিংসানামপ দিদ্যুমা কৃধি ॥ ১ ॥
প্রবত্তে অগ্নে জনিমা পিতূয়তঃ সাচীব বিশ্বা ভুবনা ন্যৃংজসে।
প্র সপ্তয়ঃ প্র সনিষংত নো ধিয়ঃ পুরশ্চরংতি পশুপা ইব ত্মনা ॥ ২ ॥
উত বা উ পরি বৃণক্ষি বপ্সদ্বহোরগ্ন উলপস্য স্বধাবঃ।
উত খিল্যা উর্বরাণাং ভবংতি মা তে হেতিং তবিষীং চুক্রুধাম ॥ ৩ ॥
যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎপৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা।
যদা তে বাতো অনুবাতি শোচির্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্র ভূম ॥ ৪ ॥
প্রত্যস্য শ্রেণয়ো দদৃশ্র একং নিয়ানং বহবো রথাসঃ।
বাহূ যদগ্নে অনুমর্মৃজানো ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেষি ভূমিং ॥ ৫ ॥
উত্তে শুষ্মা জিহতামুত্তে অর্চিরুত্তে অগ্নে শশমানস্য বাজাঃ।
উচ্ছ্বংচস্ব নি নম বর্ধমান আ ত্বাদ্য বিশ্বে বসবঃ সদংতু ॥ ৬ ॥

অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনং।
অন্যং কৃণুষ্বেতঃ পংথাং তেন যাহি বশাঁ অনু ॥ ৭ ॥
আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহংতু পুষ্পিণীঃ।
হ্রদাশ্চ পুংডরীকাণি সমুদ্রস্য গৃহা ইমে ॥ ৮ ॥ (৩০)

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ১৪৩ ॥

অত্রিঃ সাংখ্যঃ ॥ অশ্বিনৌ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবংতং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো নবং ॥ ১ ॥
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃড়্হং গ্রংথিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥ ২ ॥
নরা দংসিষ্ঠাবত্রয়ে শুভ্রা সিষাসতং ধিয়ঃ।
অথা হি বাং দিবো নরা পুনঃ স্তোমো ন বিশসে ॥ ৩ ॥
চিতে তদ্বাং সুরাধসা রাতিঃ সুমতিরশ্বিনা।
আ যন্নঃ সদনে পৃথৌ সমনে পর্ষথো নরা ॥ ৪ ॥
যুবং ভুজ্যুং সমুদ্র আ রজসঃ পার ঈংখিতং।
যাতমচ্ছা পতত্রিভির্নাসত্যা সাতয়ে কৃতং ॥ ৫ ॥
আ বাং সুম্নৈঃ শংযূ ইব মংহিষ্ঠা বিশ্ববেদসা।
সমস্মে ভূষতং নরোৎসং ন পিপ্যুষীরিষঃ ॥ ৬ ॥ (১)

॥ ১৪৪ ॥

সুপর্ণস্তার্ক্ষ্যপুত্র ঊর্ধ্বকৃশনো বা যামায়নঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১, ৩, ৪ গায়ত্রী। ২ বৃহতী। ৫ সতোবৃহতী। ৬ বিষ্টারপংক্তিঃ ॥

অয়ং হি তে অমর্ত্য ইংদুরত্যো ন পত্যতে। দক্ষো বিশ্বায়ুর্বেধসে ॥ ১ ॥
অয়মস্মাসু কাব্য ঋভুর্বজ্রো দাস্বতে।
অয়ং বিভর্ত্যূর্ধ্বকৃশনং মদমৃভুর্ন কৃত্ব্যং মদং ॥ ২ ॥
ঘৃষুঃ শ্যেনায় কৃত্বন আসু স্বাসু বংসগঃ। অব দীধেদহীশুব ॥ ৩ ॥
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ। শতচক্রং যো হ্যো বর্তনিঃ ॥ ৪ ॥
যং তে শ্যেনশ্চারুমবৃকং পদাভরদরুণং মানমংধসঃ।
এনা বয়ো বি তার্যায়ুর্জীবস এনা জাগার বংধুতা ॥ ৫ ॥
এবা তদিংদ্র ইংদুনা দেবেষু চিদ্ধারয়াতে মহি ত্যজঃ।
ক্রত্বা বয়ো বি তার্যায়ুঃ সুক্রতো ক্রত্বায়মস্মদা সুতঃ ॥ ৬ ॥ (২)

॥ ১৪৫ ॥

ইংদ্রাণী ॥ উপনিষৎসপত্নীবাধনং ॥ ১—৫ অনুষ্টুপ্। ৬ পংক্তিঃ ॥

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাং।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিংদতে পতিং ॥ ১ ॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২ ॥
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ। অধা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩ ॥
নহ্যস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪ ॥
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫ ॥
উপ তেহধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬ ॥ (৩)

॥ ১৪৬ ॥

দেবমুনিরৈরংমদঃ ॥ অরণ্যানী ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিংদতী ॥ ১ ॥
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে ॥ ২ ॥
উত গাব ইবাদংত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি ॥ ৩ ॥
গামংগৈষ আ হ্বয়তি দার্বংগৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪ ॥
ন বা অরণ্যানির্হংত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥ ৫ ॥
আংজনগংধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাং।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষং ॥ ৬ ॥ (৪)

॥ ১৪৭ ॥

সুবেদাঃ শৈরীষিঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ১—৪ জগতী। ৫ ত্রিষ্টুপ্ ॥

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেঽহন্যদ্বৃত্রং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্বা ভবতো রোদসী অনু রেজতে শুষ্মাৎপৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥ ১ ॥
ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং শ্রবস্যতা মনসা বৃত্রমর্দয়ঃ।
ত্বামিন্নরো বৃণতে গবিষ্টিষু ত্বাং বিশ্বাসু হব্যাস্বিষ্টিষু ॥ ২ ॥
ঐষু চাকংধি পুরুহূত সূরিষু বৃধাসো যে মঘবন্নানশুর্মঘং।
অর্চংতি তোকে তনয়ে পরিষ্টিষু মেধসাতা বাজিনমহ্রয়ে ধনে ॥ ৩ ॥
স ইন্নু রায়ঃ সুভৃতস্য চাকনন্মদং যো অস্য রংহ্যং চিকেততি।
ত্বাবৃধো মঘবন্দাশ্বধ্বরো মক্ষূ স বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা ॥ ৫ ॥ (৫)

॥ ১৪৮ ॥

পৃথুর্বৈন্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সুষ্বাণাস ইংদ্র স্তুমসি ত্বা সসবাংসশ্চ তুবিনৃম্ণ বাজং।
আ নো ভর সুবিতং যস্য চাকন্ত্মনা তনা সনুয়াম ত্বোতাঃ ॥ ১ ॥
ঋষ্বস্ত্বমিংদ্র শূর জাতো দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূড়্হমপ্সু বিভৃমসি প্রস্রবণে ন সোমং ॥ ২ ॥
অর্যো বা গিরো অভ্যর্চ বিদ্বানৃষীণাং বিপ্রঃ সুমতিং চকানঃ।
তে স্যাম যে রণয়ংত সোমৈরেনোত তুভ্যং রথোড়্হ ভক্ষৈঃ ॥ ৩ ॥
ইমা ব্রহ্মেংদ্র তুভ্যং শংসি দা নৃভ্যো নৃণাং শূর শবঃ।
তেভির্ভব সক্রতুর্যেষু চাকন্নুত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ ॥ ৪ ॥
শ্রুধী হবমিংদ্র শূর পৃথ্যা উত স্তবসে বেন্যস্যার্কৈঃ।
আ যস্তে যোনিং ঘৃতবংতমস্বারূর্মির্ন নিম্নৈর্দ্রবয়ংত বক্বাঃ ॥ ৫ ॥ (৬)

॥ ১৪৯ ॥

অর্চন্হৈরণ্যস্তূপঃ ॥ সবিতা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সবিতা যংত্রৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কংভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বমিবাধুক্ষদ্ধুনিমংতরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রং ॥ ১ ॥

যত্রা সমুদ্রঃ স্কভিতো ব্যৌনদপাং নপাৎসবিতা তস্য বেদ।
অতো ভূরত আ উত্থিতং রজোঽতো দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং ॥ ২ ॥
পশ্চেদমন্যদভবদ্যজত্রমমর্ত্যস্য ভুবনস্য ভূনা।
সুপর্ণো অংগ সবিতুর্গরুত্মান্পূর্বো জাতঃ স উ অস্যানু ধর্ম ॥ ৩ ॥
গাব ইব গ্রামং যূযুধিরিবাশ্বান্বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৪ ॥
হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা ত্বাংগিরসো জুহ্বে বাজে অস্মিন্।
এবা ত্বার্চন্নবসে বংদমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহং ॥ ৫ ॥ (৭)

॥ ১৫০ ॥

মৃলীকো বাসিষ্ঠঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ বৃহতী। ৪ উপরিষ্টাজ্জ্যোতি-
র্জগতী বা। ৫ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ ॥

সমিদ্ধশ্চিৎসমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন।
আদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভির্ন আ গহি মৃলীকায় ন আ গহি ॥ ১ ॥
ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি।
মর্তাসস্ত্বা সমিধান হবামহে মৃলীকায় হবামহে ॥ ২ ॥
ত্বামু জাতবেদসং বিশ্ববারং গৃণে ধিয়া।
অগ্নে দেবাঁ আ বহ নঃ প্রিয়ব্রতান্মৃলীকায় প্রিয়ব্রতান্ ॥ ৩ ॥
অগ্নির্দেবো দেবানামভবৎপুরোহিতোঽগ্নিং মনুষ্যা ঋষয়ঃ সমীধিরে।
অগ্নিং মহো ধনসাতাবহং হুবে মৃলীকং ধনসাতয়ে ॥ ৪ ॥
অগ্নিরত্রিং ভরদ্বাজং গবিষ্ঠিরং প্রাবন্নঃ কণ্বং ত্রসদস্যুমাহবে।
অগ্নিং বসিষ্ঠো হবতে পুরোহিতো মৃলীকায় পুরোহিতঃ ॥ ৫ ॥ (৮)

॥ ১৫১ ॥

শ্রদ্ধা কামায়নী ॥ শ্রদ্ধা ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১ ॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ম উদিতং কৃধি ॥ ২ ॥
যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্বস্মাকমুদিতং কৃধি ॥ ৩ ॥

শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্য যাকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিংদতে বসু ॥ ৪ ॥
শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যংদিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥ ৫ ॥ (৯)

॥ ১৫২ ॥

শাসো ভারদ্বাজঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রখাদো অদ্ভুতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ১ ॥
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেংদ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ংকরঃ ॥ ২ ॥
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিংদ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩ ॥
বি ন ইংদ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ৪ ॥
অপেংদ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধং।
বি মন্যোঃ শর্ম যচ্ছ বরীয়ো যবয়া বধং ॥ ৫ ॥ (১০)

॥ ১৫৩ ॥

ইংদ্রমাতরো দেবজাময়ঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ গায়ত্রী ॥

ঈংখয়ংতীরপস্যুব ইংদ্রং জাতমুপাসতে। ভেজানাসঃ সুবীর্যং ॥ ১ ॥
ত্বমিংদ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২ ॥
ত্বমিংদ্রাসি বৃত্রহা ব্যংতরিক্ষমতিরঃ। উদ্দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৩ ॥
ত্বমিংদ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৪ ॥
ত্বমিংদ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা। স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৫ ॥ (১১)

॥ ১৫৪ ॥

যমী ॥ ভাববৃত্তং ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ১ ॥

তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ২ ॥
যে যুধ্যংতে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৩ ॥
যে চিৎপূর্ব ঋতসাপ ঋতাবান ঋতাবৃধঃ।
পিতৄন্তপস্বতো যম তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪ ॥
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ংতি সূর্যং।
ঋষীন্তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫ ॥ (১২)

॥ ১৫৫ ॥

শিরিংবিঠো ভারদ্বাজঃ ॥ অলক্ষ্মীঘ্নং। ২, ৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ।
৫ বিশ্বে দেবাঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিংবিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্টা চাতয়ামসি ॥ ১ ॥
চত্তো ইতশ্চত্তামুতঃ সর্বা ভ্রূণান্যারুষী।
অরায্যং ব্রহ্মণস্পতে তীক্ষ্ণশৃংগোদৃষন্নিহি ॥ ২ ॥
অদো যদ্দারু প্লবতে সিংধোঃ পারে অপূরুষং।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরং ॥ ৩ ॥
যদ্ধ প্রাচীরজগংতোরো মংডূরধাণিকীঃ।
হতা ইংদ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ৪ ॥
পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাং আ দধর্ষতি ॥ ৫ ॥ (১৩)

॥ ১৫৬ ॥

কেতুরাগ্নেয়ঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিং হিন্বংতু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনংধনং ॥ ১ ॥
যয়া গা আকরামহে সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥ ২ ॥
আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমংতমশ্বিনং। অংধি খং বর্তয়া পণিং ॥ ৩ ॥
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥ ৪ ॥
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ।
বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫ ॥ (১৪)

॥ ১৫৭ ॥

ভুবন আপ্ত্যঃ সাধনো বা ভৌবনঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেংদ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ১ ॥
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিংদ্রঃ সহ চীক্লৃপাতি ॥ ২ ॥
আদিত্যৈরিংদ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাং ॥ ৩ ॥
হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৪ ॥
প্রত্যংচমর্কমনয়ঞ্ছচীভিরাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥ ৫ ॥ (১৫)

॥ ১৫৮ ॥

চক্ষুঃ সৌর্যঃ ॥ সূর্যঃ ॥ গায়ত্রী ॥

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অংতরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ ॥ ১ ॥
জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি।
পাহি নো দিদ্যুতঃ পতংত্যাঃ ॥ ২ ॥
চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ ॥ ৩ ॥
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥ ৪ ॥
সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ॥ ৫ ॥ (১৬)

॥ ১৫৯ ॥

শচী পৌলোমী ॥ শচী পৌলোমী ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

উদসৌ সূর্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ।
অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ ॥ ১ ॥
অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ২ ॥
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোহথো মে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সংজয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ৩ ॥
যেনেংদ্রো হবিষা কৃৎব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবং ॥ ৪ ॥
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ংত্যভিভূবরী।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়সামিব ॥ ৫ ॥
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬ ॥ (১৭)

॥ ১৬০ ॥

পূরণো বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুংচ।
ইংদ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্তুভ্যমিমে সুতাসঃ ॥ ১ ॥
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হ্বয়ংতি।
ইংদ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমং ॥ ২ ॥
য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি।
ন গা ইংদ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩ ॥
অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ন সুনোতি সোমং।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হংত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বায়ংতো গব্যংতো বাজয়ংতো হবামহে ত্বোপগংতবা উ।
আভূষংতস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিংদ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫ ॥ (১৮)

॥ ১৬১ ॥

যক্ষনাশনঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ রাজযক্ষঘ্নং ॥ ১—৪ ত্রিষ্টুপ্। ৫ অনুষ্টুপ্ ॥

মুংচামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইংদ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনং ॥ ১ ॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরংতিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায় ॥ ২ ॥
সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনং।
শতং যথেমং শরদো নয়াতীংদ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারং ॥ ৩ ॥
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমংতাঞ্ছতমু বসংতান্।
শতমিংদ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ ॥ ৪ ॥
আহার্ষং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্নব।
সর্বাংগ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদং ॥ ৫ ॥ (১৯)

॥ ১৬২ ॥

রক্ষোহা ব্রাহ্মঃ ॥ গর্ভসংস্রাবে প্রায়শ্চিত্তং ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১ ॥

যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ২ ॥
যস্তে হংতি পতয়ংতং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপং।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৩ ॥
যস্ত ঊরূ বিহরত্যংতরা দংপতী শয়ে।
যোনিং যো অংতরারেড়্হি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৪ ॥
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৫ ॥
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৬ ॥ (২০)

॥ ১৬৩ ॥

বিবৃহা কাশ্যপঃ ॥ যক্ষ্মঘ্নং ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১ ॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্য মংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২ ॥
আংত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোর্হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৩ ॥
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং।
যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৪ ॥
মেহনাদ্বনংকরণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৫ ॥
অংগাদংগাল্লোম্নোলোম্নো জাতং পর্বণিপর্বণি।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৬ ॥ (২১)

॥ ১৬৪ ॥

প্রচেতাঃ ॥ দুঃস্বপ্নঘ্নং ॥ ১, ২, ৪ অনুষ্টুপ্। ৩ ত্রিষ্টুপ্। ৫ পংক্তিঃ

অপেহি মনসস্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ১ ॥

ভদ্রং বৈ বরং বৃণতে ভদ্রং যুংজংতি দক্ষিণং।
ভদ্রং বৈবস্বতে চক্ষুর্বহুত্রা জীবতো মনঃ॥ ২ ॥
যদাশসা নিঃশসাভিশসোপারিম জাগ্রতো যৎস্বপংতঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্দধাতু॥ ৩॥
যদিংদ্র ব্রহ্মণস্পতেঽভিদ্রোহং চরামসি।
প্রচেতা ন আংগিরসো দ্বিষতাং পাত্বংহসঃ॥ ৪ ॥
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ং।
জাগ্রৎস্বপ্নঃ সংকল্পঃ পাপো যং দ্বিষ্মস্তং স ঋচ্ছতু যো নো দ্বেষ্টি তমৃচ্ছতু॥৫॥ (২২)

॥ ১৬৫ ॥

কপোতো নৈর্ঋতঃ॥ কপোতোপহতৌ প্রায়শ্চিত্তং বৈশ্বদেবং॥ ত্রিষ্টুপ্॥

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ১ ॥
শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু॥ ২ ॥
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শং নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোতঃ॥ ৩॥
যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্যৎকপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে॥ ৪ ॥
ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিষং মদংতঃ পরি গাং নয়ধ্বং।
সংযোপয়ংতো দুরিতানি বিশ্বা হিত্বা ন ঊর্জং প্র পতাৎপতিষ্ঠঃ॥ ৫ ॥ (২৩)

॥ ১৬৬ ॥

ঋষভো বৈরাজঃ শাক্করো বা॥ সপত্নঘ্নং॥ ১—৪ অনুষ্টুপ্। ৫ মহাপংক্তিঃ॥

ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিং।
হংতারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাং॥ ১ ॥
অহমস্মি সপত্নহেংদ্র ইবারিষ্টো অক্ষতঃ।
অধঃ সপত্না মে পদোরিমে সর্বে অভিষ্ঠিতাঃ॥ ২ ॥
অত্রৈব বোঽপি নহ্যাম্যুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতে নি ষেধেমান্যথা মদধরং বদান্॥ ৩ ॥

অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বো ব্রতমা বোহহং সমিতিং দদে ॥ ৪ ॥
যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীং।
অধস্পদান্ম উদ্বদত মংডূকা ইবোদকান্মংডূকা উদকাদিব ॥ ৫ ॥ (২৪)

॥ ১৬৭ ॥

বিশ্বামিত্রজমদগ্নী ॥ ১, ২, ৪ ইংদ্রঃ। ৩ লিংগোক্তদেবতাঃ ॥ জগতী ॥

তুভ্যেদমিংদ্র পরি ষিচ্যতে মধু ত্বং সুতস্য কলশস্য রাজসি।
ত্বং রয়িং পুরুবীরামু নস্কৃধি ত্বং তপঃ পরিতপ্যাজয়ঃ স্বঃ ॥ ১ ॥
স্বর্জিতং মহি মংদানমংধসো হবামহে পরি শক্রং সুতাঁ উপ।
ইমং নো যজ্ঞমিহ বোধ্যা গহি স্পৃধো জয়ংতং মঘবানমীমহে ॥ ২ ॥
সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্মণি।
তবাহমদ্য মঘবন্নুপস্তুতৌ ধাতর্বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ং ॥ ৩ ॥
প্রসূতো ভক্ষমকরং চরাবপি স্তোমং চেমং প্রথমঃ সূরিরুন্মৃজে।
সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে ॥ ৪ ॥ (২৫)

॥ ১৬৮ ॥

অনিলো বাতায়নঃ ॥ বায়ুঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো এতি পৃথিব্যা রেণুমস্যন্ ॥ ১ ॥
সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা ঐনং গচ্ছংতি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্সরথং দেব ঈয়তেহস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ২ ॥
অংতরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব ॥ ৩ ॥
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ (২৬)

॥ ১৬৯ ॥

শবরঃ কাক্ষীবতঃ ॥ গাবঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ময়োভূর্বাতো অভি বাতূস্রা ঊর্জস্বতীরোষধীরা রিশংতাং।
পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবংত্ববসায় পদ্বতে রুদ্র মৃল ॥ ১ ॥

যাঃ সরূপা বিরূপা একরূপা যাসামগ্নিরিষ্ট্যা নামানি বেদ।
যা অংগিরসস্তপসেহ চক্রুস্তাভ্যঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ২ ॥
যা দেবেষু তন্ব মৈরয়ংত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিংদ্র গোষ্ঠে রিরীহি ॥ ৩ ॥
প্রজাপতির্মহ্যমেতাররাণো বিশ্বৈর্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
শিবাঃ সতীরুপ নো গোষ্ঠমাকস্তাসাং বয়ং প্রজয়া সং সদেম ॥ ৪ ॥ (২৭)

॥ ১৭০ ॥

বিভ্রাট্ সৌর্যঃ ॥ সূর্যঃ ॥ ১—৩ জগতী। ৪ আস্তারপংক্তিঃ ॥

বিভ্রাড় বৃহৎপিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতং।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি ॥ ১ ॥
বিভ্রাড় বৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মন্দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতং।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহংতমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥ ২ ॥
ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড় ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতং ॥ ৩ ॥
বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা ॥ ৪ ॥ (২৮)

॥ ১৭১ ॥

ইটো ভার্গবঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ গায়ত্রী ॥

ত্বং ত্যমিটতো রথমিংদ্র প্রাবঃ সুতাবতঃ। অশৃণোঃ সোমিনো হবং ॥ ১ ॥
ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোঽব ত্বচো ভরঃ। অগচ্ছঃ সোমিনো গৃহং ॥ ২ ॥
ত্বং ত্যমিংদ্র মর্ত্যমাস্ত্রবুধ্নায় বেন্যং। মুহুঃ শ্রথ্না মনস্যবে ॥ ৩ ॥
ত্বং ত্যমিংদ্র সূর্যং পশ্চা সংতং পুরস্কৃধি। দেবানাং চিত্তিরো বশং ॥ ৪ ॥ (২৯)

॥ ১৭২ ॥

সংবর্তঃ ॥ উষাঃ ॥ দ্বিপদা ॥

আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচংত বর্তনিং যদূধভিঃ ॥ ১ ॥
আ যাহি বস্ব্যা ধিয়া মংহিষ্ঠো জারয়ন্মখঃ সুদানুভিঃ ॥ ২ ॥
পিতুভৃতো ন তংতুমিৎসুদানবঃ প্রতি দধ্মো যজামসি ॥ ৩ ॥
উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা ॥ ৪ ॥ (৩০)

॥ ১৭৩ ॥

ধ্রুবঃ ॥ রাজ্ঞঃ স্তুতিঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

আ ত্বাহার্ষমংতরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাংছংতু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১ ॥
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ ।
ইংদ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২ ॥
ইমমিংদ্রো অদীধরদ্ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা ।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবত্তস্মা উ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ধ্রুবো রাজা বিশাময়ং ॥ ৪ ॥
ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ ।
ধ্রুবং ত ইংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবং ॥ ৫ ॥
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমং মৃশামসি ।
অথো ত ইংদ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ ॥ ৬ ॥ (৩১)

॥ ১৭৪ ॥

অভীবর্তঃ ॥ রাজ্ঞঃ স্তুতিঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

অভীবর্তেন হবিষা যেনেংদ্রো অভিবাবৃতে ।
তেনাস্মান্ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্তয় ॥ ১ ॥
অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ ।
অভি পৃতন্যংতং তিষ্ঠাভি যো ন ইরস্যতি ॥ ২ ॥
অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃতৎ ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩ ॥
যেনেংদ্রো হবিষা কৃৎব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্নঃ কিলাভুবং ॥ ৪ ॥
অসপত্নঃ সপত্নহাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ ।
যথাহমেষাং ভূতানাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৫ ॥ (৩২)

॥ ১৭৫ ॥

ঊর্ধ্বগ্রাবার্বুদিঃ ॥ গ্রাবাণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্র বো গ্রাবাণঃ সবিতা দেবঃ সুবতু ধর্মণা । ধূর্ষু যুজ্যধ্বং সুনুত ॥ ১ ॥
গ্রাবাণো অপ দুচ্ছুনামপ সেধত দুর্মতিং । উস্রাঃ কর্তন ভেষজং ॥ ২ ॥

গ্রাবাণ উপরেষ্বা মহীয়ংতে সজোষসঃ। বৃষ্ণে দধতো বৃষ্ণ্যং ॥ ৩ ॥
গ্রাবাণঃ সবিতা নু বো দেবঃ সুবতু ধর্মণা। যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪ ॥ (৩৩)

॥ ১৭৬ ॥

সূনুরার্ভবঃ ॥ ১ ঋভবঃ। ২—৪ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩, ৪ অনুষ্টুপ্। ২ গায়ত্রী ॥

প্র সূনব ঋভূণাং বৃহন্নবংত বৃজনা।
ক্ষামা যে বিশ্বধায়সোঽশ্নন্ধেনুং ন মাতরং ॥ ১ ॥
প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসং। হব্যা নো বক্ষদানুষক্ ॥ ২ ॥
অয়মু ষ্য প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে।
রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা ॥ ৩ ॥
অয়মগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মনঃ।
সহসশ্চিৎসহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ৪ ॥ (৩৪)

॥ ১৭৭ ॥

পতংগঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ মায়াভেদঃ ॥ ১ জগতী। ২, ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

পতংগমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যংতি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অংতঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছংতি বেধসঃ ॥ ১ ॥
পতংগো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গংধর্বোঽবদদ্গর্ভে অংতঃ।
তাং দ্যোতমানাং স্বর্যং মনীষামৃতস্য পদে কবয়ো নি পাংতি ॥ ২ ॥
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরংতং।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বংতঃ ॥ ৩ ॥ (৩৫)

॥ ১৭৮ ॥

অরিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যঃ ॥ তার্ক্ষ্যঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাং।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১ ॥
ইংদ্রস্যেব রাতিমাজোহুবানাঃ স্বস্তয়ে নাবমিবা রুহেম।
উর্বী ন পৃথ্বী বহুলে গভীরে মা বামেতৌ মা পরেতৌ রিষাম ॥ ২ ॥
সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পংচ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরংতে যুবতিং ন শর্যাং ॥ ৩ ॥ (৩৬)

॥ ১৭৯ ॥

শিবিরৌশীনরঃ। ২ প্রতর্দনঃ কাশিরাজঃ। ৩ বসুমনা রৌহিদশ্বঃ॥
ইংদ্রঃ॥ ১ অনুষ্টুপ্। ২, ৩ ত্রিষ্টুপ্॥

উত্তিষ্ঠতাব পশ্যতেংদ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ং।
যদি শ্রাতো জুহোতন যদ্যশ্রাতো মমত্তন॥ ১॥
শ্রাতং হবিরো ষ্বিংদ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বিমধ্যং।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরংতং॥ ২॥
শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশ্রাতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যংদিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেংদ্র বজ্রিন্পুরুকৃজ্জুষাণঃ॥ ৩॥ (৩৭)

॥ ১৮০ ॥

জয় ঐংদ্রঃ॥ ইংদ্রঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূঞ্জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু।
ইংদ্রা ভর দক্ষিণেনা বসূনি পতিঃ সিংধূনামসি রেবতীনাং॥ ১॥
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগংথা পরস্যাঃ।
সৃকং সংশায় পবিমিংদ্র তিগ্মং বি শত্রূন্তাড়্হি বি মৃধো নুদস্ব॥ ২॥
ইংদ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাং।
অপানুদো জনমমিত্রয়ংতমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকং॥ ৩॥ (৩৮)

॥ ১৮১ ॥

প্রথো বাসিষ্ঠঃ। ২ সপ্রথো ভারদ্বাজঃ। ৩ ঘর্মঃ সৌর্যঃ॥
বিশ্বে দেবাঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণো রথংতরমা জভারা বসিষ্ঠঃ॥ ১॥
অবিংদন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য ধাম পরমং গুহা যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো বৃহদা চক্রে অগ্নেঃ॥ ২॥
তেঽবিংদন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ ষ্কন্নং প্রথমং দেবযানং।
ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্ঘর্মমেতে॥ ৩॥ (৩৯)

॥ ১৮২ ॥

তপুর্মূর্ধা বার্হস্পত্যঃ ॥ বৃহস্পতিঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ১ ॥
নরাশংসো নোঽবতু প্রযাজে শং নো অস্ত্বনুযাজো হবেষু।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ২ ॥
তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হংতবা উ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ৩ ॥ (৪০)

॥ ১৮৩ ॥

প্রজাবান্প্রাজাপত্যঃ ॥ অন্বৃচং যজমানপত্নীহোত্রাশিষঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানং তপসো জাতং তপসো বিভূতং।
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম ॥ ১ ॥
অপশ্যং ত্বা মনসা দীধ্যানাং স্বায়াং তনূ ঋত্ব্যে নাধমানাং।
উপ মামুচ্চা যুবতির্বভূয়াঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামে ॥ ২ ॥
অহং গর্ভমদধামোষধীষ্বহং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বংতঃ।
অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রান্ ॥ ৩ ॥ (৪১)

॥ ১৮৪ ॥

ত্বষ্টা গর্ভকর্তা বিষ্ণুর্বা প্রাজাপত্যঃ ॥ লিংগোক্তদেবতাঃ।
গর্ভার্থাশীঃ ॥ অনুষ্টুপ্ ॥

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিংচতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ২ ॥
হিরণ্যয়ী অরণী যং নির্মংথতো অশ্বিনা।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে ॥ ৩ ॥ (৪২)

॥ ১৮৫ ॥

সত্যধৃতির্বারুণিঃ ॥ অদিতিঃ। স্বস্ত্যয়নং ॥ গায়ত্রী ॥

মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১ ॥
নহি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু। ঈশে রিপুরঘশংসঃ ॥ ২ ॥
যস্মৈ পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছংত্যজস্রং ॥ ৩ ॥ (৪৩)

॥ ১৮৬ ॥

উলো বাতায়নঃ ॥ বায়ুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

বাত আ বাতু ভেষজং শংভু ময়োভু নো হৃদে।
প্র ণ আয়ূঁষি তারিষৎ ॥ ১ ॥
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২ ॥
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ।
ততো নো দেহি জীবসে ॥ ৩ ॥ (৪৪)

॥ ১৮৭ ॥

বৎস আগ্নেয়ঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাং। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১ ॥
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২ ॥
যো রক্ষাংসি নিজূর্বতি বৃষা শুক্রেণ শোচিষা। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪ ॥
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫ ॥ (৪৫)

॥ ১৮৮ ॥

শ্যেন আগ্নেয়ঃ ॥ অগ্নির্জাতবেদাঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্র নূনং জাতবেদসমশ্বং হিনোত বাজিনং। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ১ ॥
অস্য প্র জাতবেদসো বিপ্রবীরস্য মীড়্হুষঃ। মহীমিয়র্মি সুষ্টুতিং ॥ ২ ॥
যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু ॥ ৩ ॥ (৪৬)

॥ ১৮৯ ॥

সার্পরাজ্ঞী ॥ সার্পরাজ্ঞী সূর্যো বা ॥ গায়ত্রী ॥

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ১ ॥
অংতশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবং ॥ ২ ॥
ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতংগায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥৩॥ (৪৭

॥ ১৯০ ॥

অঘমর্ষণো মাধুচ্ছন্দসঃ ॥ ভাববৃত্তং ॥ অনুষ্টুপ্‌ ॥

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ২ ॥
সূর্যাচংদ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চাংতরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩ ॥ (৪৮)

॥ ১৯১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ। ২—৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪ অনুষ্টুপ্‌। ৩ ত্রিষ্টুপ্‌ ॥

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১ ॥
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ২ ॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥ (৪৯)

[৮]

(ইতি দশমং মংডলং সমাপ্তং।)

ইতি শার্মণ্যদেশোৎপন্নেনেংগলংডদেশনিবাসিনা ভট্টমোক্ষমূলরেণ দ্বিতীয়বারং শ্রেষ্ঠাদর্শৈকমত্যেন পরিশোধিতর্গ্বেদসংহিতা সমাপ্তা ॥

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-bazar Street, Calcutta.

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

সপ্তম অষ্টক

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা

এই সপ্তম অষ্টকে নবম মণ্ডলের শেষ অংশ এবং দশম মণ্ডলের প্রথম অংশ আছে।

নবম মণ্ডলে সমস্তই সোমের স্তুতি। সুতরাং এই মণ্ডল হইতে আমরা সোমরস প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানিতে পারি। সোমসম্বন্ধে অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই উপাখ্যানগুলি রূপান্তরিত হইয়া কিরূপে সমুদ্রমন্থনদ্বারা অমৃত উদ্ধার প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশ রচিত হইবার অনেক পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে। সুতরাং অনেকগুলি অনুভব ও ধর্ম্মবিশ্বাস, যাহার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যম নরকের রাজা নহেন, তিনি স্বর্গসুখের প্রণেতা, তাঁহার বিহিত স্বর্গসুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ আমরা দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর জন্মকথা ও অন্যান্য বিবরণ, পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বর্গবাসের কথা ও যজ্ঞভাগগ্রহণের কথা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র এই দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরের অনুভব আমরা ঋগ্বেদের পূর্ব্বপূর্ব্ব মণ্ডলেই পাইয়াছি, দশম মণ্ডলের প্রথম অংশেও পাইলাম, শেষ অংশে আরও স্পষ্টরূপে পাইব।

আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, পাঠক, তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বকালে অগ্নিদাহ প্রথা ও অস্থিসঞ্চয় প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীর চিতারোহণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিরূপে আধুনিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের একটী ঋক্ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কুপ্রথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঠক, তাহাও দেখিতে পাইবেন।

ON BOARD THE "NUDDEA,"
Gibralter, 20th May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বশেষ বিবরণ

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
সোমরস প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি . .	৯	৬৬	২
পর্জ্জন্য সোমের পিতা . . .	৯	৮২	১
	৯	১১৩	৩
সূর্য্যের দুহিতা সোমের প্রণয়িনী . .	৯	৭২	১
	৯	৯৩	১
	৯	১১৩	৩
শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক সোম আহবণের বৈদিক উপাখ্যানের উৎপত্তি।	৯	৬২	
ঐ উপাখ্যানক্রমে রূপান্তরিত হইল . .	৯	৭৭	
সমুদ্রমন্থনে অমৃত লাভ, গরুড়কর্ত্তৃক অমৃত আহরণ, অমৃতপানে দেবতাদিগের অমরত্ব লাভ, প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি।	৯	৪৮	১
	৯	১০৮	১
	৯	১১০	১
৩৩ জন দেবতার উল্লেখ . . .	৯	৯১	
অসুর	৯	৭৩	
গন্ধর্ব্ব (আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্যরশ্মি) .	৯	৮৩	২
	৯	৮৫	২
	৯	৮৬	৬
		১১৩	৩
		১০	৩
	১০	১১	১
অপসরা (আদি অর্থ জলীয় বাষ্প)	৯	৭৮	
নবম মণ্ডলের শেষে স্বর্গের প্রথম বিস্তীর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়।	৯	১১৩	
দশম মণ্ডল রচনার কাল নির্ণয় .	১০	১	
	১০	১৪	
	১০	১৫	
যম ও যমীর জন্ম কথা	১০	১৭	
যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি .	১০	১০	

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
যম ও যমীর প্রসিদ্ধ কথোপকথন . .	১০	১০	১
স্বর্গের বিস্তীর্ণ বর্ণনা, যম স্বর্গ-সুখের বিধাতা।	১০	১৪	১ ও ৪
	১০	১৬	১ ও ৩
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র	১০	১৪	১ হইতে ৩
	১০	১৬	১
পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন।	১০	১৪	২
	১০	১৫	১ ও ৪
এক ঈশ্বরের অনুভব	১০	৩১	১ ও ২
সত্যই বিশ্ব ভুবনের একমাত্র অবলম্বন .	১০	৩৭	১

আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ

বিষয়	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পঞ্চজন, অর্থ পঞ্চজনপদের লোক .	৯	৬৫	৩
স্তোতা, বৈদ্য, ছুতার, কর্ম্মকার, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল না।	৯	১১২	১ হইতে ৩
স্ত্রীলোকের পতিবরণ প্রথা	১০	২৭	৪ ও ৫
কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কার দান .	৯	৪৫	
	১০	৩৯	
সতীদাহ প্রথা ছিল না। আধুনিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের একটী ঋক্ পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ কুপ্রথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।	১০	১৮	১ ও ৩
অগ্নিদাহ প্রথা .	১০	১৫	৬
	১০	১৬	২
অস্থি সঞ্চয় অথবা মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন	১	১৮	৪
বিধবার দেবরের সহিত বিবাহ প্রথা .	১	৪০	২
দ্যূতক্রীড়ার ভয়ঙ্কর ফল . .	১০	৩৮	১ ও ৩ ও ৪
আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ	১০	৩৩	১
কূপ খনন, পশুচারণ, কৃষিকার্য্য, মেষ-লোমের বস্ত্র বয়ন, রথ নির্ম্মাণ।	১০	২৫	২
	১০	১৯	১
	১	২৭	২
	১০	৩৪	৫
	১০	২৬	২
	১০	৩৯	১
সিংহ, হরিণ, বরাহ, শৃগাল, শশক, গোধা, হস্তী, সর্প।	১০	২৮	২, ৩, ৪
	১	৪০	৩
		৮৬	৭
বৃষপাক করা ও ভক্ষণ . .	১০	২৭	১
	১০	২৮	১
সাংসারী ঋষিদিগের সম্পত্তি .	৯	৬৯	১
দেববিশ্বাস শূন্য আর্য্যগণ .	১০	৩৮	১

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
অনার্য্য আদিম বাসীদিগের উল্লেখ.	৯	৭৩	৩
	৯	৯২	২
	৯	৯৭	২
	৯	৯৮	১
	১০	২২	১
	১০	২৭	১
	১০	৩৮	১
বনমধ্যে দস্যু	১০	৪	১
তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধ ও খাদ্যলাভ . .	৯	৮৬	৪
শর্য্যনাবতী (কুরুক্ষেত্রের নিকট নদী). আর্জীকীয়া (বেয়া নদী) সপ্ত নদী।)	৯	৬৫	২ ও ৩
	৯	৬৬	১
	৯	১১৩	১ ও ২
	১০	৩৫	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

সপ্তম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়

৪৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অযাস্য ঋষি।

১। হে সোমরস! আমাদিগের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসিতেছ। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্ব্বক অযাস্য ঋষি দেবতাদিগের সম্মুখে চলিলেন।

২। সোমরস যিনি, তিনি কবি, অর্থাৎ কার্য্যেপটু। বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে স্তব করিলেন, যজ্ঞের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হইল।

৩। এই সোমরস সকলদিক্ দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হইতে নিষ্পীড়িত হইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে আসিতেছেন। ইনি পবিত্রের দিকে যাইতেছেন।

৪। হে সোমরস! হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্য্যা করিতে-ছেন। তুমি আমাদিগের অন্ন কামনা কর, যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, আমাদিগকে পবিত্র কর।

৫। সেই সোমরসকে পণ্ডিতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সেই সোমরস সর্ব্বদাই বর্দ্ধিষ্ণু। তিনি আমাদিগকে দেবতাদিগের নিকট লইয়া চলুন।

৬। হে সোমরস! তুমি এতাদৃশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ, তুমি সন্ততি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদিগের

ধন লাভের উপায় করিয়া দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জ্জন করিয়া দাও।

৪৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোমরস! যাঁহারা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাদিগের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর।

২। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হইয়া থাক। আমরা তোমার সখা। দেবতাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের ধন আহরণ করিয়া দাও।

৩। অপিচ। তোমার লোহিতমূর্ত্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করিতেছি। তাহাতে আমোদ, তাহাতে সুখ। ধন লাভের দ্বার তুমি উদ্ঘাটন করিয়া দাও।

৪। যেমন অশ্ব পথে গমন কালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

৫। সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক যখন জল মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্তবকর্ত্তারা এক স্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৬। হে সোমরস! তুমি সেই ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করিলে বিচক্ষণ স্তবকর্ত্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

---

৪৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সোম লতাগুলি পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবতা-দিগের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হইতেছেন, তাহারা সুপটু

ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। [যাজ্ঞিকেরা তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন]।

২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিতা হইয়া কোন নববধূ স্বামীর নিকটে যাইয়া থাকে(১), সোমগুলি তদ্রূপ বায়ুর দিকে যাইতেছে।

৩। এই সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহারা প্রস্তর ফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

৪। হে সুচতুর পুরোহিতগণ! দ্রুতপদে আগমন কর। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এই আমোদবৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগদ্বারায় সুস্বাদু কর।

৫। হে সোমরস! তোমাকে পানপূর্ব্বক বীর্য্যবান্ হইয়া শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, [দুর্গম স্থানে] তুমি পথ প্রকাশ করিয়া দাও। ঈদৃশ গুণধারী, তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষরিত হও।

৬। এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্ব্বক ইঁহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন।

৪৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভৃগুপুত্র কবি ঋষি।

১। উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হইয়া এই সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। এই সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হইয়াছে। দস্যু বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হইতেছেন। এই বলবান্ সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।

(১) বিবাহকালে পিতাকর্ত্তৃক কন্যাকে অলঙ্কার দানের উল্লেখ।

৩। যে পরিমাণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা যাইতেছে, সেই পরিমাণে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হইতেছেন এবং বজ্রের ন্যায় [ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হইতেছেন]

৪। যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা এই সোমের শোধন করা যায়, তবে তিনি আপনা হইতেই কৃতকর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক পণ্ডিতকে নানা ধন দেওইয়া দেন।

৫। হে সোমরস! যেমন যুদ্ধভূমিতে ঘোটকদিগকে ঘাস বন্টন করিয়া দেওয়া যায়, তদ্রূপ যাহারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁহাদিগকে [শত্রুর নিকট অপহৃত] সম্পত্তি বন্টন করিয়া দাও।

৪৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! তুমি প্রকাণ্ড নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তী। তুমি ধনের ধারণকর্ত্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণ কর্ত্তা। আমরা শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি।

২। হে সোম! পরাভবকারী শত্রুদিগকে তুমি বিনাশ কর। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহৎকার্য্য অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শত্রুপুরের ধ্বংসকারী।

৩। হে চমৎকার কার্য্যকারী সোম! এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেন না, তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা।

৪। এই সোম [বৃষ্টির] জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী তাবৎ দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্ম্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্ত্তা, ইহা জানিয়া সুপর্ণ সোম আহরণ করেন(১)

১। বোধ হয় পুরাণে গরুড়কর্তৃক যে অমৃত আহরণের বৃত্তান্ত আছে, শ্যেনকর্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় ঋগ্বেদের উপাখ্যানই তাহার মূল। ঋগ্বেদে দেবগণের পানীয় অমৃতেরও উল্লেখ নাই, গরুড়েরও উল্লেখ নাই, সে সকল পৌরাণিক কথা কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

৫। এই সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিঞ্চিৎ পরে নিজ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক প্রকাণ্ড বীর্য্য ধারণ করিলেন।

৪৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র জলের তরঙ্গ আনায়ন কর। অক্ষয় অন্নের মহা ভাণ্ডার উপস্থিত কর।

২। হে সোম! তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষ দেশ-জাত গোধন সকল অস্মদ্ ভবনে আসিয়া উপনীত হয়।

৩। হে সোম! তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ কর। আমাদিগের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর।

৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ধারা-রূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাহাতেই আমাদিগের অন্ন হইবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শ্রবণ করুন।

৫। ঐ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করিলেন, তাঁহার চির পরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

---

৫০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাবংশীয় উতথ্য ঋষি।

১। হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুগু´ণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।

২। যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিনপ্রকার বাক্য নির্গত হইতে থাকে।

৩। এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বা-দলবৎ, যিনি প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইহাকে ঋত্বিকগণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।

৪। হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃ-পার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।

৫। হে আনন্দ বিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্য, ক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

---

৫১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। উতথ্য ঋষি।

১। হে পুরোহিত! প্রস্তরফলকদ্বারা সোম নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহাকে কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ঢালিয়া দাও। ইন্দ্র ইঁহার পান কর্ত্তা, তাঁহার জন্য ইহার শোধন কর।

২। হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।

৩। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্য সকল আছে, উহার চতুঃপার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন।

৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ত্বরিত আনন্দ বিধান কর, তোমার প্রকৃতি [দেহ] পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং উপাসককে রক্ষা কর।

৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে গমন কর, বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে গমন কর।

৫২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্ত্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হয়েন। হে সোম! নিষ্পীড়িত হইয়া কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হইয়া চিরাভ্যস্ত প্রকারে মেষলোমে যাইতেছ।

৩। হে সোম! চরুর মত যে খাদ্য, তাহা আনিয়া দাও, দেয় বস্তু আমাদিগকে আনিয়া দাও; প্রহার করিলে তুমি নিঃসৃত হইয়া থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও।

৪। যে সকল বিপক্ষ আমাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, হে সর্ব্বজন কামনীয় সোমরস! সেই সকল ব্যক্তির তেজঃ হ্রাস করিয়া দাও।

৫। হে সোম! তুমি ধনের বিতরণ কর্ত্তা, আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার নির্ম্মল শতধারা বহমান করিয়া দাও।

৫৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি।

১। হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস! রাক্ষস ধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে, যে সকল বিপক্ষ চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতেছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও।

২। এই আমি নির্ভয় হৃদয়ে [বিপক্ষের] রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করিবার উদ্দেশে সোমের গুণ গান করিতেছি।

৩। নির্ব্বোধ শত্রু এই ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করিতে পারে না। যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাকে বিনাশ কর।

৪। সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বা-দলবৎ, যিনি বলকর, তাঁহাকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিক্‌গণ নদীতে ঢালিয়া দিতেছেন।

৫৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দেখিয়া শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধারক।

২। এই সোমরস সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন।

৩। এই সোম যখন সংশোধিত হইতেছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হয়েন। ইনি সূর্য্যদেবের ন্যায়।

৪। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক পীত হইবে, আমাদিগের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া দাও।

৫৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি।

১। হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদিগকে দাও।

২। হে সোম! তোমার যে প্রকার গুণ কীর্ত্তন করিলাম, যেরূপ তোমার আহুত অন্নের স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাদিগের কুশে আসিয়া উপবেশন কর।

৩। হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধন আহরণ করিয়া দাও, অশ্ব আহরণ করিয়া দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা,

৪। যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখন পরাজিত হওনা, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগকে নিপাত কর, সেই তুমি সহস্রধারে সোম ক্ষরিত হও।

৫৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হইতেছেন, ইহার কামনা, যে দেবতাদিগের কর্ত্তৃক পীত হয়েন, ইনি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করিতেছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করিতেছেন।

২। এই সোমের বিশিষ্ট কার্য্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিবা মাত্র ইনি অন্ন দান করেন।

৩। হে সোম! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, তদ্রূপ দশ অঙ্গুলি শব্দ করিতে করিতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হইলে আমাদিগের অশেষ লাভ।

৪। বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদিগকে পাপের তাড়না হইতে রক্ষা কর।

৫৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হইতেছে এবং আমাদিগকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছে।

২। এই হরিতবর্ণ সোমরস দেবতাদিগের প্রীতিকর, সকল কার্য্যের প্রতিই মনোযোগী; ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছেন।

৩। সোমরসের সকল কার্য্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা ইঁহাকে শোধন করিতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে যাইয়া আপন স্থান গ্রহণ করেন।

৪। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ, সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর।

৫৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন, তিনি দেবতাদিগের অন্ন। নিষ্পীড়িত হইবার পর তাঁহার ধারা গড়াইয়া যাইতেছে। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

২। সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

৩। ধ্বস্রনামক দুই ব্যক্তির ও পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

৪। ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন(১)।

৫৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! তুমি গোধন জয় করিয়া লও, তুমি অশ্ব জয় করিয়া লও, তুমি সকলই জয় কর, যাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তানসন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও।

(১) সায়ণ কহেন ধ্বস্র ও পুরুষন্তি দুইজন রাজার নাম, ইহার পরের ক থাকে ত্রিশসহস্র বস্ত্র দানের কথা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই।

৩। তুমি ক্ষরিত হইয়া সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্ম্মিষ্ঠব্যক্তির কুশে যাইয়া উপবেশন ...

৪। হে সোম! তুমি সকলই প্রদান কর। তুমি দর্শন দিয়াই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও।

৬০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি।

১। তোমরা সকলে গায়ত্রীছন্দে সোমের গুণ গান কর। তিনি সকল দিক্ দেখেন। তাঁহার সহস্র চক্ষু।

২। তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়া তাঁহারা শোধন করিলেন, অর্থাৎ ছাকিলেন।

৩। এই ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্ব্বক ক্রত হইলেন। এক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুত বেগে যাইতেছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন।

৪। হে বহুদর্শি! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য সচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদিগকে সন্তানসন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

---

৬১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় অমহীয়ু ঋষি।

১। হে সোম! তুমি সেই রস ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। যে রসের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রুপুরি যুদ্ধের সময় ধ্বংশ হইয়াছিল।

২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শম্বর নামক শত্রু সত্যকর্ম্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হইল, তদনন্তর সেই প্রসিদ্ধ তুর্ব্বসু ও যদু বশতাপন্ন হইল।

৩। হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণ কর্ত্তা, তুমি অশ্ব ও গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

৪। তুমি যখন ক্ষরিত হইয়া পবিত্রকে আর্দ্র করিতে থাক, তখন আমাদিগের সখাস্বরূপ হও, ইহাই প্রার্থনা করি।

৫। তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হইয়া পবিত্রের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হয়, তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

৬। হে সোম! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ধন, জন, অন্ন আমাদিগকে প্রচুররূপে বিতরণ কর।

৭। নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি অদিতি সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।

৮। এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।

৯। হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দররূপ ধারণপূর্ব্বক ভগ নামক দেবতার জন্য এবং পূষা ও বায়ু ও মিত্র ও বরুণের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তাহা ঊর্দ্ধলোকে, স্বর্গলোকে থাকে, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে।

১১। এই সোমের সাহায্যে আমরা মনুষ্যদিগের সকল খাদ্যদ্রব্য উপার্জ্জন করি এবং ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে ভাগ করিয়া লই।

১২। হে সোম! তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদিগের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও।

১৩। সেই যে সোম, যাঁহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া স্থানে স্থানে রাখা হইয়াছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হইয়াছে, যাঁহাকে পান করিলে শত্রুদিগকে পরাজয় করা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সোমের দিকে যাইতেছেন।

১৪। যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁহাকেই আমাদিগের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সংবর্দ্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তনপান না করাইলে জননীগণের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে তাঁহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চাহে।

১৫। হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধনকে নিরুপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর।

১৬। সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করিলেন, উহা আশ্চর্য্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল।

১৭। হে জ্যোতির্ম্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হইতেছ, তোমার সেই আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাইতেছে।

১৮। হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান্ করিয়া দৃষ্টিগোচর করিয়া দিতেছে।

১৯। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাদিগের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকে, যাহা আনন্দ বিধান করে এবং [সর্ব্ব লোকের] প্রার্থনীয় হয়, সেই রস ধারণপূর্ব্বক তুমি ক্ষরিত হও।

২০। হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করিয়াছ, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ করিয়া দাও। তুমি গোধন বিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদান কর।

২১। সুস্বাদু ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া, হে সোম! তুমি সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্ব্বক দীপ্তিশালী হও; যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রুতবেগে যাইয়া আপন স্থানে উপবেশন করে।

২২। হে সোম! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্র সংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও।

২৩। হে ধন বর্ষণকারী সোম! আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে ধন সমস্ত জয় করিয়া লই। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান কর।

২৪। হে সোম! তোমার রক্ষায় রক্ষিত হইয়া আমরা যেমন বিপক্ষদগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিধন করি। হে সোম! আমাদিগের সৎকর্ম্মের সময় তুমি সতর্ক থাক।

১৩। এই দেখ, মনুষ্যেরা সোমকে সেচন করিতেছেন, ইঁহাকে শোধন করা হইতেছে, ইহার যশ গান করা হইতেছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্য্যক্ষম।

১৪। এই সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্ম্মাণ কর্ত্তা, ইঁহার ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

১৫। এই সোম জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ করিয়া ইন্দ্রের পানের জন্য যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হইতেছেন। যেরূপ পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে।

১৬। যখন পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশন করতঃ যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকেন।

১৭। ঋত্বিক্‌গণ সেই সোমকে ঋষিদিগের রথে [ঘোটকের ন্যায়] যোজনা করিতেছেন; সেই রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তছন্দ তাহার রজ্জু। এই রূপ রথে যোজনা করিলে দেবতাদিগের নিকট যাওয়া যায়(২)।

১৮। হে সোম নিষ্পীড়নকারীগণ! সেই সোম দ্রুতগামী অশ্ববৎ, তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থাৎ আনিয়া দেন; যুদ্ধে যাইবার জন্য তাঁহাকে সজ্জিত কর।

১৯। সোম নিষ্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোযুথ মধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

২০। হে সোম! মনুষ্যগণ তোমার সেই মধুময় রসের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য দোহন করিতেছেন।

(২) সায়ণ বলেন, তিন পৃষ্ঠ বলিতে তিন বার নিষ্পীড়ন অর্থাৎ চোয়ান। আর তিন স্থান উন্নত ইহার অর্থ তিন বেদ।

২১। দেবতারা যাহার নাম শুনিতে ভাল বাসেন, যাহার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিক্‌গণ! সেই সোমরসকে দেবতাদিগের নিমিত্ত পবিত্রের উপর রাখিয়া দাও।

২২। ঋত্বিক্‌গণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।

২৩। হে সোম! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক, সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।

২৪। হে সোম! আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।

২৫। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা করি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও।

২৬। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া তুল। তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া দাও।

২৭। হে সোম! তোমার মহিমাতেই এই সকল ভুবন সুস্থির হইয়া আছে। এই সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে।

২৮। যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, তদ্রূপ, হে সোম! তোমার ধারা সমস্ত শুক্লবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হইতেছে।

২৯। তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত কর, কারণ ইহার দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হইয়া থাকে।

৩০। বিবিধ কার্য্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পবিত্রে গিয়া বসিলেন এবং স্তবকর্ত্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য্য দিতে লাগিলেন।

২৪। হে সোম! তুমি কর্ম্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর।

২৫। শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে নানাবিধ স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে উৎপাদিত হইলেন।

২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরস গুলি তাবৎ শত্রু সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উৎপাদিত হইলেন।

২৭। ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হইতে [আনীত হইয়া] পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হইলেন।

২৮। হে সুচারু কর্ম্মকারী সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া তাবৎ রাক্ষস শত্রুদিগকে সংহার কর।

২৯। হে সোম! রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে করিতে এবং শব্দ করিতে করিতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদিগকে দান কর।

৩০। হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্ব্বপ্রকার কাম্য পদার্থ আমাদিগকে দান কর।

---

৬৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি।

১। হে সোম! তুমি দীপ্তিমান্ বর্ষণকর্ত্তা। হে দেব! বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কার্য্য। বর্ষণ করতঃ তুমি ধর্ম্ম সমস্ত ধারণ কর।

২। বর্ষণই তোমার ধর্ম্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বল বীর্য্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ এবং বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী! তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্ত্তা।

৩। তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বর্ষণ কর। আমাদিগকে গোধন ও বেগবান্ অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদিগের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও।

৪। গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্ব্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা করিয়া ঋত্বিকেরা বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরস সকল সৃষ্টি করিলেন।

৫। যজ্ঞকর্ত্তারা সোমকে সুশোভিত করিতেছেন, দুই হস্তে শোধন করিতেছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন।

৬। যিনি দাতা, তাঁহার জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হইতে, কি দেবলোক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্ব্বস্থান হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন।

৭। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ শ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে।

৮। হে সোম! তুমি সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন কর এবং অশেষ রসের আধার হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর।

৯। হে সোম! যখন তোমার রস সূর্য্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে থাক।

১০। যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ সোম স্তবকর্ত্তাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চলিত হইলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর।

১১। তোমার সেই যে তরঙ্গ, যাহা দেবতাদিগের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞ মধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তাহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইল।

১২। হে সোম! যে তুমি দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সেই তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদিগের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও।

১৩। হে সোম! ঋত্বিকেরা তোমাকে শোধন করিতেছেন, অতএব তোমার ক্ষরণ হউক, তাহা হইলেই আমাদের অন্ন লাভ হইবে। তুমি তেজঃপুঞ্জ মুর্ত্তিতে গোধনের দিকে গমন কর।

১৪। হে হরিৎবর্ণ সোম! স্তুতি বাক্য তোমাকেই অর্শে। তোমাকে ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। এক্ষণে তুমি লোকে যাহা প্রার্থনা করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর।

১৫। হে সোম! তোমার মূর্ত্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হইতেছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকটে যাও।

১৬। সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হইতেছে, অঙ্গুলি সহযোগে তাহাদিগকে উত্তোলন করা হইতেছে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হইতেছে।

১৭। সোমগুলিকে শোধন করা হইতেছে। তাহাদিগের স্বভাবই গতি। তাহারা অক্লেশে আকাশের দিকে যাইতেছে। তাহারা জলপাত্রে যাইতেছে।

১৮। হে সোম! আমাদিগকে তুমি স্নেহ কর, আমাদিগের তাবৎ ধন সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে লোকবল দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও।

১৯। হে সোম! তুমি যেন একটী সুচারু গতিশীল ঘোটক, ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করিলে, তুমি পরিমাণপূর্ব্বক পাদন্যাস করিতে থাক, এইরূপে তুমি জলপাত্রে যাইয়া স্থিতি কর।

২০। দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন, তখন নির্ব্বোধ লোকদিগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক উঠিয়া যায়।

২১। সুশ্রী পুরুষেরা স্তব করিলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্ব্বোধ লোকে তলাইয়া যায়।

২২। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।

২৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচন রচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।

২৪। হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।

২৫। হে সোম! শোধন কালে তুমিই স্তবকারীদিগকে এরূপ স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, যাহা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানা প্রকার বাক্যালঙ্কারে সুশোভিত।

২৬। হে সোম! শোধন কালে তুমি আমাদিগের মুখে এরূপ বাক্য আনয়ন করিয়া দাও, যাহার রচনা অতি সুন্দর এবং যাহার উচ্চারণ করিয়া আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করিতে পারি।

২৭। হে সোম! বিস্তর লোকে তোমাকে ডাকিয়া থাকে। এই যজ্ঞে তুমি শোধন প্রাপ্ত হইয়া এই সকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও।

২৮। শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণপূর্ব্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত যাইয়া মিশ্রিত হইতেছে।

২৯। যেমন যোদ্ধারা [বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য] বসিতে বসিতে [গুড়ি মারিয়া] গিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তাঁহাকে চালাইয়া দিলেন।

৩০। হে সোমরস! তুমি কর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান্ ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বরুণের পুত্র ভৃগু ঋষি। অথবা ভৃগুতনয় জমদগ্নি ঋষি।

১। অঙ্গুলি গুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটী স্ত্রীলোক, সোম যেন তাঁহাদিগের স্বামী(১)। এই কয়েকটী স্ত্রীলোক অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহারা তাহাদিগের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদের বাসনা এই যে সোমরস ক্ষরিত হয়।

২। হে সোম! তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি ঔজ্জ্বল্য গুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি আহরণ করিয়া দাও।

৩। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হইয়াছে, দেবতাদিগের আরাধনাপূর্ব্বক বৃষ্টি উপস্থিত কর। তোমার ক্ষরণের দ্বারা যেন আমরা উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি।

৪। হে সোম! তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ করিয়া থাক।

৫। হে সোম! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে এই ভাবে ক্ষরিত হয়, যাহাতে আমাদিগের লোকবল হইতে পারে। তুমি সুব্যক্তরূপে এই স্থানে আগমন কর।

(১) এই উপমাটী ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ব্যবহার হইয়াছে, কার্য্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি, বা ইন্দ্র, বা সোমদেবের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিতে ঋষিগণ ভাল বাসিতেন। এইরূপ উপমা হইতে অনুমান করা যায়, যে তৎকালে ধনাঢ্য বা রাজাগণের বহুদারপরিগ্রহ করিবার রীতি ছিল।

৬। যৎকালে দুই হস্তে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সেই সঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয়; তৎকালে তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হইয়া পরে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর।

৭। হে ঋত্বিক্‌গণ! যেরূপ ব্যশ্বঋষি গান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ কর, কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দ্দিকেই তাঁহার দৃষ্টি।

৮। সেই সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্ত্তা, তাঁহা হইতে মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সেই হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়।

৯। হে সোম! তুমি ঈদৃশ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের বাসনা যে সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি জয় করি।

১০। হে অভিলষিত ফলবর্ষণকারী সোম। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ করি।

১১। হে সোম! তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্ত্তা এবং স্বর্গের দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জানিয়া যুদ্ধ অভিমুখে প্রেরণ করিতেছি।

১২। হে সোম! এই অঙ্গুলিদ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠাইয়া দাও।

১৩। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার আনিয়া দাও এবং আমরা কোন্ পথে যাইব তাহা দেখাইয়া দাও।

১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হইয়াছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারারূপে প্রবলবেগে উহার মধ্যে প্রবেশ কর।

১৫। তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তাহা প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। তুমি দর্পহারী হইয়া ক্ষরিত হও।

১৬। এই যে সোম ইহাকে স্তব করা হইতেছে, ইনি আকাশের দিকে যাইবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি যাইতেছেন।

১৭। হে সোম! আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগকে শতশত গোধন ও ঘোটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও।

১৮। হে সোম! দেবতাদিগের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাভবকারী তেজঃ প্রদান কর।

১৯। হে সোম! যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, তদ্রূপ তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এবং শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ কর(১)।

২০। এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র এবং বায়ু এবং বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে চলিয়াছেন।

২১। হে সোম! আমাদিগের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা সহস্র প্রকার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হই।

২২। যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ(২) নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।

২৩। কিম্বা যে সকল সোম আর্জীকদেশে, কিম্বা কৃত্বদেশে, কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে(৩)।

২৪। সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।

(১) সোমরসের কলসে প্রবেশের সহিত শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, এটী ঋষিগণের বড় মনোগত উপমা।

(২) শর্য্যণাবতী নদীর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

(৩) আর্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখা তীরস্থ জনপদের (আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। "Five tribes"—*Muir.*

২৫। এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, তিনি চালিত হইয়া গোচর্ম্মের উপর ক্ষরিত হইতেছেন।

২৬। যেরূপ অশ্বদিগকে জলমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদিগের গাত্র শোধন করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই সকল শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে শোধিত হইতেছেন।

২৭। হে সোম! যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়, তখন চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী ঋত্বিকেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও।

২৮। হে সোম! তোমার সেই যে প্রভাব, যাহা সকলকে সুখী করে, যাহা ধনসম্পত্তি আনিয়া দেয়, শত্রু হইতে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তাহা কামনা করিতেছি।

২৯। সেই বল আমাদিগকে মদমত্ত করে, সকলেই তাহা কামনা করে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষা করে এবং সকলেই তাহা প্রার্থনা করে।

৩০। আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি। হে সৎ-কর্ম্মকারী সোম! আমরা তোমার নিকট সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিশুর লোকে তোমাকে প্রার্থনা করে।

---

৬৬ সূক্ত।

অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শত সখ্যক বৈখানশ ঋষি।

১। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদিগের এই সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্ব্বক তুমি ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তোমার যে দুইটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

৩। হে সোম! তোমার চতুর্দ্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান ছিল, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে।

৪। হে সোম! তুমি আমাদিগের সখা, আমরা তোমার সখা, আমাদিগের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানাবিধ আহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে করিতে ক্ষরিত হও।

৫। হে সোম! তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহারা আপন তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে।

৬। এই যে সপ্তনদী (১), ইহারা তোমারই আদেশে বহমান হইতেছে, এই সকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হইতেছে।

৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর।

৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল, যে তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য্য স্মরণ করাইয়া দাও।

৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎকালে তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষলোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে।

১০। হে সৎকর্ম্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল।

১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, যেরূপ নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।

(১) সপ্তনদীর উল্লেখ

১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষীরপ্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জল প্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে।

১৪। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১৫। হে সোম! যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, তিনি মহান্, যিনি মনুষ্যমাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁহার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।

১৬। হে সোম! তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীদিগের অগ্রগণ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করিয়াছ, তখনই জয়ী হইয়াছ।

১৭। সেই সোমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল বদান্য অপেক্ষা অধিক দাতা।

১৮। হে সোম! তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশ বৃদ্ধি কর; আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি তোমার সহায়তা অভিলাষ করি।

১৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং দূর হইতে রাক্ষসদিগকে পরাভব কর।

২০। অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চ জনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি।

২১। হে অগ্নি! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর, তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ কর। তুমি আমাকে হৃষ্ট পুষ্ট গোধন বিতরণ কর।

২২। এই যে সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন, ইনি আমাদিগের স্তুতি বাক্য গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইতেছেন।

২৩। এই যে সোমরস, যাঁহাকে মনুষ্যেরা শোধন করেন, ইহার বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদিগের দিকেই ইহার গতি।

২৪। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিলেন, সেই জ্যোতিঃ যথার্থ তাহা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারসমূহকে নষ্ট করিল।

২৫। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁহার তেজঃ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিতবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হইতেছে।

২৬। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইহাঁর তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইহার ধারা হরিতবর্ণ, দেবতারা ইহার সহায়, ইনি তাহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।

২৭। এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইঁহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইঁহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন।

২৮। এই যে সোমরস, ইনি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষলোম-নির্ম্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষরিত হইলেন। ইনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশকরিলেন।

২৯। এই যে সোমরস, ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন(২)।

৩০। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যাহা স্বর্গ হইতে আহরণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাণ দান কর এবং আমাদিগকে আনন্দিত কর।

(২) সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই এই সূক্ত হইতে উপলব্ধি হয়, প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তাহার দুইটী করিয়া পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে, (২ ঋক্)। প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে, (৭ ঋক্)। পরে রমণীগণ অঙ্গুলিদ্বারা তাহা চটকাইয়া রস বাহির করে, (৮ ঋক্)। পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষলোমনির্ম্মিত পবিত্র অর্থাৎ ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয়, (৯ ঋক)। সে ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলীদ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক্)। সেই শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়, (১৩ ঋক)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ, (২৪ ঋক)। অথবা ঈষৎ হরিতবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলিয়াও কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। গোচর্ম্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয়, (২৯ ঋক।

৬৭ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও পবিত্র এই কএক জন ঋষি ।

১ । হে ক্ষরণশীল সোমরস ! তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও ।

২ । হে সোম ! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগকে আনন্দিত ও উন্মত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদান কর্ত্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে যারপর নাই আহ্লাদিত কর ।

৩ । তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া অতি উত্তম জাজ্জ্বল্যমান তেজঃ (তীব্রতা) ধারণ কর ।

৪ । হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে এবং অন্ন অন্ন এরূপ শব্দ করিতেছে ।

৫ । হে সোমরস ! তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হও, তাহা হইলে নানাবিধ সম্পত্তি, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য্য এবং গোধন লাভ হইয়া থাকে ।

৬ । হে সোমরস ! আমাদিগকে শতশত গোধন এবং সহস্র ঘোটক এবং নানাপ্রকার সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও ।

৭ । এই সকল সোমরস মেষলোমের মধ্যদিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপী হইল ।

৮ । সোমের রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ । সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষকর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়াছিল । সে নিজে ক্রিয়াতৎপর, যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তাহারই জন্য সে ক্ষরিত হয় ।

৯ । এই যে সোম, যিনি সকলকে কর্ম্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হইয়া অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা চালিত হইতেছেন, এবং বচন রচনাদ্বারা তাঁহার গুণগান হইতেছে ।

১০। পূষা নামক যে দেবতা, যিনি ছাগ বাহনে গমন করেন, তিনি যেন যখন যখন আমরা যাত্রা করি, তখনই আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

১১। কপর্দ্দী নামক যে দেবতা, তাঁহার উদ্দেশে এই সোমরস ঘৃতের ন্যায়, মধুর ন্যায়, ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন অনেক সংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি।

১২। হে তেজঃপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া ঘৃতের ন্যায় নির্ম্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

১৩। হে সোম! তুমি কবিদিগের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, যে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাদিগের জন্য রত্ন স্থাপন করিয়া থাক।

১৪। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে(১)।

১৫। হে সোম! তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তাহা চতুর্দ্দিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছে।

১৬। হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নাই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও।

১৭। এই সকল সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহারা রথের ন্যায় বিপক্ষদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করিয়া আনিয়া দেয়।

১৮। সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাহাদিগের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই, তাহারা প্রস্তুত হইবার সময়ে শব্দ করিতে লাগিল।

(১) ১৪ ও ১৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সহিত সোমের তুলনা।

১৯। এই সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছে, ইহার গুণ গান করা হইয়াছে, ইহা পবিত্রের উপর যাইতেছে। যে তোমাকে স্তব করে, তাহাকে তুমি বীর্য্যবান্ কর।

২০। এই যে সোম, ইনি নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহার গুণ গান করা হইয়াছে, ইনি রাক্ষসদিগকে হনন করেন, এক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইনি মেষলোমে যাইতেছেন।

২১। হে ক্ষরণশীল সোম! কি নিকটে, কি দূরে, যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নষ্ট কর।

২২। সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁহার স্বভাব।

২৩। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগের দেহ পবিত্র কর।

২৪। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।

২৫। হে দেব সবিতা! পবিত্রদ্বারা এবং সোম নিষ্পীড়নদ্বারা এই উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব্ব ভাগ শোধন কর।

২৬। হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্য্যক্ষম মূর্ত্তি, এই তিন মূর্ত্তিদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।

২৭। দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁহাদিগের নিজ কার্য্যদ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র কর। হে অগ্নি! আমাকে শোধন কর।

২৮। হে সোম! তোমার তাবৎ ধারা সহকারে বিশেষরূপে প্রবাহমান হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহার।

২৯। সেই যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শব্দ করিতে থাকেন, যাঁহাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হয়, আমরা নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিতেছি।

৩০। সর্ব্বস্থান আক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কুঠার যাহাতে নষ্ট হইয়া যায়, হে দেব সোম! তুমি সেইরূপে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার কর।

৩১। যে ব্যক্তি পবমান সোম বিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালীনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।

৩২। যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোম বিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।

সূক্ত ৬৮।

পবমান সোম দেবতা। বৎস ঋষি।

১। সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবাহমান হইতেছে, তাহারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাভীগণ হম্বা রব করিতে করিতে কুশের উপর উপবেশনপূর্ব্বক অতি পরিষ্কার দুগ্ধ দান করিতেছে।

২। সেই সোমরস শব্দ করিতে করিতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করিতে করিতে হরিতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক সুস্বাদ হইতেছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়া মহা-বেগে নির্গত হইয়া শত্রুবর্গকে সংহার করিতেছে এবং ধন বিতরণ করিতেছে।

৩। মত্ততা উৎপাদক যে সোম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এই দুই যুগল ভুবন নির্ম্মল করিলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, যে দুগ্ধ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক করিয়াছেন, যিনি অগ্রসর হইতে হইতে অক্ষয় বল ধারণ করিলেন।

৪। সেই মেধাবী পুরুষ আপনার দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জল সমস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে আহারদ্বারা আপন স্থান আপ্যায়িত করিতেছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সহিত মিশ্রিত করিলেন, তিনি অঙ্গুলিদিগের সমাগম প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাবৎ প্রাণীকে রক্ষা করিতেছেন।

৫। সুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি জল হইতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সেই দুই জন একবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাদিগের একটী গুহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, আর একটী প্রকাশ পাইতেছে।

৬। বুদ্ধিমান লোকগণ সেই আনন্দকর সোমের রূপ চিনিতে পারেন, যাঁহাকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আহরণ করিয়াছিল, তাহাতেই এক্ষণে উহা খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ হইয়াছে। সেই সোমকে জলের মধ্যে শোধন করে, তাহাতে উহার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী ও প্রশংসার যোগ্য হয়।

৭। হে সোম! দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করিতেছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিদিগের কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছ, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানা প্রকার স্তব পাঠ করা হইতেছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছ। যাহারা দেবতাদিগের নাম লইয়া থাকে, তোমার কার্য্য এই যে, তুমি তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ কর।

৮। যখন সোমরস চমৎকাররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্ব্বক উহার মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ করিয়া থাকে। এই সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়. ইহার সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় করিয়া লওয়া যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, ইহার প্রভাবে উত্তমরূপ বচন রচনা করা যায়।

৯। এই যে সোমরস ইনি আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দুগ্ধাদি সহযোগে সুস্বাদু হইতেছেন, আর যাহা কামনা করা যায় এবং যাহা প্রীতিকর, ইনি সেইরূপ বস্তুই আনিয়া দিতেছেন।

১০। হে সোমরস! তোমাকে সেচন করিতেছি, তুমি আমাদিগের জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। আর সেই যে দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহারা কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তাঁহাদিগকে

আমরা আহ্বান করি। হে দেবতাবর্গ আমাদিগকে ধনসম্পত্তি এবং কর্ম্মক্ষম সন্তান প্রদান কর।

৬৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। যেরূপ ধনুকের সহিত বাণের যোজনা করা হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করিতেছি। যেরূপ বৎস মাতার স্তনের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের সহিত আমরা সোমরস সংসৃষ্ট করিতেছি। যেরূপ প্রচুর দুগ্ধধারা দিতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, তদ্রূপ ইন্দ্র আসিতেছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়া হইয়া থাকে।

২। ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হইতেছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হইতেছে, তাঁহার মুখ মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সোমরস ক্ষরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্দ্ধারীর হস্ত হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র যথাস্থানে যাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাইতেছে।

৩। সোমরস যে জলের সহিত মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁহার বধূ তুল্য। তিনি সেই বধূর সহিত মিলিত হইবার জন্য মেষচর্ম্মের সর্ব্ব ভাগে ক্ষরিত হইতেছেন। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জগণ পৃথিবরী সন্তান স্বরূপ। যিনি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তির জন্য হরিতবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানদিগকে শিথিল অর্থাৎ ফলবান করিয়া দেন। সোমরস মদিরার ন্যায় লোককে মত্ত করেন, তিনি যজ্ঞকালে পাত্রেপাত্রে গমন করিতেছেন। যেরূপ মহিষ আপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরস যেন তদ্রূপ করিতেছেন।

৪। বৃষ শব্দ করিতেছে, গাভীগণ তাহার দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ সোমরসকে দেখিয়া আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনা হইতে নির্গত হইতেছে। এই সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপানর শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন।

৫। হরিতবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হইবার সময় এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, যাহা বিনা যত্নে শুভ্র হইয়া আছে, অর্থাৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ নষ্ট হয়, এরূপ শোধন করিবার জন্য সূর্য্যদেবকে সংস্থাপন করিলেন। সেই সূর্য্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

৬। এই সকল সোমরস সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা ইতস্তত ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা লোকদিগকে মদমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত করিয়া দেয়, ইহারা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হইতেছে, ইহারা মিলিত হইয়া বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছে। ইহারা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না।

৭। ঋত্বিক্‌গণ যখন সোমকে নির্গলিত করিল, তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে যাইতে লাগিল। হে সোমরস! আমাদিগের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলকে কুশলে রাখ, আমাদিগের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তান সন্ততি অভাব না হয়।

৮। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি এবং সুবর্ণ এবং ঘোটক এবং গাভী এবং যব এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদিগকে অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত আছ।

৯। এই সমস্ত হরিতবর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে যাইতেছে, যে প্রকার রথ সমস্ত যুদ্ধাভিমুখে যাইয়া থাকে। ইহারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছে এবং যুবা হইয়া বৃষ্টি উপস্থিত করিতেছে।

১০। হে সোমরস! অতি সুস্বাদু ও নির্ম্মল হইয়া মহীয়ান ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং বিপক্ষদিগকে পরাভব কর। যে তোমাকে স্তব করে, তাহাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! তোমরা উত্তম উত্তম বস্তু দিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ কর।

(১) সন্তানসন্ততি এবং সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী ও যব তৎকালে সংসার সুখের প্রধান উপকরণ ছিল, ঋষিগণ তৎকালে সংসারী ছিলেন।

৭০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। রেণু ঋষি।

১। যৎকালে সোমরস যজ্ঞদিগের সহিত বৃদ্ধি পাইলেন, তৎকালে তাঁহার জন্য পূর্ব্ব পরম্পরাগত যজ্ঞ মধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করিয়া দিল, তিনি চারিটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশ-পূর্ব্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করিলেন।

২। তিনি নির্ম্মল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কার্য্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়া দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন।

৩। সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হউক, তাহাদ্বারা স্থাবর, জঙ্গম এই দুই প্রকার বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। সেই ঔজ্জ্বল্যদ্বারা তিনি আমাদিগকে বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁহার উদ্দেশে স্তুতি পাঠ হইতে লাগিল।

৪। সেই সোমরস কর্ম্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হইতেছেন, তিনি আকাশ পথে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যবর্গ এবং দেবতা-বর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন।

৫। তিনি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্ম্মতি লোকদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রুদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন।

৬। তিনি আপনার জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করিয়া গো বৎসের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন, তিনি বায়ু-গণের ন্যায় শব্দ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য অতি চমৎকার, তিনি দেখি-লেন যে, জলই লোকদিগের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্ব্বাগ্রে জলই বিতরণ করিলেন, তাঁহার বাঞ্ছা যে, তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন।

৭। সোম যেন একটি ভয়ঙ্কর বৃষভ, তাহাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয়, তখন তাহার যে দুই ধারা বিগলিত হইতে থাকে, তাহাই যেন তাহার দুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই দুই শৃঙ্গ শাণিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন। তিনি তাহার আধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন, গো চর্ম্ম এবং মেষচর্ম্ম তাহাকে শোধন করিতেছেন।

৮। হরিতবর্ণ সোমরস যখন নির্ম্মল হইয়া ক্ষরিত হয়, তখন মেষ-লোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁহাকে কম্মিষ্ঠ ঋত্বিক্‌গণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিবিধ উপকরণ সম্পন্ন করে, এই রূপে তিনি মিত্র ও বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার সেবনীয় হন।

৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পূরণকর্ত্তা, তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ কর, আপদ বিপদ আমাদিগকে আক্রমন না করিতে করিতে উহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রান কর। যে ব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাসা-কারী ব্যক্তিকে পথ বলিয়া দেয়। অর্থাৎ সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বলিয়া দেও।

১০। যেমন ঘোটককে চালাইলে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকা যোগে নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে বিপদ পার করিয়া দেও। বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের শত্রুবর্গকে সংহার কর।

৭১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ঋষভ ঋষি।

১। দক্ষিণা দান করা হইতেছে, সোমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে যাইতেছেন, তিনি সতর্ক হইয়া হিংসাকারী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভক্ত-দিগকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশ মধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয়

করিতেছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকারস্বরূপ মলিনতা শোধন করিবার জন্য সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত করিতেছেন।

২। শত্রুবর্গের শোষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষ সংহারক যোদ্ধার ন্যায় আসিতেছেন, আপনার অসূর্য্য প্রতাপ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি জরা পরিত্যাগ করিতেছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, বিস্তারিত মেষচর্ম্মের উপর আপনার নির্ম্মল মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেছেন।

৩। প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ক্ষরিত হইতেছে, তাহার ভাব ভঙ্গী যেন বৃষের ন্যায়। তাহার গুণ গান করিলে তিনি আকাশ পথে সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্র পাত্রে মিলিত হন, তাহাকে স্তব করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সহিত মিশ্রিত হন এবং দেবতারা যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হন, সেই যজ্ঞে তিনি পূজিত হন।

৪। মাদকতা শক্তিধারী সোমরসগণ সেই ইন্দ্রকে সেচন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘদিগকে সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যাহার জন্য উৎকৃষ্টদ্রব্য ভক্ষণকারী গাভীগণ আপনাদিগের উন্নত উধোভার হইতে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকে।

৫। দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের ন্যায় চালাইয়া দেয়। যৎকালে স্তুতি পাঠকারী ঋত্বিকগণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন।

৬। যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে(১), তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সেই প্রীতি প্রদানকারী সোমরসকে স্তব করিতে করিতে যজ্ঞ স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই পূজনীয় সোমরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করেন।

৭। এই দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষরূপে জলসিক্ত হইয়া শূন্য পথে কলসের মধ্যে পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহাকে তিন বার নিষ্পীড়িত করা হইয়াছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ

করিতে থাকেন, ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে গতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভা কালে শব্দ করিতে করিতে শোভমান হয়েন।

৮। এই সোমরসের সেই যে মূর্ত্তি, যাহা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে পরাভব করে, তাহা জাজ্জ্বল্যমান রূপ ধারণ করিতেছেন। জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নৈবিদ্য সহকারে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হইতেছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছে।

৯। যেরূপ বৃষ গাভীর দলের সহিত মিলিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করে। ইহারই প্রভাবে সুর্য্যের প্রভা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান করেন।

৭২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। হরিমন্ত ঋষি।

১। হরিতবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হইতেছে, ঘোটকের ন্যায় তাঁহাকে যোজনা করা হইতেছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তিনি যখন শব্দ করেন, তখন তাঁহাকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ স্তব করে, তাহার কামনা তিনি পূর্ণ করেন।

২। যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হন, কিম্বা যখন সুগঠন বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের দশ অঙ্গুলিদ্বারা তাহার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করিতে থাকে, তখন অনেক বুদ্ধিমান লোক এক বাক্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন।

৩। এই সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি এপ্রকার শব্দ করিতেছেন, যে সূর্য্যের কন্যা শুনিয়া আহ্লাদ পাইতে-ছেন(১)। গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্ব্বক ইহার গুণকীর্ত্তন করি-তেছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অঙ্গুলির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৪। এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হন, যিনি গাভীগণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ,

(১) ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

অর্থাৎ বৃষের ন্যায় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, যাঁহাকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হইয়াছে, যিনি অনেক কর্ম্ম সিদ্ধ করেন এবং মনুষ্যদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হন, হে ইন্দ্র! সেই নির্ম্মল সোমরস তোমার জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! এই সোমরস ধারারূপে নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যের দুই হস্তে চালিত হইয়া তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহার বলে বলবান হইয়া সকল কার্য্য সম্পূর্ণ কর এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব কর। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে, তদ্রূপ সোম নিষ্পীড়নোপযোগী দুই প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন।

৬। কর্ম্মদক্ষ. সুনিপুণ. বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সোমকে নিষ্পীড়িত করেন. তিনি শব্দ করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া বিস্তর কার্য্য সিদ্ধ করেন. তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু এবং নানাবিধ স্তুতি-বাক্য একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞ স্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হন।

৭। এই সোমরস পৃথিবীর মধ্য স্থানস্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গ মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হইয়া থাকেন, ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি তাবৎ ধন আহরণ করিয়া দেন, ইনি মাদকতা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া লোকদিগের সুখের জন্য চমৎকার-ভাবে ক্ষরিত হয়েন।

৮। হে সুন্দর কর্ম্মকারী সোমরস! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোক-দিগের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করিতে করিতে স্তব করে, তাহাকে ধন দান কর। আমাদিগের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হইতে আমাদিগেকে বঞ্চিত করিও না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারি।

৯। হে সোমরস! তুমি আমাদিগকে শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদিগকে বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেও, তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের গুণগান গ্রহণ কর।

৭৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। পবিত্র ঋষি।

১। যাহার দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হন, সেই দুই খানি প্রস্তর-ফলক যেন যজ্ঞের সৃক্কস্বরূপ নিষ্পীড়নের সময় সোমরসের ধারাগুলি সেই দুই সৃক্ককে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সেই অসুর(১) সোমরস হইতেই দেবতা ও মনুষ্যদিগের বিহারার্থ তিন ভুবনের নির্ম্মাণ হইয়াছে। সেই সোমই যথার্থ। তাহাকে রাখিবার জন্য যে চারটি স্থালী প্রস্তুত করা হয়, সে চারিটি স্থালী নৌকারস্বরূপ হইয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে পার করিয়া দেয়।

২। প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ সকলেই মিলিত হইয়া সুন্দররূপে সোমরসকে প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহারা নানাবিধ ফল লাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহারা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করিতে করিতে মাদকতা শক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজঃ বর্দ্ধিত করিতেছেন, যে হেতু ইন্দ্রের তেজঃ বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের মনে প্রীতি হয়।

৩। যাঁহাদিগের পবিত্র আছে, তাঁহারা বাক্যের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করেন। ইঁহাদিগের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করিলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করিতে পারেন(২)।

---

(১) "অসুর" শব্দ এই সমস্ত অষ্টকে ছয় বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

মণ্ডল		সূক্ত		ঋক					
৯	মণ্ডলের	৭৩	সূক্তের	১	ঋকে	অসুর	শব্দ	সোম	সম্বন্ধে
ঐ	,,	৭৪	,,	৭	,,	,,	,,	,,	,,
ঐ	,,	৯৯	,,	১	,,	,,	,,	,,	,,
১০	,,	১০	,,	২	,,	,,	,,	স্বর্গধারী দেব	,,
ঐ	,,	১১	,,	৬	,,	,,	,,	পুরোহিত	,,
ঐ	,,	৩১	,,	৬	,,	,,	,,	যজ্ঞ	,,

অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ঐ শব্দ এক বারও ব্যবহৃত হয় নাই।

(২) এই ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণের কষ্টকল্পনা অবলম্বন না করিয়া কেবল অক্ষরার্থ মাত্র এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। ইহার পরের কয়েকটী সূক্তেরও অর্থ স্পষ্ট নহে।

৪। তাহারা সহস্রধারা বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নের দিকে শব্দ করিতেছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্ব্বক পরস্পর পৃথকরূপে তাহারা অবস্থিতি করে। ইহার শীঘ্রগামী, সার সমস্ত একবারও চক্ষু উন্মিলন করে না। তাহারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হইয়া পাপীদিগকে পাশবদ্ধ করে।

৫। পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যাহারা শব্দ করিয়াছিল, তাহারা গুণকীর্ত্তন লাভ করিয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে অধার্ম্মিক লোকদিগকে দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ইন্দ্র দেখিতে পারেন না(১) তাহার ক্ষমতাবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হইতে দূর করিয়া দেয়।

৬। তাহারা শ্লোক উত্তেজনা করিতে করিতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্ব্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হইয়া শব্দ করিয়াছিল। যাহাদিগের চক্ষু নাই ও কর্ণ নাই, তাহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল। দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকে কখন উত্তীর্ণ হয় না।

৭। সোম শোধন করিবার যে আধার, যাহা হইতে সহস্রধারা নিপতিত হয়, তাহা যখন বিস্তারিত হইল, তখন বিদ্বান্ কবিগণ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যে সারভূত পদার্থ আছে, তাহা রুদ্র এবং অন্নদাতা এবং দ্বেষহীন, তাহাদিগের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাহাদিগের চক্ষু।

৮। তিনি সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, উত্তম কার্য্যকারী, কখন ছলনা করেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করিলেন। তিনি বিদ্বান, তাবৎ ভুবন দৃষ্টি করেন। যাহারা সৎকর্ম্মে অনাবিষ্ট, যাহারা ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন।

৯। বরুণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাঁহার ক্ষমতাবলে সৎকর্ম্মের সূত্র পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইল। পণ্ডিতেরাই তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করেন। যাহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, তাহারা অধোগামী হয়।

(১) এই স্থানে এবং পরের কয়েকটী ঋকে বোধ হয় যজ্ঞ বিরোধী কৃষ্ণচর্ম্ম বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কক্ষীবান্ ঋষি।

১। যিনি জন্মগ্রহণ মাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন, যিনি বলবান্ ঘোটকের ন্যায় আকাশে উঠিতে যান, যিনি বারি বৃদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম স্তবের দ্বারা সেই সোমকে স্মরণ করি।

২। স্তম্ভের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বত্র গমন করেন, তিনি এই দ্যুলোক ও ভূলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বারা যোজনা করিয়া দিন। তিনি পরস্পর মিলিত এই দুই ভুবনকে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা।

৩। যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনয়ন কর্ত্তা, যাঁহাকে স্তব করিলে এই স্থানে আসিবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আগমন করেন, তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য প্রশস্ত পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করা আছে।

৪। তিনি সৎকর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ আকাশ হইতে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত, দুগ্ধ দোহন করেন, অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি জল বর্ষণ করেন। তাহাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয়।

৫। সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিলেন। মনুষ্যের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন, তাহাতে আমরা পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া থাকি।

৬। যে সমস্ত সোমরসগুলি সহস্রধারাবর্ষণকারী স্বর্গ লোকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যাহারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তাহারা পৃথিবীতে পতিত হউক, সোমের সেই চারি অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাহাদিগকে আকাশ হইতে আনয়নপূর্ব্বক পৃথিবীতে স্থাপন

করিয়াছেন। তাহারা বৃষ্টিবর্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞের উপকরণ এবং দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেয়।

৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয়, তখন তিনি উহাদিগকে শুভ্রবর্ণ করিয়া দেন। সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা উত্তম উত্তম তাবৎ কর্ম্মের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন এবং জল বর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া দেন।

৮। সোমরস ঘোটকের ন্যায় জলপূর্ণ-শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হইতেছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন। তিনি কক্ষীবান্ ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন।

৯। হে সোম! যখন তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতে থাক, তখন তোমার রস ক্ষরিত হইয়া মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা শক্তিধারী সোম! কবিগণ তোমাকে সংশোধন করিলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও।

৭৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কবি ঋষি।

১। সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন।

২। সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালন কর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটী নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতা মাতা জানিতেন না।

৩। যখন ঋত্বিক্‌গণ সোমকে স্বর্ণময় চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন, তখন সোমরস দীপ্তি পাইতে পাইতে শব্দের সহিত কলসে

প্রবেশ করেন, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন, তিনি তিন বার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকালে শোভা পাইতেছেন।

৪। অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্ত্তন সহকারে প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকে আলোকময় করিতে করিতে নির্ম্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হইতেছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে সোমরস! তুমি চতুর্দ্দিকে গতিবিধি করিয়া মঙ্গল বিধান কর, তুমি মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বস্তু সকলের সহিত মিশ্রিত হও। তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুক্ত প্রখর রস আছে, তদ্দ্বারা ধন বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

৭৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কবি ঋষি।

১। এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।

২। ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জ্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।

৩। হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হওয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়াদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।

৪। বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, তাঁহার ক্ষমতা ঋষিদিগের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্য্যের আলোকের সহিত মিশ্রিত হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার স্তবের উৎপাদনকর্ত্তা, তাহার কার্য্য অনির্ব্বচনীয়।

৫। হে সোম! বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি তুমি, কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ। সেই বৃষ জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে মাদকতা শক্তিতে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাইয়া যুদ্ধে জয়ী হই।

৭৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই দেখ মধুর সোমরস, যাহার শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, যাহার রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ঋতের গাভীগণ, যাহাদিগকে অনায়াসে দোহন করা যায়, যাহারা ঘৃত তুল্য দুগ্ধ দোহন করিয়া দেয়, তাহারা দুগ্ধ লইয়া এই সোমরসের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে।

২। শ্যেনপক্ষী আপন জননীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাহাকে আকাশ হইতে বায়ুপথের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ করিয়াছিল(১), সেই প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাত ভয়ে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নভাবে মধুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৩। সেই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং তাবৎ পুণ্যকর্ম্ম ও তাবৎ আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা প্রচুর অন্ন ও গাভী দিবার জন্য আমাদের নিকটে আগমন করুন্।

৪। এই প্রবীন সোমরস, যাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে স্তব করিলাম, তিনি বিশিষ্টমনোযোগের সহিত আমাদিগের হিংসকদিগকে বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুর দুগ্ধ দানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হন।

৫। এই যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস, যিনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি বরুণের ন্যায় মহৎ, যাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইলে, তিনি মিত্রদেবতার

(১) শ্যেনপক্ষী আকাশ হইতে অথবা মূজবান্ পর্ব্বত হইতে (১০।৩৪।১) সোম আনিয়াছিলেন, ইহা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আখ্যানটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও শতপথ ব্রাহ্মণে কিরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা ১।৮০।২ ঋকের টীকায় দেখ।

ন্যায় দুরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করিতে করিতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ তিনি আসিতেছেন।

---

৭৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই শোভাধারি সোমরস শব্দ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহার যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমময় পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখে। এইরূপে শোধিত হইয়া ইনি দেবতাদিগের নিকট গমন করেন।

২। হে বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সোমরস! ঋত্বিকেরা তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। তোমার যাইবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তুমি প্রস্তরফলকে অবস্থিত থাক, তখন তোমার সহস্রসহস্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়।

৩। আকাশবিহারিণী কয়েক জন অপ্সরা(১) আসিয়া মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করিল। যাহাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হইয়া যায়, তাহারা তাহাকে এইরূপে চালাইয়া দিতেছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হন, ইহার নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করিতেছে।

৪। সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় করি, রথ, সুবর্ণ, পরম সুখ সকলি জয় করি, আমরা জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্তু উপার্জ্জন করি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, ইহার তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই, ইহার রস অতি চমৎকার, ইহার বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এতাদৃশ এই সোমরসকে দেবতারা পান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(১) পৌরাণিক অপ্সরা কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু ঋগ্বেদের অপ্সরা কি?

পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টুকর বিবেচনা করেন যে, সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করিলে তাহাকেই প্রথমে অপ্সরা কহিত। "Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds."— Quoted in Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V. (1884), p. 345. কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাহাই হউক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৫। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদিগের যথার্থ কর। কি দূরে, কি নিকটে, আমাদিগের সকল শত্রু নষ্ট কর। আমাদিগকে সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান কর এবং ভয় সমস্ত নষ্ট কর।

৭৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুক, আমাদিগের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হউক, আমাদিগের শত্রুরাও নষ্ট হউক, আমাদিগের সৎকর্ম্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন্।

২। মাদকতাশক্তিধারী সোমরসগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুন্; তাঁহাদিগের প্রভাবে আমরা শত্রুর ধন জয় করিয়া লই। তাঁহার প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকি।

৩। সেই সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেমন পিপাসা লাগিয়াই আছে, তিনি তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লাগিয়াই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাহা-দিগকে বিনাশ কর।

৪। হে সোম! তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। তথা হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তোমার অবয়ব-গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা বৃক্ষরূপে জন্মিল। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক গোচর্ম্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্ব্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন।

৫। হে সোমরস! প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস চালাইয়া দিতেছেন। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদিগের শত্রুমাত্রকে বধ কর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হউক।

৮০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বসুনামা ঋষি।

১। বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হইতেছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনিয়া ইনি উজ্জ্বল হইতেছেন। ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বস্থান আচ্ছাদন করিতেছেন।

২। হে অন্নদাতা! সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হইলে, তুমি উজ্জ্বল হইয়া লৌহনির্ম্মিত আপন স্থানে আরোহণ কর। হে সোমরস! তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘ আয়ুঃ ও বিস্তর অন্ন প্রদান করিতে করিতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্ব্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলাধায়ক দ্রব দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হইতেছেন। মনোবাঞ্ছা পূরণকারী নানাস্থান-বিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করিতে করিতে উজ্জ্বলভাবে বহিয়া যাইতেছেন।

৪। হে সোমরস! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিকগণ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্ব্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে সহস্রপ্রকার সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও।

৫। সুনিপুণ-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া মনো-বাঞ্ছা পূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রকে মদমত্ত করিতে করিতে তাবৎ দেবতার নিকট গমন কর।

৮১ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হইয়া অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হইয়া যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করিবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত করিয়া তুলিল।

২। যেরূপ রথবহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে যায়, তদ্রূপ মনোবাঞ্ছা পূরণকারী সোমরস কলসগুলির দিকে বহিয়া যাইতেছেন। এই জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এই দুই জাতি দেবতাদিগকে প্রীত করিতেছেন।

৩। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের চতুপার্শ্বে সম্পত্তি ছড়াইয়া দাও, বিস্তর অন্ন আমাদিগকে বিতরণ কর, আমি তোমার দাস, হে অন্নদাতা! বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন আমাদিগের দূরে আর কুত্রাপি বিতরণ করিও না।

৪। অতি বদান্য এই সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুন, অর্থাৎ পূষা ও পবমান ও মিত্র ও বরুণ ও বৃহস্পতি ও মরুৎ ও বায়ু ও অশ্বিদ্বয় ও ত্বষ্টা ও সবিতা ও সুগঠন মূর্ত্তিধারিণী সরস্বতী সকলে আগমন করুন।

৫। দ্যুলোক ও ভূলোক এই দুই ভুবন, যাঁহারা সমস্ত বিশ্ব ঘেরিয়া আছেন এবং অর্য্যমা এবং অদিতি ও বিধাতা ও মনুষ্যগণের প্রশংসাভাজন ভগ নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এই সকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

৮২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হইল। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারী। তিনি রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিতেছেন, তিনি শোধিত হইবার জন্য মেষলোমে মিলিত তিনি শ্যেনপক্ষীর আপন স্থানে উপবেশন করিতেছেন।

২। হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।

৩। পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা(১), সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপর বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল। তিনি সুন্দর যজ্ঞ মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।

৪। হে পৃথিবীর সন্তান সোম! তোমাকে আর অধিক কি বলিব। স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের সুখ বিধান করিয়া থাক। আমাদিগের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তুমি দর্শন দাও, তাহাতেই আমাদের জীবনের মঙ্গল। তুমি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। আমাদিগের বিপদের সময় আমাদিগের উপর প্রহরীর কার্য্য কর।

৫। হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! যেরূপ তুমি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে আমাদিগের এই নূতন পুণ্যকর্ম্মের সময় প্রবল হও এবং ক্ষরিত হও; তুমি মনে করিলে শত শত সংখ্যায় সহস্র-সহস্র দান করিতে পার। এই সকল জল তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার সহিত মিলিত হইতেছে।

(১) এই স্থানে এবং ৯।১১৩।৩ ঋকে পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৮৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র ঋষি।

১। হে সোম! তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিত্রকার্য্যের অধিপতি। তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে। যে তোমাকে পান করে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয়, তাহা হইলে সাধ্য নাই যে তোমাকে ধারণ করে। যাহাদের দেহ পরিপক্ক, তাহারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করিতে পারে।

২। উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধন যন্ত্র (ছাঁকুনী) বিস্তারিত আছে। ইহার প্রতানগুলি (ডাঁঠা) অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া দীপ্যমান্ ভাবে গগনাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয় যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করিতেছে। তাহারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠিতেছে(১)।

৩। ইনি, [সোমরস] প্রভাত কালেই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছেন। ইনি অভিষেককারী. অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্ন বিতরণকর্ত্তা, ইহার প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্ব্বপুরুষদিগকে সমাবৃত করিল, তখন তাঁহারা সন্তান উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।

৪। যথার্থতঃ গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ সূর্য্যদেব(২) এই সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুত শক্তিধারী এই সোমরস দেবতার সন্তানদিগকে রক্ষা

---

(১) সায়ণ এই ঋকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(২) এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থে সায়ণ সূর্য্য করিয়াছেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্ব্বের নিবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের রথের বল্‌গা ধারণ করিলেন। এই সকল ও অন্যান্য ঋক্ হইতে অনুমান হয়, যে সায়ণে ব্যাখ্যা প্রকৃত, গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ সূর্য্য, বা সূর্য্য রশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্ব্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন লোকে গন্ধ ও অপ্‌সরা শব্দদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়া গেলে, তখন অপ্‌সরাগণ গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। (অথর্ব্ববেদ ৪।৩৭।১২ দেখ) সূর্য্যরশ্মিদ্বার জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি এই উপাখ্যানের আদি কারণ?

রেন। ইনি পাশের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যাঁহার লক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁহারাই ইহার চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন।

৫। হে সোমরস! তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং নির্ম্মল জল বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে আগমন কর। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সহস্রস্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় কর।

৮৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। হে সোমরস! তুমি দেবতাদিগের আনন্দ কর; সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র ও বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত, তাহাকেই ডাকিয়া লও।

২। যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন, সেই অমর সোম সেই সমস্ত যজ্ঞে আসিতেছেন। যাহা পূর্ব্বে পরস্পর সংবদ্ধ ছিল, ইনি তাহা পৃথক করিয়া দিতেছেন এবং সূর্য্য যেরূপ প্রভাত কাল করিয়া দেন, তদ্রূপ এই সোম আমাদিগকে আলোক দান করিতেছেন।

৩। যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাদিগের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ করিয়া দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হইয়া উজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হয়েন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাদিগকে মাতাইয়া দেন।

৪। সেই এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ করিতেছেন। ইনি নানা দিক দিয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ইনি এরূপভাবে কলসের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, যে দেখিয়া ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকিতেছে না।

৫। চতুর্দ্দিকে স্তোত্র পাঠ হইতেছে, সেই সোমরসের চতুর্দ্দিকে গাভী-গণ দুগ্ধ দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইতেছে, সোমরসের সহিত মিশ্রিত সেই দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সেই সোমরস চমৎকার সুখ দিয়া থাকেন। তিনি প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হইতেছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান্ কবি, তাঁহার প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্ত্তি। তিনি সর্ব্ব-প্রকার অন্ন বিতরণ করেন।

৮৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বেন ঋষি।

১। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হউক। যাহারা মুখে মনে ভিন্ন, তাহারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি যেন এই আমাদিগের যজ্ঞস্থানে ধনের সহিত উপস্থিত হয়।

২। যুদ্ধস্থলে আমাদিগকে প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতা-দিগের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দ্দিকে তোমার স্তব করিতেছি, শত্রু-দিগকে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর, বিপক্ষদিগকে সংহার কর।

৩। হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হইতেছ। তোমার তুল্য আনন্দ বিধাতা কেহ নাই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নাই। বিস্তর বিদ্বান্‌লোক তোমাকে স্তব করিতেছেন। তুমি এই ভুবনের রাজা। তোমার নিকটবর্ত্তী তাঁহারা হইতেছেন।

৪। এই আশ্চর্য্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন। আমাদিগের জন্য ক্ষেত্র জয় করিয়া দাও, জল জয় করিয়া দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্ত্তা (দ্রবাত্মক)। আমা-দিগের পথ প্রশস্ত করিয়া দাও। (আমরা যেন অবারিতগতি হই)।

৫। কলসের মধ্যে শব্দ করিতে করিতে তুমি ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। মেষলোমময় পাবিত্রের মধ্য দিয়া নানা গতিতে যাইতেছে।

তোমাকে শোধন করা হইলে, তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্যবাহী ঘোটকের ন্যায় গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের উদরে যাইতেছ।

৬। তুমি মধুরভাবে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সেই ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র ও বরুণ ও বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নাই।

৭। এই দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া শোধন করিতেছে। মেধাবী পুরুষদিগের স্তোত্রবাক্য ইহার প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে, সোমরসেরা ক্ষরিত হইতে হইতে সেই চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই সকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছে।

৮। হে সোম! ক্ষরিত হইতে হইতে তুমি আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও, প্রশস্ত বাস্তুবাটী করিয়া দাও। আমাদিগের যজ্ঞের বিঘ্নকর্ত্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়, হে সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করিতে পারি।

৯। এই বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রহিলেন, এই কার্য্যকুশল সোম আর আর দীপ্তিশলী বস্তুদিগকে আরো দীপ্তিযুক্ত করিয়া দিলেন, ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছেন এবং মনুষ্যের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন।

১০। বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এই উন্নতস্থানবর্ত্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিতে করিতে এবং পরস্পর পৃথক্‌ভাবে দোহন করিতেছেন। এই দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি মধুর রসরূপী হইয়া পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যাইতেছেন।

১১। এই সুপর্ণ সোম(১) আকাশে উড়িতে ছিলেন, বেন নামক ব্যক্তিরা সাধ্য সাধনা করিয়া আনিয়াছে। এই সোম শিশুর ন্যায় শব্দ

(১) এখানে সোমকেই "সুপর্ণ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

করিতেছেন, ইহার প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হইতেছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, পৃথিবীতে আসিয়া আছেন।

১২। ইনি গন্ধর্ব্ব(২), আকাশের ঊর্দ্ধভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, ইঁহার তেজঃ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক জননী তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিল।

---

৮৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রথম ১০ ঋক আকৃষ্ট ও মাষ নামে ঋষিগণ; দ্বিতীয় ১০ ঋক্ সিকতা ও নিবাবরী নামক ঋষিগণ; তৃতীয় ১০ ঋক্ পৃশ্নি ও ইতিজ নামক ঋষিগণ; চতুর্থ ১০ ঋক্ আকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ; তদনন্তর ৫ ঋক্ অত্রি ঋষি; তদনন্তর ৩ ঋক্ গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হইতেছে, ইহারা মানসবেগে অগ্রসর হইতেছ, ইহারা আনন্দকর, ইহারা শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হইতেছে। ইহারা পক্ষীর ন্যায় আকাশ হইতে পতিত হইতেছে। মধুর রসশালী অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এই সোমরসগুলি কলসটীকে পরিপূর্ণ করিয়া উপবেশন করিতেছে।

২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হইতেছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমাণ এই সকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেইরূপ আপ্যায়িত করিতেছে, যেরূপ গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে।

৩। ঘোটককে চালাইয়া দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম! তদ্রূপ দ্রুত বেগে তুমি আইস। তুমি স্বর্গীয় বস্তু তুল্য, তুমি প্রস্তরনির্ম্মিত কলসে আকাশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হইতেছে(১)।

---

(২) এখানেও গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য। সোমকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইতেছে।

(১) সায়ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৪। হে সোম! চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়া কলসের মধ্যে যাইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তাহারা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছেন, যে হেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু।

৫। হে সোম! তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা। তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্ব্বস্থানব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এই রূপে তুমি ক্ষরিত হও।

৬। যখন সোম নিষ্পীড়িত হয়েন, তখন তিনি নিজে একস্থানবর্ত্তী, সুস্থির, কিন্তু তাঁহার কিরণপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যখন তিনি হরিতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হয়েন, তখন তিনিও উপবেশনকর্ত্তা হইয়া নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন।

৭। সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা; তিনি দেবতাদিগের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে যাইয়া থাকেন, তিনি রস সেচন করিতে করিতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন।

৮। তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছিলেন নদী মধ্যে, জলের তরঙ্গে মিলিত হইতেছেন (২)। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রে আরোহণ করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্ত্তা, নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ।

৯। সোম এরূপ শব্দ করিলেন, যে গগনের ঊর্দ্ধভাগ প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার অবলম্বনে লোক ও ভূলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে গিয়া বসিতেছেন।

১০। এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের

(২) অর্থাৎ ধারারূপ নদীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া কলসরূপ সমুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, ইহাঁর মাদকতা-শক্তি নিরুপম।

১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাইতেছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি, সর্ব্বদ্রষ্টা; ইহার ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ করিয়া যজ্ঞের স্থানে স্থানে বসিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিত হইয়া রস বর্ষণ করিতেছেন।

১২। ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইহার বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়নকর্ত্তারা নিষ্পীড়ন করিতেছেন।

১৩। স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হইয়া এই সোম চালিত অশ্বের ন্যায় যাইয়া মেষলোমের পবিত্রে তরঙ্গরূপে (প্রচুর পরিমাণে) যাইতেছে। হে ইন্দ্র! হে কবি! দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হইলেই এই নির্ম্মল-সোম স্তোত্র শুনিতে শুনিতে ক্ষরিত হয়।

১৪। এই সোম এরূপ এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যাহার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করিতেছে। যজ্ঞের সময় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদনকর্ত্তা। ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা (ইন্দ্র) কে সেবা করেন(৩)।

১৫। ই সোম সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজঃ বাড়াইয়া ছিলেন, সেই ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করিতেছেন। সেই সর্ব্বোচ্চস্থানে যথায় ইন্দ্রের ধাম, তথা হইতে তিনি সোম পানের প্রভাবে সকল যুদ্ধে গমন করেন।

১৬। সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতী-দিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইনি শতছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

(৩) সায়ণের ব্যাখ্যা কতক বিভিন্ন।

১৭। হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইঁহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।

১৮। হে সোম! যে যুদ্ধ তিন দিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে(৪), সেই অক্ষয় অন্ন বর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।

১৯। স্তোত্র বর্দ্ধনকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দিন ও প্রাতঃকাল ও সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করিতেছেন। ইনি বুদ্ধিমানদিগের স্তোত্রের ভাগী হইয়া ইন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হইতেছেন।

২০। এই প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান্ লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে যাইতেছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য মধু ঢালিয়া দিতেছেন।

২১। এই সোম শোধিত হইয়া প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী (অর্থাৎ ধারা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হইতে আপনার অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। এই আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাইবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হইতেছেন।

২২। হে সোম! তুমি শোধিত হইয়াছ। দিব্য ধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়া কলসে যাও। শব্দ করিতে করিতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছে। তুমি সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিয়াছ।

২৩। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ চেন। তুমি অঙ্গিরার সন্তানদিগকে গাভীসমূহ দেখাইয়া দিয়াছিলে।

(৪) মূলে এই আছে, যথা "যানঃ দোহতে ত্রিঃ অহন্ অসশ্চুষীক্ষুমৎ বাজবৎ মধুমৎ সুবীর্য্যং।" তিন দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু আদি খাদ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

২৪। হে পবিত্র সোম! সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা করিয়া তোমার গুণ গান করিয়া থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হইতে (মর্ত্ত্যে) আনয়ন করিয়াছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

২৫। যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকেন, তখন সাতটী গাভী তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকে। ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ (কতকগুলি ব্যক্তির নাম) জলের আধারের দিকে সেই কর্ম্মকুশল সোমকে প্রেরণ করিতেছে।

২৬। সোমরস স্মরণপূর্ব্বক তাবৎ শত্রুকে পরাজয় করিতেছেন; যজ্ঞকর্ত্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সেই সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্ত্তি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে ধাইতেছেন।

২৭। শতসংখ্যক ধারা জলের ন্যায় অবাধে বহমান হইয়া পরস্পর মিলনপূর্ব্বক হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহাকে ক্ষীরে আচ্ছাদনপূর্ব্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করিতেছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে দীপ্যমান্ অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইতেছেন।

২৮। হে সোম! এই তাবৎ প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হইতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী।

২৯। হে সোম! তুমি বিশাল, বিস্তৃত সমুদ্র। হে কবি! তুমিই এই পাঁচ দিক (ঊর্দ্ধের দিক্ লইয়া পাঁচ) ধারণ করিয়াছ। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার জ্যোতি রাশি সূর্য্যের তুল্য।

৩০। হে সোম! এই ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধন হইয়া থাক। উশিজ্ নামক ব্যক্তিগণ সর্ব্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই তাবৎ লোক তোমার দ্বারা চালিত হইয়াছে।

৩১। সোমরস শব্দ করিতে করিতে মেষলোম অতিক্রম করিতেছে। এই দ্রবাত্মক হরিতবর্ণ রস জলে পড়িয়া শব্দ করিতেছে। ইহার ধ্যান করিতে করিতে ইহার অভিলাষীগণ ইহার স্তব করিতেছেন। ইনি যেন একটী শব্দায়মান শিশু, স্তুতিরা যেন (বাৎসল্যভরে) ইহাকে লেহন করিতেছে।

৩২। এই সোম যেন সূর্য্য কিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানিতেছেন। (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিন বার যজ্ঞ হয়), ইনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র যোগাইয়া দিতেছেন। এই নরপতি সোম আপন পাত্রে যাইতেছেন।

৩৩। এই সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হইতেছেন। ঋত যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথদিয়া যাইতেছেন। এই হরিতবর্ণ সোম সহস্রধারায় সিক্ত হইতেছেন। ইনি শোধন হইতেছেন, তদ্দর্শনে লোকের নানাবিধ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে।

৩৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়া চালাইয়া দিতেছ। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইয়াছ; অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করিয়াছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাইতেছ।

৩৫। হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর(৫)। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যে হেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি কর।

৩৬। এই যে নবীন বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হইবার জন্য জন্মিয়াছেন, যিনি দিব্য লোকবাসী গন্ধর্ব্বের ন্যায় রূপবান্(৬), যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান্, সেই সোমকে সাত জন ভগিনীতে মিলিয়া

(৫) শ্যেন পক্ষীর সহিত তুলনা।
(৬) এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য্য।

জলের মধ্যে লালন পালন করে, কেন না তিনি পালিত হইলে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

৩৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী যুতিয়া প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সেই ঘোটকীরা যেন ঘৃত, দুগ্ধ, মধু আহরণ করিয়া দেয়। হে সোম! মনুষ্যগণ যেন তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত থাকে।

৩৮। হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস বৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দ্দিকে চালাইয়া দিয়া থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যে আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরূপদ্রবে প্রাণ ধারণ করি।

৩৯। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী; তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়া বিদ্বান্‌গণ বিবিধ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিতেছে।

৪০। এই যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ উঠাইতেছেন। জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহিষের ন্যায় অবগাহন করিতেছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই ইহার রথ, ইনি যুদ্ধে চলিলেন; ইনি সহস্র স্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় করিতেছেন।

৪১। সোম সংসারের আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনস্বরূপ; তিনি আমাদিগের স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় করিয়া দিতেছেন, সেই স্তুতিবাক্য যাহার প্রভাবে আমরা সন্তানাদি লাভ করি, যাহা আমাদিগের জন্যে (অশেষ কাম্যবস্তুতে) পরিপূর্ণ আছে। হে সোম! তুমি ইন্দ্রকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাঁহার নিকট আমাদিগের জন্য সন্তান ও ধন ও ঘোটক ও উত্তম অট্টালিকা চাহিয়া দাও।

৪২। প্রভাত উপস্থিত হইবামাত্র সুবোধ ব্যক্তি সেই রমণীয় মূর্ত্তিধারী হরিতবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সেই সোম সংসার রক্ষা করিবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এই দুই

জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধান করিবার জন্য তাঁহাদিগের উদরে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

৪৩। (পুরোহিতগণ) তাঁহাকে (সোমকে) মাখিতেছেন, পৃথক্ করিতেছেন, উত্তমরূপে মাখিতেছেন, মধুসংযুক্ত করিতেছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাখিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্য্যেকুশল। যখন সিন্ধু অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁহাকে জলে লইয়া যান, যেরূপ লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে লইয়া যায়।

৪৪। সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করিয়া সকলে গান কর, তাঁহার প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম্ম ত্যাগ করে(৭), সেইরূপ সেই ধারা যাইতেছে। সেই রসসেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়িতেছেন।

৪৫। সেই সোম রাজার ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন; তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাইতেছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করিয়াছেন, তিনি দেখিতে এমনি সুশ্রী, যেন তাঁহার শরীরে ঘৃত গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি ধনের ভাণ্ডারস্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন।

৪৬। সোম দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হইয়া আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্ব্বতোভাবে তিন প্রকার উপাদানে (ঘৃত ও দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন। সেই উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন, তখন স্তবকর্ত্তারা তাঁহাকে লেহন করেন, সেই সময়ে আবার ঋক্ উচ্চারণকারীরা শোধিত সোমের নিকটবর্ত্তী হন।

৪৭। হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হইয়া মেষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করিতেছে। সেই

(৭) সর্প পুরাতন চর্ম্মত্যাগ করে, সে বিষয় তৎকালে জানা ছিল।

সময়ে তুমি দুই পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হইয়া তুমি কলসে যাইয়া উপবেশন কর।

৪৮। হে ক্রিয়াকুশল সোম! তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হইতেছ, এখন মেষলোমের উপর সুমিস্ট রস ঢালাইয়া দাও। তাবৎ রাক্ষসদিগকে ধ্বংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমরা এই দীর্ঘছন্দের স্তব পাঠ করিতেছি, যেন আমরা বীরপুত্র লাভ করি।

৮৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। উশনা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ধাবমান হও, কলসে যাইয়া উপবেশন কর, অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করিতেছে, অন্নের দিকে যাও, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে ধোয়াইয়া দিতেছে এবং বল্গা ধরিয়া তোমাকে কুশের দিকে লইয়া যাইতেছে।

২। সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ।

৩। উশনা ঋষি বুদ্ধিমান্ ও এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও ধীর, তিনি এই সকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠানপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছেন।

৪। হে ইন্দ্র! এই লও, তোমার সোমরস, ইহা রস সেচনকারী, তুমিও বৃষ্টিবর্ষণকারী; তোমার নিমিত্ত ইহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইতেছে। এই সোম শতদাতা, সহস্রদাতা, বিস্তরদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠান হন।

৫। এই সকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, ইহারা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ ইহাদিগের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয়া ইহাদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে। অন্নই ইঁহাদের কামনা, অন্ন কামনাই ইহাদিগকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য। ইহারা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের ন্যায়।

৬। এই সোমকে বিস্তর লোকে ডাকে। ইনি শোধিত হইয়া লোকদিগকে নানাবিধ অন্ন আহরণ করিয়া দেন। হে সোম! তোমাকে শ্যেনপক্ষী আনয়ন করিয়াছে, অন্ন পরিপূর্ণ করিয়া দাও, ধন দান করিতে করিতে অন্নের দিকে যাও।

৭। এই যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে দৌড়িতেছেন, যেমন ঘোটককে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া যায়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানাইয়া মহিষ দৌড়িয়া যায়; অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করিবেন বলিয়া ধাবিত হয়েন।

৮। এই যে সোম, ইনি পরমধাম হইতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তরফলকের মধ্যে আসিয়াছেন। কোন্ নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হইতেছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘদ্বারা প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে নির্গত হয়।

৯। হে সোম! তুমি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত একরথে আরোহণপূর্ব্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান কর। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন দাও, হে স্তব গ্রহণকর্ত্তা! তুমিই অন্নের অধিপতি, সে সমস্ত অন্নই তোমার।

৮৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই সোম প্রস্তুত করিতেছি। তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহা পান কর। তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ। তুমি তাহাকে মনোনীত করিয়াছ এই অভিপ্রায় যে, সে তোমার সাহায্য করিবে, সে তোমাকে মত্ত করিবে।

২। যে রূপ বিস্তর ভার বহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্রূপ সোমকে যোজনা করা হইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন। পরে তাবৎ ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।

৩। যে সোম, নিযুৎ নামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের ন্যায় অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় ডাকিবা মাত্র আসিয়া সুখ দান করেন। ধনদানকর্ত্তা ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্য্যের ন্যায় যিনি মানস বেগে গমন করেন, তাঁহারই নাম সোম।

৪। যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি বৃত্রদিগকে বধ করিয়াছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিয়াছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যুর নিধনকর্ত্তা।

৫। বন মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ বল প্রকাশ করে, তদ্রূপ তুমি জলের মধ্যে আপনার বীর্য্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীর-পুরুষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হয়েন, তদ্রূপ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতে করিতে পুণ রস প্রদান করিতেছেন।

৬। আকাশের মেঘ হইতে যেমন বারি বর্ষণ হয়, কিংবা যেমন নদী-গণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, তদ্রূপ এই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস মেষ-লোম অতিক্রমপূর্ব্বক কলসের মধ্যে যাইতেছে।

৭। হে সোম! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায়) বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদিগকে সুমতি দাও। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদিগের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্র দিক্‌ দিয়া তোমার গতি।

৮। হে সোম! বরুণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর ন্যায় নির্ম্মল। তুমি অর্য্যদেবের ন্যায় পূজনীয়।

৮৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যেরূপ আকাশ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সোম বহিতে বহিতে নানা পথে যাইতেছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদিগের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করিতেছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হইতেছেন।

২। সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করিলেন (দুগ্ধে মিশাইলেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করিলেন। এই যে সোম যাঁহাকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করিয়াছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাড়ীয়া গেলেন। অগ্নি ইঁহার পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সেই অগ্নি সেই আপন সন্তান সোমকে পান করিলেন।

৩। এই যে সোম, যিনি সিংহ তুল্য, যিনি মধু বহাইয়া দেন, যিনি দেখিতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইনি, গাভী কোথা, ইহা জিজ্ঞাসা করেন, অর্থাৎ গাভী জয় করিয়া আনেন। ইঁহারই সাহায্যে বৃষ্টি সেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন।

৪। এই যে সোম, ইনি যেন একটী দুর্দ্দান্ত ঘোটক, ইঁহার পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, ইঁহাকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা করিয়া থাকে, আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর ন্যায়, অথবা সপত্নীর ন্যায়, অথবা এক বংশোৎপন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায়, ইহারা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা করিয়া দিতেছেন, ইঁহারা এই ঘোটককে উৎসাহিত করিতেছেন।

৫। চারিটী গাভী এই সোমের সেবা করিতেছে, তাহাদিগের দুগ্ধ যেন ঘৃতের ন্যায়, তাহারা একই আশ্রয় স্থানের মধ্যে উপবেশন করিয়াছে, তাহারা দুগ্ধ দানপূর্ব্বক ইঁহার সন্নিহিত হইতেছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী ইঁহাকে ঘেরিয়া আছে।

৬। এই সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ; পৃথিবীর আধারস্বরূপ, সমস্ত জীবজন্তু ইঁহার হস্তগত। তুমি স্তব করিতেছ, তোমার নিকট আসিবার জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করিতেছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৭। হে বলশালী সোম! দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি ইহার দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্ত্তা। আমাদিগের প্রার্থনা যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি।

৯০ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । বশিষ্ট ঋষি ।

১। পুরোহিতগণ সোমকে চালাইয়া দিলেন। তিনি রথের ন্যায় চলিলেন। অন্ন দান করা তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাইবেন, সেই জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিতেছেন, তিনি আমাদিগকে দিবার জন্য দুই হস্তে অশেষ ধন ধারণ করিয়া আছেন।

২। এই যে সোম, যাঁহাকে তিনবার নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁহার উদ্দেশে পুরোহিতদিগের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি জলের পরিচ্ছদ পরিতেছেন, ইনি রত্নের বিতরণকর্ত্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া করিয়া দিতেছেন।

৩। হে সোম! তুমি একাই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমী জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা, যে তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেহ আঁটিতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর।

৪। হে সোম! কি বিশাল, তোমার যাইবার পথ, তুমি অভয় দান করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হইতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গ লাভ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রচুর অন্ন লাভ হইয়া যায়।

৫। হে সোম! প্রার্থনা করি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও বিষ্ণু ও বলবান্ বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত কর। তাঁহাদিগের বিপুল আনন্দ উৎপাদন কর।

৬। হে সোম! এইরূপে তোমাকে স্তব করিলাম। তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর রাজার ন্যায় নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের পাপসমূহ ধ্বংস করিতে করিতে ক্ষরিত হও। সুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছে, অন্ন বিতরণ কর। তোমরা সকলে পান কর, তাহাতে যেন আমাদিগের কল্যাণ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

৯১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত সোমকে প্রেরণ করা হইল, যেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, তদ্রূপ তিনি শব্দ করিলেন। দশ ভগিনী মিলিয়া ঊর্দ্ধে ধারিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সেই সোমকে এমনিভাবে ঢালিতেছে, যেন তিনি স্বীয় আধারে গিয়া পড়েন।

২। নহুষ সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করিতে করিতে সোমকে প্রস্তুত করিলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদিগের নিকট যাইবেন। ইনি অমৃত, মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ ইহাকে মেষলোম ও গোচর্ম্ম ও জলের দ্বারা শোধন করিতেছে, ইনি যজ্ঞে যাইতেছেন।

৩। রস বর্ষণকারী সোম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইয়া এই উজ্জ্বল গব্য দুগ্ধের দিকে যাইতেছেন। তিনি ঋক্‌ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জ্জিত সহস্র পথ দিয়া পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক যাইতেছেন।

৪। হে সোম! রাক্ষসদিগের পুরী দৃঢ় হইলেও ধ্বংস কর, ক্ষরিত হইয়া তুমি তাহাদিগের অন্ন আচ্ছাদন কর, (অর্থাৎ আহরণ করিয়া আমা-দিগকে দাও)। কি উপরে, কি নিকটে, কি দূরে, যে স্থান হইতে তাহাদিগকে কেহ আনয়ন করে ও তাহাদিগের নেতা হয়, তাহাকে এমনি ছেদন কর, যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। হে সর্ব্বলোকের প্রার্থনীয় সোম! আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করিয়াছি, যেরূপ প্রাচীন লোকদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিয়াছ, তদ্রূপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখাইয়া দাও। তোমার এতাদৃশ যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যাহা বিপক্ষেরা সহ্য করিতে

পারে না, যাহা বিপক্ষদিগকে সংহার করে, হে বহুকর্ম্মকারী, বহুশব্দকারী সোম ! আমরা যেন সেই সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই।

৬। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগকে জল, স্বর্গ ও গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র দাও। আমাদিগের ক্ষেত্রের মঙ্গল কর। আমাদিগের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হই।

৯২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। এই যে হরিদ্বর্ণ ও লতা তন্তুর আকারধারী সোম যাহাকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইতঃস্তত সঞ্চালিত করা হইতেছে, ইনি যুদ্ধের রথের ন্যায় চলিলেন, ইহার অভিপ্রায় ধন দান করিবেন, শোধিত হইবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তব প্রাপ্ত হইলেন ; ইনি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ অন্ন লইয়া দেবতাদিগের নিকট গেলেন।

২। মনুষ্যদিগের হিতৈষী বুদ্ধিমান সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, যেরূপ হোমকর্ত্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন, ইনি তদ্রূপ পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি ইহার দিকে যাইতেছেন।

৩। সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং তাবৎ দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার স্তুতিবাক্যে প্রীতিলাভপূর্ব্বক এই সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করিতেছেন।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম ! তোমার সেই সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা(১) লোচনের অগোচর স্থানে রহিয়াছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোমময় পবিত্রের মধ্যে রাখিয়া দশ অঙ্গুলী তোমাকে শোধন করিতেছে। আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারি দিয়া তোমাকে শোধন করিতেছে।

(১) ৩৩ দেবতার উল্লেখ।

৫। যে স্থানে তাবৎ স্তুতিবাক্য রচয়িতারা স্তব করিবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সেই সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সেই সোম যাঁহার জ্যোঃতিদ্বারা আলোক উদয় হইয়াদিবসের আবির্ভাব করিয়াছে। যাঁহার জ্যোঃতি মনু রক্ষা করিয়াছে(২) এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হইয়াছে।

৬। যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সেই বাটীতে যায়; যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে যান; তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন; যাইয়া বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন।

৯৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। নোধা ঋষি।

১। দশ ভগ্নী, অর্থাৎ দশ অঙ্গুলী একসঙ্গে জল সেচন করিতে করিতে সোমকে শোধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালাইয়া দিতেছে। হরিদ্বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক সোম সূর্য্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন(১), বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করিলেন।

২। যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বজনের রসবর্ষণকারী এই সোমরস জলদিগের দ্বারা ধারিত হইতেছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন, ইনি তদ্রূপ আপন স্থানে যাইতেছেন; যাইয়া কলসের মধ্যে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৩। সোম গাভীর দুগ্ধস্থান অপ্যায়িত করিয়াছেন। সেই সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। সেই সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইলেন, তখন ধৌত বস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁহাকে ঢাকিয়া দিল।

(২) এস্থানে মনু অর্থে আর্য্যমনুষ্য এবং দস্যু অর্থে অনার্য্যবর্ব্বর করিলে সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

(১) সায়ণ সূর্য্যের পত্নী অর্থে দিক সমুদয় করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যা ও সোমসম্বন্ধে ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি আমাদিগের প্রতি বৎসল হইয়া দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদিগকে ঘোটক ও ধন বিতরণ কর; তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদিগের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যেন প্রচুর ধন দিবার বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয়।

৫। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও এবং ধন মাপিয়া দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল আমাদিকে দাও। তোমাকে যে স্তব করে, যেন তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েন।

৯৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কণ্ব ঋষি।

১। ঘোটকের ন্যায় যখন এই সোমকে সুসজ্জিত করা হইল, কিম্বা যখন সূর্য্যের ন্যায় ইহার কিরণ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অঙ্গুলীবর্গ পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারেই শোধন করিতে যাইতেছে, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কবিদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, যেরূপ কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে যায়, তদ্রূপ ইনি যাইতেছেন।

২। জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ (সোম), সেই আকাশের দুই অংশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করিতেছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ সোমের কিরণসমূহ বিস্তারিত হইবে বলিয়া সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হইতেছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, তদ্রূপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করিতেছে।

৩। বুদ্ধিমান সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন; তখন বীরপুরুষের রথের ন্যায় তিনি সর্ব্বত্র গতি বিধি করেন। তিনি দেবতাদিগের ধন মনুষ্যদিগকে দেন, সেই ধনের বৃদ্ধির জন্যে যজ্ঞ ভবনে সোমকে স্তব করা উচিত।

৪। সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু অর্থাৎ (ডাঁটা, লতাপ্রতান, আঁস) হইতে নির্গত হয়েন। স্তুতিকারী ব্যক্তি-দিগকে তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁহার নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া সকল সংগ্রামে জয়ী হয়েন।

৫। হে সোম! যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল, বীর্য্য ও গো, অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতি বিধান কর, দেবতাদিগকে আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীলা ক্রমে পরাভব কর। হে ক্ষরণশীল সোম! শত্রুদিগকে বধ কর।

৯৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রস্কন্ন ঋষি।

১। চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত হইতে হইতে হরিদ্বর্ণ সোম পুনঃ পুনঃ শব্দ করি-তেছেন, শোধিত হইতে হইতে কলসের মধ্যে বসিতেছেন; মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তাঁহার মূর্ত্তি তাহাতে পীত বস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হইতেছে। একারণ তাঁহার উদ্দেশে হোমের বস্তু দিতেছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছে।

২। যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালাইয়া দেয়; তদ্রূপ সোম প্রস্তুত হইতে হইতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন। তিনি নিজে দেব; যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাদিগের গোপনীয় নাম সকল উপস্থিত করিয়া দিতেছেন।

৩। স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইতেছে, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইতেছে, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করি-তেছে, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে চায়, তিনিও তাহাদিগকে চান।

৪। যেরূপ পর্ব্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে, তদ্রূপ সেই সোম প্রস্তর-নির্ম্মিত আধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই রস বর্ষণকারী অংশুরূপী (আঁস ডাঁটা) সোমকে ঋত্বিকেরা শোধনপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতেছে। সেই

শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি যাইয়া মিলিত হইতেছে। সেই সোম তিন আধারে স্থাপিত হইয়া আকাশস্থিত শত্রু নিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করিতেছেন।

৫। যেরূপ উপবক্তা নামক পুরোহিত হোতাকে বলিয়া দেয়, তদ্রূপ হে সোম! তুমি শোধিত হইবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও, তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হই।

৯৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রতর্দ্দন ঋষি।

১। এই দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদিগের গোধন হরণ করিবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহার সেনা ইহাকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে। যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিরা ইহার সখা, তাহারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাহাদিগের সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখিয়া ইন্দ্র শীঘ্র আসিবেন, ইনি সেই সকল বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

২। অঙ্গুলিগণ ইহার হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়ন করিতেছে। ইঁহার নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়াও সংলগ্ন থাকিতেছে না, (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হইতেছে)। সোম সেই পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করিতেছেন। সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সুপণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সহিত স্তুতিবাক্যের দিকে যাইতেছেন(১)।

৩। হে সোম! এই যজ্ঞ দেবতাদিগের দ্বারা আকীর্ণ হইয়াছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করিবেন, যাহাতে প্রচুররূপে তোমাকে তাঁহারা পান করেন, তদর্থে তুমি দিপ্যমান মূর্ত্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি কর, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হইতে আসিয়া শোধিত হও এবং আমাদিগের উপকার কর।

(১) এই ঋকের সায়ণব্যাখ্যা পরিষ্কার নহে।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম! যাহাতে আমরা পরাজয় বা নিধন না হই, যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে ক্ষরিত হও। এই সকল বন্ধুবর্গ তাহাই কামনা করিতেছেন। আমিও তাহাই কামনা করিতেছি।

৫। সোম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহা হইতেই স্তুতিবাক্য সমূহের উৎপত্তি, ইহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক ও অগ্নি ও সূর্য্য ও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি।

৬। এই সোম শব্দ করিতে করিতে পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন, ইনি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিদিগের শব্দবিন্যাস স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন, ইনি মেধাবীদিগের মধ্যে ঋষি তুল্য, ইনি বনচারী পশুদিগের মধ্যে মহিষবৎ; গৃধ্রদিগের পক্ষে পক্ষিরাজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র।

৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, তদ্রূপ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতে-ছেন, ইনি অন্তর্যামী; ইনি দুর্নিবার বীর্য্য ধারণপূর্ব্বক শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষের গোধন লইবার উদ্দেশে শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করিতেছেন।

৮। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদক; তোমার সহস্রধারা ক্ষরি-তেছে; তুমি শত্রুদিগকে সংহার কর। তোমার নিকটে কেহ যাইতে পারে না; এতাদৃশ তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণ-শীল সোম! তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীদিগকে প্রেরণ করিতে করিতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ কর।

৯। সোম প্রীতি উৎপাদন করেন; তিনি চমৎকার; দেবতারা তাঁহার নিকটে যান; তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করিবার জন্য সহস্রধারা ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের ন্যায় যাইতেছেন।

১০। সেই সোম আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের উপার্জ্জিত বস্তু; তাঁহার অশেষ ধন আছে; তিনি জন্ম মাত্র জলে শোধিত হয়েন; প্রস্তরফলকে তাঁহাকে নিষ্পীড়িত করে। তিনি হিংসকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তিনি তাবৎ প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হইতে হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি দেখাইয়া দিতেছেন।

১১। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদিগের সুবোধ পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করিয়া পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তুমি দুর্দ্ধর্ষভাবে বিপক্ষদিগকে হিংসা করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দেও, আমাদিগকে ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর।

১২। যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হইয়াছিলে, অন্ন দিয়াছিলে, বিপক্ষ সংহার করিয়াছিলে, অশেষ প্রকার খাদ্যবস্তু দিয়াছিলে এবং হোমের দ্রব্য পাঠাইয়াছিলে; তদ্রূপ এখন ক্ষরিত হও; ধন দান কর; ইন্দ্রকে আশ্রয় কর; যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর।

১৩। হে সোম! তুমি যজ্ঞবান্, অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই; তোমাতে মধু আছে; তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করিয়া মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তাহার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে যাইয়া উপবেশন কর, ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক।

১৪। হে সোম! তুমি আকাশ হইতে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও; অশেষ বস্তু আহরণ কর; অন্ন বিতরণ কর। এই দেবতাবর্গ সমাকীর্ণ যজ্ঞ মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর; দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের পরমায়ু বর্দ্ধন কর।

১৫। এই সেই সোম স্তবের সহিত ক্ষরিত হইতেছেন; বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছেন। গাভীর অতি চমৎকার দুগ্ধের ন্যায় ইঁহার আস্বাদন; প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন; সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্য্যোপযোগী হয়েন।

১৬। হে সোম! তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর! নিষ্পীড়ন করিয়া তোমাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন; তোমার সেই যে মনোহর মূর্ত্তি, যাহা আচ্ছাদিত আছে, তাহা ধারণ কর। যখন আমাদিগের অন্ন কামনা হয়, তখন ঘোটকের ন্যায় তুমি অন্ন আহরণ করিয়া দাও। হে দেব সোম! তুমি পরমায়ু বৃদ্ধি কর; গাভী আহরণ করিয়া দাও।

১৭। হরিতবর্ণ সোম যখন বালকের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দেবতারা ইঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দেন, ইহাকে সপ্ত প্রকার অলঙ্কারে

সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান্ সোম কবিতা প্রাপ্ত হইয়া নিজে কবি হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করেন।

১৮। সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায়; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব; কবিদিগের পদ স্খলিত হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতে-ছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে।

১৯। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতেছেন(২); তিনি এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন: তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।

২০। সোম সুন্দর পুরুষের ন্যায় আপনার শরীর পরিষ্কার করিতে-ছেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় ধন দান করিতে ধাবিত হইতেছেন, যেমন বৃষ যূথের দিকে যায়, তিনি কলসে যাইতেছেন; তিনি শব্দ করিতে করিতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিসারিত হইতেছেন।

২১। হে সোম! প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করিতে করিতে মেষলোমের সর্ব্ব ভাগে বিস্তারিত হও, দুই ফলকের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে কলসে প্রবেশ কর। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হইয়া ইন্দ্রকে মত্ত করুক।

২২। ইহার বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করিলেন। ইনি গান করিতে পটু, অতএব গান করিতে করিতে এই পণ্ডিত আসিতেছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেরূপ যায়, সেইরূপ আগ্রহের সহিত আসিতেছেনে।

২৩। হে ক্ষরণশীল! শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে আসিতেছ। যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায়, সেইরূপে আসিতেছ। তোমাকে

(২) শ্যেনপক্ষীর সহিত তুলনা।

চতুর্দ্দিকে স্তব করিতেছে। যেরূপ পক্ষী উড্ডীন হইয়া বনে যাইয়া বসে, তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইয়া বসিতেছেন।

২৪। হে সোম! ক্ষরণ কালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণী-বর্গের ন্যায় চলিতেছে; তাহারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হইয়া আসে। দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কলসের মধ্যে আনীত হইয়া সেই উজ্জ্বল সর্ব্বজন কামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করিতেলাগিলেন।

৯৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সুবর্ণের দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করিল তদ্দ্বারা শোধিত হইয়া ইনি আপনার রস দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্ম্মিত ভবনে যান, তদ্রূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।

২। তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছ. তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার রচনা পাঠ করিতেছ, তুমি শোধিত হইতেছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান।

৩। সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদিগের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হইতেছেন। তুমি শোধিত হইতে হইতে শব্দ কর, আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা কর।

৪। তোমরা গান ধর। এস দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করি। বিপুল অর্থ লাভের জন্য সোমকে প্রেরণ কর। তিনি দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, কলসের মধ্যে বসিতেছেন।

৫। সোম দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করিতে করিতে মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হইতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছে, তিনি আপনার পূর্ব্বতন স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গেলেন।

৬। হে উজ্জ্বল! স্তবকর্ত্তাকে ধন দিবার জন্য এস। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হউক। রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের সহিত যাও, অন্ন লইয়া এস। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব সোম দেবতাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত কহিতেছেন। ইঁহার ব্রত অতিমহৎ, ইনি সাধুদিগেরই বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করিতে করিতে বরাহ গতিতে আসিতেছেন।

৮। সোমরসের অভিসেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহ মধ্যে বেগে প্রবেশ করিল, কারণ দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হইয়া বন্দনা করিতেছে।

৯। তিনি যশস্বী অশ্বের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন। তিনি অবলীলা-ক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরল স্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।

১০। গাভী দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের বলাধান এবং মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করিতেছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন।

১১। মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন।

১২। সোমদেব শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের প্রিয়বস্তু দিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি দেবতাদিগের নিকট আপনার রস লইয়া যাইতেছেন। যে কালের যে ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চ-স্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাঁহাকে লইয়া গেল।

১৩। রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করিয়া উঠিলেন। গাভীদিগকে শব্দ করাইতে করাইতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে

গমন করে। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তাঁহার শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি আমাদিগের এই স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে করিতে যুদ্ধে যাইতেছেন।

১৪। হে রসশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাইতে চালাইতে আসিতেছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া আসিতেছ। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করিতেছি।

১৫। তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, মত্ততার জন্য ক্ষরিত হও। জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর। তোমাকে চতুর্দ্দিকে সেচন করা হইয়াছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক গোধন লাভের নিমিত্ত আগমন কর।

১৬। আমাদিগের এই সকল স্তব গ্রহণ কর, আমাদিগের সুগম পথ করিয়া দাও; আমাদিগকে নানা প্রকার কাম্যবস্তু দিতে দিতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আমাদিগের চতুর্দ্দিকে তনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের ন্যায় নিবারণ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে আগমন কর।

১৭। তুমি আমাদিগের জন্য দিব্যলোক হইতে এরূপ বৃষ্টি আনিয়া দাও, যাহা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এই সকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি আগমন কর।

১৮। আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন করিয়া দাও। শোধিত হইতে হইতে তুমি আমাকে সরল পথ দেখাইয়া দাও এবং বলশালী কর। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলে। হে দেব! এই ব্যক্তির এই গৃহ রহিয়াছে, তুমি আগমন কর।

১৯। দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হইতেছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে আগমন কর। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্ব্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট

হইয়া অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যে হেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করিয়া দিতে হইবে।

২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করিয়া দিলে এবং রথে যোজিত না থাকিলে ঘোটকেরা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হইতেছে, পান করিবার জন্য তোমরা নিকট-বর্ত্তী হও।

২১। হে সোম! এই দেবসমাগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও, সোম আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণ কাম্যবস্তু এবং ধন এবং বীরপুত্রপৌত্র প্রদান করুন।

২২। যেই মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হইতে স্তুতিবাক্য নির্গত হয়, অথবা যেই মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্যঅনুষ্ঠান কাল আহরণ করা হয়, অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে যাইয়া থাকে, তিনি তৎকালে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তিনি যেন উহাদিগের প্রেমাস্পদ স্বামীর তুল্য।

২৩। এই স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাদিগকে দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞীয় রস সেচন করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মকার্য্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য, দশ অঙ্গুলী ইঁহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছে।

২৪। সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদিগের রাজা, ইনি পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্যবর্গ, এই দুই বর্গের নিমিত্ত দুই প্রকারে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দর রূপে অনু-ষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করিতেছেন।

২৫। অন্নদান করিবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই সোম ঘোটকের ন্যায় আসিতেছেন। সেই তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণ নানা প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের নিমিত্ত ধন আনিয়া দাও।

২৬। এই যে সমস্ত সোমরস দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁহাদিগকে সেচন করা হইতেছে, তাঁহারা আমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি

সমাকীর্ণ করিয়া দিন। তাঁহারা স্তব প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের উপযোগী হইতেছেন, তাঁহারা যাবৎ লোকের কামনীয়, তাঁহারা হোমকর্ত্তা পুরোহিতদিগের ন্যায় দেবতার পূজা করেন. তাঁহাদিগের তুল্য আনন্দ বিধানকারী কেহই নাই।

২৭। হে দেব! দেবতারা তোমাকে পান করেন; এই দেবতা সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও. প্রচুররূপে তোমার পান হইবেক। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই; তুমি শোধিত হইতে হইতে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদিগের পক্ষে শুভকর করিয়া দাও।

২৮। ধারার সহিত মিলিত হইয়া. তুমি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিলে তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়, মানস অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে. সেই পথ দিয়া আমাদিগের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও।

২৯। দেবতাদিগের জন্য উৎপন্ন হইয়া ইঁহার ধারারা প্রবৃত্ত হইল। কবিরা সহস্র প্রকারে সেই সমস্ত ধারার শোধন করিতেছেন. হে সোম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করিয়া দাও; তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক।

৩০। স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় তাঁহার ধারাসৃষ্ট হইল. দিনের অধিপতির ন্যায় সেই পণ্ডিত মিত্র দেবতার নিকটে যাইতেছেন। যেরূপ পুত্র নানা প্রকারে পিতার উপকার করে, তদ্রূপ তুমি এই ব্যক্তিকে সমস্ত জয় কর।

৩১। তোমার মধুময় ধারাসমস্ত প্রস্তুত করা হইল. পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক শোধিত হইলে। হে ক্ষরণশীল! তুমি দুগ্ধের আধারে গেলে: তুমি উৎপন্ন হইয়া স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্য্যকে প্রীত করিলে।

৩২। হে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করিতে করিতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাইতেছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

৩৩। হে সোম! তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ(১), নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেবতাদিগের সমাগমস্থানস্বরূপ এই যজ্ঞের কার্য্যে আপনার

(১) গগনবিহারী সুপর্ণের সহিত সোমের তুলনা।

ধারাগুলি বিস্তারিত করিতেছ। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করিতে করিতে সূর্য্যের কিরণে গমন কর।

৩৪। সোম বহুকর্ম্মা, তিনি তিন প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন, সেই সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যেরূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করিতে করিতে বৃষের দিকে যায়, তদ্রূপ স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে যাইতেছে।

৩৫। নবপ্রসূত গাভীগণ সোমের কামনা করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্তবের দ্বারা সোমের সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হইতে হইতে ঘৃতাদি সংযোগে শোধিত হইতেছেন। ত্রিষ্টুভছন্দঃ সোমকে স্তব করিতেছে।

৩৬। হে সোম! তোমাকে সেচন করা হইতেছে। তুমি শোধিত হইয়া ক্ষরিত হও, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়, উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে করিতে ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। স্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর।

৩৭। সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান্ সোম শোধিত হইয়া যজ্ঞস্থলে স্তবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পান পাত্রে উপবেশন করিলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আদরের সহিত দুই দুই জন করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে।

৩৮। তিনি শোধন হইয়া যেন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যেন তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হন; যেরূপ কেহ কোন কার্য্য করিলে তাহাকে বেতন দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি যজ্ঞকর্ত্তাকে ধন দেন।

৩৯। তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন; রসসেচনকারী সোম শোধিত হইয়া আপনার জ্যোতিদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্ব্বত হইতে গাভী আহরণ করিয়াছিলেন।

৪০। রসের সমুদ্রস্বরূপ সেই সোম প্রথমেই সৃষ্ট হইয়া শব্দ করিলেন, তিনি সর্ব্বভূতের রাজা, তাঁহা হইতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী জ্যোতির্ম্ময় সোম নিষ্পীড়িত হইবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।

৪১। বিপুলমূর্ত্তি সোম মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তিনি দেবতাদিগের নিকট প্রচুর বৃষ্টি চাহিয়া লইলেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের বলাধান করিলেন, সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করিলেন।

৪২। হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর, হে সোম দেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত কর।

৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট কর। শত্রুদিগের বেগের বাধা দাও। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় কর। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা।

৪৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ করিয়া দাও, ধনের প্রস্রবন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন ক্ষরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হইতে আমাদিগকে ধন আহরণ করিয়া দাও।

৪৫। সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হইলেন. তিনি ঘোটকের ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যায় সবেগে নিম্নের দিকে গেলেন। তিনি শোধিত হইয়া জলের আধারে বসিলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হইলেন।

৪৬। এই সেই বুদ্ধিমান্ সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হইতেছেন, ভক্তের দিকে যাইতে তাঁহার বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক দেখেন, তিনি প্রধান, তাঁহার তেজই যথার্থ। দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তিমান্ অভিলাষের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে।

৪৭। এই সোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত শোধিত হইতেছেন, দুগ্ধদোহনকারিণী কন্যার জ্যোতি ইহার নিকট অন্তর্ধান হইয়া যাইতেছে। ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এই ত্রিমিশ্রিত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শব্দ করিতে করিতে জলের মধ্যে যাইতেছেন, যেরূপে হোমকর্ত্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন।

৪৮। হে সোমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হইতে অতি সুস্বাদু হইয়া জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হইয়া তোমার রস মধুবৎ, যজ্ঞ তোমারই; তুমি সূর্য্যদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ।

৪৯ । শোধিত হইয়া স্তব লইতে লইতে বায়ুর পানের নিমিত্ত যাও, মিত্র ও বরুণের দিকে যাও; মানস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাও; বৃষ্টি-বর্ষণকারী রথারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাও ।

৫০ । তুমি এস, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন কর, তুমি শোধিত হইতেছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এই প্রকার গাভী লইয়া আইস । মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ লইয়া আইস এবং রথযুক্ত অশ্ব আনয়ন কর ।

৫১ । স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদিগের দিকে লইয়া এস । শোধিত হইতেছ, সর্ব্বপ্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর । যাহাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস ।

৫২ । এই প্রকারে ক্ষরিত হইয়া এই সমস্ত ধন আনিয়া দাও । আমাদিগের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর । তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় আন্দোলিত হইয়া ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সর্ব্বজন কামনীয় রস দান করে ।

৫৩ । বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এই রূপে ক্ষরিত হও, যেরূপ পরিপক্ব ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া লোকে ফল পাতিত করে, তদ্রূপ সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করিলেন(২) ।

৫৪ । ঐ সোমের এই দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রস সেচন ও স্তুতি পাঠ ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয় । শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন এবং তাড়াইয়া দিলেন । হে সোম! শত্রুদিগকে দূরীভূত কর । যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর ।

৫৫ । তিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়া তুমি আসিয়া থাক, শোধিত হইয়া তুমি একটী আধারের দিকে যাও । তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান কর । তুমি যজ্ঞকর্ত্তাদিগের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ ।

৫৬ । এই বুদ্ধিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি বিশ্ব ভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালাইয়া দেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন ।

(২) ৫৩ ও ৫৪ ঋকে আনার্য্যবর্ব্বরদিগের উল্লেখ ।

৫৭। বিপুল মূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করিতেছেন এবং শকুনিপক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্চারণ করিতেছেন। পণ্ডিতেরা দশ অঙ্গুলীদ্বারা তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছেন। তিনি জলের রসের সহিত আপনার মূর্ত্তি মিশ্রিত করিতেছেন।

৫৮। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্য্যদক্ষ হইতে পারি। অতএব মিত্র ও বরুণ ও অদিতি ও সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যুলোক ইঁহারা আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন।

৯৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অম্বরীষ ও ঋজিশ্বান্ ঋষি।

১। হে সোম! আমাদিগের নিকট এতাদৃশ ধন লইয়া এস, যাহাতে প্রভূত অন্ন পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বজনের কামনীয়, যাহাদ্বারা সহস্র প্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যাহার জ্যোতি অতি চমৎকার, যাহা বলবান্‌কে আরও বলশালী করে।

২। যেরূপ যোদ্ধা রথে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করে, তুমি তদ্রূপ নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমে বিস্তীর্ণ হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা চালিত হইয়া ধারা প্রেরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন।

৩। মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।

৪। হে সোমদেব! সেই তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম! তুমি শতসহস্র প্রকার ধন বিতরণ কর।

৫। হে বৃত্রের নিধনকারি! হে ধন স্বরূপ! হে অনিবার্য্য বেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।

৬। সেই সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হয়েন, তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনী (অঙ্গুলী) স্নান করাইয়া দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশালী হইয়া ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হয়েন।

৭। সেই উজ্জ্বল হরিতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শোধন করিতেছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তি-সম্পন্ন হইয়া তাবৎ দেবতার নিকটে যাইতেছেন।

৮। এই সোম দ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তোমরা ইহার রস পান কর। তাহাতে তোমাদিগের বলাধান হয়। তিনি সেই সোম, যিনি পণ্ডিতদিগের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! হে মনুসন্ততিদ্বয়! সেই পর্ব্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁহাকে আঘাত (থেঁৎলাইতে) করিতে লাগিল।

১০। হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা আসিয়াছেন, তাঁহারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে।

১১। দিন দিন প্রাতঃকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপরি ক্ষরিত হইল। নির্ব্বোধ হুরশ্চিৎ নামক দস্যুরা প্রাতঃকালে তাঁহাকে দেখিয়া অন্তর্ধান ও দ্রবীভূত হইল(১)।

১২। হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুগণ! এই দেখ, সেই সোম আমাদিগের সম্মুখভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিম্বা ইহাকে পান করিলে বল পাওয়া যায়, এস, তোমরা আমরা উভয়ে ভাগ করিয়া লই এবং পান করি।

(১) এ হুরশ্চিৎ দস্যুরা কাহারা?

৯৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। রেভ, সূনু নামক দুই ঋষি।

১। এই সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করিতেছে। পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবতারা দেখিতেছেন(১)।

২। সোম সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শোধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা ইহাকে চালাইবার জন্য স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি নানাবিধ অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন।

৩। ইহার যে অতি চমৎকার রস, যাহা ইন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যাহা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়াছেন, এস সেই রস আমরা শোধন করি।

৪। শোধন কালে তাঁহাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হইল। দেবতার নাম সম্বলিত অনেক স্তব তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল।

৫। যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা রসসেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করিতেছে। পণ্ডিতগণ দেবতাদিগের নিকট অগ্রে সংবাদ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দ্রুত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

৬। যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে, তদ্রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করিতেছেন, ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য চাহিতেছেন।

৭। সোমদেব দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছেন, কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শোধন করিতেছেন। ইনি পবিত্রজলে প্রবেশ করিতেছেন' অভিপ্রায় যে অশেষ বস্তু দান করিবেন। প্রবেশ কালে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

৮। হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিতেছেন। তুমি ইন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয় স্বরূপ হইয়া পাত্রে পাত্রে যাইতেছ।

(১) অর্থাৎ (ছাকনি) বিস্তার করিতেছেন। সায়ণ।

১০০ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। দুর্দ্ধর্ষ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ রমণীয় সোমকে স্তব করিতেছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, ইহাকে জননীরা স্নেহভরে লেহন করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করিয়া দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্ব্বপ্রকার ধন সমর্পণ করিয়া থাক।

৩। যেরূপ মেঘবৃষ্টি করে, তুমি তদ্রূপ চমৎকার স্তব রচনা কর। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দুই প্রকার ধন বিতরণ কর।

৪। যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রমপূর্ব্বক ধাবিত হইতেছে।

৫। হে কবি সোম! তুমি, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তাহাতে আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, আমরা বলশালী হইব।

৬। হে সোম! তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তোমার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। তোমার ন্যায় মধুর কিছুই নাই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও তাবৎ দেবতার জন্য, ধারারূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও।

৭। যে সময় তোমাকে রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই সময়ে, যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে, তদ্রূপ তোমাকে তোমার দুর্দ্ধর্ষ জননীরা (অর্থাৎ যে জলে সোমরস ঢালিয়া দেওয়া হয় সেই জল) তোমাকে লেহন করিতেছে।

৮। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধারণপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছ। দাতা ব্যক্তির ভবনের তাবৎ অন্ধকার তুমি নিজবলে নষ্ট করিয়া থাক।

৯। তোমার কার্য্য কি মহৎ। তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছ। হে ক্ষরণশীল! মহত্ত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তুমি কবচ ধারণ (অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ) করিয়া থাক।

পঞ্চম অধ্যায়

১০১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অন্ধিগু, যযাতি, নহুষ, মনু ও প্রজাপতি ঋষিগণ।

১। হে বন্ধুগণ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করিয়া আনা হইয়াছে, তৎসহকারে ব্যবহার করিবার জন্য হর্ষ কর, সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করিতে করিতে কুক্কুর আসিতেছে, উহাকে তাড়াইয়া দিও।

২। সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্রধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে।

৪। এই সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে, পবিত্রের উপর দিয়া ইহারা ক্ষরিত হইয়াছে, ইহাদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নাই। হে সোমরস সকল! তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করিবে, তাহা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হউক।

৫। দেবতারা স্তব করিলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতেছেন; ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করিতেছেন।

৬। দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিতেছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, ইহা হইতে বাক্যের স্ফুর্ত্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু।

৭। ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন।

৮। স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া ইঁহাকে উত্তমরূপে স্তব করিল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে পথ করিয়া লইলেন।

৯। হে সোম! তোমার সেই রস ঢালিয়া দেও, যাহা অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যাহা পঞ্চ জনপদের মনুষ্যের উপকারে আইসে এবং যাহা পান করিয়া আমরা ধন লাভ করিতে পারি।

১০। এই দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা উজ্জ্বল, ইহাদের তুল্য আমাদিগের পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, ইহারা নিষ্পীড়ন কালে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা নির্ম্মল, ইহাদিগের বিষয় ভাবিতেও আনন্দ আছে, ইহারা সকলই অবগত আছে।

১১। প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে, ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদিগের অন্ন।

১২। ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না।

১৩। যখন এই অন্নরূপী সোম প্রস্তুত হয়েন, কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে নীরব না করে। (অর্থাৎ কেহ যেন তাহার সশব্দ নিষ্পীড়নের বাধা না দেয়)। যেরূপ ভৃগু বংশীয়েরা মখ নামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছিল, তদ্রূপ এই যজ্ঞ বিঘ্নকর্ত্তা কুক্কুরকে নিধন কর(১)।

১৪। আমাদিগের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর তেমনি ভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন, যেরূপ কোন বালক তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত পিতা মাতার হস্তের উপর ঝাপিয়া পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি, কিম্বা যেরূপ বর কন্যার প্রতি যায়, তদ্রূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

(১) মূলে "শ্বানং অরাধসং" আছে।

১৫। তিনি বীর, তাঁহার কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্ত্তা নিজ গৃহে যান, তদ্রূপ তিনি কলসে যাইতেছেন।

১৬। মেষের লোমের ভিতর দিয়া সোম গোচর্ম্মের উপর ক্ষরিতেছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করিতে করিতে ইনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চলিলেন।

১০২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। এই দেখ জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালাইয়া দিতেছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হইয়া যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

২। ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া দুই ফলক পৃথক করিলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন।

৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর। সামগানের সময় ধন আনিয়া দাও। কর্ম্মিষ্ঠ পুরোহিত ইঁহারি স্তব রচনা করিতেছেন।

৪। যখন সোম জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, কারণ তিনিই মেধা, অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে।

৫। যখন সোম নিজ কর্ম্মে উদ্যত হয়েন, দুর্দ্ধর্ষ তাবৎ দেবতা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন, মিলিত হইয়া সুদৃশ্য রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করেন।

৬। যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য বহুজন কামনীয় কর্ম্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করিলেন।

৭। যৎকালে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পুরোহিতগণ সোমকে জলের সহিত মিশ্রিত করে, তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন দুই প্রস্তরফলকের মধ্যে আপন হইতেই যান, সেই ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ।

৮। হে সোম! তোমার নিজ কার্য্যদ্বারা তুমি নির্ম্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করিলে। তুমি যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালাইয়া দিলে।

---

১০৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। দ্বিত ঋষি।

১। যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা সোম শোধিত হইতেছেন, ইনি স্তবের প্রতি অতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হইয়েছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে ইঁহাকে অর্পণ কর, ইঁহার পারিতোষিকের ন্যায় ইঁহাকে তাহা দাও।

২। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক যাইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ইনি শোধিত হইয়া তিন আধারে সঞ্চিত হইতেছেন।

৩। মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে, তাহাতে সোম যাইতেছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন।

৪। দুর্দ্ধর্ষ সোম সর্ব্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন, ইনি শোধিত হইয়া উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৫। হে অমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করিতেছেন, তুমি দাতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত এক রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের সমস্ত আহারীয় সামগ্রীর সহিত মিলিত হও।

৬। সোমদেব দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ইনি ক্ষরণশীল হইয়া যুদ্ধ ঘোটকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।

১০৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। নারদ ও পর্ব্বত দুই ঋষি।

১। হে বন্ধুগণ! চতুঃপার্শ্বে উপবেশন কর; সোম শোধিত হইতেছেন, ইঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুচারুরূপে গান কর; ইনি যেন একটী বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা ইঁহাকে সুশোভিত কর; তাহাতে সম্পত্তি লাভ হইবেক।

২। এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহ লাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে, তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।

৩। যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধন বৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।

৪। হে সোম! তুমি আমাদিগকে ধন দান করিবে এইজন্য আমাদিগের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করিয়াছে। দুগ্ধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাভূত করিতেছি।

৫। হে মত্ততার অধিপতি সোম! সেই তুমি দেবতাদিগের আহারসামগ্রী হইতেছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমার তুল্য পথ বলিয়া দিবার লোক আর কে আছে?

৬। হে সোম! তুমি পূর্ব্ববৎ আমাদিগের বন্ধুর কার্য্য কর; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করিতে আসে, তাহাকে তাড়াইয়া দেও; আমাদিগের পাপ খণ্ডন কর।

১০৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। পর্ব্বত ও নারদ দুই ঋষি।

১। হে বন্ধুগণ! মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সোম শোধিত হইতেছে, সেই সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর, যেরূপ বালককে

আহারের দ্রব্য দিয়া আহ্লাদিত করে, তদ্রূপ সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করা হইতেছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ করা হইতেছে।

২। এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতি বাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।

৩। এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছেন, ইঁহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইঁহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।

৪। হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তুমি আগমন কর এবং গো, অশ্ব সঙ্গে লইয়া এস।

৫। হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম! তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্তু; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, তদ্রূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল কর।

৬। হে সোম! তুমি পূর্ব্ববৎ আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর; যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে পরাভব কর।

---

১০৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নি, চক্ষু ও মনু ঋষি।

১। এই সমস্ত সোমরস এইমাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তুত হইয়াছে, ইহারা সকল বস্তুই দিতে জানে; প্রার্থনা, যেন ইহারা বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয়।

২। যুদ্ধের উপলক্ষে এই সোমকে ভাগ করিয়া পান করিতে হইবেক, ইনি প্রস্তুত হইয়াছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যেরূপ তাবৎ লোকে জানে, তদ্রূপ ইনিও জানেন, যে ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ।

৩। যখন পুনঃ পুনঃ সোম পান করিয়া ইন্দ্র মত্ত হয়েন, তখন তিনি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করিতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্র ধারণপূর্ব্বক জলের রোধকর্ত্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন।

৪। হে সোম! সতর্ক হইয়া এস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাহাতে তাবৎ বস্তু লাভ হইতে পারে, এরূপ প্রদীপ্ত তেজঃ তাঁহার শরিরে পরিপূর্ণরূপে প্রদান কর।

৫। হে সোম! তুমি অতি সতর্ক; তুমি সহস্রপথ দিয়া গমন কর, তুমি সেবককে পথ দেখাইয়া দেও; তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর; অতএব প্রার্থনা, যে যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এপ্রকার মত্ততা উৎপাদন কর।

৬। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার লোক তোমার তুল্য আর কেহ নাই; দেবতাদিগের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নাই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন কর।

৭। হে উজ্জ্বল সোম! দেবতাদিগের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন কর। আমাদিগের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর।

৮। হে সোম! তোমার রসগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহাকে যাইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাইবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করিলেন।

৯। হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ! তোমরা শোধিত হইতেছ; আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে এইরূপে ধাবমান হও, যে আমরা ধন লাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করিয়া পৃথিবীতে জল বহাইয়া দেও এবং তাবৎ বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা কর।

১০। ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে; তিনি শোধিত হইতে হইতে তরঙ্গের আকারে মেষের লোম অতিক্রম করিতেছেন।

১১। দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, স্তুতিবাক্যসহকারে তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে; তিন বার

নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইতেছেন।

১২। যুদ্ধের বলবান্ ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী সোমকে কলসের দিকে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। তিনি শোধিত হইতে হইতে এবং নানাবিধ স্তবের জন্ম দান করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন।

১৩। অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিতেছেন। তাঁহাকে যাহারা স্তব করে, তাহাদিগকে তিনি লোকবল ও কীর্ত্তি প্রদান করিতেছেন।

১৪। হে সোম! তুমি এই ধারার আকারে ক্ষরিত হও; তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। তুমি চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করিতেছ।

১০৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি।

১। এই যে সোম, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষদিগের হিতসাধন করিতে করিতে জলের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হয়েন, যাহাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই নিষ্পীড়িত সোমকে এই দিকে উত্তমরূপে সেচন কর।

২। হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত এবং আহার সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।

৩। সোম কর্ম্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদনকর্ত্তা, তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৪। হে সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ।

৫। আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে হইতে অতি মধুর বৃষ্টি বারি দোহন করিতে করিতে সোম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতেছেন। সেই সর্ব্বদ্রষ্টা সোমকে সপ্তাননপূর্ব্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ শোধন করিলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতে চলিলেন।

৬। হে সতর্ক সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে অতি সুন্দররূপে মেষলোমের সর্ব্বাংশে বিস্তারিত হইলে। তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞ অভিষিক্ত কর।

৭। সোমের তুল্য পথ দেখাইয়া দিবার লোক আর কেহ নাই, ইনি পণ্ডিত ও মেধাবী ও ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করিতে করিতে ঝরিতেছেন। হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেবতাদিগের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হইয়াছ, তুমি সূর্য্যকে আকাশে আরোহণ করাইয়াছ।

৮। নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্রদ্বারা ঝরিতেছেন। তাহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে. তিনি আনন্দ বর্দ্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন।

৯। সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার যে সকল রস সকলে ভাগ করিয়া লইতে হইবেক, তাহারা যেন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল (অর্থাৎ কলসের মধ্যে), তিনি মত্ততার উৎপাদনকর্ত্তা, মত্ততার জন্য তাঁহাকে আঘাত করিতেছে (ছেঁৎলাইতেছে)।

১০। হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করিতেছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরে উজ্জ্বল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন।

১১। মেষলোম আচ্ছাদন কালে সোমকে শোধন করিতেছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হয়েন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতদিগের উচিত তাঁহাকে অভিনন্দন করা।

১২। হে সোম যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয়, তদ্রূপ তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তোমার লতার রস লইয়া মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে তুমি যাইতেছ।

১৩। যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করিতে হয়, তদ্রূপ সোমকে সুশোভিত করিতে হয়; তিনি উজ্জ্বল হইয়া শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। দুই হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁহাকে জলের দিকে চালাইয়া দিতেছে। যেন বলবান্ লোকে রথ চালাইয়া দিতেছে।

১৪। এই সমস্ত সোমরস, যাহারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং তাবৎ বস্তু দিতে পারে, তাহারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।

১৫। সোম যিনি, তিনি রাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হইয়া কলসে যাইতেছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া তিনি চলিয়াছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।

১৬। এই উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তৃক সংধাবিত হইতেছে।

১৭। মরুৎ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হইয়া, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করিতেছেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে সুশোভিত করিতেছেন।

১৮। বুদ্ধিমান্ সোম দুই ফলকের উপর শোভিত হইতেছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করিতে করিতে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ করিয়া কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করিতেছেন এবং তাঁহাকে আচ্ছাদন করা হইতেছে।

১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে; হে পিঙ্গলবর্ণধারী! আমাকে রক্ষা কর, রাক্ষসদিগকে নিধন কর।

২০। হে সোম! কি দিন, কি রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত আছি। হে পিঙ্গলবর্ণধারী! তুমি নিজ

কিরণে সূর্য্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিষ্ঠান কর। যেরূপ পক্ষীগণ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ আমরা তোমার নিকট যাইতে ব্যস্ত।

২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময়, পিঙ্গলবর্ণ সর্ব্বজন কামনীয় বিস্তর অর্থ তুমি আনিয়া দিয়া থাক।

২২। মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রস বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল সোম! দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর।

২৩। হে সোম! সর্ব্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্ন লাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদিগের আনন্দ-বিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করিয়া (আশ্রয় করিয়া) থাক।

২৪। হে সোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে সঞ্চয় করা হইতেছে, তুমি মর্ত্ত্যলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিরা তোমাকে মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালাইয়া দিতেছেন।

২৫। এই যে সোমরস সকল, যাঁহাদিগের সঙ্গে দেবতারা আছেন, ইন্দ্র যাঁহাদিগকে সেবন করেন, যাঁহারা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য যাইয়া থাকেন, তাহারা ধারার আকারে প্রস্তুত হইয়া পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন।

২৬। প্রস্তুতকর্ত্তারা চালাইয়া দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক কলসের দিকে যাইতেছেন, তিনি জ্যোতি উৎপাদন করিতেছেন, ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধৌত বস্ত্রের ন্যায় হইতেছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১০৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। গৌরিবীতি, শক্তি, উরু, ঋজিশ্বা, ঊর্দ্ধসদ্মা, কৃতযশা ও ঋণঞ্চয় ইহারা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, দীপ্তিমান ও কর্ম্মে অতি পটু, তুমি যারপর নাই মধুপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎ বস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।

৩। হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক(১)।

৪। তুমি সেই সোম, যাঁহার সাহায্যে অঙ্গিরবংশসম্ভূত দধ্যঙ নামক ব্যক্তি তাঁহার নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাঁহার সাহায্যে তাঁহার মেধাবী পুত্রেরা সেই গাভী প্রাপ্ত হয়; যাঁহার সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইয়া দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ করিয়া থাকেন।

৫। এই দেখ, সেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিসম্পন্ন হইয়া ধারার আকারে ক্ষরণপূর্ব্বক মেষলোম পথে নির্গত হইতেছেন, যেন জলের একটী তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছেন।

৬। হে সোম! তুমি আকাশ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হইতে নিজ বলে নির্গত করিয়াছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই তুমি দুর্দ্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর।

৭। হে পুরোহিতগণ! এই যে সোম, যিনি ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী, যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জল বর্ষণ করেন, আপনার তেজঃ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন, সেই সোমকে প্রস্তুত কর, সেই সোমকে চতুর্দ্দিকে সেচন কর।

৮। যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হইয়া থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হয়েন, যজ্ঞে যাহার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁহার বৃদ্ধি; যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।

(১) অমৃত পান করিয়া দেবগণের অমরত্ব লাভ করাস্বরূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হইতে উৎপন্ন।

৯। হে অন্নের অধিপতে দেব! দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রভূত অন্নরাশি আহরণ করিয়া দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে দ্বিখণ্ড করিয়া বৃষ্টিবর্ষণ কর।

১০। হে সুনিপুন সোম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া রাজ্য ভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর।

১১। এই যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়েন, তাবৎ সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোহিতেরা, তাহাকে দোহন, অর্থাৎ প্রস্তুত করিতেছেন।

১২। রসবর্ষণকারী সোম জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি শব্দ করিতেছেন, আপনার কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন। কবিরা তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুভ্র মূর্ত্তি হইতেছেন, তাঁহার ক্ষরণ ক্রিয়াদ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হইতেছে।

১৩। যে সোম অন্ন ও গাভী ও ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।

১৪। আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুৎগণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।

১৫। হে সোম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তোমার আধারভূত পাত্র সকল তোমার অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তুমি যারপর নাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

১৬। হে সোম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের আহ্লাদ উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ কর। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হইয়াছে। তুমি স্বর্গধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ।

১০৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নি নামক ঋষিগণ।

১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু হইয়া ইন্দ্র ও মিত্র ও পূষা ও ভগের নিমিত্ত অগ্রসর হও।

২। হে সোম! ইন্দ্র এবং তাবৎ দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ ও বলাধান হইবে।

৩। হে সোম! তুমি শুক্রবর্ণ এবং দেবতাদিগের পেয়বস্তু. তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও।

৪। হে সোম! তুমি সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তুমি দেবতাদিগের পিতা, তুমি সর্ব্বস্থানে ক্ষরিত হও।

৫। হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখ সাধন কর।

৬। তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।

৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল হইয়া এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়া পূর্ব্বের মত আনুপূর্ব্বিক ক্ষরিত হও।

৮। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ যথা নিয়মে সোমকে উৎপাদন করিতেছেন, তিনি শোধিত হইয়া মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে তাবৎ ধন আনিয়া দিন।

৯। সোম শোধিত হইয়া প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদিগের তাবৎ ধন উৎপন্ন করুন।

১০। হে সোম! ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালনকরা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।

১১। নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সেই রসরূপী সোমকে শোধন করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যে আনন্দ ও প্রচুর ধন পাইবেন।

১২। সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, দেবতাদিগের জন্য পবিত্রের উপর তাঁহাকে শোধন করিতেছে।

১৩। সুশ্রী সোম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হইলেন।

১৪। সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তাহাতে তিনি বৃত্র নামক তাবৎ রাক্ষসকে নিধন করেন।

১৫। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে, সকল দেবতা পান করিতেছেন।

১৬। প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।

১৭। জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।

১৮। হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।

১৯। দ্রুতগামী সোম সহস্রধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

২০। বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এই সোমকে মধুর রসের সহিত মিশ্রিত করিতেছে।

২১। হে উজ্জ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছ, দেবতাদিগের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করিতেছে।

২২। ইন্দ্রের জন্য এই প্রখর সোমরস প্রস্তুত হইতেছেন. ইনি জল আলোড়ন করিতেছেন এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

১১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক দুই ঋষি।

১। হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম! অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদিগের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি। শত্রু সংহার করিবার জন্য তুমি যাইতেছ।

২। হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলিতেছ।

৩। হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্য্যকে নিজ বলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাহাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়া দিয়া থাক।

৪। হে অমৃত তুল্য সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারভূত আকাশের উপর মানুষদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছ, অন্ন ভাগ করিয়া দিতে দিতে তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে যাইয়া থাক।

৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদিগের জল পানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিম্বা যেমন কেহ দুই হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরিতে থাকে, তদ্রূপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করিয়া যাইয়া থাক।

৬। যখনই সূর্য্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করিলেন, তখনই দিব্য লোকবাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিল।

৭। হে সোম! তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি আমাদিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর।

৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা

হইয়াছিল(১)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাহকে স্তব করিতে লাগিল।

৯। হে ক্ষরণশীল! এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণী-বর্গ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, তদ্রূপ তুমি করিয়া থাক।

১০। সোমের সহস্রধারা, তাঁহার সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হইবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইরূপে তিনি ক্ষরিত হইলেন।

১১। এই যে সোম, যিনি শোধিত হইয়া মধু তুল্য হয়েন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু দিতে জানেন এবং পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

১২। হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব কর, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দিগকে দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে সংহার করিয়া থাক; এতাদৃশ তুমি ক্ষরিত হও।

১১১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অনানত ঋষি।

১। যেমন সূর্য্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্ব্বক সকল শত্রু সংহার করিতেছেন। প্রস্তুত হইবার পর ইঁহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছে, ইনি শোধিত হইয়া হরিতবর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ইনি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন।

(১) সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় "সমুদ্র" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং সমুদ্র হইতে অমৃত-মন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হইল।

২। হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহা কোথায় ছিল, তুমি তাহা জানিতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করিতে করিতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হইতে সামধ্বনি শুনা যায়, তদ্রূপ তথায় তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্ত্তিদ্বারা তুমি অন্ন দান কর এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।

৩। অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া সতর্ক-ভাবে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েন, সেই নিমিত্ত পুরুষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করিয়া উচ্চারিত হইতে থাকে, হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হইয়া থাক।

১১২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। শিশু ঋষি।

১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগেরও কার্য্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে চাহে(১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ ও শাণ দিবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া সেই বাণ ক্রয় করিবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে(২)। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী(৩)। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ

(১) ছুতার ও বৈদ্য ও স্তোতাদিগের উল্লেখ পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা হইয়াছিল। স্তোত্র পাঠকগণ লোভের উপায় বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং যজ্ঞকর্ত্তা ধরিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ এই ঋকে পাইলাম।

(২) প্রস্তরে শাণ দিয়া কাষ্ঠ হইতে কর্ম্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করিত।

(৩) জাতি বিধি সৃষ্টি হইবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক হইতে পারিতেন না, ঋগ্বেদ রচনার সময় এত অস্বাস্থ্যকর বিধি ছিল না।

গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৪। সুন্দর বহন করিতে পারে এতাদৃশ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হইতে ইচ্ছা করে, নর্ম্মসচিবেরা (মোসাহেব) হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোম-বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (অর্থাৎ আমি তোমার ক্ষরিত হওয়া সেইরূপ প্রার্থনা করি)।

১১৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। শর্য্যনাবৎ নামক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তাহা বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্র পান করুন। তাহাতে তাঁহার বলাধান হইবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও(১)।

২। হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর! আর্জীক(২) নামক দেশ হইতে আসিয়া ক্ষরিত হও। পবিত্র ও সত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্ম্মের সহিত তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সূর্য্যের দুহিতা(৩) সোমকে স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়াছে, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে রস আধান করিলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

(১) শর্য্যনাবৎ নামে সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে। সায়ণ।

(২) আর্জীকীয়া নদীর আধুনিক নাম বেয়া। তাহারই নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

(৩) সূর্য্যদুহিতা সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখ। পর্জ্জন্য বৃষ্টিদেবতা সোমলতা বৃষ্টিদ্বারা বর্দ্ধিত। গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ যদি সূর্য্যরশ্মি হয়, তবে গন্ধর্ব্ব দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি।

৫। হে সোম! তোমার বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ; তোমার ধারাগুলি ক্ষরিতেছে। তুমি রসশালী; তোমার রসসমস্ত যাইতেছে। হে হরিতবর্ণধারী! মন্ত্রের দ্বারা পূত হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৬। হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময়বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত করিয়া সেই সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হয়েন। সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৭। যে ভুবনে(৪) সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্নুনামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১১। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

(৪) এই স্থান হইতে পাঁচটী ঋকে স্বর্গধামের বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে, ইহার পূর্ব্বে স্থানে স্থানে স্বর্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, বর্ণনা কোথাও নাই। নবম মণ্ডলের শেষে প্রথম স্বর্গ বর্ণনা পাইলাম। দশম মণ্ডলে এই রূপ বর্ণনা আরও দেখিতে পাইব।

১১৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের তাবৎ আধারে তাঁহার পরিচর্য্যা করে, যে তাঁহার মনের মত কার্য্য করে, তাহাকে সৌভাগ্যশালী কহে। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্রের রচয়িতারা যে সকল স্তুতিবাক্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি কর এবং সোমরাজাকে নমস্কার কর। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। অনেক সূর্য্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক আছে এবং হোমকর্ত্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্য্যদেব আছেন; হে সোম! তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৪। হে সোমরাজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যেন আমাদিগের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

দশম মণ্ডল(১)

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্ত্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আলোকযুক্ত হইলেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হইয়া তাবৎ গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করিলেন।

২। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁহাদিগের হইতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাক, ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করিতে করিতে তোমার সেই মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও।

৩। অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপী, ইনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জানেন, ইনি প্রকাণ্ড হইয়া আমি যে ত্রিত, অমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। ইহার জল মুখে করিয়া অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করিতে করিতে যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিরা একমনে তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন।

৪। তোমার মাতাস্বরূপ ওষধীবর্গ (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জগণ), খাদ্য-দ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁহারা নানাবিধ অন্নসহকারে তোমার পূজা করেন, যে হেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করিয়া দাও। তুমি আবার সেই ওষধিবর্গের প্রতি যাইয়া থাক, তাহাতে তাহারা অন্যরূপ অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, তুমি মনুষ্য জাতীয় প্রজাদিগের হোতাস্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান কর।

(১) ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সহিত যেরূপ সামবেদের বিশেষ সম্পর্ক, সেই রূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব্ববেদের বিশেষ সম্পর্ক। অথর্ব্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমশ নির্দ্দেশ করিব। প্রথম মণ্ডলের ন্যায় দশম মণ্ডল নানা বংশীয় ঋষিকর্ত্তৃক রচিত।

৫। অগ্নির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জানাইয়া দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি যাইয়া থাকেন, ইনি লোকদিগের নিকট অতিথির ন্যায় পূজ্য; ইহাকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করিতেছি।

৬। হে অগ্নি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পৃথিবীর নাভি, অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান করিয়া এবং লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে দেবতাদিগকে অর্চনা করিতেছ।

৭। যে রূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ, হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপূর্ণ কর। হে যুবা পুরুষ! তুমি ভক্তদিগের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দেবতাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে যুবা পুরুষ! যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট কর। হে ঋতুর অধিপতি! কোন্ সময় যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা তুমি জান, অতএব সময় বুঝিয়া যজ্ঞ কর। দেবলোকে যাঁহারা পুরোহিতের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া যজ্ঞ কর; কেননা তুমি হোমকর্ত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২। হে অগ্নি! তুমিই হোতা, তুমিই পোতা, আর তুমি মেধাবী, সত্যনিষ্ঠ এবং লোকদিগকে ধন দান করিয়া থাক। এস আমরা যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাদিগকে অর্চনা করুন।

৩। যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন।

৪। হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদের অবিদিত কিছুই নাই; যদি আমরা তোমাদিগের কোন কার্য্য নষ্ট করি, অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিন।

৫। মনুষ্যগণ দুর্ব্বল, ইহাদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁহার তুল্য যাজ্ঞিক কেহ নাই।

৬। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকা স্বরূপ; এতাদৃশ তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করিয়াছেন। সেই তুমি এই স্থানে এস, এস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এস্থানে স্তুতি পাঠ হইতেছে। এই সমস্ত সর্ব্বজনহিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন কর।

৭। দ্যাবাপৃথিবী হইতে তোমার জন্ম, জল হইতে তুমি জন্মিয়াছ, যিনি উত্তম নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। পিতৃলোকে যাইবার কোন পথ, তাহা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে।

৩ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে রাজন্! সেই প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া, যিনি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হইয়া বিপুল আলোকে শোভা পাইতেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করিয়া শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করিতেছেন।

২। এই অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করিলেন; সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্য্যের পত্নী ঊষাদেবীকে জন্ম দান করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধে আলোক বিস্তার করিয়া সূর্য্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন।

৩। অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সহিত সমাগত হইয়া আসিতেছেন, তিনি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করিতেছেন।

৪। এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্ত্তাদিগকে ক্লেশ দেয় না; অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায়; তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা; তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর; তাঁহার দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট করতঃ অগ্রসর হইতেছে, সকলে তাহা জানিতে পারিতেছে।

৫। এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখা সমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি অতি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নিজ কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন।

৬। এই অগ্নির শিখা দৃষ্ট হইতেছে, ইনি চলিয়াছেন; ইঁহার উত্তাপযুক্ত কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, ইঁহার স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্ব্বদিকে বিস্তারিত হওয়া; ইঁহার চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা পাইতেছে।

৭। হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাদিগকে লইয়া আইস, দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি অগ্রসর হইয়া উপবেশন কর। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান্, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান্, সেই ঘোটকদিগকে লইয়া তুমি এস্থানে আগমন কর।

৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। আমাদিগের যজ্ঞে তুমি পূজনীয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি, তোমাকে স্তব করি, হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজা! মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক।

২ । হে যুবাপুরুষ ! যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হইতে রক্ষা পায়, তদ্রূপ লোকে তোমার শরণাগত হয় । মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে দ্যুলোক, ও ভূলোক মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া বিচরণ কর ।

৩। পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তাঁহার বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল! যে রূপ পশুকে ছাড়িয়া দিলে সে গোষ্ঠের দিকে যায়, তদ্রূপ তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হইয়া গমন কর ।

৪ । হে অগ্নি ! তোমার মোহ নাই, আমরাই মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব অমরা অবগত নহি, তুমিই তাহা জান। সেই অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক শয়ন করিতেছেন, জিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়া আহুতি আস্বাদন করিতেছেন ।

৫ । যজ্ঞকর্ত্তারা একমন হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, সেই অগ্নি কোথাও পুরাতম কাষ্ঠের উপর নূতন হইতেছেন, তিনি ধূমস্বরূপ প. . তুলিয়া কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। তিনি স্নান করেন না, বৃষের ন্যায় জলের দিকে যাইতেছেন ।

৬ । যেরূপ অসংসাহসিক দুই দস্যু বন মধ্যে পথিককে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করে(১), তদ্রূপ আমার দুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগ-পূর্ব্বক যজ্ঞ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি মন্থন করিতেছে। হে অগ্নি! তোমার নিমিত্ত এই নূতন স্তব রচনা করিলাম। তোমার শুভ্রালোকবিশারী অবয়ব লইয়া তুমি যেন রথ যোজনাপূর্ব্বক এস্থানে আগমন কর ।

৭ । হে জ্ঞানবান্ অগ্নি ! এই যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে দিলাম, এই নমস্কার করিলাম. এই স্তব যেন সর্ব্বদাই তোমার সম্ভাষণের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি । হে অগ্নি! আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে রক্ষা কর; অনন্য-মনা হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর ।

(১) বন মধ্যে দস্যুর উল্লেখ ।

৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আমাদিগের মনের অভিলাষ সকল অবগত আছেন। ইনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্ত্তী রাত্রিকালে দেখা দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে, তথায় গমন কর।

২। যজ্ঞকর্ত্তারা আহুতি সেচন করিতে করিতে সকলে এক প্রকার নীলবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ঘোটকী লাভ করিলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতেরা সেই অগ্নি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নাম-সমূহ তাঁহারা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন।

৩। দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাদিগের কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, তাহারা একত্র হইল এবং যথা সময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্ম দান করিয়া লালন পালন করিল। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সেই অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করি।

৪। যে সকল প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা যজ্ঞের কার্য্যের প্রবর্ত্তকস্বরূপ, অগ্নি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারা অন্ন কামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করিলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক তাবৎ বস্তুর আস্বাদনকারী, অগ্নি তাহারই মধ্যে বাস করেন, সেই অগ্নিকে যজ্ঞকর্ত্তারা ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিতেছেন।

৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিলাষী হইয়া তাঁহার স্বকীয় সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবির্ভূত করিলেন, অভিপ্রায় যে সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দ্দিক দেখিতে পায়। তিনি প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়া আকাশে সেই সমস্ত শিখা প্রেরণ করিলেন, তিনি যেন সূর্য্যের আলোক আবরণ করিতে পারে, এরূপ ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ধারণ করিলেন।

৬। পণ্ডিতেরা সাত মর্য্যাদা, অর্থাৎ সীমা, অর্থাৎ অকর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; যে কেহ তাহার একটীও করে সেই পাপী(১)। অগ্নি মনুষ্যকে পাপ হইতে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্ত্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, স্য্যর্যকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন।

৭। অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন(২)। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী।

(১) সাত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম যথা. ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন, পুনঃপুনঃ পাপাচরণ, পাপ করিয়া প্রকাশ না করা। সায়ণ। কিন্তু সায়ণের এই ব্যাখ্যা পৌরাণিক মত সঙ্গত, বৈদিক নহে।

(২) এস্থলে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের যে অপরিণত অবস্থা ছিল, তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। আর সৃষ্টির পরবর্ত্তী অবস্থা সৎ। সায়ণ।

অধ্যায়

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। এই সেই অগ্নি, যজ্ঞের সময় যাঁহাকে স্তব করিয়া তাঁহার আশ্রয় পাওয়া যায় এবং নিজ গৃহে অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

২। যিনি দুর্দ্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বলকিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন। যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমানদিগের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিবার জন্য উত্তম ঘোটকের ন্যায় অক্লিষ্ট ভাবে আসিতেছেন।

৩। তিনি সর্ব্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার প্রভুত্ব আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি সেই অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রথ বিপক্ষদিগের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হয়।

৪। সেই অগ্নি নিজ বলে বলী হইয়া এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করিতে করিতে দ্রুত গমনে দেবতাদিগের উদ্দেশে যাইতেছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান যজ্ঞকর্ত্তা; তিনি দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতেছেন।

৫। সেই যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পান, তোমরা তাঁহাকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্দ্ধনা কর। তিনি ধনের কর্ত্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তাঁহাকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

৬। দ্রুতগামী ঘোটকেরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ অশেষ ধন সেই অগ্নির সহিত যাইয়া মিলিত হয়। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের সহিত একত্র হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্র মহত্ব লাভ করিলে এবং স্থান গ্রহণ করিয়াই আহুতিযোগ্য হইলে। অতএব তোমাকে দেখিয়াই দেবতারা তোমার নিকটে আসিলেন; তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন।

৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে অগ্নি! আকাশ ও পৃথিবী হইতে কল্যাণ আহরণপূর্ব্বক আমাদিগকে দাও। হে দেব! আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সর্ব্বপ্রকার অন্ন আহরণ কর। হে সৌম্যমূর্ত্তি! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হই; হে দেব! তোমাকে যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করিতেছি, সেই কারণে আমাদিগকে রক্ষা কর।

২। হে অগ্নি! তোমার জন্য এই সমস্ত স্তব প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি যে সকল গাভী ও ঘোটক ও ধন দিয়াছ, তাহারই জন্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করা হইতেছে। হে সৌম্যমূর্ত্তি! হে ধনস্বরূপ! যখন মনুষ্য তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার অনেক প্রকার স্তব আসিয়া উপস্থিত হয়।

৩। অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি; অগ্নিই ভ্রাতা; অগ্নিই চিরকালের বন্ধু, যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে, তদ্রূপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্ত্তিকেই সেবা করিয়া থাকি।

৪। হে অগ্নি! এই সকল স্তব সম্পন্ন হইয়াছে, এই স্তব হইতেই আমরা সকল বস্তু পাইয়া থাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যাহার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাদিগকে আহ্বান কর এবং রক্ষা কর। সেই আমি যেন যজ্ঞবান্ হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি।

৫। উজ্জ্বলমূর্ত্তিধারী পুরুষেরা অগ্নিকে আধান করিলেন, প্রাচীন বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা উচিত; তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্ত্তা। মনুষ্যবর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্ব্বক সেই অগ্নিকে জন্ম দান করিলেন। তিনি রূপধারী দেবতাদিগকে আহ্বান করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সংস্থাপন করা হইল।

৬। হে দেব! দিব্যলোকবাসী দেবতাদিগকে তুমি নিজেই অর্চ্চনা কর। অপরিণতমতি নির্ব্বোধ মনুষ্য তোমার কি সাহায্য করিবে। যেরূপ তুমি সময়ে সময়ে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা কর, তদ্রূপ হে সৌম্যমূর্ত্তি! তোমার, আপনার উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

৭। হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হও, আমাদিগের গাভীগণের রক্ষাকর্ত্তা হও, আমাদিগের অন্নের উৎপাদনকর্ত্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্ত্তা হও। হে পূজনীয়! হোম করিবার সামগ্রী সমস্ত আমাদিগকে দান কর, সাবধান হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর।

৮ সূক্ত।

প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবতা। ত্রিশিরা ঋষি।

১। প্রকাণ্ড পতাকা লইয়া অগ্নি যাইতেছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যাপিয়া ফেলিলেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে (অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

২। অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করিলেন, দেখ তাঁহার শিখাই তাহার ককুদ। বৎসটী দেখিতে সুশ্রী, কত খেলা খেলিতেছে, শব্দ করিতেছে। দেবারাধনার কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে এবং সর্ব্বাগ্রে আপনা হইতেই আপন স্থানে যাইতেছে।

৩। দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নির পিতা মাতার তুল্য, তাহাদিগের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এই বীরের অস্থির-মূর্ত্তিকে যজ্ঞে আধান করা হইল। ইনি যখন চলিলেন, তখন যজ্ঞ স্থানের

লোকেরা চতুর্দ্দিগব্যাপী ইহার দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের নিকটবর্ত্তী হইল।

৪। হে ধন স্বরূপ! প্রতি দিন প্রভাতে তুমি অগ্রে আসিয়া থাক। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হইতে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ উৎপাদনপূর্ব্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন কর, তৎকালে তুমি আবরণকারী রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাক। হে বুদ্ধিমান্! তুমি জলের পৌত্র(১)। যাহার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তাহার দূত হইয়া থাক।

৬। হে অগ্নি! তুমি যে আকাশে নিযুৎ নামক ঘোটকের সহিত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, তথায় তুমি যজ্ঞের নির্ব্বাহকর্ত্তা এবং জলের প্রেরণকর্ত্তা হইয়া থাক। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন কর। হে অগ্নি! সর্ব্ববস্তু প্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর।

৭। ত্রিত যজ্ঞ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করিয়া নানা বিপদে রক্ষা পান। তিনি প্রার্থনার অনু-রোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলিতে বলিতে যুদ্ধের অস্ত্র লইতে গেলেন।

৮। আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে(২) বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন।

(১) জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ, অর্থাৎ অগ্নি। সায়ণ।

(২) "The three-headed seven-rayed (monster)."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 230.

৯। শিষ্টপালনকর্ত্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্ব্বব্যাপি তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন(৩)।

৯ সূক্ত।

জল দেবতা। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি অথবা ত্রিশিরা ঋষি।

১। হে জল! তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর।

২। হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

৩। হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর।

৪। জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন

৫। অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদিগকে তাঁহারাই বাস করাইয়া থাকেন; সেই জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি।

৬। সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন।

৭। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

(৩) ইন্দ্রের ও ত্রিতের ত্বষ্টার সহিত বৈরভাব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন, এরূপ একটা বৈদিক আখ্যান আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার প্রাকৃতিক অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

৮। হে জলগণ! যাহা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে, অথবা যে কোন হিংসার কার্য্য করিয়াছি, কিংবা অভিসম্পাত করিয়াছি, অথবা মিথ্যা কথা কহিয়াছি, সে সমস্ত অপসারিত কর।

৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রস পাইয়াছি। হে অগ্নি! জলবিশিষ্ট হইয়া তুমি এস। আমাকে তেজোযুক্ত কর(১)।

১০ সূক্ত।

যম ও যমী দেবতা। এবং তাঁহারাই ঋষি।

১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে কহিতেছেন(১)]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।

২। (যমের উত্তর)—তোমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এপ্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জ্জন নহে, যেহেতু সেই মহান্ অসুরের স্বর্গ ধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্ব্বভাগ দেখিতেছেন(২)।

---

(১) ৬—৯ এই কয়েক ঋচ্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ২০ হইতে ২৩ ঋকের সহিত এক।

---

(১) এই সূক্তটী অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। এই সূক্তের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য পাঠক ১। ৩৫। ৬ ঋকের যম ও যমী-সম্বন্ধে টীকাটী পাঠ করিবেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি; দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি।

(২) অসুরের বীর পুত্রগণ বোধ হয় দেবগণ বা দেবগণের চর, ৮ ঋক দেখ।

৩। (যমীর উক্তি)—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্র জন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর।

৪। (যমের উত্তর)—একার্য্য পূর্ব্বে কখন আমরা করি নাই। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কহি নাই। গন্ধর্ব্ব আমাদিগের পিতা, আর আপ্যা যোষা আমা দগের উভয়ের মাতা(৩); সুতরাং আমাদিগের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক।

৫। (যমীর উক্তি)—নির্ম্মাণকর্ত্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেব-ত্বষ্টা(৪), আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথা করিতে কাহারো সাধ্য নাই। আমাদিগের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন।

৬। এই প্রথম দিন কে জানে? কে বা দেখিয়াছে? কেই বা প্রকাশ করিয়াছে? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন(৫)! তুমি নরদিগকে ইহার কি বল!।

---

(৩) সায়ণ গন্ধর্ব্ব অর্থে বিবস্বান্ বা সূর্য্য এবং আপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্য্যপত্নী উষা করিয়াছেন। "In X. 10. 4. I take Gandharva for Vivasvat, Apya Yoshá for Saranyu in accordance with Sayana, though differing from Professor Kuhn."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 529, note.

(৪) মূলে "জনিতা * * দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য করিয়া জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তাহার বিশেষণ শব্দ করিয়াছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগুলি বোধ হয় বিশেষণ। "The divine Twashtri, the creator, the vivifier, the shaper of all forms."—*Muir*. "Janita is not father, but creator, and belongs to Tvashta Savita Visvarupah, the father of Saranyu, or the creator in general in his solar character of Savitar."—*Max Muller*.

(৫) এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এই ৬ ঋক্‌টী যমীর উক্তি করিয়াছেন। সুতরাং, "আহনঃ" যমের বিশেষণঃ করিয়াছেন। Muir এই ঋক্ যমীর উক্তি করিয়া "আহনঃ" অর্থে "O! Wanton woman!" করিয়াছেন।

৭। তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট, তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় এস, আমরা এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

৮। (যমের উত্তর)—এই যে সকল দেবতাদিগের গুপ্তচর, ইহাদের সর্ব্বত্র গতিবিধি, ইহারা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনী(৬) যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর; রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তাহার সহিত এক কার্য্য কর।

৯। কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্য্যের তেজঃ যেন পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ যমের আত্মীয়। যমী যাইয়া যমের ভ্রাতা ভিন্ন অন্য পুরুষের আশ্রয় করুক(৭)।

১০। ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে, যখন ভ্রাতা ভগ্নীতে সহবাস করিবে। হে সুন্দরি! আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন রেতঃ সেক করিবেন, তখন তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর।

১১। (যমীর উক্তি)—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে সত্বেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগনী সত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্চ্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি; তোমার শরীরে আমার শরীরে মিলাইয়া দাও।

১২। (যমের উত্তর)—তোমার শরীরের সহিত আমার শরীর মিলাইতে ইচ্ছা নাই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাহাকে পাপী কহে আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত আমোদ আহ্লাদের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার তাদৃশ অভিলাষ নাই।

১৩। (যমির উক্তি)—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পুরুষ দেখিতেছি! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে

(৬) এখানেও "অহনঃ" শব্দ আছে।
(৭) Muir এই ঋক্ যমীর উক্তি করিয়াছেন।

পারিতেছি না, যেরূপ রজ্জু ঘোটককে বেষ্টন করে, কিম্বা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ আমাকে তুমি বিমুখ!

১৪। (যমের উত্তর)—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকেই উত্তমরূপে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তাহারি তুমি মন হরণ কর, সেও তোমার মনোহরণ করুক। তাহারই তুমি সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। হবির্দ্ধান ঋষি।

১। সেই মহত্ত্বযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত, তিনি উজ্জ্বল আকাশ হইতে আশ্চর্য্য দোহন প্রক্রিয়াদ্বারা জল দোহন করিলেন। যেরূপ বরুণ, তদ্রূপ তিনিও নিজ জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল, প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্ব্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

২। গন্ধর্ব্বী ও অপ্যা যোষণা(১) স্তব করিতেছেন। নদ যে স্তব করিতেছে, তাহাতে আমার মনঃ সংযোগ হউক। অদিতিদেবী আমাদিগকে তাবৎ অভিলষিত ফলের মধ্যে লইয়া চলুন। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বাগ্রে স্তব করিতেছেন(২)।

৩। যেই মাত্র গগনবিহারিণী, শব্দায়মানা, কল্যাণমূর্ত্তি চিরপরিচিতা ঊষাদেবী মনুষ্যকে দেখা দিলেন, তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হইল; যাহারা যজ্ঞের অভিলাষী, এই অগ্নি তাহাদিগের প্রতিই প্রীতিযুক্ত; ইনি দেবতাদিগকে আহ্বান করেন।

৪। শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞে সেই দ্রবমূর্ত্তি সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সোমকে আনিয়া দেন। যখন আর্য্য মনুষ্যগণ সৌম্যমূর্ত্তি ও

---

(১) অপ্যা যোষণা অর্থে ঊষা। পূর্ব্বের সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ। গন্ধর্ব্ব অর্থে যদি সূর্য্য হয়, তবে গন্ধর্ব্বী অর্থেও সূর্য্যপত্নী ঊষা।

(২) সায়ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন.

দেবতাদিগের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হয়েন, তখন স্তব উঠিতে থাকে।

৫। হে অগ্নি! যেরূপ ঘাস পশুর পক্ষে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের পক্ষে প্রিয়। মনুষ্যের আহুতি প্রাপ্ত হইয়া তুমি উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্ব্বক এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিস্তর দেবতা লইয়া এস।

৬। হে অগ্নি! তোমার শিখাকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেরূপ জীর্ণকারী সূর্য্য আপনার আলোক দ্যুলোক ও ভূলোকে ভাগ করিয়া দেন। যজ্ঞাভিলাষী দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞকর্ত্তা যজ্ঞ করিতে উদ্যত, তিনি মনের সহিত ব্যগ্র হইয়াছেন। অগ্নি স্তব স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন। প্রধান পুরোহিত উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং স্তব বাড়াইয়া দিতেছেন। ব্রহ্মা নামক বুদ্ধিমান্ পুরোহিত মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন, পাছে কোন দোষ ঘটে।

৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহার যশ সর্ব্বাতিশায়ী। সে অন্ন বিতরণ করে, ঘোটকগণ তাহাকে বহন করে, তাহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিন দিন অধিক সুখী হয়।

৮। হে পূজনীয় অগ্নি! যখন আমরা এই সমস্ত পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব দেবতাদিগের যজ্ঞ উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সেই সময়ে রমণীয় বস্তু সকল আমাদিগকে দিও। হে যজ্ঞীয়দ্রব্য গ্রহণকারী! আমরা যেন ইহা হইতে ধনের অংশ প্রাপ্ত হই।

৯। আমাদিগের গৃহে সর্ব্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, ইহাতে, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের কথা শ্রবণ করিও। অমৃতক্ষরণ করে, এতাদৃশ রথ যোজনা কর। দেবতাদিগের জনকজননী দ্যাবা-পৃথিবীকে আমাদিগের নিকট লইয়া এস, তুমি এই স্থানেই থাক। দেবতাদিগের নিকট হইতে তুমি অপসৃত হইও না।

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। হবির্দ্ধান ঋষি।

১। দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারা যজ্ঞের সময় সর্ব্বপ্রথম অগ্নিকে আহ্বান করুন, তাঁহাদের সেই আহ্বান সত্য হউক। তখন অগ্নি যজ্ঞের জন্য মনুষ্যদিগকে প্রেরণ করিয়া আপন শিখা ধারণপুর্ব্বক দেবতাদিগের আহ্বানের জন্য উপবেশন করুন।

২। হে অগ্নি! তুমি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাও। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ; ধূমই তোমার পতাকা; তুমি প্রজ্বলিত হইয়া সরল শিখা ধারণ কর; তুমি হোতা ও নিত্য বাক্যপ্রয়োগসহকারে যজ্ঞ করিতে তোমার তুল্য কেহ নাই।

৩। অগ্নিদেব আপনা হইতে যে জল উপার্জ্জন করেন, তাহাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে পালন করে। পরে সমস্ত দেবগণ তোমার সেই জল বিতরণের বিষয় গান করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা স্বর্গের ঘৃতস্বরূপ বৃষ্টিবারি দোহন করে।

৪। হে অগ্নি! আমাদিগের যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী! আমি তোমাদিগকে স্তব করি। হে ঘৃততুল্য বৃষ্টি বর্ষণকারী! আমার স্তব শ্রবণ কর। যখন স্তবকর্ত্তারা যজ্ঞের সময় স্তব করিলেন, হে জনকজননী! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করিয়া আমাদিগের মালিন্য অপনয়ন কর।

৫। অগ্নি কি তবে আমাদিগের হোম গ্রহণ করিয়াছেন? আমরা কি তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিতে পারিয়াছি? কেই বা তাহা জানে? বন্ধুকে আহ্বান করিলে তিনি যেমন আসেন, তদ্রূপ অগ্নি আসিতে পারেন। আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট গমন করুক। আর যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাও দেবতাদিগের নিকট গমন করুক।

৬। এক্ষণে অমৃতের আহুতি দুঃসাধ্য, কারণ একবংশীয়া ও ভিন্ন রূপধারিণী দেবতা রহিয়াছেন। হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সাবধানতাসহকারে তাহাকে রক্ষা কর(১)।

৭। সেই অগ্নি উপস্থিত থাকিলেই যজ্ঞে দেবতাদিগের আমোদ হয়, এই নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতারা সূর্য্যের আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা নিরন্তর দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৮। যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকিলে দেবতারা নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার বিষয় আমরা অবগত নহি। এই যজ্ঞে মিত্র ও অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদিগকে বরুণদেবের নিকট নির-পরাধী বলিয়া জানাইয়া দেন।

৯। আমাদিগের গৃহে সর্ব্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, ইহাতে হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। অমৃত ক্ষরণ করে, এতাদৃশ রথ যোজনা কর। দেবতাদিগের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদিগের নিকট লইয়া আইস। তুমি এই স্থানেই থাক, দেবতাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইও না(২)।

১৩ সূক্ত।

হবির্দ্ধান নামক শকটদ্বয় ইহার দেবতা, অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়। বিবস্বত ঋষি।

১। হে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ করিয়া তোমাদিগকে যোজনা করিতেছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতাদিগের নিকট গমন করুক। যেন যে সকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা সকলে শ্রবণ করুন।

(১) সায়ণ এই ঋক্ ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহার অর্থ অপরিষ্কার।

(২) পূর্ব্বের সূক্তের শেষ ঋকের সহিত এই ঋক্ একই।

২। যৎকালে তোমারা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর, তখন দেবপূজা-কারী মনুষ্যগণ তোমাদিগের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া আরোপণ করে। তোমরা নিজ স্থানে যাইয়া অবস্থিতি কর। আমাদিগের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর।

৩। যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধানা ও সোম ও পশু ও পুরোডাশ ও ঘৃত), তাহা আমি যথাযোগ্যরূপে বিনিয়োগ করিতেছি। যথা নিয়মে চারি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি। ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। যজ্ঞের নাভি স্বরূপ যে বেদী, তথায় আমি শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছি।

৪। দেবদিগের মধ্যে কাহাকে মৃত্যু সদনে পাঠান যায়? প্রজা-দিগের মধ্যে কাহাকে অমৃতের ন্যায় করা যায়? যজ্ঞকর্ত্তারা মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যম আমাদিগের প্রিয় এই শরীর পরিহার করেন, অর্থাৎ ধ্বংস করেন না।

৫। স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চা-রিত হইতেছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁহার পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগণও স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। দুই খানি শকট দেবতা ও মনুষ্যদিগের জন্য দীপ্তি পাইতেছে, দুই খানি শকটই কার্য্য করিতেছে এবং দেবতা ও মনুষ্য-দিগের পুষ্টি সাধন করিতেছে।

১৪ সূক্ত।

পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা। যম ঋষি।

১। হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে(১)।

(১) সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে বোধ হয় এই সূক্ত অপেক্ষা জ্ঞাতব্য সূক্ত আর একটী নাই। পর কালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ

২। আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজনিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।

৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে (এবং বৃহস্পতি ঋক্ক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে)। যাহারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা করে এবং যাহাদিগকে দেবতারা সংবর্দ্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ স্বাহা-দ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহবা স্বধাদ্বারা।

৪। হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর, তুমি এই যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে রাজা! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আমোদ কর।

৫। হে যম! নানা মুর্ত্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃ-লোকদিগের সহিত এস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া উপ-বেশন কর।

৬। অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বন্ নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদিগের পিতৃলোকগণ এই মাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী,

---

পাইয়াছি, নবম মণ্ডলের সর্ব্বশেষ সূক্তের পূর্ব্বের সূক্তে একটী বর্ণনাও পাইয়াছি, এই সূক্তে সেই পরকালিক সুখের বর্ণনা আছে, সেই সুখবিধানকর্ত্তা যমের কথা আছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উচ্চার্য্য মন্ত্র গুলিও আছে।

যমের কথা পূর্ব্বমণ্ডলসমূহে আমরা কদাচ পাইয়াছি। এই দশম মণ্ডলে তাঁহার কথা এবং পরকালের কথা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। বোধ হয় ঋগ্বেদের রচনা কালের প্রথম অংশে পরকাল বিশ্বাস তত দৃঢ়ীভূত হয় নাই, ক্রমে যেরূপ, সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল, সেইরূপ উপাসনায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নহে, ঋগ্বেদের যম পুণ্য-কর্ম্মের পুরস্কারবিধাতা। তবে তাঁহার দুইটী হিংসক কুক্কুরের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আরও বলিয়াছি, যে যমের আদি অর্থ সূর্য্য, বা দিবস। সূর্য্যরূপ যম কিরূপে স্বর্গসুখবিধাতা যম হইলেন, তাহা পাঠক ১।৩৫।৬ ঋকের টীকায় দেখিবেন।

সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই(২)।

৭। (যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি)—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথ দিয়া, যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।

৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর(৩) এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

৯। (শ্মশানে দাহ কালে উক্তি)—(হে ভূত প্রেতগণ)! দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়া থাকেন।

১০। (যমদ্বারবর্ত্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি)—হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর(৪)।

১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে

(২) ৩ হইতে ৬ ঋকে প্রকাশ হইতেছে, যে পুন্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ দেবদিগের সহিত স্বর্গবাস করেন এবং দেবদিগের সহিত যজ্ঞের ভাগী, এরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদ রচনাকালে প্রচলিত ছিল।

(৩) "Leave evil there, then return home, and take a form."—*Max Muller*.

"Enter thy home, laying down again all imperfection."—*Roth*. (Translated by Muir.)

"Throwing off all imperfection again go to thy home."—*Muir*.

(৪) ৭ হইতে ১০ ঋকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। তথাপি যমের কুক্কুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ তাহা ১০ হইতে ১২ ঋকে প্রকাশ।

সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত-ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।

১২। সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয়না(৫) এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্যের দর্শন পাই।

১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন এবং যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া থাকে।

১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাঁহার জন্য হোম কর। দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করেন।

১৫। যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্ব্বকালের ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে নমস্কার করি।

১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে(৬) এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

(৫) "মূলে অসুতৃপৌ" আছে। "Insatiable."—*Muir*. কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যাহারা প্রাণ (অসু) ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হয়।"

(৬) সায়ণ কহেন ছয় স্থানে যথা, দ্যুলোক, ভূলোক, জল, উদ্ভিজ্জ, ঊর্ক ও সুনৃতা।

১৫ সূক্ত।

পিতৃলোক দেবতা(১)। শঙ্খ ঋষি।

১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা হিংসাধর্ম্মবিহীন হইয়া আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞের সময় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্ লোকদিগের(২) মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিলাম।

৩। পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাঁহাদিগকে পাইয়াছি, এই যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পাইয়াছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন করিয়া হব্যের সহিত সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন।

৪। হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ! এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভোগ কর। এক্ষণে এস, আমাদিগকে রক্ষা কর ও আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাণ বর্জ্জিত ও পাপরহিত কর।

৫। কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা আগমন করুন, আমাদিগের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন

(১) এই পিতৃলোক সম্বন্ধে সূক্তটীও বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোক দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত সাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এই সূক্তে লক্ষিত হয়।

(২) "Who are now among the powerful races (the gods)."—*Muir*.

কিছু অপরাধ করা আমাদিগের সম্ভব; কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমাদিগকে হিংসা করিও না।

৭। এই সকল লোহিতবর্ণ (অগ্নিশিখার নিকটে) বসিয়া দাতালোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ! তাহার পুত্রদিগকে ধন দান কর, তাহাদিগকে এই যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর।

৮। সোমপানকারী যে সকল পূর্ব্বতন পিতৃলোকগণ উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া(৩) সোমপান ব্যাপার যথা নিয়মে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাও হোমের দ্রব্য কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সুখী হইয়া যথা ইচ্ছা এই সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন।

৯। হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনাপূর্ব্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্মপ্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদিগের নিকট এস, তাঁহারা বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁহারাই পিতৃলোক, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে।

১০। যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহন করেন, হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী, যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস(৪)।

১১। হে অগ্নিস্বত্ব! পিতৃগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই স্থানে আগমন কর এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর

(৩) মূলে "বসিষ্ঠাঃ" আছে। "The eager Vasishthas."—*Muir.*

(৪) পূর্ব্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্বর্গধামে যাইয়া দেবগণের সহিত একরথে আরোহন করেন, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করেন। দশম মণ্ডলে এ বিশ্বাস আমরা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই, পূর্ব্বের মণ্ডলে সে রূপ দেখা যায় না, বোধ হয় স্বর্গের বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কার বিধাতা যমের প্রতি বিশ্বাস এবং পিতৃলোকদিগের পূর্ণ দেবত্ব লাভ বিশ্বাসে ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ ভাগেই বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।

হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন দাও এবং পুত্রপৌত্রাদি দাও।

১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হইয়াছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়াছ। তুমি পিতৃলোকদিগকে তাহা দিয়াছ। তাঁহারা 'স্বধা' 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করুন। হে দেব! এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর।

১৩। এই স্থানে যে সকল পিতৃলোক আসিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা আসেন নাই, যাঁহাদিগকে আমরা জানি, কিংবা যাঁহাদিগকে আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান, তাঁহারা কে কে। হে পিতৃলোকগণ! 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর।

১৪। হে স্বপ্রকাশ অগ্নি(৫)! যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিংবা যাঁহারা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ(৬) হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

---

(৫) মূলে "স্বরাট্," শব্দ আছে। অর্থ "স্বপ্রকাশ অগ্নি।" কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু. যজু. ১৯। ৬০) ইহার অর্থ যম করিয়াছেন এবং পণ্ডিতবর Roth ও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) মূলে "যে অগ্নি দগ্ধাঃ যে অনগ্নি দগ্ধা" আছে। অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ১১ ঋকে যে "অগ্নি সত্ত শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থও অগ্নি দগ্ধ করিয়াছেন।

১৬ সূক্ত(১)।

অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না(২), ইহাকে ক্লেশ দিও না; ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তম রূপে পক্ক হয়, তখনই ইঁহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেও।

২। হে অগ্নি! যখন ইহার শরীর উত্তম রূপে পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।

৩। হে মৃত! তোমার চক্ষুঃ সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

৪। এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তী আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও(৩)।

৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর।

---

(১) এ সূক্তটীও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা ইহাতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই সূক্তেরও কয়েকটি ঋক্ উচ্চার্য্য।

(২) অগ্নিদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) ৩ও ৪ ঋক, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য্য, বা বায়ু, বা মৃত্তিকা, বা জল, বা উদ্ভিজ্জে যায়, কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এইরূপ বিশ্বাস প্রতীয়মান হইতেছে।

ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক ; হে জাতবেদা ! সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক ।

৬ । হে মৃত ! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, কিংবা পিপীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, এই সর্ব্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন, আর সোম, যিনি স্তোতাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহা নীরোগ করুন ।

৭ । হে মৃত ! তুমি গোচর্ম্মের সহিত অগ্নি শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই যে দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্ব্বক ও অহঙ্কারের সহিত তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না ।

৮ । হে অগ্নি ! এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহা সোমপানকারী দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে । এই যে দেবতাদিগের পান করিবার জন্য চমস রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হয়েন ।

৯ । মাংস ভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি । ইহা অশুদ্ধবস্তু বহন করিতেছে, যম যাহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাহা-দিগের নিকট গমন করুক । আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন ।

১০ । এই যে মাংস ভোজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমা-দিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমি অপসারিত করি । আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি । ইনিই পরমধামে যজ্ঞ লইয়া গমন করুন ।

১১ । যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদিগের ও পিতৃলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়া দেন ।

১২ । হে অগ্নি ! যত্নপূর্ব্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, যত্ন-পূর্ব্বক তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছি । যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও

পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্নপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করিবেন বলিয়া বহন কর।

১৩। হে অগ্নি! তুমি যাহাকে দাহ করিলে, পুনর্ব্বার তাহাকে নির্ব্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক।

১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।

১৭ সূক্ত।

সরণ্যু, পূষা, সরস্বতী, জল, সোম দেবতা। দেবশ্রবা ঋষি।

১। ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন, তখন মহান্ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন।

২। সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন তুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ তুইটী সন্তানকে ত্যাগ করিলেন(১)।

৩। পূষাদেব, যিনি জ্ঞানী, যাহার পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তোমাকে এই স্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়া যাউন। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধনদানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের নিকট লইয়া সমর্পণ করুন!

(১) এই তুইটী প্রসিদ্ধ ঋকে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আমি ১।৩।১ ঋকের টীকায় দিয়াছি, পাঠক সেই টীকা দেখিবেন। মক্ষমূলরের মতে বিবস্বান অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে ঊষা, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা, যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি।

৪। বিশ্বসংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সেই পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার যাইবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। যে স্থানে পুণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাঁহারা গিয়াছেন, সেই দেব সবিতা তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়া দিন।

৫। পূষাদেব এই সমস্ত দিকই জানেন, তিনি যেন আমাদিগকে সেই পথ দিয়া লইয়া যান, যে পথে কিছু ভয় নাই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁহার মূর্ত্তি আলোক বেষ্টিত, তাঁহার সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদিগকে জানেন, তিনি সাবধান হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আগমন করুন।

৬। সেই পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তাঁহার যে দুই প্রেয়সী (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী) আছে, যাহারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝিয়া তাহাদিগের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন।

৭। যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতার যখন যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।

৮। হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত একরথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস, এই যজ্ঞে আহ্লাদ কর; আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্ন দান কর।

৯। হে স্বরসতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও।

১০। জলগণ আমাদিগের জননীস্বরূপ, আমাদিগকে শোধন করুন, ইঁহারা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবহমান হইতেছন, সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদিগের মলাপনয়ন করুন। এই দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বহিয়া লইয়া যান। ইঁহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইয়া আসিতেছি।

১১। দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁস) হইতে ক্ষরিত হইলেন, এই স্থানে, আর ইহার পূর্ব্বতন স্থানে, অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হইলেন। আমরা সাতজন হোমকর্ত্তা তুল্যরূপে আধার মধ্যে বিহার-কারী সেই দ্রবাত্মক সোমকে হোম করিতেছি।

১২। হে সোম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হইতেছে, অথবা তোমার যে অংশু (আঁস) পুরোহিতের হস্ত হইতে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হইয়াছে, কিম্বা যাহা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কারপূর্ব্বক হোম করিতেছি।

১৩। তোমার যে রস বাহির হইয়াছে আর তোমার যে অংশু স্রুক-নামক পাত্রের নিম্নে পতিত হইয়াছে, এই দেব বৃহস্পতি তাহা সেচন করুন, তাহাতে আমাদিগের ধন লাভ হইবেক।

১৪। উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ, এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন কর।

১৮ সূক্ত।

মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার ইহারা দেবতা। সংকুসুক ঋষি।

১। হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও. দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তুমি শুনিতে পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তানসন্ততি, বা লোকজনকে হিংসা করিও না।

২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইবে; তোমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরি-পূর্ণ হইবে; তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও।

৩। এই সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট প্রত্যা-গমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্ট-রূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্ব্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে।

৫। যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মরে না, হে বিধাতঃ! ইহাদিগের আয়ুর ব্যবস্থা এই রূপ কর(১)।

৬। তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া তোমরা কর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন কর। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের দীর্ঘআয়ুঃ করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে।

৭। এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন(২)।

---

(১) অর্থাৎ অকালমৃত্যু যেন না হয়। এই ঋকে "ধাতা" অর্থে বোধ হয় পরের ঋকের উল্লিখিত ত্বষ্টা।

(২) মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।" শেষ শব্দটীর একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদসম্মত এইটী প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত এই "অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নেঃ" করিয়া এই ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ প্রাচীনশাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।

"This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands and thousands of lives been sacrificed, and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated, and misapplied."—Max Muller's *Selected Essays* (1881), vol. I, p. 335.

৮। হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে(৩)।

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় আস্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি।

১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্ব্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যে রূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক, প্রতিদিন এই স্থানে তাঁহারা ইহার আশ্রয় স্থানস্বরূপ হউক(৪)।

(৩) ইহা মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য, সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহা এই ঋকে প্রমাণ হইতেছে।

(৪) সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা হয়, তখন ঐ ঋক কয়েকটী পাঠ করা হয়, কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নাই। ঋকগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হইত।

১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।

১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ (অর্থাৎ পালক) বক্রভাবে সংস্থাপন করে, তদ্রূপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হইলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

১৯ সূক্ত।

গাভী দেবতা। মথিত ঋষি(১)।

১। হে গাভীগণ! তোমরা ফিরিয়া যাও, আমাদিগের পশ্চাৎ আসিও না। হে বহুমূল্য গাভীগণ! আমাদিগকে দুগ্ধ দান করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ ধন দানকর্ত্তা অগ্নি ও সোম আমাদিগকে যেন ধন দান করেন।

২। আবার এই গাভীদিগকে ফিরাইয়া দাও, আবার এই গাভীদিগকে লইয়া এস। ইন্দ্র যেন ইহাদিগকে রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়াইয়া লইয়া আসেন।

৩। আবার ইহারা ফিরিয়া আসুক ও এই গাভীগণের প্রভুর নিকটে যাইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হউক। হে অগ্নি! এই গাভীদিগকে এই স্থানেই রক্ষা কর, ইহারা ধনস্বরূপ, এই স্থানেই ইহারা থাকুক।

৪। যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনিয়া চিনিয়া লউন, বাটীতে ফিরাইয়া আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাইয়া দিন।

৫। যে রাখাল চতুর্দ্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ফিরিয়া এস, গাভীগণকে ফিরাইয়া আনিয়া দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীদিগের দুগ্ধাদি ভোগ করিতে পাই।

৭। হে দেবতাবর্গ! প্রচুর অন্ন ও ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদিগকে সর্ব্বদা নিবেদন করিয়া দিয়া থাকি। অতএব যে কেহ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁহারা আমাদিগকে ধন দান করুন।

(১) এই সূক্তে গাভীচারণের কথা আছে।

৮। হে নিবর্ত্তন! অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ! গাভীগণকে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া এস।

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিমদ অথবা বসুকৃৎ ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদিগের মন যাহাতে উত্তমরূপে স্তব করিতে উন্মুখ হয়, তাহা কর।

২। অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতি ভোজনকারী দেবতাদিগের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, তাঁহার যৌবনের অন্ত নাই; তিনি দুর্দ্ধর্ষ; তিনি সৎকর্ম্ম উপদেশ দিবার বন্ধু। যেমন গাবৎসেরা গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। স্বর্গবাসী এই সমস্ত দেবতা তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করিয়া আছেন।

৩। তিনি পুণ্যকর্ম্মসমূহের আধারস্বরূপ; তাঁহার দীপ্তিই তাঁহার ধ্বজা; স্তবকর্ত্তারা তাহাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভি-লষিত ফল দিতে দিতে দীপ্ত পাইতেছেন।

৪। তিনি লোকদিগের আশ্রয়স্থান; তিনিই পথস্বরূপ; তিনি প্রজ্বলিত হইয়া আকাশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ও মেঘ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হই লন; তাঁহার কার্য্য কি অদ্ভুত!

৫। তিনি মনুষ্যের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ-বিস্তারিত হইয়া উঠিলেন। তিনি গৃহ মাপিতে মাপিতে (অর্থাৎ ব্যাপন করিতে করিতে) সম্মুখে আসিতে-ছেন।

৬। সেই অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁহার পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সেই শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতারা আসিতেছেন।

৭। তিনি যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ; পরম সুখ লাভের জন্য তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে কহে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার।

৮। আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাঁহারা আহুতিদ্বারা অগ্নির সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়েন।

৯। এই অগ্নির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সরলভাবে গমন করে, তাহা রক্তবর্ণও বটে, তাহা বহুমূল্য। বিধাতা তাহা সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি বলের পৌত্র; তুমি অক্ষয়ধনে পরিবেষ্টিত, বিমদ নামে ঋষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপূর্ব্বক তোমার এই স্তুতিবাক্য সকল বলিলেন। তুমি এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হইয়া ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও তাবৎ বস্তু বিতরণ কর।

২১ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের অহ্বানকর্ত্তা; স্বরচিত এই সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হইয়াছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ শয়নশীল, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তাহা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর।

২। হে অগ্নি! যাহারা তোমাকে সুশোভিত করে, তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগামী রসসেককারী আহুতি তোমাতে যাইতেছে। তুমি বিমদ, অর্থাৎ আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ।

৩। যজ্ঞকর্ত্তারা আহুতিপূর্ণ পাত্র লইয়া, যেন তোমাকে আর্দ্র করিয়া দিবেন, এইরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করিয়াছেন। তুমি কখন কৃষ্ণ, কখন শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করিতেছ। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছ।

৪। হে বলশালী হে অমর! যে প্রকার ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সেই সমস্ত বিবিধ প্রকার ধন আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করিব। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ।

৫। অথর্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্ব্ব-প্রকার যজ্ঞকার্য্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্ত্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়-রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

৬। যজ্ঞের সময় হোমকার্য্য আরম্ভ হইলে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতাব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ধন বিতরণ কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

৭। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে যজ্ঞের সময় পুরোহিত করিয়া স্থাপন করে, কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের ন্যায় চিক্কণ, তুমি শিখাদ্বারা সকলই জানিতে পার, তোমার মূর্ত্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ।

৮। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাসহকারে প্রকাণ্ডমূর্ত্তি ধারণ কর। তুমি বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাক, তুমি ভগিনীর গর্ব্ভে রেতঃ সেক কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ। [সায়ণ কহেন উদ্ভিজ্জগণ অগ্নির ভগিনী; অগ্নি হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে উদ্ভিজ্জদিগের বীজ রোহণ।]

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। আজি ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুনা গেল? আজি তিনি কোন্ ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হইয়াছেন, শুনা গেল? তিনি কি ঋষিদিগের ভবনে, অথবা কোন নিভৃতস্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন?।

২। ইন্দ্র অদ্য এই স্থানে আসিতেছেন, শুনা যাইতেছে। সেই বজ্র-ধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করিতেছি। তিনি ভক্তদিগের বন্ধুর ন্যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।

৩। সেই ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী; তাঁহার তুলনা নাই; তিনি প্রচুর ধন দিয়া থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন।

৪। হে বজ্রধারী দেব! বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা করিয়া উজ্জ্বলপথে সেই দুই ঘোটককে প্রেরণ করিতে থাক, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি কর, অর্থাৎ দেখাইয়া দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয়।

৫। সেই দুই অশ্বের চালনা করিতে পটু, এমন কোন দেবতা, বা মনুষ্য নাই। তুমি নিজেই সেই দুই বায়ুতুল্য বেগশালী ঘোটককে চালাইয়া দিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া থাক।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা তোমাদিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হইতে মনুষ্যের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের নিজের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আসিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং এতাদৃশ বল প্রার্থনা করি, যাহাদ্বারা অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করিতে পারি।

৮। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানেনা, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর(১)।

৯। হে শূর ইন্দ্র! তুমি শূরদিগের সঙ্গে আমাদিগেকে রক্ষা কর। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ সেবকেরা প্রভুকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই।

(১) অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের স্পষ্ট উল্লেখ। তাহাদিগকে "অকর্ম্মা অমন্তুঃ অন্য ব্রতঃ অমানুষঃ" বলা হইয়াছে।

১০। হে বজ্রধারী! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাদিগের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন, তখন তুমি বৃত্রকে বধ করিবার জন্য তরবারিদ্বারা যুদ্ধ করিতে, সেই সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলে।

১১। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! দান করাই তোমার কর্ম্ম। যুদ্ধস্থলে অতিশীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগামী লোকদিগের সঙ্গে শুষ্ণের সকল বংশ ধ্বংস করিয়াছ।

১২। হে শূর ইন্দ্র! আমাদিগের এই সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী! অমাদিগের পক্ষে সেই সকল বাসনা যেন ফলবতী হইয়া সুখকারী হয়।

১৩। তোমারঅনুগ্রহ যেন আমাদিগের পক্ষে সফল হয়, যেন আমাদিগের হিংসা না হয়, যেরূপ গাভীর দুগ্ধাদি লোকে ভোগ করে, তদ্রূপ আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি।

১৪। দেবতাদিগের ক্রিয়াদ্বারা এই পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া তুমি শুষ্ণ নামক অসুরকে হিংসা করিয়াছ।

১৫। হে শূর ইন্দ্র! সোমরস পান কর, পান কর। তুমি ধনবান্, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না। যজ্ঞকর্ত্তা স্তবকর্ত্তা ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে প্রচুর ধনে ধনী কর।

২৩। সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে ইন্দ্র বিবিধকর্ম্মপটু হরিতবর্ণ ঘোটকদিগকে রথে যোজনা করেন, যাঁহার দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে, তাঁহাকে পূজা করি। তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করিয়া(১) বিস্তর সেনা ও অন্ন লইয়া বিপক্ষ সংহার করিতে ঊর্দ্ধে গেলেন।

(১) শ্মশ্রু ধারণ করা বোধ হয় সে কালে রীতি ছিল।

২। এই ইন্দ্রের হরিতবর্ণ যে দুই ঘোটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খাইয়াছে, ইনি তাহাদিগকে লইয়া বিস্তর ধনে ধনবান্ হইয়া বৃত্রকে নষ্ট করিলেন। ইনি প্রকাণ্ডমূর্ত্তি, বলবান্ ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিতেছি।

৩। যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন, তখন তিনি সেই রথে বিদ্বান্ লোকদিগের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিতবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান্, ইনি সর্ব্বজন বিদিত অন্নরাশির অধিপতি।

৪। যেরূপ বৃষ্টি পশুযূথকে আর্দ্র করে, তদ্রূপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সোম-রসের দ্বারা আপনার শ্মশ্রু আর্দ্র করিতেছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন, তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা পান করিয়া আপনার শ্মশ্রুসমূহ সেইরূপে সঞ্চালন করিতেছেন, যেরূপে বায়ু বনকে আন্দোলন করে(২)।

৫। শত্রুরা নানা বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র-দ্বারা তাহাদিগকে নীরব করিয়া শত সহস্র বিপক্ষ সংহার করিলেন। পিতা যেরূপ অন্ন দিয়া পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, তদ্রূপ তিনি লোকদিগকে বলিষ্ঠ করেন। আমরা সেই ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্ত্তন করি।

৬। হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জানিয়া তোমার উদ্দেশে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করিয়াছেন। এই রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন কি সামগ্রী তাহা আমরা জানি। যেরূপ গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ দেখাইয়া আপনার নিকটে আনয়ন করে, তদ্রূপ আমারও ইন্দ্রকে আনয়ন করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এই যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা যেন শিথিল হইয়া না যায়। হে দেব! ভ্রাতা ও ভগনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জানি। আমাদিগের সঙ্গে তোমার কল্যানকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয়।

(২) এস্থকেও ইন্দ্রের শ্মশ্রুর উল্লেখ।

২৪ সূক্ত।

প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হইয়া এই সুমধুর সোমরস তোমার নিমিত্ত রহিয়াছে। পান কর। হে প্রভূতধনশালী! আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ।

২। তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীদ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুদ্বারা আরাধনা করিতেছি। তুমি সকল কর্ম্মের প্রভু, সকল কর্ম্ম সফল করিয়া থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদিগকে দেও। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী; তুমি উপাসককে উপাসনা-কার্য্যে প্রেরণ কর। তুমি স্তবকর্ত্তাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমাদিগকে শত্রুর হস্ত হইতে এবং পাপ হইতে রক্ষা কর।

৪। হে কর্ম্মিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের কার্য্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদিগকে স্তব করাতে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিমন্থন করিয়া দিলে, তখন দুজনে একত্র হইযাই একত্র অগ্নি-মন্থন করিয়া দিয়াছিলে, পৃথক্ পৃথক্ নহে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যখন দুই খানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদিগের হস্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইল এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল, তখন তাবৎ দেবতা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতারা অশ্বিদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন পুনর্ব্বার ঐরূপ কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়, আমার পুনরাগমন যেন তদ্রূপ মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে যাই প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাদ্বয়! তোমাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদিগকে সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর।

২৫ সূক্ত।

সোমদেবতা। বিমদ ঋষি।

১। হে সোম! আমাদিগের মনকে এই রূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রেরণ কর, যেমন যেন নিপুণ ও কর্ম্মিষ্ঠ হয়। যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, তদ্রূপ অন্নের প্রতি স্তবকর্ত্তারা যেন রত হয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ(১)।

২। হে সোম! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ করতঃ সকল স্থানে উপবেশন করিতেছেন। আর আমার মনে ধন লাভের জন্য নানা কামনা উদয় হইতেছে। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৩। হে সোম! আমার এই পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার তাবৎ কার্য্য পরিমাণ করিয়া দেখিতেছি। যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। বিপক্ষ সংহার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৪। হে সোম! যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায় (২), তদ্রূপ আমাদিগের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে। আমাদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন কর। যেরূপ বারিপানাভিলাষী ব্যক্তি ঘাটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি ধারণ কর।

৫। বিবিধ ফল লাভের অভিলাষী হইয়া সেই সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য্য করিয়া তোমার পরিতোষ করিয়াছেন, কারণ তুমি মহান্, তুমি মেধাবী। অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদিগকে দান কর।

(১) বিমদ ঋষির প্রণীত বিস্তর শ্লোকে "বি বঃ মদে বিবক্ষসে" এই রূপ এক একটী ধ্রুব (ধুয়া) দৃষ্ট হয়। সায়ণ এই রূপ ধ্রুব অংশের এক প্রকার যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় ইটী গানের ভনিতার মত (বঃ) এই শব্দের এস্থলে কোন অর্থ দেখা যায় না। কেবল নৃত্য ও গানের সময় যেরূপ দু একটা অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদ পূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, ইহাও তদ্রূপ বোধ হয়।

(২) পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এক্ষণে যেরূপ কূপই জল পাইবার এক মাত্র উপায়, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল।

৬। হে সোম! আমাদিগের পশুদিগকে রক্ষা কর এবং নানা মূর্ত্তিতে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা কর। তুমি আমাদিগের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করিয়া জীবনের উপায় আহরণ করিয়া দিয়া থাক। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৭। হে সোম! তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্দ্ধর্ষ। হে রাজা! শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও। আমাদিগের নিন্দক যেন আমাদিগকে কিছুই না করিতে পারে। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৮। হে সোম! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদিগের অন্ন আহরণ করিয়া দিবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদিগকে ক্ষেত্র, অর্থাৎ ভূমি দান করিবার লোক কেহ নাই। আমাদিগের অনিষ্টকারী লোকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং পাপ হইতে ত্রাণ কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের সন্তানদিগকে সেই যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমা-দিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে থাকে, তখন, হে সোম! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও, তাঁহার আপদ্ বিপদ্ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রু সংহারকারী কেহ নাই। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

১০। এই সেই সোম স্ফীত হইতেছেন, ইনি ত্বরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র ইহাঁকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান্ ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

১১। ইনি বুদ্ধিমান্ দাতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনিয়া দেন; ইনি সপ্ত পুরোহিতকে অভিলষিত বস্তু দিয়াছেন; ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাহা-দিগের বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

২৬ সূক্ত।

পূষা দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই সকল স্তব পূষাদেবের প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছে। অতএব সেই মহীয়ান্ সর্ব্বদা রথ যোজনা-পূর্ব্বক আসিয়া দাতা দুই জনকে (অর্থাৎ যজমান ও তাঁহার বনিতাকে) রক্ষা করুন।

২। এই মেধাবী যজমানব্যক্তি, পূষাদেবের মণ্ডল মধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তাহা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করেন, সেই পূষাদেব যেন ইঁহার স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন(১)।

৩। সেই পূষাদেব সোমের তুল্য রসসেচনকারী; তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদিগের গোষ্ঠ মধ্যে বারি সেচন করেন।

৪। হে পূষাদেব! আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করিতেছি, তুমি আমাদিগের স্তবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতগণ ব্যস্তসমস্ত হয়।

৫। সেই পূষাদেব যজ্ঞের অর্দ্ধাংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোজনা-পূর্ব্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদিগের হিতকারী ঋষিবিশেষ; তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তাহার শত্রুদিগেকে দূর করিয়া দেন।

৬। গর্ভাধান গ্রহণ করিবার যোগ্যা সুন্দরমূর্ত্তিধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, সে সকল পশুর প্রভু পূষাদেব। তিনিও মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন(২)।

৭। প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সেই সৌম্যমূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াস্থলে আপনার শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন।

(১) পূষা সূর্য্য একই, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, এই নিমিত্ত তাঁহার মণ্ডল মধ্যে জল-ভাণ্ডার।

(২) ছাগই পূষার বাহন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্থানে মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮। হে পূষা! ছাগলেরা তোমার রথের ধুরা বহন করিতে লাগিল, তুমি বহুকাল পূর্ব্বে জন্মিয়াছ, কখন আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

৯। সেই মহীয়ান্ পূষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন, তিনি আমাদিগের এই নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন।

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—হে স্তবকারী ভক্ত! আমার এইরূপ স্বভাব যে, সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলষিত ফল দিয়া থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। যে কেবল চতুর্দ্দিকে পাপ করিয়া বেড়ায়, তাহার আমি সর্ব্বনাশ করি।

২। ঋষি কহিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাহাদিগের নিজের উদর পূরণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, আমি যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন, হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে(১) পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকি।

৩। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—এমন কাহাকেও আমি দেখি না, যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়াছে এ কথা বলিতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে যাইয়া তাহাদিগকে সংহার করি, তখন সকলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করে।

৪। যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের

---

(১) এখানে "বৃষভ" পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ও ৩ ঋকে দেবশূন্য শত্রুদিগের উল্লেখ আছে। তাহারা বোধ হয় অনার্য্যগণ।

জন্য আমি সর্ব্বত্র বিহারকারী শত্রুকে পরাভব করি, তাহার চরণ ধারণ করিয়া আমি তাহাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি।

৫। যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই; আমি যদি ইচ্ছা করি, পর্ব্বতেরাও আমাকে রোধ করিতে পারে না। আমি যখন শব্দ করি, তখন যাহার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ, সেও ভীত হয়, অর্থাৎ তাহার কর্ণকুহরে পর্য্যন্ত সেই শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য্য পর্য্যন্ত দিন দিন কম্পিত হইতে থাকেন।

৬। আমি ইন্দ্র. আমাকে যাহারা মানে না, যাহারা দেবতাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে এরূপ সোমরস বলপূর্ব্বক পান করে, যাহারা বাহুচালনা করিতে করিতে হিংসা করিবার জন্য আসিতে থাকে, আমি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই। আমি মহীয়ান্, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যাহারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাহাদিগেরই প্রতি প্রেরিত হয়।

৭। (ঋষি বলিতেছেন)—হে ইন্দ্র! তুমি দর্শনও দিলে, বৃষ্টিও বর্ষণ-করিলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করিয়াছ, পরেও করিয়াছ। সেই ইন্দ্র এই বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, এই সর্ব্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

৮। (ইন্দ্র বলিতেছেন)—গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হইয়া যব ভক্ষণ করিতেছে; আমি ইন্দ্র, তাহাদিগের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছি, দেখিতেছি যে তাহারা রাখালের সহিত চরিতেছে। সেই সমস্ত গাভীকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আপনাদিগের স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্বামী গাভীদিগের নিকট হইতে কতই দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছেন।

৯। তোমাতে ও আমাতে একত্র হইয়া এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এই সকল যবভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীদিগকে দেখিতেছি। এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, এস আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা করি! সেই

পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগ্‌ভূতকে একত্র করিতে পারে, অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করিতে পারে(২)।

১০। নিশ্চয় জানিও, আমি এই স্থানে যাহা কহিতেছি, সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলি আমি সৃষ্টি করি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করিতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার ধন অপহরণ করিয়া ভক্তদিগকে ভাগ করিয়া দিই(৩)।

১১। যাহার চক্ষুঃবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই অন্ধকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে? যে ইহাকে বহন করে, যে ইহাকে বরণ করে, কেই বা তাহার প্রতি বর্ষাক্ষেপ (অর্থাৎ হিংসা) করে(৪)?।

১২। কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে(৫)

(২) এই অনুবাদটী নিতান্ত আনুমানিকরূপে করা হইয়াছে। সায়ণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই, কেন বলিতে পারি না। এই ঋকে ও পূর্ব্বের ঋকে পশুচারণের কথা আছে।

(৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ করা অন্যায়।

(৪) অন্ধকন্যার বিষয়ে সায়ণ কহেন, যে জগতের মূলীভূত প্রকৃতিই সেই অন্ধকন্যা। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাকে আশ্রয় দেন; অর্থাৎ প্রলয়কালে নিজের সহিত একীভূত করিয়া লন। কিন্তু এ পৌরাণিক মত সঙ্গত ব্যাখ্যা, প্রকৃতি ও প্রলয় প্রভৃতি কথা ঋগ্বেদে অপরিচিত। অন্ধকন্যার বিবাহ হয় না, এই মাত্র বোধ হয় ঋকের অর্থ। পরের ঋক দেখ।

(৫) ভদ্র ও সুগঠন কন্যা অনায়াসে মনোমত পতি বরণ করিতে পারে এই ঋকের মর্ম্ম। তৎকালে বোধ হয় কন্যা নিজ পতি বরণ করিতেন। এক্ষণে পূর্ব্ব ঋকের সায়ণের পৌরাণিক ব্যাখ্যা কি পাঠকের সঙ্গত বোধ হয়? এই দুইটী ঋকের Muir কৃত অনুবাদ ও তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতেছি।

11. "Who knowingly will desire the blind daughter of any man who has one? Or who will hurl a javelin at him who carries off or woos such a female?"

12 "How many a woman is satisfied with the great wealth of him who seeks her! Happy is the female who is handsome: she herself loves [or chooses] her friend among the people.

"May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times?"

Sanscrit Texts, vol V (1884), pp. 458 59.

১৩। সূর্য্যদেব চরণদ্বারা আলোক উদ্গিরণ করিতেছেন, নিজ মণ্ডল-স্থিত আলোক গ্রাস করিতেছেন, আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণ-সমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করিতেছেন, আবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করিতেছেন।

১৪। যেরূপ পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না, তদ্রূপ এই প্রকাণ্ড চির-বিচরণশীল সূর্য্যের ছায়া নাই। (দ্যুলোকস্বরূপ) মাতা স্থির হইয়া রহিলেন, (সূর্য্যস্বরূপ) গর্ভস্থ শিশু পৃথক্ হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছে। এই গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন করিয়া নির্ম্মাণ করিল। এই গাভী আপনার উধঃ রাখিবার স্থান কোথা পাইল?।

১৫। সাত জন পুরুষ নিম্নস্থান হইতে আগমন করিলেন; আট জন উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সুধীর নয় জন পশ্চিম হইতে উপস্থিত হইলেন, দশজন পূর্ব্বদিক হইতে। সকলে সেই যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন(৬)।

১৬। দশ জনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁহাকে ক্রতু সাধনের জন্য প্রেরণ করা হইল। মাতা সন্তুষ্ট হইয়া জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করিলেন(৭)।

১৭। পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করিল। পাশক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আর দুইজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা আপনাদিগের দেহ শুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

(৬) কেহ কেহ কহেন, ইন্দ্র যখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে যে সকল ঝটিকা উঠে, তাহাদিগের কথা হইতেছে।

(৭) সায়ণ কহেন, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন সেই কথা এস্থলে নিগূঢ়ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অযথা ও অমূলক, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে ঋগ্বেদের অপরিচিত তাহা পাঠককে বলা অনাবশ্যক। ১৪ ঋকের ন্যায় এই ঋকেও মাতা অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল ও গর্ভ অর্থ বোধ হয় সূর্য্য;

১৮। চীৎকার করিতে করিতে তাহারা চতুর্দ্দিকে গমন করিল, অর্দ্ধেক পাক করিতেছে, আর অর্দ্ধেক পাক করিতেছে না। এই সমস্ত কথা সবিতা-দেব আমাকে কহিয়াছেন। কাষ্ঠ যাঁহার অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ করিয়া দিতেছেন।

১৯। দেখিলাম, বিস্তর লোক দূর হইতে আসিতেছে, অযত্নসিদ্ধ আহারদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সেই সকল লোকের প্রভু দুই দুই ব্যক্তিকে যোজিত করিতেছে, তাহার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করিতেছে।

২০। আমি প্রমর, আমার এই দুই বৃষ যোজিত রহিয়াছে, ইহা-দিগকে তাড়াইও না, পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা কর। ইহার ধন জলে নষ্ট হইতেছে। যে বীর গাভীদিগকে মার্জ্জন করিতে জানে, সে উপরে উঠিয়াছে।

২১। এই যে বজ্র প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হইয়াছে, ইহার পর আরও স্থান আছে। যাহারা স্তব করে, তাহারা অক্লেশে সেই স্থান পার হইয়া যায়।

২২। প্রত্যেক বৃক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যেক কাষ্ঠনির্ম্মিত ধনুকের) উপর গাভী (অর্থাৎ গাভীর স্নায়ু নির্ম্মিত ধনুগুর্ণ) শব্দ করিতে লাগিল। পুরুষকে ভক্ষণ করে (অর্থাৎ শত্রুদিগকে সংহার করে), এরূপ পক্ষীগণ (অর্থাৎ বাণ সমস্ত) নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত ভুবন ভয় পাইল, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস দিতে লাগিল এবং ঋষিও তাহা শিক্ষা করিলেন।

২৩। মেঘগণ দেবতাদিগের সৃষ্টিকালে সর্ব্ব প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই মেঘ ইন্দ্র ছেদন করাতে, তাহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল। পর্জ্জন্য, বায়ু ও সূর্য্য এই তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদিগকে পরিপক্ক করে। আর বায়ু ও সূর্য্য এই দুই দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করিতে থাকে।

২৪। সেই সূর্য্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্য্যের সেই প্রভাব গোপন করিও না, অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করিতে শৈথিল্য করিও না, সেই সূর্য্য স্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখন ত্যাগ করেন না।

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। (ইন্দ্রের পুত্র বসুক্রে তাহার পত্নী কহিতেছে)—আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার শ্বশুর এলেন না। তিনি যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভৃষ্টযব (যবভাজা) খাইতেন, সোমরস পান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার নিজ গৃহে যাইতেন।

২। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পৃথিবীর উন্নত বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, যে আমাকে উদরপূর্ণ করিয়া সোমরস পান করিতে দেয়, আমি তাহাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি।

৩। হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পান কর। তাহারা বৃষভসমূহ(১) পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকার করিয়া দাও, যে আমি ইচ্ছা করিলে, যেন নদীর জল বিপরীত দিকে যায়; যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হইতে তাড়াইয়া দেয়(২)।

৫। হে ইন্দ্র! আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান্, আমার সাধ্য কি, যে আমি তোমার স্তব করিতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদিগকে উপদেশ দাও, সেই নিমিত্ত তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করিতে সমর্থ হই।

৬। (ইন্দ্র কহিতেছেন)। আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইরূপে স্তব করে যে, আমার কার্য্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এইরূপ জন্ম দিয়াছেন, যে আমার শত্রু কেহ থাকিবেক না।

(১) এখানেও "বৃষভ" পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়
(২) সিংহ ও হরিণ, বরাহ ও শৃগালের উল্লেখ।

৭। হে ইন্দ্র! দেবতারা আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্ম্মে পারক এবং অভিলষিত ফলদাতা বলিয়া জানেন। আমি আহ্লাদের সহিত বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছি; আমি নিজ মহত্ত্বগুণে দাতাকে গোধন দেখাইয়া দিয়াছি।

৮। দেবতারা আসিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাটিয়া দিলেন, মনুষ্যদিগের উপকারার্থে জল বর্ষণ করিলেন। নদীমধ্যে সেই সুন্দর জল রাখিয়া দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাহাই দগ্ধ করিয়া নির্গত করিয়া দেন।

৯। ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশকও(৩) তাহার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া ফেলিতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হইয়া থাকে, বাছুরও আপনার দেহ স্ফীত করিয়া বৃষের দিকে ধাবমান হয়।

১০। যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ করে(৪), তদ্রূপ শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। যদি মহিষ রুদ্ধ হইয়া তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তাহা হইলে গোধা তাহার নিমিত্ত জল আহরণ করিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে এইরূপ ঘটে)।

১১। যাহারা যজ্ঞের অন্নদ্বারা দেহ পুষ্টি করে, তাহাদিগের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ করিয়া দেয়। তাহারা সর্ব্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুদিগের দেহ ও বল ধ্বংস করিয়া দেয়।

১২। যাঁহারা সোমরসের যজ্ঞ করিয়া, নিজ দেহ পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সুকর্ম্মান্বিত হয়েন। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদিগকে অন্ন আহরণ করিয়া দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার "দানবীর" এই নাম প্রসিদ্ধ আছে।

(৩) শশকের উল্লেখ।

(৪) তখন কি এক্ষণকার ন্যায় লোকের দর্শনার্থে সিংহকে পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া রাখিত। গোধার উল্লেখও এই ঋকে আছে।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়! এই সুনির্ম্মল স্তব তোমাদিগের উদ্দেশে যাইতেছে। যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন শাবককে বৃক্ষের কুলায় মধ্যে সংস্থাপন করে, আমি তাদৃশ যত্নে এই স্তব প্রস্তুত করিয়াছি। কত দিন এই স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি আসিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতাব্যক্তিদিগেরও নায়ক, তিনি মনুষ্যের হিতার্থী, তিনি রাত্রিতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি নেতা ব্যক্তিদিগেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতঃকাল ও অন্য অন্য প্রাতঃকাল যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করিতে পারি। তোমাকে স্তব করিয়া ত্রিশোক নামক ঋষি শতব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং কুৎস নামে ঋষি তোমার সহিত এক রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! কোন্ প্রকারের মত্ততা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে এস। কবে আমি উত্তম বাহন পাইব? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতে পারিব?।

৪। হে ইন্দ্র! কবে অর্থ হইবে? কোন্ স্তব পাঠ করিলে তুমি মনুষ্যদিগকে তোমার মত করিবে? কবে আসিবে? হে কীর্ত্তিশালী! তুমি যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সকলকে ভরণপোষণ কর, স্তব করিলেই তুমি ভরণপোষণ কর।

৫। যেরূপ পতি আপনার পত্নীর কামনা পূর্ণ করে, তদ্রূপ যাহারা তোমার কামনা পূর্ণ করে, অর্থাৎ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দাও, যে হেতু তুমি সূর্য্যের ন্যায় দাতা, হে বহুরূপধারী! যাহারা চির প্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন দেয়, তাহাদিগকে অর্থ দাও।

৬। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে অতি সুন্দর সৃষ্টি প্রক্রিয়াদ্বারা বিরচিত এই যে দ্যাবাপৃথিবী, ইহারা তোমার দুই জননীর তুল্য। এই যে ঘৃতযুক্ত

সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহা পান করিয়া তুমি যেন প্রীত হও; এই মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয়।

৭। সেই ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুরস দেওয়া হইল, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়া উঠিলেন; তিনি মনুষ্যের হিতৈষী; তাঁহার কার্য্য ও পৌরুষ আশ্চর্য্য।

৮। চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য ইঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। হে ইন্দ্র! যেমন জগতের হিতার্থে সুবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করিয়া থাক, তদ্রূপ এখনও রথে আরোহণ কর।

---

৩০ সূক্ত।

জল দেবতা। কবষ ঋষি।

১। মনের যেরূপ শীঘ্রগতি, তদ্রূপ শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাদিগের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সেই ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনা-বিশিষ্ট স্তব কর।

২। হে পুরোহিতগণ! হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর। জল তোমাদিগের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেই জলের দিকে আগ্রহের সহিত গমন কর। লোহিতবর্ণ পক্ষীর ন্যায় এই যে সোম নিম্নে পতিত হইতেছে, হে সুন্দর-হস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তাহাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ কর।

৩। হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর; অপাংনপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর। তিনি যেন অদ্য তোমাদিগকে পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁহার উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত কর।

৪। যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ নামক দেবতা এতাদৃশ

সুরস জল যেন দান করেন, যাহা পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন।

৫। যে সকল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সোম অতি চমৎকার হইয়া উঠেন; পুরুষ যেরূপ সুরূপা যুবতীগণের মিলনে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ যে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হয়েন; হে পুরোহিতগণ! এতাদৃশ জল আনয়ন করিতে গমন কর। যখন আনয়ন করিয়া সেই জল সেচন করিবে, যেন তদ্দ্বারা সোমলতা শোধন হইয়া যায়।

৬। যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদিগের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীরা সেই যুবার প্রতি অনুকূল হয়, তদ্রূপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হইতেছে। পুরোহিতগণ ও তাঁহাদিগের যে স্তুতিবাক্য সকল, ইঁহাদিগের সহিত জলস্বরূপ দেবদিগের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

৭। হে জলগণ! তোমরা রুদ্ধ হইলে, যিনি তোমাদিগের নির্গত হইবার পথ করিয়া দেন, যিনি তোমাদিগকে বিষম নিরোধ হইতে মোচন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতাদিগের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ কর।

৮। হে ক্ষরণশীল জলগণ! তোমাদিগের গর্ভস্বরূপ যে মধুর রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তাহার সুমধুর তরঙ্গ সেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর। হে ধনশালী জলগণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আমার এই আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃতদান করা হইতেছে এবং তোমাদিগকে স্তব করা হইতেছে।

৯। হে জলগণ! তোমাদিগের যে তরঙ্গ উভয় বিষয়ে গমন করে, (অর্থাৎ ইহলোক পরলোকের হিতকর হয়), এতাদৃশ মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহা মদক্ষরণ করিবে, যাহা কামনা উদ্রিক্ত করিবে; যাহার উৎপত্তি আকাশে; যাহা ত্রিলোকে বিচরণ করতঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

১০। যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁহার আজ্ঞায় জলগণ দুই ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া সোমের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহারা ভুবনের জননীস্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তাহারা

সামের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তাহারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি! এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর।

১১। হে জলগণ! দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য আমাদিগের যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা কর; ধনলাভের জন্য আমাদিগের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠান কালে তোমাদিগের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন করিয়া দাও, আমাদিগের পক্ষে সুখকর হও।

১২। হে জলগণ! তোমারা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর। ধন ও উত্তম সন্তানদিগের রক্ষাকর্ত্তৃস্বরূপ হও; সরস্বতী যেন স্তবকর্ত্তাব্যক্তিকে অন্ন দান করেন।

১৩। হে জলগণ! তোমরা যখন আসিতেছিলে, আমি দেখিলাম, তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু লইয়া আসিতেছ; পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমাদিগের সম্ভাষণ করিতেছিল; উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, এতাদৃশ সোমরস তোমরা ইন্দ্রকে ভরিয়া দিতেছিলে।

১৪। এই সকল জল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! ইহাদিগের স্থাপনা কর। ইহারা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপবিশিষ্ট; ইহারা সোমরসের অনুকূল। ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর।

১৫। জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদিগের দেবপূজা সুসাধ্য হইয়াছে।

---

৩১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। কবষ ঋষি।

১। আমাদিগের স্তব যেন দেবতাদিগের নিকট গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেই সমস্ত দেবতার সহিত আমাদিগের যেন বন্ধুত্ব হয়; আমরা যেন সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাই।

২। মনুষ্য যেন সর্ব্ব প্রকারে অর্থের চেষ্টা করে, পর যেন সত্যের পথে পুন্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্ম্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ লাভ করে।

৩। যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। যজ্ঞীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ অংশ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে, তাহারা রক্ষার উপায়স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার আস্বাদন আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহাতে আমাদিগের দেবতারা যে কি প্রকার তদ্বিষয়ের জ্ঞান হইল।

৪। অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃভাবোচিত অন্তঃকরণ ধারণপূর্ব্বক যেন কৃপা করেন। যেন সবিতাদেব যজ্ঞকর্ত্তাকে শুভফল দান করেন, যেন ভগ ও অর্য্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া স্নেহযুক্ত হয়েন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্ত্তি দেবতা তাহার প্রতি আনুকূল্য করেন।

৫। এই স্তবকর্ত্তাব্যক্তির নিকট স্তব পাইবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল করিয়া মহাবেগে আসিলেন, তখন যেন প্রাতঃকালের ন্যায় পৃথিবী আমাদিগের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানাবিধ অন্ন আমাদিগের নিকট আগমন করে।

৬। আমার এই যে স্তব, তাহা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিত ভাব ধারণপূর্ব্বক সকল দেবতার নিকট যাইবার জন্য বিস্তারিত হইয়াছে। আমার এই যে যজ্ঞ, তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া তুল্য স্থান অধিকারপূর্ব্বক নানাবিধ শুভফল দান করিবার জন্য আসুন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব।

৭। সেই বনই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পুরাতন দিবা ও উষাসমূহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, ইহারা কেমন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, কখন জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, এক ভাবে অবস্থিত আছে(১)।

(১) চিরস্থায়ী দ্যুলোক ও ভূলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ঋষি তাহাদিগের উৎপত্তির আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত নীচের ঋকে দেখ।

৮। দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন, ইহাদিগের উপর আরো এক আছে। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন(২)।

৯। কিরণসমূহধারী সূর্য্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হইয়া বনমধ্যে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন।

১০। রেতঃসেক প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধাগাভী প্রসব করিলে, যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ সেইরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সেই অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যাহারা অরণিকে রক্ষা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ব্যথা পাইতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্ব্বকালে দুই অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি-স্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্ম গ্রহণ করে; তাহারি অন্বেষণ করা হইয়া থাকে(৩)।

১১। কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সেই অন্ন সম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধঃ স্ফীত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেহই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নাই।

---

(২) যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্য্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্ব্ব হইতে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? আমি অনুমান করি ঋষিসকল দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্ব্বস্থ, এক পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(৩) সায়ণ কহেন শমী বৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে, তাহা হইতে অরণি কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

৩১ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন, ইন্দ্র তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আপনার অশ্বদ্বয়কে সেই দিকে প্রেরণ করিতেছেন, অশ্ব দুটী বিচিত্র গতিতে আসিতেছে। যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম সামগ্রী দিতেছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর লইয়া আসিতেছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদ পান, তখন আমাদিগের স্তব ও আমাদিগের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন।

২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে। তুমি আলোক বিস্তার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃ লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন করিয়া আনে, তাহারা আমাদিগকে ধনবান্ করুক, কারণ ধন আমাদিগের নাই, ধনের জন্যই আমরা এই সকল প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিতেছি।

৩। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই অতি চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হউন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সোমরস উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া, সেই পৌরুষ সম্পন্নের প্রতি যাইতেছে।

৪। স্তুতিস্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিদ্বারা আলোকযুক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁহার সাত পুত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দ) সেই স্থানে উপস্থিত আছেন।

৫। দেবতাদিগের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদিগের হিতার্থে দেখা দিয়াছেন, তিনি একাকী রুদ্রদিগের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন, এই যে অমর দেবতাগণ, ইঁহাদিগের বলের হ্রাস হইতেছে, অতএব বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞীয় মধু ইঁহাদিগের জন্য ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে ইঁহারা বর দিবেন।

৬। দেবতাদিগের উদ্দেশে যে সমস্ত পুন্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান্ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করেন; তিনি বলিয়া দিয়াছেন, যে অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ়-ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি! সেই উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে আসিয়াছি।

৭। যদি কেহ কোন স্থান না জানে, তবে সে যে ব্যক্তি জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পাইলে, সে সেই অভিলষিত স্থানে উপনীত হইতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে যাইতে পারিবে।

৮। অদ্যই ইনি জীবন পাইয়াছেন, এই কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জননীর উধঃ চোষণ করিয়াছেন। এই যুবা অবস্থাতেই ইহার জরা উপস্থিত হইয়াছে। ইনি অক্লিষ্টকর্ম্মা, ধন্যাঢ্য ও মনঃ প্রসাদ-সম্পন্ন হইয়াছেন(১)।

৯। হে কলস! হে কুরুশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোমার জন্য এই সকল স্তব রচনা করিলাম। সেই মঘবান্ ইন্দ্র, তোমাদিগের পক্ষে দাতা হউন, আর এই যে সোম, যাঁহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তিনিও দাতা হউন।

---

(১) বোধ হয়, অগ্নি ত্বরিত উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয় ইহাতে গোবৎসের সহিত রূপক করিয়া বর্ণনা করা অভিপ্রেত। সায়ণের ব্যাখ্যা নিতান্ত অসঙ্গত।

অষ্টম অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত(১)।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কবষ ঋষি।

১। যিনি লোকদিগকে স্বকার্য্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ রিলেন। আমি পূষাকে অন্তরে বহন করিলাম, (স্মরণ করিলাম)। তাবৎ দেবতা আমাকে রক্ষা করিলেন। চতুর্দ্দিকে রব উঠিল যে, দুর্দ্ধর্ষ ঋষি আসিতেছেন।

২। (বোধ হয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি)—আমার পর্শুকা-গুলি (পাঁজরা) সপত্নীগণের ন্যায় আমাকে তেমনি সন্তাপ দিতেছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ দিতেছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হইতেছি। পক্ষীর মত আমার মন অস্থির হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্র! যেরূপ মূষিকেরা স্নায়ূকে চর্ব্বণ করে, আমি তোমার ভক্ত হইয়াও আমার মনের পীড়া আমাকে তদ্রূপ চর্ব্বণ করিতেছে। হে মঘবা ইন্দ্র! একবার আমাদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। আমাদিগের পিতৃতুল্য হও।

৪। আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করিতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ।

৫। আমার দক্ষিণা সহস্রসংখ্যায় দত্ত হইত এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করিত; আমি রথারূঢ় হইলে তিনটী হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দর-রূপে বহন করে।

৬। আমার পিতার কীর্ত্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁহার বাক্য সেবকদিগের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হইত।

(১) এই সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে।

৭। (কবষের সান্ত্বনা বাক্য)—হে কুরুশ্রবণ! যাঁহার কীর্ত্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থল, তুমি তাঁহার পুত্র। তুমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে এস, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্ত্তা অর্থাৎ অনুগতলোক।

৮। যদি জীবিতব্যক্তির জীবন ও মৃতব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হইত, তাহা হইলে আমার সেই পরম উপরকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকিতেন।

৯। একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকিলেও দেবতাদিগের অভি-প্রায়ের বিপরীতে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই হেতুতেই আমাদিগের সহচরদিগের সহিত আমাদিগের বিচ্ছেদ হয়।

---

৩৪ সূক্ত।

অক্ষ (অর্থাৎ খেলিবার পাশা) ও দ্যুতকার দেবতা(১)। কবষ ঋষি।

১। বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মূজবান্ নামক পর্ব্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে(২), তাহার রস পান করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিতক-কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎ-সাহিত করে।

২। আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবল মাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম।

৩। যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ

---

(১) এই সূক্তে পাশা খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা এবং ভয়ানক ফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) মূজবান্ নামক পর্ব্বতে সোমলতা জন্মে।

নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারো নিকট সমাদর পায় না।

৪। পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে(৩)। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাহাকে দেখিয়া কহে, আমরা ইহাকে চিনি না, ইহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও।

৫। আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্ত্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টানারী উপপতির নিকট গমন করে(৪), আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি।

৬। দ্যূতকার আপনার বুক্ ফুলাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে ক্রীড়াসভায় আসে, কহে, আমি জিতিব। পাশাগুলি কখন ইহার অভিলাষ পূর্ণ করে; সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যাহা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলি কখন সিদ্ধ হইয়া যায়।

৭। কিন্তু কখন সেই পাশা যেন অংকুশযুক্ত, অর্থাৎ যেন আঁকুশিদ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করিতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাহারা যেন নিধন করে।

৮। এই যে তিপ্পান্নটী পাশার দল দেখিতেছ, ইহারা মিলিত হইয়া ছকের উপর বিহার করিয়া বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্য্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুদ্ধর্ষ হউন, ইহারা কাহারো বশীভূত নয়। রাজা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে নমস্কার করে।

---

(৩) অর্থাৎ পত্নী ব্যভিচারিণী হয়।

(৪) মূলে "নিষ্কৃতিং জারিণী ইব" আছে।

৯। ইহরা কখন নীচে নামিতেছে, কখন উপরে উঠিতেছে। ইহাদিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা দেখিতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসিয়া আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।

১০। দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা ব্যাকুল। যে তাহাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরিয়া পাইব কি না এই ভাবিয়া সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

১১। আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করিতে হয়, (অর্থাৎ গাত্রের বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে না)।

১২। হে পাশাগণ! যে তোমাদিগের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁহার প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি, আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ চাহি না, ইহা সত্য করিয়া কহিতেছি।

১৩। হে দ্যূতকার! পাশা কখন খেলিও না, বরং কৃষিকার্য্য কর(৫)। তাহাতে যাহা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তাহাতে পত্নী পাইবে ও অনেক গাভী পাইবে। এই যে প্রভু সূর্য্যদেব, ইনি আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

১৪। হে পাশাগণ! আমাদিগের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদিগের কল্যাণ কর। তোমাদিগের দুর্দ্ধর্ষপ্রভাব আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিও না। আমাদিগের শত্রুই যেন তোমাদিগের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদিগকে ব্যবহার করিতে ব্যাপৃত থাকে।

(৫) মূলে এই আছে "অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ কৃষিং ইৎ কৃষস্ব।"

৩৫ সূক্ত।

বিশ্বেদেবগণ দেবতা। লুশ ঋষি।

১। সেই সকল অগ্নি জাগরিত হইলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন; প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই সমস্ত অগ্নি আলোক ধারণপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত হইল। বিপুলমূর্ত্তি দ্যুলোক ও ভুলোক চৈতন্যযুক্ত হউক। দেবতারা অদ্য যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করি।

২। আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করেন, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্ব্বতগণ(১) আমাদিগকে রক্ষা করেন। সূর্য্য ও ঊষাদেবীর নিকট এই প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা যাইতেছে, তিনি যেন আমাদিগের মঙ্গল করেন।

৩। দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদিগের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সেই দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপধারী থাকি, যেন তাঁহারা আমাদিগের সুখ বিধান করেন। ঊষাদেবী যেন আমাদিগের পাপ মুছিয়া লয়েন এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৪। এই যে ঊষা দেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাভীর ন্যায়, তিনি আমাদিগকে উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তাহা ভাগ করিয়া লই। আমরা যেন দুষ্টলোকের কোপ হইতে দূরবর্ত্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৫। যে সকল ঊষা সূর্য্যকিরণের সহিত মিলিত হইয়া আলোক ধারণ-পূর্ব্বক অন্ধকারকে অপসারিত করেন, তাঁহারা অদ্য আমাদিগকে অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

---

(১) মূলে "পর্ব্বতান শর্য্যনাবতঃ" আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্ব্বত এরূপ অর্থও হইতে পারে। সায়ণ অন্য স্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটা সরোবরের নাম শর্য্যনাবৎ বলিয়াছেন।

৬। ঊষা যেন আমাদিগের আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হন, বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্নিগণ উদয় হউন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করিয়াছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৭। হে সূর্য্যদেব! অতি চমৎকার ধনভাগ অদ্য আমাদিগকে বিতরণ কর, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ করিবার কর্ত্তা। যাহাতে ধন জন্মিতে পারে, এপ্রকার স্তুতি পাঠ করিতেছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৮। মনুষ্যগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য্য সংকল্প করে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট করিয়া দিয়া উদয় হয়েন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৯। যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এই যে কুশ বিস্তার হইতেছে, সোম প্রস্তুত করিবার জন্য দুই প্রস্তর সংযোজিত হইতেছে, এই সময়ে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়া যাউক, হে যজমান! তুমি সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহাতে দেবতাগণ একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্ত্তী দেবতাদিগকে আনয়ন কর, সাতজন হোতাকে আনয়ন কর, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আনায়ন কর। আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১১। হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ! তোমরা আইস, তাহাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হইয়া যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১২। হে দেবগণ! অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা কর। হে আদিত্যগণ! ধন পরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। আমাদিগের

পশু ও পুত্রপৌত্র ও পরমায়ুঃ সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা করি।

১৩। সকল মরুৎ আমাদিগকে সর্ব্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হউন। যাবতীয় দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করুন। সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদিগের লাভ হউক।

১৪। হে দেবগণ! যাহাকে তোমরা অন্ন দানপূর্ব্বক রক্ষা কর, যাহাকে ত্রাণ কর, যাহাকে পাপমুক্ত করিয়া শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদিগের আশয়ে থাকিয়া ভয় কাহাকে বলে জানে না, আমরা যেন দেবকার্য্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া তাদৃশ ব্যক্তি হই।

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। লুশ ঋষি।

১। উষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুলমূর্ত্তিধারিণী সুগঠন শরীরা দ্যাবাপৃথিবী এবং বরুণ ও মিত্র ও অর্য্যমা ও ইন্দ্র ও মরুদ্গণ ও পর্ব্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ ইঁহাদিগকে আমি যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। দ্যাবাপৃথিবী ও জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করিতেছি।

২। প্রশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নিঃঋতি যেন আমাদিগর উপর আধিপত্য করিতে না পান। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৩। ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতিঃ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৪। সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে দূরীভূত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নিঃঋতি ও যত শত্রু সকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যদিগের নিকট এবং মরুদ্গণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৫। ইন্দ্র আসিয়া কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হউক, বৃহস্পতি ঋক্ ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হই। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৬। হে অশ্বিযুগল! আমাদিগের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর কর। আমাদিগের অভি-প্রায় সিদ্ধ করিয়া সুখী কর। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হইয়াছে, তাহার কিরণসমূহ দেবতাদিগের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৭। যে মরুৎগণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁহারা দেখিতে সুশ্রী, যাঁহা-দিগের হইতে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা ধন বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহা-দিগের নাম করিলে মনে আনন্দ হয়, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি; বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৮। যে সোম জলপান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জলের সহিত মিশ্রিত হন, প্রাণিবর্গ যাঁহা হইতে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়; যিনি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, যাঁহার নাম করিলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, সেই সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করিতেছি, তাঁহার নিকট বল প্রার্থনা করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৯। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই, আমাদিগের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্রাদির সহিত সেই সোমরস ভাগ করিয়া লইয়া পান করি, স্তুতি বিদ্বেষীগণ যেন সর্ব্বপ্রকার পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১০। হে দেবগণ! তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করিবার উপ-যুক্ত, তোমরা শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করি, তাহা দান কর। যাহাতে জয়ী হই, এরূপ জ্ঞান দান কর। ধন ও লোকবল ও যশ দান কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১১। দেবতারা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত ও আমরা তাহাদিগের নিকট সেইরূপ বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১২। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি; মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হইয়া আমরা যেন কল্যাণ প্রাপ্ত হই, সূর্য্য যেন আমাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১৩। যে সকল দেবতা সত্যস্বভাব সূর্য্য ও মিত্র ও বরুণের কার্য্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা আমাদিগকে সৌভাগ্য ও লোকবল ও গাভী ও পুণ্যকর্ম্ম দান করুন ও বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ করুন।

১৪। কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, সূর্য্যদেব আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদিগকে দীর্ঘ-পরমায়ুঃ প্রদান করুন।

৩৭ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অভিতপা ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! যে সূর্য্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখিতে পান, যাঁহার দীপ্তি অতি উজ্জ্বল; যিনি দূর হইতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল বস্তু পরিষ্কার করিয়া দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর।

২। সেই যে সত্যবাক্য(১) আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে।

(১) মূলে "সত্য উক্তিঃ" আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্গ, বৃষ্টি ও সূর্য্য ও বিশ্বভুবনের অবলম্বন।

৩। হে সূর্য্যদেব! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক রথে যোজনাপূর্ব্বক আকাশ পথে গমন কর, তখন কোন ও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসিতে পায় না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতিঃ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপূর্ব্বক তুমি উদয় হও।

৪। হে সূর্য্যদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারায় আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর, আমাদিগের পাপ ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর।

৫। হে সূর্য্যদেব! তুমি অক্লিষ্টভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তুমি প্রাতঃকালের হোম হইলে উদয় হও। হে সূর্য্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি, তখন যেন দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞ সফল করেন।

৬। দ্যাবাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুৎগণ আমাদিগের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করুন। সূর্য্যের কৃপা দৃষ্টি থাকিতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সৌভাগ্য-শালী থাকি।

৭। হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্য্যদেব! যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হইয়া তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হইয়া তোমার দর্শন পাই। যেন আমরা চিরজীবী হইয়া তোমার দর্শন পাই।

৮। হে সর্ব্বত্রদৃষ্টিকারী সূর্য্য! তুমি বিপুল জ্যোতিঃ ধারণ কর, তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সেই মূর্ত্তি আকাশের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তাহা নিত্য দর্শন করি।

৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ পায়, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্দ্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী

সূর্য্য! তুমি তোমার সেই চমৎকার পতাকা লইয়া দিন দিন উদয় হও, আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হইয়া উহার দর্শন পাই।

১০। তোমার দৃষ্টি আমাদিগের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হউক, আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি, বা পথেই যাত্রা করি, সর্ব্বদা তাহা কল্যাণ করুক। হে সূর্য্য! বিবিধ সম্পত্তি আমাদিগকে বিতরণ কর।

১১। হে দেবগণ! আমাদিগের অধিকারভুক্ত যে দুই প্রকার প্রানি-বর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ হউক এবং আমাদিগের সংসর্গে তাহারা অবিচ্ছিন্ন সচ্ছন্দতা লাভ করুক।

১২। হে ধনসম্পন্ন দেবতাগণ! কথায় হউক, বা মানসিক ক্রিয়া-দ্বারা হউক, যাহা কিছু অপরাধের কার্য্য আমরা দেবতাদিগের নিকট করিয়া থাকি, উহার পাপ তোমরা সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর, যে ব্যক্তি দানধর্ম্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে।

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুষ্কবান্ ইন্দ্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই যে সংগ্রাম, যথায় যশোলাভ হইয়া থাকে, যথায় প্রহার প্রতি প্রহার চলিতে থাকে, তুমি তথায় বীরমদে মত্ত হইয়া চীৎ-কার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীদিগকে বণ্টন করিয়া দাও। এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুদিগের উপর পতিত হইতে থাকে, সেই ব্যাপার দর্শনে তাবৎ লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

২। অতএব হে ইন্দ্র! প্রচুর ধনধান্য ও গাভীদ্বারা আমাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শক্র! তুমি জয়ী হইলে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই। আমরা মনে যে ধন কামনা করি, তাহা আমাদিগকে দান কর।

৩। হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আর্য্য জাতিরই হউক, বা দাস জাতীয়ই হউক(১), যে কেহ দেবরহিতলোক আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বাসনা করে, সেই সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদিগের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাহাদিগকে যুদ্ধে নিধন করি।

৪। যাঁহাকে অল্পলোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে, যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হইয়া উত্তম উত্তম বস্তু জয় করিয়া লয়েন, যিনি যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্ব্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্ত্তি হয়েন, আশ্রয় পাইবার জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্র! তুমিই তোমার ভক্তদিগকে উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করিবে? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হইতে আত্মমোচন কর এবং এই স্থানে এস। তোমার মত ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করিতেছে।

---

৩৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষানাম্নীনারী ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে সর্ব্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, যে রথকে উদ্দেশপূর্ব্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন কর্ত্তব্য; আমরা ক্রমাগত সেই রথেরই নাম করিতেছি, যেমন পিতার নাম করিতে আনন্দ হয়, তদ্রূপ উহার নামে আনন্দ হয়।

২। আমাদিগকে মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করিয়া দাও, তাহাই আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদিগকে দাও। যেরূপ সোমরস প্রীতিপ্রদ হয়, আমাদিগকে যজমানদিগের নিকট তদ্রূপ প্রীতি ভাজন করিয়া দাও।

(১) মূলে "দাসঃ আর্য্যঃ বা" আছে। অর্থাৎ অনার্য্য আদিমবাসীগণ, অথবা দেবভক্তি বিরত আর্য্য শত্রুই হউক।

৩। পিতৃভবনে একটী স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তোমারা তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনয়ন করিয়া দিলে। যাহার চলৎ-শক্তি নাই, অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তাহারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমা-দিগকেই অন্ধের ও দুর্ব্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎ-সক বলিয়া লোকে উল্লেখ করে।

৪। যেমন পুরাতন রথকে কেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গতি-বিধি করে, তদ্রূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়া-ছিলে। তোমারাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরূপদ্রবে বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদিগের দুজনের সেই সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার যোগ্য।

৫। তোমাদিগের সেই সমস্ত পূর্ব্বতন বীরত্বের কার্য্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করিতেছি। তদ্ব্যতীত, তোমারা দুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সেই নিমিত্ত তোমাদিগের আশ্রয় পাইবার আশয়ে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে নাসত্যদ্বয়! আমি এই রূপে স্তব করিতেছি, যে যজমান তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেক।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের দুজনকে ডাকিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ আমাকে শিক্ষা দাও, আমার কেহ আপ্তবন্ধু নাই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নাই, বুদ্ধি নাই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হইবার অগ্রেই দুর্গতি দূর কর।

৭। শুন্ধ্যুব নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে করিয়া তাহাকে লইয়া বিমদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমা-দিগকে ডাকিলেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছিলে। তোমরা সেই নারীর প্রসব বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করাইয়াছিলে।

৮। কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনর্ব্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিস্পলাকে লৌহের চরণ দিয়া তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্টা করিয়াছিলে।

৯। হে অভিলষিত বস্তুবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! রেভ নামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃত প্রায় করিয়া গুহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল, তোমরাই

তাহাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তোমারাই সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার নিরূপদ্রবস্থানতুল্য করিয়া দিয়াছিলে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদু নামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সহিত একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক দিয়াছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, উহাকে দেখিলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, উহা মনুষ্যদিগের নিকট বহুমুল্য ধনস্বরূপ, উহার নামে আনন্দ হয়, উহাকে দেখিলে মনে সুখ জন্মে।

১১। হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়! তোমাদিগের দুজনের নাম কীর্ত্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে যাইবার সময় তোমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে সকলে স্তব করে, তোমরা যদি পত্নীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোমাদিগের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্ব্বক আশ্রয় দান কর, তাহাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! ঋভু নামক দেবতারা তোমাদিগের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা ঊষা আবির্ভূত হয়েন এবং সূর্য্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক তোমরা আগমন কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক পর্ব্বতে যাইবার পথে গমন কর; শয়ু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধবতী করিয়া দাও। তোমাদিগের এপ্রকার ক্ষমতা যে, যে বর্ত্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তোমরা সে বর্ত্তিকাকে উহার মুখগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে।

১৪। যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে(১), তদ্রূপ হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করিলাম। যে রূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া সম্প্রদান করে(২), তদ্রূপ এই স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করিয়াছি। যেন নিত্যকাল আমাদিগের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(১) ভৃগুসন্তানগণ রথ নির্ম্মাণ করিত, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই পাইয়াছি।
(২) কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কৃতা করিয়া অর্পণ করা যায়।

৪০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষা ঋষি(১)।

১। হে কর্ম্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই সমুজ্জ্বল রথকে কোন যজমান আপনার যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করিবার জন্য স্তব করে? তোমাদিগের সেই রথ কোথায় যায়?।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর ও যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে(২), অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আহ্বান করে?।

৩। তোমরা যেন বৃদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোমাদিগের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতঃকালে স্তুতি পাঠ করা হইয়াছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ পাইবার জন্য কাহার ভবনে যাইয়া থাক? কাহার পাপ ধ্বংস করিয়া থাক? হে কর্ম্মে উপদেশকারীদ্বয়! কাহার যজ্ঞে দুটী রাজ পুত্রের ন্যায় যাইয়া থাক?।

৪। যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগদিগকে(৩) বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিন রাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আহ্বান করিতেছি।

---

(১) কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায, তাঁহার বিবাহ হয় নাই, পরে অশ্বিদ্বয় তাহার রোগ ভাল করিয়া দিলে তিনি পতিলাভ করেন, তাহা ১। ১১৭। ৭ ঋকের টীকায় বলা হইয়াছে, সেই ঘোষা এই সূক্তের ঋষি। ঘোষা নামে প্রকৃত কোনও নারী ছিলেন কি না সন্দেহ, ঘোষাকর্ত্তৃক এ সূক্ত রচিত, তাহা বোধ হয় না, তাঁহার গল্প অবলম্বন করিয়া এবং অশ্বিদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য গল্প অবলম্বন করিয়া এই সূক্ত রচিত হইয়াছে, সুতরাং ঘোষারই নাম এই সূক্তের ঋষিস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১।১১২ ও ১। ১১৭ সূক্তের টীকায় অশ্বিদিগের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প বিবৃত হইয়াছে, সে গুলি পুনরায় এখানে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

(২) এতদ্দ্বারা বোধ হয়, বিধবার অসচ্চরিত্র অবলম্বন করা প্রকটিত হইতেছে না, স্বামির মৃত্যুর পর বিধবা স্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথাই বোধ হয় উল্লিখিত হইতেছে। মনু ৯। ৬৯ ও ৭০ দেখ। পণ্ডিতবর Roth এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। *Illustrations of the Nirukta*, p. 32.

(৩) মূলে "মৃগাবারণা" আছে। ইহার অর্থ কি হস্তী? ব্যাধগণ কি হস্তী ধরিত?।

হে উপদেশকারীদ্বয়! কালে কালে তোমাদিগের উদ্দেশে লোকে হোম করিয়া থাকে, তোমরাও লোকদিগের নিকট অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও, কারণ তোমরা তাবৎ কল্যাণের অধিপতি।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক তোমাদিগের কথাই কহি, তোমাদিগের বিষয়ই জিজ্ঞসা করি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকটে তোমরা অবস্থিতি কর, রথারূঢ় ও ঘোটকসম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাকে দমন করিয়া রাখ।

৬। হে কবিদ্বয়! তোমরা রথের উপর আরোহণ করিয়াছ। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কুৎসের ন্যায় রথে আরোহণপূর্ব্বক স্তবকারীব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদিগের যে মধু আছে, তাহা এত প্রচুর, যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করিতে থাকে। যে রূপ কোন নারী ব্যভিচারে রত হয়(৪), তদ্রূপ মক্ষিকাগণ তোমাদিগের মধু গ্রহণ করে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, তোমরা বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সেই তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদিগের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তাহাই কামনা করি।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শৈয়ুব এবং তোমাদিগের পরিচর্য্যাকারীব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করিয়াছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাত মুখ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে।

৯। আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে। তোমরা বৃষ্টি-বর্ষণ করাতে তাঁহার জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হইয়া ইঁহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইঁনি রোগশূন্য ঐ সকল সুখভোগ করিবার উপযুক্ত সামর্থ ইঁহার জন্মিয়াছে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন পর্য্যন্ত করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে

(৪) মূলে "নিষ্কৃতং ন যোষণা" আছে। এই মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকের টীকা দেখ।

সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তাহাদিগের সেই সুখ আমি অবগত নহি। তোমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর, অর্থাৎ যুবাস্বামী ও যুবতীস্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। হে অশ্বিদয়! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমন করি, ইহাই আমার কামনা।

১২। হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হউক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ বিধানকর্ত্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতি-গৃহে গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়পাত্র হই।

১৩। আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া থাকি, অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণ বিধাতাদ্বয়! আমি যে তীর্থে (অর্থাৎ ঘাটে) জল পান করি, তাহা সুবিধাযুক্ত করিয়া দাও। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে, তবে তাহাকে বিনাশ কর।

১৪। হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয়! হে কল্যাণ বিধাতদ্বয়! অদ্য তোমরা কোথায় কোন ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করিতেছ? কে তোমা-দিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ বুদ্ধিমান যজমানের গৃহে তোমরা গমন করিয়াছ?

---

৪১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহস্ত ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে, যাহাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যাহা তিন খানি চক্রের উপর যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে। যাহা সর্ব্বত্র বিচরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে সুরোচিত স্তবের দ্বারায় সেই রথকে আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্যদ্বয়! হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে রথ প্রাতঃকালে যোজনা করা হয় এবং প্রাতঃকালে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞ কর্ত্তাব্যক্তিদিগের নিকট গমন কর এবং তোমাদিগকে যে স্তব করে, তাহার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি সুহস্ত, আমি মধু হস্তে করিয়া অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতেছি, আমার নিকটে আগমন কর। অথবা অগ্নিধ্র নামক যে বলিষ্ঠ-পুরোহিত দান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিকট আগমন কর, যদিচ তোমরা অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞে গমন করিয়া থাক, তথাপি আমার ভবনে মধুপান করিতে আগমন কর।

---

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণাখ্য ঋষি।

১। যেমন ধনুর্দ্ধারী বাণক্ষেপকারীব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করিতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলঙ্কৃত করিয়া স্তব প্রয়োগ কর, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করে, এমনি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিবে, যে সে পরাজিত হয়, হে স্তুতিকারী! ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর।

২। হে স্তুতিকারী! যেমন দোহন করিয়া গাভীর নিকট হইতে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে, তদ্রূপ বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রদ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত কর। যেমন ধনপূর্ণ পাত্রকে লোকে নিম্নমুখ করিয়া তদন্তর্গত ধন ঢালিয়া লয়, তদ্রূপ বীর ইন্দ্রকে কামনা সিদ্ধির জন্য অনুকূল করিয়া লও।

৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেন "ভোজ" এই নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি দাতা বলিয়াই তোমাকে ঐ নাম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী করিয়া দাও, অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ কর। হে ইন্দ্র! আমার বুদ্ধি যেন কর্ম্মকার্য্য বিষয়ে নৈপুণ্যযুক্ত হয়। যাহাতে ধন উপার্জ্জন করা ভাগ্যে ঘটে, আমার এই প্রকার শুভাদৃষ্ট করিয়া দাও।

৪। হে ইন্দ্র! লোকে যখন যুদ্ধস্থলবর্ত্তী হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী ইন্দ্র তাহার সহযোগী হয়েন। আর যে তাঁহার জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি উহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাঞ্ছা করেন না।

৫। যে অন্নসম্পন্নব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু ধন বিতরণ করে, তদ্রূপ যে তাঁহাকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তাহার সহায় হয়েন এবং তাহার শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহুসৈন্য পরিবৃত হইলেও তিনি উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পৃথক করিয়া দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন।

৬। যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করিলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদিগের কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। শত্রু ইঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করুক। শত্রুর দেশের তাবৎ সম্পত্তি ইঁহার করতলগত হউক।

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তোমাকে ডাকে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে, তদ্দ্বারা নিকটের শত্রুকে দূর করিয়া দাও। হে ইন্দ্র! আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে, তাহার স্তুতিকে রত্ন ও অন্নপ্রসবিনী কর।

৮। প্রখর সোমরসগুলি বহুল ধারাতে মধুর রস বর্ষণ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না, কখনই বলেন না, যে (আর না) বরং সোমরস প্রস্তুতকারী-ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন।

৯। যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরতব্যক্তি যাহার নিকট হারিয়াছে, তাহাকেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণপূর্ব্বক হারাইয়া দেয়, তদ্রূপ যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র সেই শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্তব্যক্তি দেবপূজাতে ধন ব্যয় করিতে কৃপণতা না করেন, ধনবান ইন্দ্র তাহাকেই ধনী করেন।

১০। কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে আমরা যেন গাভীদিগের দ্বারা উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পাই। আমরা যেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করিতে পারি।

১১। বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকে এবং মধ্যভাগে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগের সখা, আমরা তাঁহার সখা; তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন।

৪৩ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্ব্বক স্তব করিয়াছে, তাহারা সকলই লাভ করাইতে পারে, যেমন নারীবর্গ নিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ স্তুতিগণ সেই শুদ্ধস্বভাবদাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাইবার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তোমার দিক্ হইতে আমার মন অন্যত্র যায় না। আমি তোমারি উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি। রাজা যেমন নিজ ভবনে, তদ্রূপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর। এই সুন্দর সোম হইতে তোমার পানকার্য্য সম্পন্ন হউক।

৩। ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুন। সেই ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সেই যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁহারই আদেশে এই সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হইয়া অন্ন বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ শস্যের উপচয় করিতেছে।

৪। যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ আনন্দবর্দ্ধণকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিল। সেই সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মনুষ্যদিগকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দান করুন।

৫। দ্যূতক্রীড়াকারীব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপনার বিজেতাকে অন্বেষণপূর্ব্বক পরাস্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্য্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালি! কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেহই তোমার সেই বীরত্বের অনুরূপ কার্য্য করিতে পারে নাই।

৬। ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্ত্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধান করেন। যাহার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতি লাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদিগকে পরাস্ত করে।

৭। যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে যাইয়া পড়ে, তদ্রূপ সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থলে পণ্ডিতগণ তাঁহার তেজের বৃদ্ধি করিয়া দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে।

৮। যেরূপ একটী বৃষ কুপিত হইয়া আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হইতেছে দেখা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হইয়া আপনার আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন; যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতিঃ দান করেন।

৯। ইন্দ্রের বজ্র তেজের সহিত উদয় হউক, যজ্ঞের কথা যেরূপ পূর্ব্বকালে, তদ্রূপ একালেও হইতে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হইয়া পরিষ্কার আলোক ধারণপূর্ব্বক শোভাযুক্ত হউন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্ত্তা ইন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হউন।

১০। ১১। পূর্ব্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সহিত এক।

৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণ ঋষি।

১। যে ইন্দ্র দেখিতে স্থূলকায়, অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্দ্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল করিয়া দেন, সেই ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্ব্বক আমোদ করিবার জন্য আগমন করুন।

২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দুই অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র রহিয়াছে; হে প্রভু! এই মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক

শীঘ্র সরল পথ দিয়া নিম্নে আগমন কর। তোমার পানের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত আছে, তাহা তোমাকে পান করাইয়া তোমার বল আরও আমরা বাড়াইয়া দিব।

৩। যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক যাঁহার হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দেন, যিনি দুর্দ্ধর্ষ, যাঁহার ক্রোধ কখন বৃথা যায় না, তাঁহাকে তাঁহার বহনকারী দুর্দ্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনুক।

৪। হে ইন্দ্র! যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারিরীক পুষ্টি বিধান করে, যাহা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া আছে, যাহা বলকে সংধারিত করে, তুমি সেই সোমরস আপন উদরে সেচন কর। আমার বল বৃদ্ধি করিয়া দাও, আমাদিগকে তোমার আত্মীয় করিয়া লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমানদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ হইতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আগমন করুক, কারণ আমি স্তব করিতেছি। আমি সোম সঞ্চয়পূর্ব্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছি, তুমি এস। তুমি সকলেরই অধিপতি। এই কুশে উপবেশন কর। তোমার পানের জন্য যে সোম পাত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, কাহারো সাধ্য নাই, যে সে গুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পান করে।

৬। যাঁহারা পূর্ব্বকাল হইতে যজ্ঞে দেবতাদিগের নিমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা অতি মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহারা কুকর্ম্মান্বিত, তাহারা ঋণী রহিল, অর্থাৎ অঋণী হইতে পারে নাই এবং সেই অবস্থাতেই নিম্নগামী হইল (তলাইয়া গেল)।

৭। ইদানীন্তনকালে, যাহারা সে প্রকার দুর্ম্মতি, তাহারাও তদ্রূপ অধোগামী হউক। তাহাদিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগের কি গতি হইবে, কিছুই স্থিরতা নাই। যাহারা পূর্ব্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান করিয়া থাকে, তাহারা এতাদৃশ ধামে উপনীত হয়, যথায় অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে।

৮। ইন্দ্র যখন সোমপান করিয়া মত্ত হয়েন, তখন তিনি সর্ব্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘদিগকে সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিয়া উঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাদিগকে তিনি সেই অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ স্তব উচ্চারণ করেন।

৯। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এই এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ করিয়া আছি। ইহাদ্বারা তুমি খুরপুট বিক্ষেপকারীদিগকে অর্থাৎ হস্তীদিগকে দণ্ড করতঃ বশীভূত কর। এই যে সোমযাগ হইতেছে, ইহাতে তুমি আসিয়া স্থান গ্রহণ কর। দেখিও যেন এই সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই।

১০। ১১। পূর্ব্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সহিত অভিন্ন।

৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি।

১। অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাঁহাকে স্তব করেন।

২। হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্ত্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি।

৩। নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছেন। আর আকাশের উধঃস্বরূপ যে সূর্য্য তন্মধ্যেও তুমি প্রজ্জ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, তথায় বৃষ্টি-বারিতে তুমি বাস কর, প্রধান প্রধান দেবতারা তোমার তেজঃ বৃদ্ধি করেন।

৪। অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইল, আকাশে যেন বজ্রপাত হইতেছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করিতেছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যদিও এই মাত্র জন্মিয়াছেন, তথাপি বিশেষরূপে প্রজ্জ্বলিত ও বিস্তারিত হইয়াছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁহার শোভা হইয়াছে।

৫। অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্জ্বলিত হয়েন, তখন তাঁহার কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ সম্পত্তির আধারস্বরূপ। তিনি স্তুতিবাক্য সকল স্ফূরিত করিয়া দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন।

৬। তিনি সকল বস্তুকে প্রকাশ যুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করি-লেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্গত হইয়া সেই মেঘ ভেদপূর্ব্বক জল আনয়ন করিলেন।

৭। অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দ্দিকেও গতিবিধি করেন, তাঁহার মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হইয়া মরণধর্ম্মান্বিত মনুষ্যদিগের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধূম ধারণ-পূর্ব্বক তিনি গতিবিধি করিয়া থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন।

৮। তিনি দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়, তাহার দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্দ্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যাইতে যাইতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমর অর্থাৎ অনির্ব্বাণশীল হইয়া উঠিলেন, দিব্যলোক ইঁহাকে জন্ম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর!

৯। হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি! যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে লইয়া যাও, সেই দেবভক্তব্যক্তিকে সুখসচ্ছন্দের দিকে লইয়া যাও।

১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হইবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্য্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তাহার যে পুত্র জন্মিয়াছে, অথবা যে পুত্র জন্মিবে, সকলের সহিত সে যেন শত্রু মর্দ্দন করে।

১১। হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বুদ্ধিমান্ দেবতাগণ তোমার সহিত একত্র হইয়া ধন কামনা পূর্ণ করিবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল।

১২। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহার মূর্ত্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিরা সেই অগ্নিকে স্তব করিলেন। দ্বেষবিবর্জ্জিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমরা ডাকিতেছি। হে দেবতাগণ! আমাদিগকে লোকবল ও ধনবল প্রদান কর।

ঋগ্বেদ সংহিতা

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

অষ্টম অষ্টক

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৭।

ভূমিকা

অষ্টম অষ্টকে দশম মণ্ডলের শেষ অংশ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতা এই খানে সমাপ্ত হইল।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা আমরা ঐ মণ্ডলের প্রথম অংশ দেখিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম। পরলোকের সুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ, পিতৃলোকদিগের বিবরণ, যম ও যমী সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র, প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পাঠক সপ্তম অষ্টকের ভূমিকা দেখুন।

দশম মণ্ডলের শেষ অংশটী দেখিলেও সেই মত স্থিরীকৃত হয়। ঋগ্বেদের প্রথম নয় মণ্ডলে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই, অথবা অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছিল, এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা ও আলোচনা পাওয়া যায়। ঋষিগণ কেবল যে "বিশ্বকর্ম্মা" বা "প্রজাপতি" বা "পুরুষ" নামে এক ঈশ্বরের অনুভব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে সাহস করিয়াছেন। ফলতঃ বেদান্তে, অর্থাৎ উপনিষদে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্তি এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে পাওয়া যায়।

ইহার আধুনিকত্বের আর একটী লক্ষণ দেখা যায়। ঋত্বিক্ ও স্তোতাসম্প্রদায়ক্রমে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাধান্যের সহিত জনসামজের ধর্ম্মভীরুতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে যে সপত্নীদমন মন্ত্র, গর্ভসঞ্চার মন্ত্র, পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র, প্রভৃতি বালকোচিত, সূক্তগুলি দেখিতে পাই, তাহাতে জন সাধারণের ধর্ম্মভীরুতা ও চিন্তাশক্তির অবনতি অনুভূত হয়।

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করা উচিত। আমরা দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক সূক্তগুলিও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে অতি প্রাচীন অপেক্ষাও

প্রাচীন। স্মৃতি ও পুরাণে যেরূপ সমাজ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাই, দশম মণ্ডলের অতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাহা অপেক্ষা অনেক পুরাতন। ঋগ্বেদের অতিশয় আধুনিক অংশের রচনার সময়ও ঋগ্বেদের দেবগণের উপাসনা ছিল, পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হয় নাই এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" হইয়া দাঁড়ায় নাই। সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে "জাতি" বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই, দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তে যে মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হাস্যজনক।

আমি তৃতীয় অষ্টকের ভূমিকায় পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম যে অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কার্য্য শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ অষ্টকটী আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্রে দিয়া আসিয়াছিলাম। অবশিষ্ট চারিটী অষ্টক সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইতেছি, এবং এই অবসরে পাঠকবৃন্দের নিকট এই প্রবাস হইতে পুনরায় সস্নেহে বিদায় লইলাম।

On Board the "Nuddea,"
London, 26*th* *May* 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

আধুনিক সূক্ত

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পাঠক নিম্নলিখিত টীকাগুলি দেখিবেন।

সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
৬১	২	১৫৭	১
৭২	৩	১৫৯	১
৮১	১	১৬১	১
৮৫	১	১৬২	১
৮৬	৪	১৬৩	১
৯০	১, ২ ও ৪	১৬৪	১
৯৭	১	১৬৫	২
১০৯	১	১৬৭	১
১১৪	৩	১৭০	১
১২১	১	১৭৩	১
১২৯	১	১৭৭	৩
১৩০	২	১৮১	১
১৩৬	১	১৮৩	১
১৩৭	১	১৮৪	১
১৩৮	২	১৮৯	১
১৪৫	১	১৯০	১
১৫১	১	১৯১	১
১৫৫	১		

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ

দশম মণ্ডল।

বিষয়।		সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
এক ঈশ্বরের অনুভব	বিশ্বকর্ম্মা	৮১ ও ৮২	সমস্ত সূক্ত।
	পুরুষ	৯০	,, ,,
	হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতি	১২১	,, ,,
ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র		১১৪	৩
জীবাত্মা, ইত্যাদি		১৭৭	১ হইতে ৩
সৃষ্টির কথা		৮২	১ ও ৪
		১২৯	সমস্ত সূক্ত
পুণ্যদ্বারা স্বর্গলাভ		৫৬	২
		৬৩	১
পিতৃলোকগণ স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন		৭৩	৩
		৫৬	৩ ও ৪
		৩০	১
অসুনীতি, নিঃঋতি ও অনুমতি		৫৯	১
		৫৯	২
বাস্তোষ্পতির জন্ম বিবরণ		৬১	১ ও ২
অদিতি		৭২	১ ও ২
ক্রোধ		৮৩	৪
সোম		৮৫	১ ও ৩
সূর্য্যার বিবাহ		৮৫	৩
বিশ্বাবসু		৮৫	৬
		১৩৯	১
অপ্বা		১০৩	১
বেন		১২৩	১
যম		১৩৫	১
		১৫৪	১
কেশী		২৩৬	১
দক্ষিণা ও দান		১০৭	১
		১১৭	১
শ্রদ্ধা		১৫১	১
উর্ব্বশী ও পুরূরবা		৯৫	১ হইতে ৩
৩৩৩৯ দেব		৫২	১
অসুর		৫৫	২
রাক্ষস		৮৭	১
ঋগ্বেদের ঋক্ ও শব্দের সংখ্যা		১১৪	৪
৭ জন পুরোহিত		১১৪	৫
ব্রহ্মিদ্ধচাম্ব		১০৯	১
সরমা		১০৮	১
বৃষাকপি		৮৬	৪

আচারব্যবহার সম্বন্ধয় বিশেষ বিবরণ

বিষয়।	দশম মণ্ডল। সূক্তের সংখ্যা।	দশম মণ্ডল। টীকার সংখ্যা।
ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্যদিগের নিবাস স্থান	৭৫	৪
অশ্মন্বতী, সরস্বতী, সরযূ, সিন্ধু এবং সিন্ধুর শাখা সকলের প্রাচীন নাম।	৫৩	১
	৬৪	১
	৭৫	১ হইতে ৪
আর্য্য ও অনার্য্য	৪৯	১ ও ২
	৬২	১
	৬৯	১
	৭৩	৩
	৮৩	১ হইতে ৩
	৮৬	৩
	১০২	২
	১৩৮	১
কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রাম	৬৮	১ ও ২
	৯৩	১
	৯৯	১
	১০১	১
	২১৭	১
জাতি বিভাগ ছিল না	৭১	২ হইতে ৪
জাতি বিভাগ ছিল এরূপ দেখাইবার জন্য মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করণ	৯০	৩
গাভী ও বৃষ খাদ্যদ্রব্য	৭৯	১
	৮৬	১ ও ২
	৮৯	১
	৯১	১
	১৬৯	১
মনুষ্যের জীবন শত বৎসর	৮৫	১২
	১৬১	১
মৃতপুত্রের জন্য খেদ	৫৬	১
মৃত ভ্রাতার জন্য খেদ	৫৭	১
	৫৮	১ ও ২
	৬০	১
ভাষা সমালোচনা	৭১	সমস্ত সূক্ত।
ছন্দঃ সমূহ	১৩০	২
ঋগ্বেদের বিকৃত অর্থ করণ	১২১	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

অষ্টম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি।

১। যে অগ্নি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হোতা হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে আধান করা হইয়াছে। তুমি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্ব্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দিবেন।

২। এই অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন; যেমন একটী গাভী হারাইয়া গেলে তাহার পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয়, তদ্রূপ অগ্নি পরিচর্য্যাকারীরা তাঁহার সন্ধান করিলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করিলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাইবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলিতে বলিতে তাঁহাকে পাইলেন।

৩। বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি যজমানদিগের অট্টালিকাতে নবীন মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হইয়াছেন।

৪। অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিক্‌গণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হয়েন, হোতা হয়েন, নমোবাক্য দ্বারা অনুকূল

হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাদিগের নিকট বহন করেন।

৫। হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমান্‌দিগকে আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তাঁহার স্তবকার্য্য নির্ব্বাহ কর, সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নি মন্থনকার্য্যের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁহাকে স্তব করিলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে হোমের দ্রব্য দিয়া তাঁহার দ্বারা যত অনুষ্ঠান করাইয়া লয়।

৬। সেই অগ্নির তিন মূর্ত্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হইয়া আলোকের দ্বারা যজমান্‌দিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ যজ্ঞগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। তথায় মনুষ্যগণের যাহা কিছু দেয়, সকলি তিনি সংগ্রহপূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা শত্রুদমন করিতে করিতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাদিগকে দিতে যান।

৭। এই যে যজমান্ এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁহারা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্ত্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁহারা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায় গতিবিধি করেন।

৮। অগ্নি কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসহযোগে ধারণ, করিতেছেন মনে মনেও জানিতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে আধান করিলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হইয়া পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ পাইবার উপযুক্ত তাঁহার তুল্য কেহ নাই!

৯। ইনি সেই অগ্নি, যাঁহাকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করিয়াছেন, জল ও ত্বষ্টা ও ভৃগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতারা মনুষ্যের যজ্ঞ করিবার জন্য যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তোমাকে দেবতারা আধান করিয়াছেন; তোমাকে যজ্ঞ দিবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন; সেই তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, দেবভক্তব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়।

৪৭ সূক্ত।

বৈকুণ্ঠইন্দ্র দেবতা। সপ্তগু ঋষি(১)।

১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা করিয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করিতে উত্তমরূপ পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য্য কর, তোমার কীর্ত্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাইবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে; আমরা তোমাকে এইরূপ জানি। আমাদিগকে নানাবিধ; ইত্যাদি। (পূর্ব্ব ঋকের শেষ অংশ)।

৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে এরূপ একটী পুত্রস্বরূপ ধন দান কর, যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন উপার্জ্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদিগকে তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করিয়া দাও; তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হইতেছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদিগকে নিধন কর, তাহাদিগের পুরী ধ্বংস করিয়া থাক, আমাদিগকে নানাবিধ ইত্যাদি।

(১) বিকুণ্ঠা নামে অসুরনারী ইন্দ্রের তুল্য পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করাতে ইন্দ্র নিজেই তাহার গর্ভে জন্মিয়া বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র হয়েন। সায়ণ। কিন্তু ইহা পৌরাণিক আখ্যান, বৈদিক নহে।

৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান্, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সকলি দিতে পার। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৬। আমি সপ্তগু, আমি যাহা ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী; দেবতাবিষয়িণী সুমতি আমার উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট যাইয়া থাকি। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সহিত পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে; তাহারা আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইতে যাইতেছে। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যাহা যাচ্ঞা করি, তুমি তাহা আমাকে দাও, এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুবাটী দাও, যেরূপ কাহারো নাই, দ্যাবা ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন করুন। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র ঋষি।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হইয়াছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করিয়া লই। প্রাণীগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি।

২। আমি অথর্ব্বা ঋষির বক্ষঃস্থল রোধ করিয়াছিলাম। অমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কাড়িয়া ত্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দস্যুদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

৩। আমার জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্য্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যে যাহা কিছু করিয়াছে, বা যাহা ভবিষ্যতে করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে।

৪। যখন কেহ স্তবের সহিত সোমরস দিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করে, তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য, পশু বাণ দ্বারা জয় করিয়া দি এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি।

৫। কেহ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়া লইতে পারে নাই, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নাই। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করিয়া যাহা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা কর। দেখিও আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারাইও না(১)।

৬। এই যে সকল শত্রু, যাহারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দুই দুই জন করিয়া অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, যাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাম যে, তাহারা নিধন হইল। তাহারা নত হইল, আমি নত হইবার নহি।

৭। যদি একজন আসে, তাহাকেও আমি পরাভব করি; যদি দুই জন আসে, তাহাদিগকেও পরাভব করি; তিন জন আসিয়াই বা আমার কি করিতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দ্দন করিবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দ্দন করে, আমিও তদ্রূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি, ইন্দ্র যাহাদের প্রতি বিমুখ, সেই সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা, অর্থাৎ পরাভব করিতে পারে?।

৮। আমিই গুঙ্গুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগ্বের পুত্রকে স্থাপন করিয়াছি, তিনি তাহাদিগের শত্রু সংহার করিতেছেন, বিপদ নিবারণ করিতেছেন এবং মূর্ত্তিমান ভক্ষ্যভোজ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। সেই সময়ে পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা

---

(১) ইন্দ্রকেই এই সূক্তের ঋষি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বোধ হয় পুরুবংশীয়দিগের কোনও স্তোতাদ্বারা এই সূক্ত রচিত।

হইয়াছিল এবং বৃত্রের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এই দুই কার্য্য তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পন্ন হইবে। সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাহাকে স্তব করে।

১০। দৃষ্ট হইল যে দুই জনের মধ্যে এক জন সোমযাগ করিতেছে। পালনকর্ত্তা ইন্দ্র তাহার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্ব্বক তাহাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিলেন। আর তাহার যে শত্রু সেই তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অন্ধকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

১১। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ইঁহারা সকলেই দেবতা; আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁহাদিগের স্থান উৎখাত করি না, তাঁহারা আমাকে এই উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করিব। সেই নিমিত্তই আমাকে কেহ পরাজয় বা হিংসা করিতে পারে না, কেহ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না।

---

৪৯ সূক্ত।

বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ঋষি। তিনিই দেবতা।

১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি, উহাতে আমারি ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হইয়া থাকি; আর যাহারা যজ্ঞ না করে, তাহাদিগকে সকল যুদ্ধেই পরাভব করি।

২। স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এই নাম দিয়াছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তাহারা অদ্ভুত লীলা-বিশিষ্ট এবং অতি বেগবান্। আমি অন্ন উপার্জ্জনের জন্য দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি।

৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য্য সাধন করিয়া কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি। আমি শুষ্ণ ব্যক্তি বধের জন্য বজ্র ধারণ করিয়াছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে "আর্য্য" এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি(১)।

৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করিয়াছিল, আমি উহার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ উহার বশীভূত করিয়া দিলাম এবং তুগ্র ও স্মদিভ এই দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করিয়া দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাহাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাহাতে সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।

৫। যৎকালে শ্রুতর্ব্বা আমার শরণাগত হইল এবং স্তব করিতে লাগিল, আমি মৃগয় নামক ব্যক্তিকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমি ষড্গৃভিকে সব্যের বশীভূত করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি সেই ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হইয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছিলাম, সেইরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করিয়াছি(২), সেই সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া সূর্য্যালোক সমুজ্জ্বলিত এই ভুবনের বহির্ভূত করিয়া দিলাম।

৭। আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে, তাহারা আমাকে বহন করে, আমি সেই বহনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে।

৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করিয়াছি। যে যত বড় বন্ধনকর্ত্তা হউক, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্ত্তা। তুর্ব্বস ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে

(১) আর্য্য এবং অনার্য্যদিগের উল্লেখ।

(২) অনার্য্য শত্রুদিগের মধ্যে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। নিম্নঋকেও দস্যুদিগের উল্লেখ আছে।

আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করিয়াছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি।

৯। আমি জল বর্ষণ করিয়া থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্বস্ব স্থানে রাখিয়া দিয়াছি। আমার সকল কার্য্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

১০। গাভীর দেহে আমি এতাদৃশ বস্তু রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দেবত্বষ্টা রচনা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তাহা সোমের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলে।

১১। (পরোক্তিতে কহিতেছেন)—এই রূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্যদিগকে সৌভাগ্য-সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ধন আছে, তাঁহার ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্য্যকারী! তোমার কার্য্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার সেই সমস্ত কার্য্যের স্তব করিতেছেন।

৫০ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে যজমান্! তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইতেছেন; তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে অর্চনা কর। তিনি সেই ইন্দ্র, যাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি, বিপুল কীর্ত্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা করিয়া থাকে।

২। সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী; মাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্ত্তা! সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের

সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হইয়া থাকে।

৩। হে ইন্দ্র ! সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে? যাঁহারা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও সুখসম্পত্তি পাইবার অধিকারী? তাঁহারা কে? যাঁহারা তোমাকে অস্থূর্য্য বল দিবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? যাঁহারা নিজের উর্ব্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরস্কার পাইবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? ।

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্ত্তা হইয়াছ। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী ! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছ।

৫। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্ত্তাদিগকে শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্য-গণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এই সমস্ত সোমযাগ যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা কর।

৬। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি ! এই যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাক, সে গুলি যাহাতে শীঘ সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাইবার জন্য এই সোমপাত্র, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হইয়াছে।

৭। হে মেধাবী ! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দিবে বলিয়া একত্র হইয়া তোমার নিমিত্ত সোমযাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন তাহারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হয়।

৫১ সূক্ত।

পর্য্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ ঋষি। পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারাই দেবতা।

১। (অগ্নি হবির্বহন কার্য্যে উত্ত্যক্ত হইয়া জলে লুকাইত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি)—হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার যে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আছে, কেবল এক জন মাত্র দেবতা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

২। অগ্নির উক্তি—কে আমাকে দেখিয়াছে? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানা প্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন? হে মিত্র! হে বরুণ! অগ্নির সেই সকল দীপ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথা রহিয়াছে, বল দেখি?।

৩। (দেবতাদিগের উক্তি)—হে জাতবেদা অগ্নি! নানা মূর্ত্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, হে বিচিত্র কিরণধারি! তোমাকে যম দেখিয়া চিনিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ(১)।

৪। (অগ্নির উক্তি)—হে বরুণ! আমি হোতার কার্য্য হইতে ভয় পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্য্য নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহি।

৫। (দেবতাদিগের উক্তি)—এস অগ্নি! দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রহিলে। দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য যাইবার জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। প্রসন্ন চিত্ত হইয়া হোমের দ্রব্য বহন কর।

---

(১) অগ্নির দশস্থান যথা—পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, তিন দেবতা, আর জল ও ওষধি ও বনস্পতি ও প্রাণির শরীর এই দশ। সায়ণ।

৬। (অগ্নির উক্তি)—অগ্নির পূর্ব্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। হে বরুণ! এই নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলিয়া আসিয়াছি। যেরূপ শ্বেতহরিণ ধনুকের গুণ দেখিলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

৭। (দেবতাগণ)—হে জাতবেদা অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ুঃ দিতেছি, তাহা হইলে তোমার আর মৃত্যুভয় নাই, অতএব হে কল্যাণমূর্ত্তি! প্রসন্ন চিত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন কর।

৮। (অগ্নি)—হে দেবগণ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনুযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে দাও এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ুঃ বিধান কর।

৯। (দেবতাগণ)—প্রযাজ ও অনুযাজ তোমারই হউক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাইবে। এই সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হউক। চারিদিক তোমার নিকট নত হউক।

৫২ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে, আমি এই স্থানে আসন লইয়া যে মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা বলিয়া দাও। আমার কোন ভাগ এবং তোমাদিগের কোন ভাগ তাহা আমাকে বলিয়া দাও এবং যে পথ দিয়া তোমাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য লইয়া যাইব, তাহা বলিয়া দাও।

২। আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি, সকল দেবতা ও মরুৎগণ আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। হে অশ্বিদ্বয়! নিত্য নিত্য তোমাদিগকে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতে হয়। উজ্জ্বল সোম স্তোতাস্বরূপ হইতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুজনের আহুতিস্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা পান কর।

৩। যিনি হোতা হয়েন, তাঁহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য হবন করেন, দেবতারা উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এই হোম হইয়া থাকে; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪। আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমারে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্বান অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞের আয়োজন করেন; এই সেই যজ্ঞ যাহার পাঁচটী পথ; তিন আবৃত্তি (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটী সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়)।

৫। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্ততি দাও; আমি ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন।

৬। তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয়জন দেবতা(১) অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাঁহাকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কুশ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছেন।

(১) ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাইয়াছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুইটি শূন্য দিয়া পরে যোগ করিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, যথা,—

৩৩
৩০৩
৩০০৩
────
৩৩৩৯

৫৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি।

১। মনে যাহার কামনা করিতে ছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার মত যজ্ঞকর্ত্তা কেহ নাই, এই দেব সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসিয়াছেন।

২। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ত্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, অন্নসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি সে গুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ঘৃত দিয়া পূজা করা যাউক, যাহারা স্তবের যোগ্য, তাঁহাদিগকে স্তব করা যাউক।

৩। আমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য্য, অগ্নি তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তাহা আমরা পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্ব্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই যে আমাদিগের দেবভোজন ব্যাপার, তাহা তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

৪। যে বাক্যের উচ্চারণ করিলে আমরা অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজন-পদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্য্যে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।

৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যাহারা যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা আমার হোমকার্য্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদি-গকে পৃথিবী সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদিগকে আকাশ সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্য্যের অনুসারী হও। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে গুলিকে রক্ষা কর। সেই অগ্নি স্তবকর্ত্তাদিগের কার্য্য

সমাজস্বরূপ সম্পাদন করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক প্রকাশ কর।

৭। (দেবতারা যজ্ঞে আসিবার সময় পরস্পর কহিতেছেন)—হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করিবার উপযুক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজনা কর। রজ্জু (ঘোড়ার রাস) পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে পারে এতাদৃশ প্রকাণ্ড রথ চালাইয়া দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পঁহুছিবে।

৮। অশ্মন্বতী নামে(১) এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব।

৯। ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাহার শিল্প জানেন। তিনি উত্তম লৌহ নির্ম্মিত কুঠার শাণিত করেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্ম্মাণোপযোগী (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।

১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যে সকল কুঠার দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপ শাণিত কর। হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর; যদ্দ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে।

১১ সেই সকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটী গাভী রাখিলেন এবং উহার মুখমধ্যে একটী বৎস রাখিলেন, তাঁহাদিগের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাঁহাদিগের কুঠার সেই দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদিগের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁহারা অবশ্যই করিবেন।

(১) অশ্মন্বতী নদী কোথায়।

৫৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি।

১। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার সেই মহতী কীর্ত্তি আমি বর্ণনা করিতেছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিলেন, তখন তুমি, দেবতাদিগকে রক্ষা করিলে, দাসজাতিকে সংহার করিলে; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বল প্রদান করিলে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি করিয়া এবং নিজ কার্য্য সমস্ত ঘোষণা করিতে করিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলে, সে সকলি মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র! একালেত তোমার শত্রু নাই। তবে কি পূর্ব্বকালে ছিল? তাহাও সম্ভব নয়।

৩। আমাদিগের পূর্ব্বতন কোন্ ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমা অন্ত পাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে(১)।

৪। তুমি মহান্! তোমার চারি অস্পৃর্য্য দুর্দ্ধর্ষ শরীর আছে, হে ধনশালী! তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপূর্ব্বক তোমার গুরুতর কার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর।

৫। কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্ব্ব প্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করিবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর।

৬। যিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি মধু দিয়া সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে

(১) "Indra is praised for having made heaven and earth; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, 'What poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body.,"—Max Muller's *India, What can it teach us?* (1883), p 161.

বৃহৎ উকথ, নামক বেদমন্ত্র রচনাকর্ত্তা এই চমৎকার ওজস্বি স্তব উচ্চারণ করিলেন।

৫৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তাহা গোপন করে, যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া অন্নের জন্যে তোমাকে ডাকে, তুমি তখন তোমার নিকটবর্ত্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হইতে আকাশকে ঊর্দ্ধকৃত করিয়া ধরিয়া রাখ।

২। তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি প্রকাণ্ড। তাহা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ম্ময় বস্তু উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল. পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তাহা দ্বারা উপকৃত হইল।

৩। ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্য ভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জাতি প্রাণী ও সপ্তসংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ম্ময় নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁহার সেই কার্য্য এখনই ভাবে চলিতেছে। চৌত্রিশ দেবতা এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করে (১)।

৪। হে উষা! তুমি আলোকধারী পদার্থদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম আলোক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাহাকে আরো পুষ্টি-

(১) এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। মূলে এইরূপ আছে "আরোদসী আপৃণাং আ উত মধ্যং পঞ্চ দেবান্ ঋতুশঃ সপ্ত সপ্ত চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বিচষ্টে স রূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন।" সায়ণ বলেন পঞ্চজাতি যথা-দেব, মনুষ্য, পিতৃ, অসুর ও রাক্ষস। সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

যুক্ত কর. তুমি উপরে আছ, কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব ইহা তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের(২) লক্ষণ।

৫। যখন যুবা থাকে, কত কার্য্য করে, যুদ্ধে কত শত্রু তাহার ভয়ে পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তাহাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ, সে গত কল্য জীবিত ছিল, অদ্য মরিয়া গেল।

৬। দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলায় কুত্রাপি নাই। সে যাহা করিতে চায়, তাহা সত্যই হইবে, বৃথা হইবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে।

---

(২) ঋগ্বেদের দশম অষ্টকে "অসুর" শব্দ ১৮ বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা —

৫৩	সূক্তের	৪	ঋকে	অসুর	শব্দ	বলবান্ শত্রু সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
৫৫	,,	৪	,,	অসুরত্ব	শব্দ	ঊষার ক্ষমতা সম্বন্ধে।
৫৬	,,	৬	,,	অসুর	,,	সূর্য্য ,,
৭৪	,,	২	,,	ঐ	,,	প্রবল অর্থে ব্যবহৃত।
৮২	,,	৫	,,	ঐ	,,	দেবগণ সম্বন্ধে।
৯২	,,	৬	,,	ঐ	,,	মেঘ ,,
৯৩	,,	১৪	,,	ঐ	,,	রাম রাজা ,,
৯৬	,,	১১	,,	ঐ	,,	ইন্দ্র ,,
৯৯	,,	২	,,	অসুরত্ব	,,	বল ,,
৯৯	,,	১২	,,	অসুর	,,	ইন্দ্র ,,
২৪	,,	৩	,,	ঐ	,,	দেবগণ ,,
১২৪	,,	৫	,,	ঐ	,,	দেবগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
১৩২	,,	৪	,,	ঐ	,,	মিত্র ,,
১৩৮	,,	৩	,,	ঐ	,,	দেব শত্রু পিপ্রু,,
১৫১	,,	৩	,,	ঐ	,,	দেব শত্রুদিগের,,
১৫৭	,,	৪	,,	ঐ	,,	দেব শত্রুদিগের ,,
১৭০	,,	২	,,	ঐ	,,	দেব শত্রুদিগের,,
১৭৭	,,	১	,,	ঐ	,,	দেব শত্রু ,,

দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সকল সূক্তে "অসুর" শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মরুৎদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং বৃত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিলেন। মহীয়ান্ ইন্দ্র যখন সেই কার্য্য করেন, তখন মরুৎগণ আপনা হইতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

৮। সেই ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তাঁহার তেজঃ সর্ব্বত্রগামী; তিনি রাক্ষসদিগকে নিধন করেন, তাঁহার মন বিশ্বব্যাপী তিনি সত্বর জয়ী হয়েন, তিনি আকাশ হইতে আসিয়া সোমপানপূর্ব্বক, শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া দস্যুজাতীয়দিগকে বধ করিলেন।

৫৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি(১)।

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশদ্বারা তুমি (অগ্নি ও বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ (সূর্য্যের) ভুবনে তুমি প্রিয় হও।

২। হে বাজিন! (পুত্রের নাম)। পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও।

৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও(২)। উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও।

---

(১) ঋষি আপন মৃতপুত্রের সম্বন্ধে এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন।

(২) পুণ্যকর্ম্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তাহা প্রকাশ হইতেছে।

৪। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন(৩)।

৫। তাঁহারা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন(৪) যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহার নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্য্যদ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্য্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্ত্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্ত্তি), অপিচ আমার পিতৃ পুরুষগণ সন্তান উৎপাদন-পূর্ব্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রাখিয়া গেলেন।

৭। যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহদুক্থ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ও সূর্য্য প্রভৃতি দূরবর্ত্তী পদার্থে একীভূত করিয়া দিলেন।

৫৭ সূক্ত।

মন দেবতা। বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এই তিন ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদিগের মধ্যে না আসে।

---

(৩) পুন্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্তহইয়াছেন।

(৪) তাঁহারা অখিলব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়াছেন।

২। এই যে অগ্নি, যাঁহা হইতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুত্রস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁহার হোম হউক, আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হই।

৩। নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকদিগের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি।

৪। তোমার মন পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তুমি কার্য্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্য্যকে দর্শন কর(১)।

৫। আবার আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরাইয়া দেন, দেবলোকগণ ফিরাইয়া দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তাহার আনুষঙ্গিক সকলকেই প্রাপ্ত হই।

৬। হে সোম! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন, সন্তানসন্ততিযুক্ত হইয়া তোমার কার্য্যে মিলিত হই।

৫৮ সূক্ত।

মৃত সুবন্ধুর মন, প্রাণ, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি(১)।

১। তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।

২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আমরা, (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সহিত অভিন্ন)।

৩। চতুর্দ্দিকে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ খসিয়া খসিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্ত্তী দেশে তোমার যে মন গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৪। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকের অতি দূরবর্ত্তি প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

---

(১) সুবন্ধু নামক মৃতভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া।

(১) মৃতভ্রাতা সুবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া এই সূক্ত রচিত।

৫। তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জলপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৬। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৭। তোমার যে মন দূরবর্ত্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৮। তোমার যে মন দূরবর্ত্তী সূর্য্য, কি ঊষার মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, । (ইত্যাদি)।

৯। তোমার যে মন দূরস্থিত পর্ব্বতমালার উপর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১০। তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১১। তোমার যে মন দূরের দূর, তাহারাও দূর, কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি),(২)।

৫৯ সূক্ত।

ঋষি নিঋতি, অসুনীতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি তিন ঋষি।

১। সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্ম্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ়ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যাহার পরমায়ুর হ্রাস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নিঋ্তি অতি দূরে গমন করুন।

(২) মৃত ভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে, না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্য্যে না ঊষায়, পর্ব্বত মালায় না দূরের দূর তাহা হইতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, ঋষি তাহাই কল্পনা করিতেছেন।

২। আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সাম গানসহকারে অন্ন স্তূপাকার করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা নিঃঋতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করুন, নিঋ্ঁতি, (ইত্যাদি শেষ ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

৩। আমার যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্ব্বত দ্বারা রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নিঋ্ঁতি যেন কর্ণপাত করেন। নিঋ্ঁতি, (ইত্যাদি)।

৪। হে সোম! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, নিঋ্ঁতি, (ইত্যাদি)।

৫। হে অসুনীতি(১)! আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যত দূর সূর্য্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে অসুনীতি! আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই। হে অনুমতি(২)! যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে সুখী কর।

---

(১) "অসুনীতি" অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সায়ণ।

"It appears to be employed as the personification of a god or goddess.—Muir's *Sanscrit Texts* (1884), vol. V, p. 297, note.

"Guide of Life."—*Max Muller*. "There is nothing to show that Asuniti is a female deity." "It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity."—*Max Muller*.

নিঋ্ঁতি অর্থে পাপ দেবতা, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এস্থানে মৃত্যু দেবতা করিলে ভাল অর্থ হয়। এবং অসুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয়।

"According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 398.

৭। পৃথিবী পুনর্ব্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্ব্বার দ্যুলোক-দেবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্ব্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদিগকে এরূপ হিতকরঃ বাক্য প্রদান করুন, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়।

৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ তাঁহারা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে।

৯। স্বর্গে যে দুই ঔষধ, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, (ইত্যাদি পূর্ব্বতন ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

১০। হে ইন্দ্র! যে বৃষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ কর। (দ্যুলোক ইত্যাদি)

---

৬০ সূক্ত।

রাজা অসমাতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি।

১। অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম।

২। অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁহার মূর্ত্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করিলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ তাঁহার নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্ত্তা।

৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন, আর না করুন, তাঁহার এরূপ বলবীর্য্য যে, সিংহ যেমন মহিষদিগকে অতিশায়িত করে, তদ্রূপ তাবৎ লোককে অতিশায়িত করেন।

৪। ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্ব্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আকাশে সূর্য্যকে রাখিয়া দিয়াছ, তদ্রূপ তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হইবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর।

৬। হে রাজন্! অগস্ত্যের নপ্তাদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য লোহিত বা দুই ঘোটকরথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কখন দান করে না, তাহাদিগের সকলকে পরাভব কর।

৭। এই যে অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি মাতাস্বরূপ. পিতাস্বরূপ, প্রাণ পাইবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি ইহাতে আগমন কর, ইহার মধ্যে প্রবেশ কর।

৮। যেমন রথ ধারণ করিবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগ কাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, তদ্রূপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

৯। যেমন এই বিস্তীর্ণপৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদিগকে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ এই অগ্নি, (ইত্যাদি পূর্ব্বঋকের শেষ ভাগ)।

১০। বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হইতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করিয়াছি। ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য্য উপর হইতে নীচের দিকে উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচে রদিকে দোহন করা যায়, তদ্রূপ হে সুবন্ধু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক(১)।

১২। আমার এই হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, ইহা সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, ইহার স্পর্শে কল্যাণ হয়।

(১) ৭ হইতে ১১ ঋকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা।

৬১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি।

১। নাভানেদিষ্টের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়া রুদ্রের স্তব করিতে কহেন, তাহাতে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁহারা যাহা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, তাহা তিনি সপ্ত হোতাকে বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন।

২। রুদ্রদেব স্তবকর্ত্তাদিগকে ধনদান করিবার জন্য ও তাহাদিগের শত্রু নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে করিতে বেদীতে যাইয়া অধিষ্ঠান করিলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ রুদ্রদেব শীঘ্র গমনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে অর্ধ্যর্য্যু আমার হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্ব্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগের নাম নির্দ্দেশসহকারে চরু পাক করিতেছেন, তোমরা সেই স্তবকারী অধ্বর্য্যুর এই যজ্ঞোদ্যোগ দেখিয়া মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হইয়া থাক।

৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল, (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল, তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে আগমন কর, আমার অন্ন গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তাহা ভোজন কর। আমাদিগের কোন রূপ অনিষ্ট চিন্তা করিও না।

৫। যে শুক্র, বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উন্মুখ হইল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিষেক করিয়া ত্যাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র সেক করিলেন।

৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর(১) পূর্ব্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তাহা হইতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্ম্মাণ করিলেন(২)।

৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সেই বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হইতে প্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আসিয়া ছিলেন, সেই পদে ফিরিয়া গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দিয়াছেন, তাহা তিনি অপসারিত করিলেন না। স্পর্শকুশল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও তিনি সেই সকল গাভী গ্রহণ করিলেন না।

৯। প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহসা এই যজ্ঞে আসিতে পারিতেছে না, যে হেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারে না। যজ্ঞে রথধারণকর্ত্তা সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক এবং অন্ন বিতরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০। অঙ্গিরাগণ নবমাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গাভী লাভ করে, তাঁহারা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তাঁহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে

(১) পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। সায়ণ।

(২) বাস্তোষ্পতির জন্ম বিবরণ ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। বিবরণটী পৌরাণিক গল্পের মত, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পূর্ব্বে বাস্তোষ্পতির নাম পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার জন্মের এরূপ গল্প পাই নাই।

শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণা-বিহীন যজ্ঞ (সত্র নামক যজ্ঞে দক্ষিণা থাকে না) অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অবিনাশী ফল লাভ করিলেন।

১১। যখন সেই অঙ্গিরাগণ অমৃততুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হইলেন।

১২। এই রূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকর্ত্তাকে এত দূর স্নেহ করেন, যে যাহার পশু হারাইয়া গিয়াছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই সেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করিয়া দেন।

১৩। সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধান-পূর্ব্বক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাঁহার পারিষদগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করেন।

১৪। যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা অগ্নির তেজকে "ভর্গ" এই নাম দেন। তাঁহার আর নাম জাত-বেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই যজ্ঞের হোতা! তুমিই অনুকূল হইয়া আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৫। হে ইন্দ্র! সেই দুই উজ্জ্বলমূর্ত্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যে রূপ মনুর যজ্ঞে তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন, তদ্রূপ আমি কুশ বিস্তার করিয়াছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

১৬। এই যে সর্ব্বস্ফূর্ত্তিকারী সোম, যাঁহাকে সকলে স্তব করে, তাঁহাকে আমরাও স্তব করি। এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল পার হইতেছেন। যেরূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবান্‌কে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করিয়াছিলেন।

১৭। সেই অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণ-কর্ত্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব

হইত না, তখন তাহাকে প্রসববতী করিয়া তিনি দুগ্ধদায়িনী করিলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্য্যমাকে সন্তুষ্ট করি।

১৮। হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কামনা যে গাভী আত্মীয়(৩)। লাভ করি। সেই দ্যুলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং সূর্য্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর?।

১৯। এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস; এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়; আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হই'ত সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন। এই যজ্ঞ স্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন।

২০। এই অগ্নি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদিগকে পরাভব করেন, ইহার শিখাশ্রেণী ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ্য, ইঁহার মাতা অরণি এই সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করিতেছেন।

২১। আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়াছে। হে ধনশালী অগ্নি! শ্রবণ কর। আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দান কর। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ।

২২। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানিবে যে, আমরা প্রভূত ধনের কামনা করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়া থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়া থাকি, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে হরিদ্বয় ঘোটক বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্ব্বক আমরা যেন অপরাধী না হই।

২৩। হে উজ্জ্বলমূর্ত্তি মিত্র ও বরুণ! গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সর্ব্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট গমন

(৩) সূর্য্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট। সায়ণ।

করিলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সেই স্তব বলিয়া দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াদিলাম, সেই হেতু আমি তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হইলাম।

২৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করিতে করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাইতেছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সেই বরুণের পুত্র। হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করিয়া থাক।

২৫। হে মিত্র ও বরুণ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তবসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমাদিগের প্রতি আনুকূল্য করিবে, কারণ তোমাদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ হইলে সকল স্থানেই স্তুতিবাক্য সকল উচ্চারিত হইবে। চির পরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয়, তদ্রূপ তোমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাদিগের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে।

২৬। পরমবন্ধু সেই বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমবাক্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁহার যজ্ঞের জন্য বহমান হইতেছে।

২৭। হে দেবতাগণ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদিগের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উদ্যোগী হইয়া আমাকে অন্ন দিয়াছ, তোমাদিগের মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬২ সূক্ত।

বিশ্বদেব. প্রভৃতি দেবতা। নাভানেদিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে মেধাবীগণ! আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর।

২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদিগের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়া গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করিয়াছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ুঃ হও। আমি মানব, ইত্যাদি [পূর্ব্ব ঋকের শেষভাগের সহিত অভিন্ন]।

৩। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করিয়াছ, সেই তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৪। এই আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমাদিগের ভবনে আসিয়া মনোহর বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শ্রবণ কর। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃ লাভ কর। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৫। সেই সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিধারী; তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ গভীর, অর্থাৎ কেহ সন্ধান পায় না। সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইলেন।

৬। তাঁহারা অগ্নির চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইলেন, নানা মূর্ত্তিতে গগন চতুর্দ্দিকে উদয় হইলেন। কেহ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন; কেহ দশগ্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। যে অঙ্গিরাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধনদান করিতেছেন।

৭। তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করিয়াছেন।

৮। এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্রবৃক্ষ বীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

৯। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য্য করিতে কাহার সাধ্য নাই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

১০। যদু ও তুর্ব্বনামে দাস জাতীয় দুই রাজা(১) গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে সেই মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়া দেয়।

১১। মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁহার দান সূর্য্যের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া সর্ব্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করুন। তাঁহার নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

---

৬৩ সূক্ত।

পথ্যাস্বস্তি ও বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি।

১। যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব করেন, যাঁহারা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদিগের অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন; যাহারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হয়েন, তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল করুন।

২। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে

(১) দাস রাজাদিগের উল্লেখ।

জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

৩। সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা-দিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাহাদিগের কার্য্য অতি সুন্দর।

৪। সেই সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাই-বার জন্য অমরত্বগুণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্য-দিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদিগের রথ জ্যোতির্ম্ময়, তাহাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন নাই, তাহারা নিষ্পাপ; তাহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।

৫। যাঁহারা উত্তম শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে যজ্ঞে আসি-য়াছেন, যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল প্রধান দেব-তাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা কর।

৬। হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হইয়া থাক, কে তোমাদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হইতে ত্রাণপূর্ব্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদিগের জন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে?।

৭। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতাগণ! আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন।

৮। যাহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে পার কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি, তাঁহাকে আহ্বান করিতে আনন্দ হয়। তাবৎ দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁহারা পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাদিগের কার্য্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া থাকি।

১০। আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই(১)। এই নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই; ইহা অতি বিস্তীর্ণ; ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়; ইহার ক্ষয় নাই; ইহার গঠন অতি চমৎকার; ইহার চরিত্র সুন্দর; ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী।

১১। হে যজ্ঞভাগগ্রাহী তাবৎ দেবতাগণ! আমাদিগকে আশ্রয় দিবে ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। এই সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। শ্রবণ কর, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

১২। হে দেবতাগণ! আমাদিগের রোগ ও সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম বুদ্ধি দূর কর। দান না করিবার বুদ্ধি যেন আমাদিগের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদিগের শত্রুবর্গকে অতিদূরে লইয়া যাও। আমাদিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর।

১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাহাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়া সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়া কল্যাণে উপনীত কর, এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়।

১৪। হে দেবতাগণ! অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথকে রক্ষা কর, হে মরুৎগণ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র! তোমার সেই যে রথ,—যাহা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, তাহাকে ভজনা করা উচিত, যাহা'ক কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, আমরা যেন সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক কল্যাণভাগী হই।

(১) দেবত্ব প্রাপ্তির কথা।

১৫ । কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক ; জলে, কি যুদ্ধে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, এরূপ সৈনমধ্যে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যথায় পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদিগের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হউক । হে দেবতাগণ ! ধন লাভের জন্য আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর ।

১৬ । যে পৃথিবী পথে গমন কালে মঙ্গল করিয়া থাকেন ; যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ ; যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন ; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদিকে রক্ষা করুন ; দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাহাতে বাস করি ।

১৭ । হে সমস্ত অদিতি সন্তানগণ ! হে অদিতি ! ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এই রূপে তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন । অমরদিগের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় । তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন ।

৬৪ সূক্ত ।

বিশ্বদেব দেবতা । গয় ঋষি ।

১ । যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি ? কে আমাদিগেকে কৃপা করেন ? কে সুখ বিধান করেন ? কেই বা রক্ষা করিবার জন্য তামাদিগের নিকট আসেন ? ।

২ । অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে ; দেবতাদিগের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে ; উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ; মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হইয়াছে ; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদিগের দিকেই বাঁধা আছে । তাঁহারা ব্যতীত সুখদাতা আর কেহ নাই ।

৩ । মনুষ্যগণ যাঁহাকে বর্ণনা করেন, সেই পূষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর ; দেবতারা যাঁহাকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই দুদ্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর । সূর্য্য ও চন্দ্র ও যম ও দিব্যলোকবাসী ত্রিত ও বায়ু ও ঊষা ও রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর ।

৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাক্যদ্বারা বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন। বৃহস্পতি নামক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন। অজ একপাদ ও অহির্বুধ্ন আমাদিগের আহ্বানকালে সুরচিত স্তব সকল শ্রবণ করুন।

৫। হে অবিনাশী পৃথিবী! সূর্য্যের জন্ম ব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এই দুই রাজার পরিচর্য্যা করিয়া থাক। সেই সূর্য্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁহার জন্ম নানা মূর্ত্তিতে হয়; সপ্তঋষি তাঁহার আহ্বানকর্ত্তা।

৬। ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হইতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুদিগের নিকট হরণ করিল; যাহারা, যেন যজ্ঞের সময়, সর্ব্বদাই সহস্র ধন দান করেন, যাহারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিত রূপে চরণ ক্ষেপ করে, তাহারা সকলে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনই পরাঙ্মুখ নহে।

৭। হে স্তবকর্ত্তাগণ! রথযোজনাকারী বায়ুকে এবং বহুকার্য্যকারী ইন্দ্রকে এবং পুষাকে স্তব করিয়া তোমাদিগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তাহারা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হইয়া সূর্য্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন।

৮। প্রবাহশালিনী ত্রিগুনিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ, পর্ব্বত, অগ্নি, কৃশানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্ব্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রদিগের মধ্যে প্রধান রুদ্র, আশ্রয় পাইবার জন্য ইহাদিগের সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

৯। সরস্বতী, সরযু, এবং সিন্ধু(১) এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন। জল প্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃততুল্য, মধুতুল্য, জল দান করুন।

১০। সেই বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেব পিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। আমরা উত্তম

(১) স্বরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ।

উত্তম স্তব উচ্চারণ করিতেছি, আমাদিগকে ইন্দ্র এবং বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন।

১১। মরুদগণ দেখিতে তেমনি রমণীয়, যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়! রুদ্রপুত্র মরুৎগণের স্তবে মঙ্গল হইয়া থাকে। লোকদিগের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হইয়া যেন যশস্বী হই। যেন সর্ব্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে ভজনা করি।

১২। হে মরুৎগণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতগণ! হে বরুণ! হে মিত্র! তোমাদিগের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব শ্রবণপূর্ব্বক অনেক বার রথারোহণে যজ্ঞে আসিয়াছ।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বার আমাদিগের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ, তদ্রূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আত্মীয়ের ন্যায় কার্য্য করুন।

১৪। সেই সর্ব্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতি মহতী জননীস্বরূপা, সেই দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আগমন করেন, তাঁহারা উভয়ে দুই ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর শুক্র, অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন।

১৫। সেই হোমের মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সেই মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদিগকে পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাদিগকে স্তব করিতেছে। সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্ঞকামুক করিয়াছেন।

১৬। এই রূপে গয় ঋষি, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন; সেই মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কামনাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাবৎ দেবতাদিগকে উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এই রূপে অপ্যায়িত করিলেন।

১৭। পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের সহিত অভিন্ন।

৬৫ সূক্ত ।

বিশ্বদেব দেবতা। বসুকর্ণ ঋষি।

১। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, বায়ু, পূষা, সরস্বতি, আদিত্য-গণ, বিষ্ণু মরুৎগণ, বৃহৎ স্বর্গ, সোম, রুদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি, ইঁহারা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন।

২। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা শিষ্টপালন কর্ত্তা, ইঁহারা যুদ্ধের সময় একত্র হইয়া নিজ ক্ষমতাদ্বারা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁহাদিগের বল বাড়াইয়া দেয়।

৩। সেই মহৎ অপেক্ষাও মহৎ ও অবিচলিত ও যজ্ঞরক্ষিকারী দেবতা-দিগের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হইয়া স্তবসমূহ প্রেরণ করিতেছি, যাঁহারা সুশ্রী মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদিগকে ধন দান করিয়া শ্রেষ্ঠ করুন।

৪। সেই দেবতারা সকলের নায়কস্বরূপ সূর্য্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদিকে এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করিয়া মনুষ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন। মনুষ্যদিগের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁহাদিগকে স্তব করা হইতেছে।

৫। মিত্র ও দাতাবরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। তাঁহারা দুই জন রাজার রাজা, তাঁহারা কখন অমনোযোগী হয়েন না, তাঁহাদিগের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে। দুই দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাদিগের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন।

৬। যে গাভী অপ্রার্থিত হইয়া পবিত্রস্থান যজ্ঞে আগমন করে, যে দুগ্ধ দানপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করে। সেই গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতাবরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুণ এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন।

৭। যাঁহারা নিজ তেজে আকাশপূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁহাদিগের জিহ্বা, যাঁহারা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁহারা অপান আপন স্থান বুঝিয়া যজ্ঞস্থানে বসিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নির্গত করিয়াছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের শরীর ভূষিত করিয়া দেন।

৮। দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের মাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, উভয়েরই স্থান এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে এক মনা হইয়া সেই মহীয়ান্ বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিতেছেন।

৯। মেঘ আর বায়ু, ইঁহারা বৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, ইঁহাদিগকে এবং অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে এবং অদিতিকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাহাদিগকেও ডাকিতেছি।

১০। হে ঋভুগণ! যে সোম দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্রী ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্রনিধন-কারী সুবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা করি।

১১। সেই দেবতারা পুণ্যকর্ম্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়া-ছেন, বৃক্ষলতা ও বনতরু এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্য্যকে আকাশে আরোপিত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের দান অতি চমৎকার, তাঁহারা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করি-য়াছেন।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলে, বধ্রিমতী নাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপাভার্য্যা আনিয়া দিয়াছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপূ নামক পুত্র দান করিয়াছিলে।

১৩। অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দ্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্ত্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং

যাবৎ দেবতা ইঁহারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরস্বতীও শ্রবণ করুন।

১৪। যাঁহাদিগের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁহাদিগের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করিয়াছেন, যাঁহারা অমর, যাঁহারা যজ্ঞ উত্তমরূপ জানেন, যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁহারা সর্ব্বি অবগত আছেন, সেই সকল দেবতাগণ আমাদিগের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন।

১৫। বশিষ্ঠবংশসম্ভূত এই ঋষি অমর দেবতাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। সেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

৬৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে সকল দেবতা সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁহাদিগের প্রধান, যাঁহারা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের মন উৎকৃষ্ট, যাঁহারা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহুঅন্ন-সম্পন্ন দেবতাদিগকে ডাকিতেছি।

২। যাঁহারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া এবং বরুণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই শত্রু সংহার-কারী মরুৎগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বানগণ! ইন্দ্রপুত্রদিগের যজ্ঞ আয়োজন কর।

৩। ইন্দ্র বসুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যদিগের সহিত আমাদিগের সুখ বিধান করুন। রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগকে সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদিগের সুখ বর্দ্ধন করুন।

৪। অদিতি, দ্যাবাপৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু; মরুৎগণ, প্রকাণ্ড স্বর্গ, অদিতি সন্তান দেবতাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য্য, ইহাদিগকে ডাকিতেছি যে, ইঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫। জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিযুক্ত বরুণ, ব্রতরক্ষাকারী পূষা, মহীয়ান্ বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞস্থিতিকারী সর্ব্বজ্ঞ অমরগণ, ইঁহারা আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৬। যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহীগণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন, দেবতারা এ হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জ্জন্য এবং স্তবকারীগণ সকলেই আমাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

৭। অন্ন পাইবার জন্য অভিমত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করিতেছি। বিস্তর লোকে তাঁহাদিগকে দাতা বলিয়া প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁহাদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৮। যাঁহারা কর্ত্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁহারা বলবান্, যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, যাঁহাদিগের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁহারা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন অগ্নি যাঁহাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যাঁহারা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিলেন।

৯। দেবতারা নিজ কার্য্যদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের সহিত আপন দেহ মিলিত করিয়া যজ্ঞ বিভূষিত করিলেন।

১০। ঋভুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন; তাঁহারা আকাশের ধারণকর্ত্তা। বায়ু আর মেঘ ইঁহাদিগের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতাদি আমাদিগকে স্তববাক্য শিখাইয়া দিন। আর ধন দানকর্ত্তা ভগ ও অর্য্যমা ইঁহারা সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করুন।

১১। সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ, শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন্য, ইঁহারা আমার বাক্য সকল শ্রবণ করুন। আর প্রজাবান্ তাবৎ দেবতাও আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

১২। হে দেবগণ! আমরা মনুসন্তান, তোমাদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদিগের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। হে অদিতি সন্তানগন! রুদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদিগের দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এই মন্ত্র সকল পাঠ করিতেছি, পরিতোষপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১৩। যে দুই ব্যক্তি দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং তাবৎ অবিনাশী দেবতাকে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁহারা প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কখন অমনোযোগী হয়েন না।

১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল. তাহারা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেব পূজা করিল। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া সন্তুষ্টমনে অভিলষিত অর্থ দান কর।

১৫। [পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের সহিত অভিন্ন।]।

---

৬৭ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। অযাস্য ঋষি।

১। আমাদিগের পিতা এই সপ্তশীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করিয়াছেন। সত্য হইতে ইহার উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একটী স্তব সৃষ্টি করিয়াছেন(১)।

২। অঙ্গিরার বংশধরেরা যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যাইতে মনস্থ করিল। তাহারা সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তাহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

(১) এই সূক্তের সায়ণের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পনা বোধ হয়।

৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলিয়া দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া উঠিলেন।

৪। গাভীগণ নিম্নের দিকে একটী দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুইটী দ্বারের দ্বারা অধর্ম্মের আলয় স্বরূপ সেই গুহা মধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনটী দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৫। তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্ব্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুল্য সেই গুহার তিনটী দ্বারই খুলিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য্য, আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহুঙ্কার ছাড়িতে ছিলেন।

৬। যে বল গাভী রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনার হুঙ্কার-রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, যেন তাহার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বন্ধুদিগের সহিত সোমপান ইচ্ছা করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাইলেন, তাহার গাভী কাড়িয়া লইলেন।

৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান্, ধনদানকারী সহায়দিগের সহিত গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্ত্তি, বদান্য, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেবতাদিগের সহিত সেই গোধন অধিকার করিলেন।

৮। তাহারা এইক্ষণে গাভীর অধিকারী হইয়া সরল চিত্তে স্তুতিবাক্য-দ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করিল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাভীগণকে বাহির করিয়া আনিলেন।

৯। যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আসিয়া সিংহনাদ করেন, তখন যেন আমরা সেই জয়ী, দাতাবীরপুরুষ, বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্দ্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি।

১০। যখন সেই বৃহস্পতি নানাবিধ অন্নদান করিলেন, যখন আকাশ পথ দিয়া তিনি পরমধামে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমান্‌গণ সেই বদান্য

বৃহস্পতিকে নানা প্রকারে সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন, তাহা করিতে করিতে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হইল।

১১। অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা, তাহাকে সফল কর, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা কর। তাবৎ শত্রু পরাজিত ও দূর হউক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এই বাক্য শ্রবণ করুণ।

১২। ইন্দ্র অতিবৃহৎ একজলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করিলেন। অহি, অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করিলেন, সপ্ত সিন্ধু বহাইয়া দিলেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী! দেবতাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যেরূপ জল সেচনকারী কৃষাণগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে(১), অথবা যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্ব্বতে অভিঘাত পাইলে কলরব করে, তদ্রূপ বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল।

২। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্য্যদেবকে গাভীগণের সহিত সংস্পৃষ্ট করিলেন, অর্থাৎ গুহাবর্ত্তিনী গাভীদিগের নিকট সূর্য্যের আলোক আনয়ন করিলেন। ভগদেবের ন্যায় তাঁহার তেজঃ চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী হইল। যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিপত্নী মিলন করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনি গাভীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। হে বৃহস্পতি! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদিগকে ধাবিত করে, তদ্রূপ গাভীদিগকে ধাবিত কর।

৩। যেমন যবের কুশূল (মরাই) হইতে যব বাহির করে(২), তদ্রূপ বৃহস্পতি গাভীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পর্ব্বত হইতে বাহির করিলেন।

(১) পক্ষীগণ উক্ত বীজ না খাইয়া যায় এই জন্য কৃষকগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

(২) যবের মরাইয়ের উল্লেখ।

তাহাদিগের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তাহারা চলিতে লাগিল; তাঁহাদিগের বর্ণ এমনি মনোহর এবং আকৃতি এমনি সুগঠন, যে দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়।

৪। বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার করিয়া যেন সৎকর্ম্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি এমনি দীপ্তিযুক্ত হইলেন, যেন সূর্য্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেমন নীচে হইতে জল উঠিবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে।

৫। যেমন বায়ু জল হইতে শৈবাল অপসারিত করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৬। যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি গোধন অধিকার করিলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিহ্বা তাহা অধিকার করে, তিনি সেই বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করিলেন।

৭। যখন সেই গোপন স্থান মধ্যে গাভীগণ শব্দ করিতেছিল, তখনই বৃহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে গাভী বদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে, তদ্রূপ তিনি আপনিই পর্ব্বত মধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন।

৮। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকিলে ক্লেশ পায়, তদ্রূপ সেই মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। যেমন কাষ্ঠ হইতে চমস নামক পানপাত্র কুঁদিয়া বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই গোধন বাহির করিলেন।

৯। তিনি প্রভাত, স্বর্গ, অগ্নি, সকলি পাইলেন, অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্য্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হইল।

তিনি সূর্য্যালোক প্রবেশ করাইয়া গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করিলেন। বলে গাভীদিগকে রুদ্ধ করিয়াছিল, বৃহস্পতি সেই গাভী উদ্ধার করিয়া যেন তাহার অস্থি মধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া আনিলেন।

১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, তদ্রূপ বলের সকল গাভী বৃহস্পতিকর্ত্তৃক গৃহীত হইল। যাহা কেহ কখন করে নাই, কেহ কখন অনুকরণ করিতে পারিবে না। এই রূপ কার্য্য তিনি করিলেন, তাঁহার এই কার্য্যদ্বারা পুনর্ব্বার সূর্য্য চন্দ্রের উদয় হইল।

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তদ্রূপ পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহারা অন্ধকার রাত্রিতে রাখিয়া দিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন। বৃহস্পতি পর্ব্বত ভেদ করিয়া গোধন লাভ করিলেন।

১২। যিনি পূর্ব্বতন অনেক ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হইয়াছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করিলাম। সেই বৃহস্পতি আমাদিগকে গাভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান করুন।

৬৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুমিত্র ঋষি।

১। বধ্রিঅশ্ব [সুমিত্রের পিতা]। যে অগ্নি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর, তাহার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ত হয়েন, তাঁহাকে সকলে স্তব করিতে থাকে।

২। বধ্রিঅশ্বের অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁহার আহার, ঘৃতই তাঁহাকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তারী হইলেন। ঘৃত ঢালিয়া দেওয়াতে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

৩। হে অগ্নি! যেরূপ মনু তোমার মূর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। আমার এই কার্য্য সংপ্রতি করা হইয়াছে। অতএব তুমি ধনবান্ হইয়া দীপ্যমান হও, আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রু সৈন্য বিদীর্ণ কর, এই স্থানে অন্ন স্থাপন কর।

৪। যে তোমাকে বধ্রি অশ্ব প্রথমে স্তব করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তুমি আমাদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর; তুমিই এই যাহা কিছু দিয়াছ, আমার সেই দান সমস্ত রক্ষা কর।

৫। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! দীপ্যমান হও; রক্ষাকর্ত্তা হও, লোকদিগকে যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং শত্রু পাতনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধ্রি অশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করিলাম।

৬। হে অগ্নি! পর্ব্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তাহা তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আর্য্যদিগকে দিয়াছ(১), তুমি দুর্দ্ধর্ষ বীরের ন্যায় শত্রু নিপাত কর; যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে, তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হও।

৭। এই অগ্নি দীর্ঘতন্তু, অর্থাৎ ইঁহার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্য পথ দিয়া গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদিগের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ ইহাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। হে অগ্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়দিগের ভবনে দীপ্যমান থাক।

৮। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তাহার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। সে মনোযোগী হইয়া অমৃত দোহন করিয়া দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছে।

৯। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! হে জাতবেদা! মরণরহিত দেবতারাই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যখন মনুষ্যগণ মহিমার বিষয়

(১) আর্য্য ও দাসের উল্লেখ।

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলি কহিয়াছেন। তোমার সম্মানাকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি জয়ী হইয়াছ।

১০। হে অগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লালন করে, তদ্রূপ বধ্রি অশ্ব তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। হে যুবা অগ্নি! ইহার নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তুমি পূর্ব্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াছ।

১১। বধ্রি অশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া শত্রুদিগকে চিরকালেই জয় করিয়া আসিতেছেন। হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সহিত দগ্ধ করিয়াছ। যাহাদিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ণ করিয়াছেন।

১২। বধ্রি অশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমাদিগের অনাত্মীয়, কিংবা যাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাহাদিগের সন্মুখীন হও।

৭০ সূক্ত।

আপ্রি দেবতা। সুমিত্র ঋষি।

১। বেদীর স্থানে এই যে সমিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাহার প্রতি অভিলাষী হও, উহা গ্রহণ কর। বেদীর উপরি ভাগে তুমি উত্তম কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্দ্ধাভিমুখ হও, তাহা হইলে দিন সকল সাফল্য লাভ করিবে।

২। দেবতাদিগের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন, যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ঘোটকযোগে এই স্থানে আগমন করুন।

৩। যে সকল মনুষ্যের যজ্ঞীয়দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সর্ব্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্থাৎ স্তব করে। বহন করিতে বিলক্ষণ পটু ঘোটক সকল যে রথে যোজিত আছে, সেই রথযোগে

দেবতাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এই স্থানে হোতা হইয়া উপবেশন কর। এইরূপ স্তব কর।

৪। দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হউক, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হউক। আমাদিগের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হউক। অবিচলচিত্তে দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা ইহা কামনা করিতেছেন। হে বর্হিরূপ অগ্নি! তুমি তাঁহাদিগকে পূজা দেও।

৫। হে দ্বারদেবীগণ! তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবীতলের সহিতও আশ্রয়যুক্ত হইয়া থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্ন-সহকারে সাভিলাষমনে রথ প্রস্তুত করিয়া সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ কর।

৬। উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, ইহাতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ উষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে উষা ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাও তোমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদিগের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ তাহাতে দেবতারা উপবেশন করুন।

৭। সোম প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হইয়াছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হই-য়াছে। দুই জন সুবিদ্বান্ ঋত্বিক্ দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন, ইঁহারা এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন।

৮। হে দেবিত্রয়! (ইলা, সরস্বতী ও মহী) এই উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত করা হইয়াছে, উপবেশন কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা হইয়াছে। ইড়াদেবীও ঘৃতপদী ইহারা গ্রহণ করুন।

৯। হে দেবত্বষ্টা! তুমি সুশ্রী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি অঙ্গিরা-দিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জান কোন্ দেবতার কোন্ ভাগ, তোমার উৎ-কৃষ্ট ধন আছে, তুমি সেই ধন দান করিয়া থাক। এক্ষণে দেবতাদিগকে তাঁহাদিগের খাদ্য প্রদান কর।

১০। হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনতরু হইতে নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ! তুমি জ্ঞান, অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দেবতাদিগের অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি লইয়া যাউন এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন।

১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বরুণকে লইয়া আইস, স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হইতে মরুৎগণকে লইয়া আইস, যজ্ঞভাগাধিকারীগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হউন।

৭১ সূক্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি।

১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয়(১)।

২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তকেরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্ত-ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।

৪। কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী

---

(১) এই সূক্তটী অতিশয় জ্ঞাতব্য। ইহাতে ভাষা ও বাক্য ও অর্থের কথা সমালোচিত হইয়াছে।

ভার্য্যা আপন স্বামির নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগেদবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।

৫। পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে, সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য হয় না। কেহ বা পুষ্পফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তাহার যে বাক্য, উহা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে, কাল্পনিক মায়াময় গাভি মাত্র।

৬। বিদ্বান্ বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তাহার কথায় কোন ফল নাই। সে যাহা কিছু শুনে, বৃথাই শুনে; সে সৎকর্ম্মের পন্থা অবগত হইতে পারে না।

৭। যাহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখা বা কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগভীর। কেহ কেহ বা স্নান করিবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

৮। যখন অনেক স্তোতা(২) একত্র হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনাপূর্ব্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ(৩) বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্ব্বত্র বিরচণ করেন।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল, বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ, বা সোমযাগ কিছুই করে না।(৪),

(২) মূলে "ব্রাহ্মণা" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম," বা স্তোত্র উচ্চারণকারী।

(৩) মূলে "ব্রহ্মাণঃ" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম," বা স্তোত্র বিশারদ।

(৪) মূলে আছে "ন ব্রাহ্মণাসঃ ন সুতে করাসঃ।" "ব্রাহ্মণ" শব্দে আধুনিক অর্থ করিলে, এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। "যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং সোমযাগ করে না, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া,"—ইত্যাদি অর্থ সঙ্গত হয় না। ফলতঃ এই ঋক্‌দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার রচনা কালে জাতি বিভাগ ছিল না। যাহারা ইহকাল ও পরকাল পর্য্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জাতিগুণে স্তোতা হইত না। যাহারা ঐ ধর্ম্ম ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক, বা তন্তুবায় হইত, জাতি দোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না। বুদ্ধি বা কর্ম্মঅনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিত, জন্ম অনুসারে নহে।

তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।

১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য্য করে, ইহা সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত হওয়া যায়।

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋক্‌সমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর এক জন গায়ত্রীছন্দে সাম গান করেন; যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৭২ সূক্ত।

দেবগণ দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি।

১। দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে কহা যাইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিবেন।

২। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবকর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।

৩। দেবোৎপত্তির পূর্ব্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ সকল জন্ম গ্রহণ করিল(১)।

৪। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন(২)।

৫। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী।

৬। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।

৭। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্রতুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন।

৮। অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটী লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্ত্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন(৩)।

(১) সায়ণ কহেন, উত্তানপদ্ বলিতে বৃক্ষ।

(২) অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র।

(৩) অদিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখ।

৯। পূর্ব্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্ত্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন(৪)।

৭৩ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। গৌরিবীতি ঋষি।

১। যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করিলেন, তখন মরুৎগণ এই বলিয়া ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিলেন যে, তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী।

২। শত্রুসংহারকারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। তাহারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ গর্ভ, অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইল।

৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তাহা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়া গেলে, সেই স্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে ইন্দ্র! তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাইতে পার।

৪। তোমার যুদ্ধে যাইবার ত্বরা থাকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন আনিয়া দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়! ধনসমূহ দান করুন।

৫। যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সহিত যজমানকে অর্থ দেন। তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করিলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করিলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করিলেন।

৬। শত্রুগণ ইঁহার নিকট তুল্য নামধারী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। ঊষার শকট যেরূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস

(৪) এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন।

করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সহিত ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করিলেন।

৭। যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিস্তেজ করিয়া দিয়াছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, সেগুলি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হইয়াছে(১)।

৮। তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়া দাও, অর্থাৎ জল ঢালাইয়া দেওয়াও।

৯। জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন ইঁহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি তৃণ লতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা গাভীদিগের আপীন হইতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্ত্তিতে নির্গত হয়।

১০। কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে। কিন্তু আমি জ্ঞান করি, তাঁহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে। ইনি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়াছেন,। ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাহাদিগের প্রার্থনা ছিল। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন করিয়া দেও।

(১) এই ঋকে দাসজাতিদিগের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেবত্ব লাভের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। ইন্দ্র বুঝি ধন দান করিবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হইয়াছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জ্জন করে, এতাদৃশ ঘোটকেরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে? অথবা যে সকল যশস্বীব্যক্তি আশ্চর্য্যরূপ শত্রু সংহার করিতেছে, তাহারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছেন?।

২। ইঁহাদিগের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশপূর্ণ করিল, দেবতাদিগেকে চালিত করিয়া দিল, তাঁহারা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহারা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করিতে উদ্যত।

৩। অবিনাশী দেবতাদির জন্য এই স্তুতি উচ্চারণ করিলাম। তাঁহারা যজ্ঞে উত্তম উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহারা আমাদিগের স্তব ও যজ্ঞ দুই সফল করুন এবং নিরূপম ধনরাশি ধরিয়া দিন।

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের নিকট কাড়িয়া লইতে চায়, তাহারা তোমাকেই স্তব করে। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হয়েন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, (অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করিয়া দেন)। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন; যাঁহারা এই পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করিতে চান, তাঁহারা ইন্দ্রকেই স্তব করেন।

৫। হে কর্ম্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র কাহারো নিকট নত হয়েন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহান্ ও ধনশালী, যাঁহাকে স্তব করিলে শুভ হয়, যিনি মনুষ্যের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্ব্বক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁহার শরণাগত হও।

৬। শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করিলেন, তখন তিনি বৃত্রের নিধনকারী হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে জানিল যে, তিনি অতি বলবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। ইঁহাকে যাহা করিতে প্রার্থনা করিবে, ইনি তাহাই করিবেন।

৭৫ সূক্ত।

নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি।

১। হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ।

২। হে সিন্ধু নদী! যখন তুমি অন্নশালী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার নানা পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর।

৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইঁহার শব্দ প্রবণ করিলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন ?।

৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটী নদী শ্রেণীকে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ।

৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতি ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুদ্বৃধা নদী!

হে শিতস্তা ও সুসোমা সংগত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর(১)।

৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক(২)।

৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ. তাঁহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী আছে, ইঁহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইঁনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠব দর্শনা।

৮। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী; ইঁহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইঁহার

(১) "Satudri (Sutlej)"

"Parushni (Iravati, Ravi)." "It was this river which the ten kings when attacking the Tritsus under Sudas tried to cross from the west by cutting off its water, but their stratagem failed, and they perished in the river."—*Rig Veda*, 7. 18. 8.

"Asikni, which means black." "It is the modern Chinab."

"Marudvridha, a genoral name for river. According to Roth the combined course of the Akesines and Hydaspes."

"Vitastá, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes." "It is the modern Behat or Jilam."

"According to Yaska the Arjikiya is the Vipas." "Its modern name is Bias or Bejah."

"According to Yaska the Sushomá is the Indus."

Max Muller's *India, What can it teach us* (1883), pp. 165 to 173.

(২) ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের (অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিকের (অর্থৎ কাবুল প্রদেশর) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। মক্ষমুলরকৃত ৬ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"First thou goest united with the Trishtámá on this journey, with the Susartu, the Rasá (Ramhá Araxes?), and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubhá (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত (৩)।

৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ(৪)।

৭৬ সূক্ত।

সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবতা। জরৎকর্ণ ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়া ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছ। সেই দুই দ্যাবাপৃথিবী যেন একত্র হইয়া আমাদিগের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন।

২। নিষ্পীড়নকর্ত্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করিল, তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হইল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুপ্রয়োগোপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাহাতে প্রচুর ধন লাভ হয়।

(৩) "Rich in horses, in chariots, in garments, in gold, in booty, in wool, and in straw, the Sindhu, handsome and young, clothes herself in sweet flowers."—*Max Muller.*

(৪) "He (the poet) takes in at one swoop three great river systems, or, as he calls them, three great armies of rivers,—those flowing from the north-west into the Indus, those joining it from the north-east, and in the distance the Ganges and the Jumna with their tributaries. * * I call a man, who for the first time could *see* those three marching armies of rivers, a poet."

"It shows the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleiman mountains in the west, the Indus or the sea in the south, and the valley of the Jumna and Ganges in the east. Beyond that the world, though open, was unknown to the Vedic poets."—Max Muller's *India, What can it teach us* (1883), pp. 168 and 174.

৮৭

৩। যেমন পূর্ব্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস আসিয়াছিল, তদ্রূপ এই প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদিগকে জলে স্নান করাইবার সময়ে এবং গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে এবং ঘোটকদিগকে স্নান করাইবার সময় যজ্ঞকালে এই অবিনাশী সোমরসদিগের আশ্রয় লওয়া যায়।

৪। হে প্রস্তরগণ! কর্ম্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নিঋতিকে রুদ্ধ কর, দুর্ম্মতি দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবতাদিগের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও।

৫। যাঁহারা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁহারা বিভ্বা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্ম্মকারী, যাঁহারা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করিতে অধিক পটু এবং যাঁহারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই প্রস্তরদিগকে পূজা কর।

৬। এই সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। ইহাঁদিগের সাহায্যে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন।

৭। এই সকল প্রস্তর চালিত হইয়া সোম প্রস্তুত করিতেছে, সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত রস ইহারা দোহন করিতেছে। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। সোমে সেচন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ইহা হোম করিতে হইবেক, অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন না।

৮। হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ! তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর; আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইস।

৭৭ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। স্যূমরশ্মি ঋষি।

১। মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করিতেছেন। প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, ইহারা উৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়েন। মরুৎদেবতাদিগের এই বৃহৎগণকে আমি পূজা, বা স্তব করি নাই, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নাই।

২। এই মরুৎগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হইয়াছেন, ইহারা শরীর শোভার্থ অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়াও মরুৎগণকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নাই বলিয়া এই সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ, অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নাই, মহাবল পরাক্রান্ত এই সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন নাই।

৩। এই সকল মরুৎ আপনা হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে বাহির হয়েন, তদ্রূপ ইহারা বাহির হয়েন। ইঁহারা বীরপুরুষের ন্যায় বলবান্, ইঁহারা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদিগকে দূর করে এতাদৃশ মনুষ্যের দীপ্তি সম্পন্ন।

৪। হে মরুৎগণ! যখন তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা কর, এবং বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তখন পৃথিবী তাহাতে কাতর হয়েন না, দুর্ব্বলও হয়েন না। এই নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া হইয়াছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া এস।

৫। রজ্জুদ্বারা রথেযোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হইয়াছ; শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্ত্তি নিজে উপার্জ্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমরা চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক বারি সেচন করিয়া থাকে।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অতি দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন বহন করিয়া আনিয়া থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করিয়া তোমরা দ্বেষকারীদিগকে গোপনে গোপনে দূর করিয়া দিয়া থাক।

৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপন হইলে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতা-দিগের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন।

৮। সেই মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁহারা ত্বরিত রথে আসিয়া আমাদিগের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁহারা যজ্ঞে যাইয়া প্রচুর যজ্ঞ সামগ্রী অভিলাষ করুন।

---

৭৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। মরুৎগণ স্তোতাদিগের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করিতে পারেন, যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, সেই যজমান-দিগের ন্যায় উত্তম কার্য্য করেন, রাজাদিগের ন্যায় তাঁহারা সুশ্রী ও চিত্র-বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, গৃহ স্বামীদিগের ন্যায় তাঁহারা নিষ্পাপ।

২। অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগের দীপ্তি; তাঁহাদিগের বক্ষঃ স্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে; তাঁহারা বায়ুর ন্যায় নিজে সজ্জিত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ গমন করেন; তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হয়েন এবং উত্তম নেতার কার্য্য করেন, তাঁহারা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন।

৩। তাঁহারা বায়ুর ন্যায় যাইতে যাইতে কম্পিত করিয়া যান, অগ্নি জিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হয়েন, কবচধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায় বীরত্ব করেন; পিতৃলোক দিগের স্তবের ন্যায় সুফল দান করেন।

৪। তাঁহারা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরিয়া আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তীশালী, দান করিতে উদ্যত মনুষ্য-দিগের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন; স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীদিগের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন।

৫। তাঁহারা ঘোটকদিগের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধন-স্বামিদিগের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাঁহারা নদীর ন্যায় নিম্ন দিকে জল

লইয়া যান, অঙ্গিরাদিগের ন্যায় যেন সাম গান করেন; তাঁহাদিগের মুর্ত্তি নানাবিধ।

৬। জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাঁহারা নদী নির্ম্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁহারা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশু দিগের ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁহারা দীপ্তি সহকারে গমন করেন।

৭। প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাঁহারা যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থি বরের ন্যায় তাঁহারা অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক শোভাযুক্ত হয়েন; নদীর ন্যায় তাঁহারা ক্রমাগত চলিয়াছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র চাকচক্য প্রকাশ করিতেছে, দূর পথের পথিকের ন্যায় তাঁহারা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন।

৮। হে মরুৎদেবতাগণ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতেছি, আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ভাগ দাও, উৎকৃষ্ট বস্তু দাও; স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করিয়া থাক।

৭৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সপ্তি ঋষি।

১। এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে ইঁহার মহত্ত্ব দেখিতেছি। ইহার হনু দুটী নানামুর্ত্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি, ইহারা পরিপূর্ণ হইতেছে এবং চর্ব্বণ না করিয়া বিস্তর বস্তু আহার করিতেছে।

২। ইঁহার মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্ব্বণ না করিয়া কেবল জিহ্বাদ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করিতেছেন, মনুষ্যদিগের মধ্য অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করিয়া নমোবাক্য বলিতে বলিতে ইহার নিকট আসিয়া ইহার আহার যোগাইতেছে।

৩। এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হইয়া প্রকাণ্ডপ্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করিতে যান, তাহাদিগের অপ্রকাশ মূল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে, যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে, তাহাকে ইনি পক্ক অন্নের ন্যায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার জিহ্বাস্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হইল।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি তোমাদিগেকে এই কথা সত্য কহিতেছি, এই বালক জাতমাত্র আপনার দুই মাতাকে গ্রাস করে, (অর্থাৎ অরণিদ্বয় হইতে জন্মিয়া তাহাদিগকেই দগ্ধ করে)। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, ইঁহার বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন, তাহা আমি জানি না?।

৫। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃত হোম করে, ইহার পুষ্টি বিধান করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি! তুমি তাহার প্রতি সর্ব্ব প্রকারে অনুকূল থাক।

৬। হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদিগের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়া ক্রোধ ধারণ করিয়াছ? আমি জানি না, এই জন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? যেমন খড়্গদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ক্রীড়া কর, আর না কর, কিন্তু তুমি উজ্জ্ব লহইয়া তোমার আহারীয়দ্রব্য ভোজন কালে পর্ব্বে পর্ব্বে উহা কর্ত্তন কর(১)।

৭। এই অগ্নি বনে জন্মিয়া এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন, যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়াছেন, এই বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পাইয়া বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছেন এবং সকলি চূর্ণ করিতেছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিপুলমূর্ত্তি হইয়াছেন।

৮০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৈশ্বানর অগ্নি ঋষি।

১। অগ্নি এরূপ ঘোটক দান করেন, যাহাতে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্ব্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্ম্মতৎপর হইয়া যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় করিয়া বিচরণ করেন। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন।

---

(১) মূলে এই রূপ আছে "অত্রবে অদন, বিপর্ব্বশঃ চর্কত গাং ইব অসিঃ।" খাদ্যের জন্য গাভী পর্ব্বে পর্ব্বে কাটা হইত, তাহা এই ঋক্ হইতে অনুমিত হয়।

২। অগ্নিকার্য্যের উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হউক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষ সকল দয়া করিয়া পূর্ণ করেন।

৩। অগ্নি জরৎকর্ণ নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নিই জরূথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে নির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হয়েন, তখন অগ্নিই তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অগ্নি নৃমেধ ঋষিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন।

৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য লইয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে।

৫। ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন করিয়া থাকেন।

৬। মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মনুষ্যগণও তাহাই করেন। গন্ধর্ব্বদিগের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হয়েন। অগ্নির গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৭। ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করিয়াছেন। হে অগ্নি! তোমার এই সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করিলাম। হে যুবা অগ্নি! এই স্তবকারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি আনিয়া দাও।

৮১ সূক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। বিশ্বকর্ম্মা ঋষি(১)।

১। আমাদিগের পিতা সেই যে ঋষি, তিনি বিশ্বভুবনে হোম করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করিয়া প্রথমাগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পশ্চাদাগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।

২। সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোন স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন? সেই বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন?।

৩। সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ(২), তিনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।

৪। সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বানগণ! তোমরা একবার আপন

---

(১) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের পর রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশে আমরা স্থানে স্থানে এক পরমেশ্বরের অনুভব দেখিতে পাইয়াছি। দশম মণ্ডলের অনেক সূক্তে আমরা সেই অনুভবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্যকেই ভিন্ন ভিন্ন দেব বিবেচনা করিয়া স্তুতি করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই কার্য্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সেই বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্ম্মা নাম দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সায়ণ বলেন ৮১ সূক্তের প্রথম ঋকে প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রলয়, প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদের অপরিচিত। প্রকৃতির কার্য্যের স্তুতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরের অনুভব এই ঋগ্বেদের ধর্ম্ম।

(২) এগুলি উপমা মাত্র। ইহাদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি কার্য্যশক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হইতেছে।

আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন(৩)?।

৫। হে বিশ্বকর্ম্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্ত্তি ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে বিশ্বকর্ম্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দ্দিকের তাবৎ লোক নির্ব্বোধ। ইন্দ্র আমাদিগের প্রেরণকর্ত্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি করিয়া দিন।

৭। অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্ম্মাকে রক্ষার জন্য ডাকিতেছি, তিনি বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁহাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কার্য্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদিগের তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

---

৮২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন(১)। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল।

২। বিশ্বকর্ম্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির

---

(৩) অর্থাৎ কোনও নির্ম্মাণের উপকরণ, বা অবলম্বনই ছিলনা। শূন্য হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(১) বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল, এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায় বেদেও সেইরূপ দেখা যায়। ঋগ্বেদের রচনাকালে নীল আকাশকে জলীয় বলিয়া অনুমান করা হইত তাহা হইতেই বোধ হয়, এই কথা উৎপন্ন হইয়াছে।

পরবর্ত্তী যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এই রূপ কহেন, সেই বিদ্বান্‌দিগের অভিলাষ সকল অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয় ।

৩ । যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন(২), অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ।

৪ । স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত প্রাণি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভূত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

৫ । যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন, যাহা অসুর দেবগণকে(৩) অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পারকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন ? ।

৬ । সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন ।

৭ । যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই । কুজঝটি-কাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে(৪), তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে ।

---

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তাহা এই ঋকের ঋষি অনুভব করিয়াছেন ।

(৩) মূলে “ দেবেভিঃ অসুরৈঃ” আছে। সায়ণ দেবগণ ও অসুরগণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

(৪) সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সেই কথাই বলিতেছেন, মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, কুজঝটিকাচ্ছন্ন আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে ।

৮৩ সূক্ত।

মন্যু দেবতা। মন্যু ঋষি।

১। হে মন্যু, (অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাতা দেবতা)! হে বজ্রতুল্য! হে বাণসদৃশ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্য্যা করে, সে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার তেঃজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাসজাতি ও আর্য্য-জাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারক হই(১), কারণ, তুমি বলের কর্ত্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান।

২। মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় তাবৎ প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস, অর্থাৎ আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩। হে মন্যু! অতি বিপুল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এস, তপস, অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করিয়া শত্রুদিগকে ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহার-কারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী(২)। আমাদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও।

৪। হে মন্যু! তোমার তেঃজ সকল কে পরাভব করে? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দিপ্তিশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দ্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং বলবান্। আমাদিগের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর।

৫। হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন! যজ্ঞ ভাগের আয়োজন করিতে না পারিয়া, আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হইয়াছি, যদিচ তুমি মহান্, তথাপি আমি পূজা দি নাই। হে মন্যু! এই রূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাদনে শৈথিল্য করিয়া এখন লজ্জা পাইতেছি। তুমি নিজ গুনে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে এস।

৬। হে মন্যু! এই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি অনুকূল হইয়া আমার নিকট আসিয়া অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করিতে

(১) দাসজাতি ও আর্য্যজাতির উল্লেখ

(২) দস্যুজাতির কথা।

সমর্থ, তুমি সকলের ধারণ কর্ত্তা। হে বজ্রধারী মন্যু! আমার নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমি দস্যুদিগকে বধ করিতে পারি (৩)।

৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহা হইলে বৃত্রদিগকে নিধন করিতে পারি (৪), তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করিতেছি, উহাদ্বারা প্রাণ ধারণ সম্পন্ন হইবেক। এস, তোমাতে আমাতে সর্ব্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাউক।

৮৪ সূক্ত।

ঋষি দেবতা ও পূর্ব্ববৎ।

১। হে মন্যু! মরুৎগণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া তীক্ষ্ণবাণ লইয়া যুদ্ধেরঅস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিতে করিতে অগ্নি মূর্ত্তিতে নেতার কার্য্য করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রা করুন।

২। হে মন্যু! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শত্রু পরাভব কর, তুমি সহ্য করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে; তুমি আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের অন্ন ভাগ করিয়া দাও। তেজ সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দেও।

৩। হে মন্যু! আমাদিগের হিংসককে পরাজয় কর: ভাঙিতে ভাঙিতে, মারিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে, শত্রুদিগের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্দ্ধর্ষ বল কে রোধ করিবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরি বশ।

৪। হে মন্যু! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পাইলে আমাদিগের উজ্জ্বলতা

(৩) পুনর্ব্বার দস্যুজাতির উল্লেখ।

(৪) ক্রোধই শত্রু বিজয়ের একটি প্রধান সাধন; শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে, সেই ক্রোধকে দেবরূপ, এই সূক্তে ও পরের সূক্তে স্তুতি করা হইতেছে।

কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয় লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ করিতে থাকি।

৫। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা, বা নিন্দা নাই, এই স্থানে তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হও। হে সহনশীল! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি জন্মিয়াছ, তাহা আমরা জানি।

৬। হে বজ্রতুল্য! হে বাণতুল্য! শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ, অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী! তুমি উৎকৃষ্ট তেজ ধারণ কর, হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে ডাকে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদিগের প্রতি স্নেহবান হইও।

৭। বরুণ এবং মন্যু তাঁহাদিগের দুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়া আমাদিগকে দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হউক এবং বিলীন হইয়া যাউক।

৮৫ সূক্ত।

সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা ঋষি।

১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, উঁহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন।

২। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হয়েন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে(১)।

(১) এখানে সোম অর্থে চন্দ্র করিলে সুন্দর অর্থ হয়। ইহার পরের ঋকেও "প্রকৃত সোম" অর্থে চন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। নবম মণ্ডলে ও ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে, সোম অর্থে সোমরস, এই দশম মণ্ডলের কোনও স্থলে চন্দ্র অর্থে ঋষিগণ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার করিতে আমি অক্ষম। পণ্ডিতবর Roth এই ৮৫ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। *Nirukta*, p. 147.

৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাহার সোম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না।

৪। হে সোম! স্তোতাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না।

৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া আবার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যে রূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক।

৬। সূর্য্যার, অর্থাৎ সূর্য্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভী (নাম্নী ঋকৃগুলি) ঐ সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসী (নামক্ ঋকৃগুলি) উহার দাসী হইল। সূর্য্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল।

৭। যখন সূর্য্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপ-বর্হন, (অর্থাৎ উপঢৌকন) সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যঞ্জন, (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা, ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল।

৮। স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামি দূতস্বরূপ হইলেন।

৯। সূর্য্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য্য যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন(৩)।

(২) মূলে "বাহত" শব্দ আছে। "বৃহ" ধাতু হইতে উৎপন্ন সুতরাং অর্থ বোধ হয় "ব্রহ্ম," অর্থাৎ স্তোত্র উচ্চারণকারী। "Lofty ones."—Weber. *Ind. Stud.*, v. 178.

(৩) সূর্য্যার বিবাহ সম্বন্ধে ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ. তথায় সোম অর্থে সোমরস করিয়া আমি টীকা লিখিয়াছিলাম। সূর্য্যকন্যার বিবাহার্থী যে সোম, তিনি সোমলতা, না চন্দ্র, তাহা বিচার করা কঠিন। সূক্ত রচয়িতা কি অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন?।

১০। মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই ঊর্দ্ধাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটী শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল; এই রূপে সূর্য্যা পতির গৃহে গমন করিলেন।

১১। ঋক্ ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁহার শকট, এই স্থান হইতে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হইল, আর সেই রথের পথ আকাশে, ঐ পথে সর্ব্বদা গতায়াত হইয়া থাকে।

১২। যাইবার সময় তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন।

১৩। পতিগৃহে গমনকালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়(৪), অর্জ্জুনী, অর্থাৎ ফাল্‌গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়(৫)।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য্য অনুমোদন করিলেন, পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যার বরস্বরূপ বরণ করিলেন।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হইয়া সূর্য্যাকে বরণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়া ছিলে?।

১৬। স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ দুইখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তাহা বিদ্বানেরা জানেন।

১৭। সূর্য্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, ইঁহাদিগকে নমস্কার করিলাম।

(৪) মূলে "অঘাসু হন্যতে গাবঃ" আছে।

(৫) মূলে "অর্জ্জন্যো পরি উহ্যতে" আছে।

১৮। এই দুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯। সেই সূর্য্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্ত্তা, প্রত্যহ নূতন, নূতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘআয়ুঃ বিতরণ করেন।

২০। হে সূর্য্যা! তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ, তরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে, [অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্ম্মিত] ইহার মুর্ত্তি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর চক্র, উহা সুখের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও।

২১। হে বিশ্ববসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও(৬)।

২২। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার-দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী, অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি সংসর্গিণী করিয়া দাও(৭)।

২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়।

---

(৬) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

(৭) কন্যা বিবাহ লক্ষণপ্রাপ্তা হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এই মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়।

২৪। হে কন্যা! সুন্দরমূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এই রূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি।

২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে(৮)। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্র-বতী হয়েন।

২৬। পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামির সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।

২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হইয়াছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে।

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদিগকে ধন দান কর। এই কৃত্যাপাদযুক্তা হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে। পত্নী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছে(৯)।

৩০। যদি পতি বধুর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

(৮) অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

(৯) "কৃত্যা" অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ ইহার অর্থ পাপ দেবতা করিয়াছেন।

৩১। যাহারা বরের নিকট হইতে বধুর নিকট লব্ধ আহ্লাদজনক উপ-ঢৌকন সরাইয়া লইতে আসে, তাহারা যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস করিয়া দিন।

৩২। যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতি পত্নীর নিকটে আসে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক। পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসু-বিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক।

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, ইহাকে দেখ। ইহাকে সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহা-রের যোগ্য নহে। যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক্ বিদ্বান সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে(১০)।

৩৫। দেখ, সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, ইহার বস্ত্র কোথাও অর্দ্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দ্দিকে ছিন্ন। যিনি ব্রহ্মা নামক, ঋত্বিক্ তিনি তাহা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্য্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন(১১)।

৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যারপর নাই কল্যাণ সম্পন্না করিয়া পাঠাইয়া দাও। সে কামবশ হইয়া নিজ ঊরুদ্বয় আমাদিগের নিকট বিসারিত করে, আমরা কামবশ হইয়া তাহাতে শেপপ্রহার করিয়া থাকি।

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্য্যাকে অগ্রে তোমার

(১০) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে বোধ হয় সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(১১) এটী স্বামীর উক্তি।

নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতি-দিগের নিকট সমর্পণ করিলে।

৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে(১২)।

৪০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।

৪১। সোম সেই নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নিধন পুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন(১৩)।

৪২। হে বরবধূ! তোমরা এইস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্র-দিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর(১৪)।

৪৩। প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর(১৫)।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাস দাসী, (ইত্যাদি পূর্ব্বঋকের শেষ অংশের সহিত এক)।

৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইঁহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

---

(১২) মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর।

(১৩) কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

(১৪) এটা বরবধূর প্রতি উক্তি।

(১৫) ৪৩ হইতে ৪৬ ঋক্ বধূর প্রতি উক্তি। ৪৭ সূক্ত বর বধূর উক্তি।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন(১৬)।

(১৬) এই সূক্তের অনেকাংশ পাঠ করিতে করিতে এক্ষণকার স্ত্রীআচারের ব্যাপারের সহিত কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সূক্তের অনেক স্থান পূর্ব্বকালে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত, এপ্রকার অনুমান করিলে বোধহয় বিশেষ ভ্রম হইবেক না।

চতুর্থ অধ্যায়।

৮৬ সূক্ত।

ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা। ইন্দ্র, প্রভৃতিই ঋষি।

১। সোম প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিলেন; কিন্তু তাহারা ইন্দ্রকে স্তব করিল না, কিন্তু আমার সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সেই সোম পানে মত্ত হইল, হৃষ্টপুষ্টদিগের মধ্যে প্রধান হইল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিগমন রিকতেছ। অথচ আর কুত্রাপি সোমপান করিতে পারিতেছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যে ধনস্বামী দাতাব্যক্তির ন্যায় হরিৎবর্ণ মৃগ-মূর্ত্তীধারী এই বৃষাকপিকে পুষ্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই বৃষাকপি তোমার কি উপকার করিয়াছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদী যে এই বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করিতেছ, বরাহ অনুসরণকারী কুক্কুর ইহার কর্ণে দংশন করিয়াছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৫। আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ সাজাইয়া রাখিয়া-ছিলাম, এই বানর, অর্থাৎ বৃষাকপি সকলি নষ্ট করিয়া দিল। আমার ইচ্ছা যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করিতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৬। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)—কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গ সৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামীর নিকট শয়ন করিতে, অথবা রতিরঙ্গ সময়ে উরুদ্বয় উৎক্ষেপন করিতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৭। (বৃষাকপি কহিতেছে)—হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিই হইবেক। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৮। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হইয়া বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করিতেছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৯। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)—এই হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দ্রের পত্নী; মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১০। যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় গমন করেন। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁহাকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১১। এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হইয়া মরিতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১২। হে ইন্দ্রাণী! আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতি লাভ করি না। সেই বৃষাকপিরই সরস হোমদ্রব্য দেবতাদিগের নিকটে যাইতেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৩। হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধু। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন(১), তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়(২), আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

(১) এখানে বৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়।

(২) এখানেও ১৫ কি ২০ বৃষ পাক করিবার কথা পাওয়া যায়।

১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, উহা, প্রস্তুত হইবার সময় যূথ মধ্যে গর্জ্জনকারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৬। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করিলে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সেই সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৭। উপবেশনকালে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সে সমর্থ হয় না। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সেই পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৮। হে ইন্দ্র! এই বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সুনা ও অভিনব চরু (পশুহত্যা স্থান) ও দারুকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৯। এই আমি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছি। দাস-জাতি ও আর্য্যজাতি অন্বেষণ করিতেছি। যাহারা যজ্ঞান্ন পাক করে, অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাহাদিগের নিকট সোম পান করিতেছি(৩)। সুবুদ্ধি কে, তাহা আমি নিরূপণ করিয়াছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২০। মরুদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ, এ উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে বৃষাকপি! নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২১। হে বৃষাকপি! পুনর্ব্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্য্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২২। হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া গৃহে গমন করিলে, সেই বহুভাজী হরিণ কোথায় গেল? লোকদিগের সেই শোভা-সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

(৩) দাস অর্থাৎ অনার্য্যদিগের মধ্যেও অনেকে আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি করিত, এই ঋক্ হইতে প্রকাশ হয়।

২৩। পর্শু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিল। যাহার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, হে বাণ! তাহার মঙ্গল হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ(৪)।

---

৮৭ সূক্ত।

রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি দেবতা। পায়ু ঋষি।

১। রাক্ষসনিধনকারী বলবান্ সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতি-যুক্ত করিতেছি। গৃহে গমন করিতেছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন(১)।

২। হে জাতবেদা! লৌহের ন্যায় দৃঢ় দন্ত ধারণপূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা মূঢ় দেবতা, অর্থাৎ অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে ছেদন করিয়া মুখ মধ্যে ধারণপূর্ব্বক চর্ব্বণ কর।

৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি! হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হইয়া দুই দিকেই দন্ত বসাইয়া দাও। হে শোভাময়! আকাশে উঠিয়া যাও। রাক্ষসদিগকে আক্রমণদ্বারা তাড়না কর।

৪। হে অগ্নি! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয়ে আঘাত কর, উহাদিগের পার্শ্বদ্বয়বর্ত্তী বাহু সকল ভঙ্গ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! রাক্ষসের চর্ম্ম বিদার্ণ কর। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র উহাকে নিধন করুক। হে জাতবেদা! উহার ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি

---

(৪) বৃষাকপির প্রকরণ একটী দুরূহ অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায়, যে বৃষাকপি এক জাতীয় বানর, একদা ঐ বানর কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট করিয়া নষ্ট করিয়াছিল। যজমান এরূপ কল্পনা করিল, যে ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা, ইত্যাদি রচনা করিলেন। এইপ্রকার জ্ঞান করিলে বৃষাকপি সূক্তের প্রায় সর্ব্বাংশে ব্যাঘাত হয়। এ সূক্তটী বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(১) এই সূক্তটী সমস্তই রাক্ষসদিগের বধ সম্বন্ধে

চ্ছেদন কর। চ্ছেদন করা হইলে মাংসাশী, পশুমাংস লোভী হইয়া উহার নিকটে গমন করুক।

৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, সে দণ্ডায়মান থাকুক, অথবা ইতস্তত বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক, অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহাকে বিদ্ধ কর।

৭। হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হইতে আক্রান্ত-ব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি! উজ্জ্বল মুর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমমাংসভোজীদিগকে বধ কর। এই সকল পক্ষী তাহাকে ভোজন করুক।

৮। হে অগ্নি! বলিয়া দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, হে অতিযুবা অগ্নি! কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া তুমি সেই রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর।

৯। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা কর, এই যজ্ঞধনের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী! এই যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী! তুমি উজ্জ্বল হইয়া রাক্ষসদিগকে নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করিতে না পারে।

১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী! রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যদিগকে দৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র উহার পার্শ্বদেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর।

১১। হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সেই রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক, অর্থাৎ দগ্ধ হউক। হে জাতবেদা! শিখাদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্তবকারীর সমীপেই ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল।

১২। রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুদিগকে আঘাত করে, সেই রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সেই দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্ব্ব নামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্য ধ্বংসকারী নির্ব্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।

১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছেন, দেখ চীৎকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্দ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর, কারণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদিগের প্রবর্ত্তনাতে ঘটে।

১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদিগকে বধ কর; হে অগ্নি! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সেই মূঢ় নির্ব্বোধ অপদেবতাদিগকে ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হইয়া সেই প্রাণসংহারকারীদিগকে নষ্ট কর।

১৫। দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরস দুর্ব্বাক্য সকল সেই রাক্ষসের দিকে গমন করুক। সেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা-বাদী রাক্ষসকে বাণগণ মর্ম্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হউক।

১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অপরা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া দাও।

১৭। গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়া সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্য দর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সেই দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সেই অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্ত্তী হইলে শিখাদ্বারা তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ কর।

১৮। রাক্ষসগণ গাভীদিগের যে দুগ্ধ পান করে, উহা যেন তাহাদিগের বিষতুল্য হয়, সেই দুষ্টাশয়দিগকে ছেদন করিয়া অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্য্যদেব ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করুন। তৃণলতাদির যে অসার পরি-ত্যাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাহাই গ্রহণ করুক।

১৯। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদিগকে সমূলে ধ্বংস কর, তাহারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে।

২০। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তাহারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক।

২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্য্যকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদিগকে রক্ষা কর।

২২। হে অগ্নি! বলের পূরণকর্ত্তা, বুদ্ধিমান্, তোমার মূর্ত্তি দেখিলেই ভীত হইতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদিগকে বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করি।

২৩। হে অগ্নি! বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর।

২৪। হে অগ্নি! যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোথায় কি আছে, দেখিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান্! তুমি দুর্দ্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি জাগ্রত হও।

২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্ব্বত্র নষ্ট করিয়া দাও, যাতুধান রাক্ষসের বল বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

৮৮ সূক্ত।

অগ্নি ও সূর্য্য উভয়ে মিলিত দেবতা। মূর্দ্ধন্বান্ ঋষি।

১। পান করিবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যাহা চিরকাল নূতন থাকে, যাহা দেবতারা সেবন করেন, তাহা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শী অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে। সেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্দ্ধিত করেন।

২। অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাহাতে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়, অগ্নি জন্মিলে সেই সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়। সেই অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল, বৃক্ষাদি সকলই সন্তুষ্ট।

৩। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করিতেছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী,

আকাশ উভয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছাইয়া ফেলিলেন।

৪। তিনিই সর্ব্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সেই অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাবরজঙ্গম, প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচনা করেন।

৫। হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ! তুমি যখন দীপ্তসূর্য্যের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান, স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করিয়া যজ্ঞের উপযোগী হও।

৬। রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্য্যরূপে উদয় হয়েন। তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, ইহা যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদিগেরই ক্রিয়াকৌশল।

৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।

৮। দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি ইঁহাদিগের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হইলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে।

৯। যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করিলেন, সর্ব্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপূর্ব্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগিলেন।

১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সেই অগ্নিকে উৎপাদন করিলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই সুখকর অগ্নিকে তাঁহারা ত্রিবিধ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি নানা প্রকার বৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন।

১১। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এই অগ্নিকে আর অদিতি পুত্র সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তাঁহারা উভয়ে যুগ্মরূপী হইয়া

বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাবৎ প্রাণিবর্গ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল।

১২। দেবতারা তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করিয়াছেন। সেই অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যাইত যাইতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন।

১৩। ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হয়েন, তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করিয়া দেন।

১৪। বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করিতেছি। তিনি আপন মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তাপ দেন।

১৫। কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইঁহাদিগের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ মাতা পিতার মধ্যে জন্ম লাভ করে(২), তাহাদিগের ঐ দুই ব্যতীত গতি নাই।

১৬। যে সূর্য্য মস্তক, অর্থাৎ উধস্থান হইতে জন্মিয়াছেন, যাঁহাকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রাণকর্ত্তা কখন নিজ কর্ম্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন।

১৭। যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর ঊর্দ্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এই বলিয়া বিবাদ করেন যে, আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান

(২) সায়ন কহেন, ভগবদ্গীতা অনুসারে মোক্ষ আর সংসার, এই দুই গতি আছে। কিন্তু এব্যাখ্যা আধুনিক, বৈদিক নহে।

করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করিতে পারে।

১৮। হে পিতৃগণ! তোমাদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা কহিতেছি না, কেবল উত্তমরূপে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, সূর্য্য কয় জন, ঊষা কয় জন, জলই বা, অর্থাৎ জলদেবীই বা কয় জন।

১৯ হে বায়ু! যে পর্য্যন্ত রাত্রিগণ ঊষার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া না দেন, তখনই নিমন্ত্রিত পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকটে স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

---

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বেণু ঋষি।

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে। তিনি মনুষ্যদিগকে ধারণ করেন, তাঁহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁহার তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে।

২। বীর্য্যবান্ ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুর্ণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘুর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটী অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃদ্বারা নষ্ট করেন।

৩। হে স্তবকারী! আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটী নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যাহা নিকৃষ্ট না হয়, যাহা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হয়েন; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তদ্রূপ ব্যস্ত হয়েন। তিনি বন্ধুকে অনুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অনুসন্ধান করেন না।

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনায়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্র ধারিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন।

৫। যাঁহাকে পান করিলে মনে তেজঃ উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব করিয়া শত্রুদিগকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্দ্ধিত হইয়াও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংবা তাঁহার ভারের লাঘব করিতে পারে না।

৬। দ্যাবাপৃথিবী, বা মরুদেশ, বা আকাশ, বা পর্ব্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারে না, তাঁহার নিমিত্ত সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। ইহার ক্রোধ যখন শত্রুদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদিগকেও ভেদ করেন।

৭। যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, অপক্ব কলসের ন্যায় পর্ব্বতকে ভঙ্গ করিলেন। আপন সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের ঋণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে; তদ্রূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য্য নষ্ট করে, তাহারা জানে না যে, তাঁহাদের কার্য্য তাহাদিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্য্যের ন্যায়; ইন্দ্র তাহাদিগকেও হিংসা করেন।

৯। যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র ও অর্য্যমা ও বরুণ ও মরুৎগণকে দ্বেষ করে, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর।

১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্ব্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করিবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়।

১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য, সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করিয়া আছেন।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্র, ভঙ্গ হইবার নহে, দীপ্তিময়ী ঊষা পতাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ম্ময় হউক। যেরূপ আকাশ হইতে প্রস্তর পতিত হইয়া বৃক্ষ ধ্বংস করে, তদ্রূপ তুমি অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে অতি উত্তপ্ত ও গর্জ্জনকারী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর।

১৩। যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মাস সকল ও বনসমূহ ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্ব্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথিবীর, ইঁহারা সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

১৪। হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল? যেরূপ গোহত্যা-স্থানে গাভীগণ হত হয়(১), তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।

১৫। যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করিতে করিতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদিগকে বেষ্টন করিল, হে ইন্দ্র! তাহারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হউক, নিতান্ত জ্যোতির্ম্ময় রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হউক।

১৬। লোকসকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তব-কারী ঋষিদিগের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে। তোমাকে এই যে সকলে মিলিয়া আহ্বান করা হইতেছে, তাহা তুমি ঘোষণা করিয়া দাও। তাবৎ পূজকের প্রতি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তোমার স্তবগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করিতেছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি।

১৮। সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হইবেক, তখন তিনিই প্রধান-রূপে অধ্যক্ষতা করিবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক শত্রুদিগকে হিংসা করেন, বৃত্রদিগকে বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন।

---

(১) গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে।

৯০ সূক্ত।

পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি।

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন(১)।

২। যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহন করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

৬। যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বর্হিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারাও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উঁহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

৮। সেই সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্ম্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য।

(১) এই প্রসিদ্ধ সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বভুবন তাঁহারই অন্তর্গত, এই বিশ্বাস এই সূক্তে প্রকটিত হয়। এই সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত।

৯। সেই সর্ব্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক ও সামসমুহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল(২)।

১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল।

১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ, কি হইল?।

১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল(৩)।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল।

১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটী পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্ম্মাণ করা হইল. এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল(৪)।

১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

(২) এই সূক্তটী কত আধুনিক, তাহা এই ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হইতেছে, ইহার রচনাকালে ঋক্, সাম ও যজুরের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হইয়াছে।

(৩) ঋগ্বেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিকভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৪) বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটীও ঋগ্বেদের সময়ের নহে, ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity

৯১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অরুণ ঋষি।

১। সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করিতেছেন, বদান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্ব্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্বলিত হইতেছেন, তিনি তাবৎ যজ্ঞ সামগ্রির হোমকর্ত্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী; তাঁহার সহিত যে বন্ধুত্ব করে, তিনি তাহার প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন।

২। তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করিতেছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়াকৌশলবান্, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রভু।

৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনিয়া লও এবং বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্য্যের কিরণের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া দৃষ্ট হইতে থাকে।

৫। তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হইতে উদ্ভূত বিদ্যুতের ন্যায়, অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ, ইত্যাদি অন্বেষণ করিতে থাক, উহারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ হয়।

and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 373.

৬। ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হইয়া দিন দিন একভাবে তাঁহাকে প্রসব করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে।

৮। অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্ত্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান্, অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাহাকেও নহে।

৯। হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাইবার অভি-লাষী হইয়া তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। তৎকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত অন্ন সমস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন।

১০। হে অগ্নি! তোমাকেই হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য্য করিতে হয়। যজ্ঞকারীব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নী। তুমি প্রশাস্তা ও অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মার কার্য্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ।

১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তোমাকে অমর জানিয়া যজ্ঞ কাষ্ঠ দান করে এবং হোম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হোতা হও, দেবতাদিগের নিকট তাহার জন্য দূতের কার্য্য কর, দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ কর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বর্য্যুর কার্য্য কর।

১২। অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হইতেছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ, এই স্তব সকল অর্থের কামনাতে তাহাতে যাইয়া মিলিত হইতেছেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী অগ্নি এই সকল স্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হয়েন।

১৩। স্তবের কামনাকারী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এই চমৎকার স্তব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ করুন। যেরূপ নারী

প্রণয় পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক পতির বক্ষস্থলে নিজদেহ মিলিত করে, তদ্রূপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যেস্থান স্পর্শ করি।

১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে(১), যিনি জলের পালনকর্ত্তা, যাহার পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।

১৫। যেমন স্রুক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমু নামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয়, তদ্রূপ হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হইয়াছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং বিপুল যশ দান কর।

৯২ সূক্ত।

নানা দেবতা। শর্য্যাতি ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হয়েন, অশুষ্ককাষ্ঠে চুরচুর শব্দ করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন।

২। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহারা উভয়ে এই অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করিলেন, ধারণকর্ত্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্ত্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশধর। উষাদেবীগণ ইহাকে সূর্য্যের ন্যায় চুম্বন করিতেছে।

৩। স্তবযোগ্য এই অগ্নি যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই প্রকৃত পথ, আমরা যাহা হোম করিতেছি, তাহা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁহার প্রবল শিখাগণ অক্ষয়, অর্থাৎ দীপ্তিশীল হইল, তখন দেবতাদিগের জন্য বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

(১) এখানে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহুতি দিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তবযোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও সবিতা, পবিত্র বলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হয়েন।

৫। বেগবান্ মরুৎগণের সহায়তা পাইয়া নদীরা বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্ব্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্ব্বত্রগমন করিয়া ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জ্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন।

৬। মরুৎগণ যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ষণ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাহারা মেঘের আশ্রয়। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সেই মরুৎ দেবতাদিগের সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন।

৭। স্তবকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইল, সূর্য্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহারা উৎকৃষ্টরূপে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

৮। সূর্য্যও আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়া থাকেন এবং পথে গমন কালে সকলকে প্রীত করেন। সেই অতি মহান্ ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাকেন, বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁহরই ভয়ে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়।

৯। অদ্য সেই কর্ম্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান্ মরুৎগণকে আপনার সহায় পাইয়া আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গলকর হয়েন এবং আপন যশ বিস্তার করেন।

১০। বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য অন্ন সঞ্চিত করিলেন। অথর্ব্বা নামে ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশপূর্ব্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।

১১। নরাশংস নামক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, বহুবৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবী, যম, অদিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, ঋভুগণ,

রুদ্রের পত্নী, মরুৎগণ ও বিষ্ণু, ইহারা সেই যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১২। অভিলাষী হইয়া আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করিতেছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন্য যজ্ঞের সময় তাহা শ্রবণ করুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য্য চন্দ্র! তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে ইহার স্তব অবগত হও।

১৩। সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদিগের পশু, ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আহ্বান করিলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমন কালে সেই স্তব শ্রবণ কর।

১৪। এই সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্ত্তি আপনি উপার্জ্জন করেন, তাঁহাকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। তাবৎ দেবনারীদিগের সহিত অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন।

১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এই যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করিলেন। প্রস্তরগুলি উর্দ্ধ হইয়া যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করিল। তাহা পান করিয়া বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র স্থূলকায় হইলেন, তাঁহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিল।

৯৩ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। তান্ব ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হউন। আপনার বৃহন্মূর্ত্তি হইয়া নারীর ন্যায় আমাদিগের গৃহে আগমন করুন। সেই সকল সুবিদিত কার্য্যদ্বারা আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন, এই সকল কার্য্যদ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন।

২। যিনি বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদিগের মনোরঞ্জন করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাদিগের সেবা করা হয়।

৩। দেবতারা সকলের প্রভু; তাঁহাদিগের দান অতি মহৎ। তাঁহারা সকলে সর্ব্বপ্রকার বলে বলী। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েন।

৪। অর্য্যমা ও মিত্র ও সর্ব্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করিলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনিও মরুৎগণ এবং ভগ, ইহারা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্ত্তা।

৫। যখন অহির্বুধ্ন্য জলের সহিত একত্র হইয়া উপবেশন করেন। তখন সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্ব্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন।

৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়।

৭। আমরা স্তব করিতেছি, রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান্ ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্ব্বত্রগামী ইন্দ্র, এই সকল সর্ব্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন।

৮। ইন্দ্র, ঋভু, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতেছেন; হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক যোজনা কর, তখন যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তাহা অসামান্য। তাঁহার উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহা মানুষের উপযুক্ত নহে, উহা পৃথক্ প্রকারের যজ্ঞ।

৯। হে দেবসবিতা! এই রূপ কর, আমাদিগকে যেন লজ্জিত হইতে না হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে স্তব করা হইয়া থাকে, ইন্দ্র আমাদিগের বলস্বরূপ; তিনি এই সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসিবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করিলেন, অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করিলেন।

১০। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগের পুত্রদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর, সেই অন্ন যেন তাবৎ লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, যেন তাহা বলকর হয়, যেন তাহা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপযোগী হয়।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদিগের নিকট আসিতে ইচ্ছা কর, তখন স্তবকারী এই ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, ইহাকে যজ্ঞ করিবার সময়ে রক্ষা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যাঁহারা স্নেহ করে, তাহাদিগের সংবাদ লও।

১২। আমার এই বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সহিত সূর্য্যের উদ্দেশে যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। যে রূপ তষ্টা (ছুতার) অশ্বে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্ম্মাণ করে। ইহাকে আমি তেমনিভাবে রচনা করিয়াছি।

১৩। যাঁহাদিগের নিকট ধন কামনা করি, তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই সুবর্ণময়, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছি। যেরূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়, অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তব গুলিও তদ্রূপ(১)।

১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাইবার জন্য), তাঁহাদিগের বর্ণন যুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্ ও বেন ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি।

১৫। এই স্থানে তান্ব ও পার্থ্য ও মায়ব এই কয়েক জন ঋষি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিলেন।

৯৪ সূক্ত।

সোমনিষ্পীড়ীত করিবার প্রস্তর দেবতা। অর্বুদ ঋষি।

১। এই সকল প্রস্তর কথা কহুক, অর্থাৎ শব্দ করুক; আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা কহিতেছে, ইঁহাদের কথায় কথা কও। যখন ক্ষিপ্রকারী ও

(১) এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক গুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সেই চক্র ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ঘটীগুলি জলে পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাকে ঘটীচক্র কহে। এরূপ ঘটীচক্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়, আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখিয়াছি।

দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হইয়া স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর।

২। এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করিতেছে, ইহারা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়া চীৎকার করিতেছে। যজ্ঞের সময় এই সকল পুণ্যবান্ প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে।

৩। ইহারা শব্দ করিতেছে। ইহারা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করিয়াছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদ সূচক রব করে, ইহারাও সেইরূপ রব করিতেছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর রূপে ভক্ষণ করিতে করিতে বৃষগণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রূপ শব্দ করিতেছে।

৪। ইহারা মুখে ধারণপূর্ব্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদিগের সঙ্গে সংরব্ধ করিয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

৫। ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণশার হরিণেরা চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে ইহারা নিম্নে পাতিত করিতেছে, যেন সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল।

৬। যেমন বলবান্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া রথের ধুরা ধারণপূর্ব্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তদ্রূপ এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া সোমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহারা সোম গ্রাস করিতে করিতে শ্বাসসহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদিগের ন্যায় ইহাদের মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করিতেছি।

৭। এই অবিনাশী প্রস্তরদিগের গুণকীর্ত্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশঅঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদিগের দশটী বরত্রা বোধ হয়, অথবা দশটী যোক্ত্র (ঘোড়ার সাজ), অথবা দশটী যোজনা (অর্থাৎ রথের যুতিবার রজ্জু), অথবা

দশটী প্রগ্রহ (রাস্) বলিয়া জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটী রথধুরা একত্র হইয়া ইহারা বহন করিতেছে।

৮। সেই প্রস্তরগুলি দশটী অঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্জুস্বরূপ পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হইয়া আসিতেছে। সোমের অংশু (ডাঁটা) নিষ্পীড়িত হইয়া অন্নরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অমৃত রস নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহারাই পাইয়া থাকে।

৯। সেই প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চুম্বন করিতেছে, অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হইতেছে। অংশু (ডাঁটা) হইতে রস নির্গত করিয়া গোচর্ম্মের উপর যাইতেছে। তাহারা সোমের যে মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা পান করিয়া ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতে-ছেন এবং বৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন।

১০। হে প্রস্তরগণ! সোমের অংশু (ডাঁটা) তোমাদিগকে রস দান করিবে, তোমরা যেন ভগ্ন হইও না। তোমরা যাহার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তাহারা সর্ব্বদাই অন্নবান্ ও কৃতেভাজন হয়, তাহারা ধনবান্ লোকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়।

১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা নিজে ভগ্ন না হইয়া অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদিগের পরিশ্রম নাই, শৈথিল্য নাই, মৃত্যু নাই, জরা নাই, রোগ নাই, তৃষ্ণা নাই, স্পৃহা নাই, তোমরা স্থূল, অথচ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদিগের যথেষ্ট পটুতা আছে।

১২। তোমাদিগের পিতাস্বরূপ পর্ব্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্থির আছে, তাহারা পূর্ণাভিলাষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তাহারা জরারহিত, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হইয়া (পক্ষীদিগের) কলরব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে।

১৩। যে রূপ রথারোহীগণ রথচর্য্যা ক্ষেত্রে রথ চালাইয়া শব্দ উত্থাপন করে, তদ্রূপ প্রস্তর সোমরস নির্গত করিবার সময় শব্দ করে। ধান্য বপন কারীরা বীজ যেমন বপন করে, তদ্রূপ ইহারা সোম বিকীর্ণ করিতেছে। ভক্ষণ করিয়া উহা নষ্ট করিতেছে না।

১৪। সোম নিষ্পীড়িত হইলে, প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া (ঠেলিয়া দিয়া) শব্দ করিতেছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে বস্তুতঃ, প্রস্তরগণ সংবর্দ্ধনা পাইয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকুক।

পঞ্চম অধ্যায়।

৯৫ সূক্ত।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী ঋষি　তাঁহারাই দেবতা(১)।

১। (পুরূরবার উক্তি)—হে পত্নি, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয় ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক না।

২। (উর্ব্বশীর উক্তি)—তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? আমি প্রথম উষার ন্যায়(২) চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।

৩। (পুরূরবার উক্তি)—তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই, জয়শ্রী লাভ হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক শতসহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই। রাজকার্য্য বীরশূন্য হইয়াছে, ইহার কোন শোভা নাই; আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করিয়াছে।

৪। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে উষাদেবী! সেই উর্ব্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সন্নিহিত গৃহ হইতে শয়ন গৃহে যাইতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামির নিকট রমণ সুখ সম্ভোগ করিতেন।

৫। হে পুরূরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে রমণ করিতে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত

---

(১) এই সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছু কাল সহবাস করিয়াছেন, উর্ব্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।

(২) উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, তাহা যেন এই উপমাদ্বারা কবির মনে অস্পষ্টরূপে উদ্রেক হইতেছে।

সন্তুষ্ট করিতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে।

৬। (পুরুরবার উক্তি)—সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এই যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না। গাভীগণ গৃহে যাইবার সময় যেমন শব্দ করে, তাহারা আর সেরূপ শব্দ করিয়া আমার গৃহে আসিত না।

৭। (উর্ব্বশীর উক্তি)—পুরুরবা যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, দেব মহিলারা দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধনা করিল; হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যু বধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন (৩)।

৮। (পুরুরবার উক্তি)—পুরুরবা নিজে মনুষ্য হইয়া যখন অপ্সরাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা আপন রূপ ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। যেমন হরিণী ভয় পাইয়া পলায়ন করে, অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাহারা চলিয়া গেল।

৯। পুরুরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সঙ্গে যখন কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হই-

(৩) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরুরবার সূর্য্যের সহিত একতা এই ঋকদ্বারা কতক পরিমাণে সূচিত হইতেছে।

"That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant * * endued with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, *i.e.*, red * * (Sanscrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishtha (১৭ ঋক্), which, as we know, is a name of the sun; and if he is called Aida (১৮ ঋক্), the son of Ida, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire."—Max Muller's *Selected Essays* (1881), vol. I, pp. 407, 408.

"I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * and a root. As to pervade, and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki."—*Ibid*, p.—405.

হইলেন, তখন তাহারা অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদিগের ন্যায় পলায়ন করিল।

১০। যে উর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্ব্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

১১। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে পুরুরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য্য পাতিত করিলে। সর্ব্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ।

১২। (পুরুরবার উক্তি)—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না? অশ্রুপাত করিবে না? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য)।

১৩। (উর্ব্বশীর উক্তি)—আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি; পুত্র তোমার নিকট যাইয়া অশ্রুপাত, বা ক্রন্দন করিবে না। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে আর পাইবে না।

১৪। (পুরুরবার উক্তি)—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহু দূরে দূর হইয়া যাউক। সে যেন নিঃঋতির অঙ্কে শয়িত হউক, বলবান্ বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।

১৫। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে পুরুরবা! এরূপে মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দ্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রী-লোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার।

১৬। আমি পরিবর্ত্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রিবাস করিয়াছি(৪), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করিয়া তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়াছি।

১৭। আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎ সূর্য্য), অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্ব্বশীকে (অর্থাৎ ঊষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্ত্তমান থাকে। (হে উর্ব্বশী)! ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

১৮। হে ইলাপুত্র পুরুরবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে যাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে।

---

৯৬ সূক্ত।

ইন্দ্রের ঘোটকদ্বয় দেবতা। বরু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মহাযজ্ঞে তোমার দুই ঘোটককে স্তব করিয়াছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, ইহা প্রার্থনা করি। তুমি হরিৎবর্ণ অশ্বযোগে আসিয়া ঘৃতের ন্যায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল গমন করুক।

২। তোমারা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডাকিয়াছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞ-গৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চালাইয়া আনিয়াছ, তোমারা ইন্দ্রের বলবীর্য্য ঘোটকসমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রকে হরিৎবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইতেছে।

৩। ইঁহার যে লৌহনির্ম্মিত বজ্র, তাহা হরিৎবর্ণ; তাহা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তাহা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্‌ সুগঠন হনুবিশিষ্ট, এবং বাণ দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্ত্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হইল।

(৪) মূলে "অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ" আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করিয়াছেন।—" I dwelt with thee four nights of the autumn."

৪। আকাশে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হইল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিল, সুগঠন হনুবিশিষ্ট সোমরস পানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করিবার সময় অপরিসীম দিপ্তি প্রাপ্ত হইলেন।

৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের যজমানেরা তোমাকে স্তব করিত, তুমি যজ্ঞে আসিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলরূপী! তোমার সর্ব্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল।

৬। স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিৎবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হইয়াছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে। হরিত্‌বর্ণ ঘোটকেরা তাঁহার যে রথকে যুদ্ধে লইয়া যায়, সেই রথ এই রমণীয় সোমযাগে আসিয়া অধিষ্ঠান হইয়াছে।

৮। ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহাকে যজ্ঞে লইয়া যায়। তিনি দুই ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক সকল দুর্গতি দূর করিয়া দিন।

৯। তাঁহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবা নামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তাহা পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোটকের গাত্র মার্জ্জনা করিতেছেন।

১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার ক্ষমতাদ্বারা প্রচুর অন্ন দিয়া থাক।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পাইয়া থাক। হে অসুর! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গোষ্ঠ দেখাও)।

১২। হে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হইয়া তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনয়ন করুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান কর। দশ অঙ্গুলি-দ্বারা যে সোম প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তাহা পান করিতে ইচ্ছা কর।

১৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাত পান করিয়াছ। এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কেবল তোমারি জন্য। হে ইন্দ্র! এই মধুযুক্ত সোম আস্বাদন কর। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী! তোমার উদর আর্দ্র কর।

৯৭ সূক্ত।

ওষধি দেবতা। ভিষক্ ঋষি(১)।

১। পূর্ব্বকালে তিন যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশতসপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি।

২। হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহন কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমাদিগের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর।

৩। হে পুষ্পবতী ফল প্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর।

(১) এই সূক্তটী ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। ইহার শেষ অংশে অনেক গুলি পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়। সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপ। তোমাদিগের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি, যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

৫। হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন তোমাদিগকে গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ঠ কৃতজ্ঞতার ভাজন হও।

৬। যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, (অর্থাৎ যে ওষধী জানে) সেই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ব্যক্তিকে অর্থাৎ চিকিৎসক, কহে, সে রোগদিগকে ধ্বংস করে।

৭। অশ্ববতী, সোমবতী, ঊর্জয়ন্তী, উদোজস্, প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি, অভিপ্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব।

৮। হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হইতে গাভীগণ বাহির হয়, তদ্রূপ ওষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণ সমস্ত বাহির হইতেছে, ইহারা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য ধন প্রদান করিবে।

৯। হে ওষধিগণ! তোমাদিগের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যাহা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তাহা বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বাহির করিয়া দাও।

১০। যে রূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্রগামী ওষধিগণ রোগদিগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তাহা দুরীকৃত করিল।

১১। যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলাম এবং রোগীর দৌর্ব্বল্য নিরাকরণ করিলাম, তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হইল, সেই রোগ তৎপূর্ব্বে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল।

১২। যেরূপ বলবান্ ও মধ্যবর্ত্তীব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, তদ্রূপ হে ওষধিগণ! তোমরা যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীকৃত কর।

১৩। চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়িয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গোধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও।

১৪। হে ওষধিগণ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাহাকে আর একজন রক্ষা করুক। এইরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্য্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর।

১৫। যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফলবতী নয়, যাহারা পুষ্পবতী, অথবা যাহারা তাদৃশ নয়, বৃহস্পতিকর্ত্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক।

১৬। কেহ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হইতে এবং অন্যান্য সকল দেবতা সংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক।

১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় বলিয়াছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না।

১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করিয়া থাকে, হে ওষধি! তুমি তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ। তুমি বাসনা পূর্ণ করিতে এবং হৃদয়কে সুখী করিতে সমর্থ।

১৯। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান কর, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্য্যবতী কর। (এ স্থলে ভিষক যে ওষধিটী উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহারা বিষয়ে কহিতেছেন)।

২০। হে ওষধিগণ! আমি তোমাদিগের খননকর্ত্তা, আমি যেন নষ্ট না হই, এবং যাহার জন্যে খনন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হউক, চতুষ্পাদ হউক, সকলি যেন নীরোগ থাকে।

২১। যে সকল ওষধি আমার এই বাক্য শুনিতেছে, অথবা যাহারা অতি দূরে আছে, সেই সকল ওষধি একত্র হইয়া এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্য্যবতী কর।

২২। ওষধিগণ সোমরাজার সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হে রাজন্! স্তোতা যাহার চিকিৎসা করে, তাহাকেই আমরা পরিত্রাণ করি।

২৩। হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদিগের নিকট হীন হয়।

৯৮ সূক্ত।

নানা দেবতা। দেবাপি ঋষি।

১। হে বৃহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন কর। তুমি মিত্র, বা বরুণ, বা পূষাই হও, অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য(১) মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।

২। হে দেবাপি! কোন এক বিজ্ঞ শীঘ্রগামী দেব তোমার নিকট হইতে দূতস্বরূপ হইয়া আমার নিকট আগমন করুক। হে বৃহস্পতি! আমাদিগের প্রতি অভিমুখ হইয়া আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করিয়াছি।

৩। হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটী উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয়, এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হইতে আগমন করুক।

৪। মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদিগের নিমিত্ত আগমন করুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাপি! এই হোমকার্য্যে আসিয়া উপবেশন কর, কালে কালে দেবতাদিগকে পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট কর।

---

(১) শন্তনু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বোধ হয়, এই সূক্ত রচিত, বা উচ্চারিত হইয়াছিল।

৫। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করিয়া হোম করিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করিলেন।

৬। এই উপরের সমুদ্র(২), অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি সেই জল সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হইল।

৭। যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করিলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনে সেই স্তুতিবাক্যের উদয় করিয়া দিয়াছিলেন।

৮। হে অগ্নি! ঋষ্টিসেনের পুত্র মনুষ্যজাতীয়, দেবাপি উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। তাবৎ দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্ত্তিত কর।

৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেবা করিয়াছিলেন। হে রোহিত-নামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদিগের যজ্ঞের দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্ব্বক লইয়া আইস।

১০। হে অগ্নি! এই দেখ নবনবতীসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হইল। হে বীর! তাহার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল বৃদ্ধিযুক্ত কর। আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ হইতে বৃষ্টি আনয়ন কর।

১১। হে অগ্নি! এই নবতিসহস্র আহুতি; বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে ইহার ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি জান, অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদিগের নিকট সংস্থাপন কর।

(২) ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আকাশকে সমুদ্র বলা হইয়াছে। আকাশ জলীয় বলিয়া অনুভব ছিল। ১২ ঋক্ দেখ।

১২। হে অগ্নি ! শত্রুদিগের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর, রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দেও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হইতে অপরিসীম জল এই স্থানে আনিয়া দাও।

৯৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বম্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি বুঝিয়া বুঝিয়া চমৎকার সম্পত্তি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাক, উহা প্রচুর হইয়া উঠে, উহা অতি উৎকৃষ্ট, উহাদ্বারা আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যাইতে পারে ? তাঁহার নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্রনির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করিলেন।

২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্ব্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করিয়া যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্ব্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুৎগণের সহিত শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদিগের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যই হইবার নহে।

৩। তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্ব বস্তুর দাতা, দিবে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাদিগকে নিজ তেজে পরাভব করেন।

৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণপূর্ব্বক উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃততুল্য জল বহাইয়া দেয় ; তাহাদিগের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব(১)।

৫। সেই ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভি য পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্নাম তাঁহার নিকটেও যায়না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত এই স্থানে আগমন করুণ। আমি বম্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধ হয় দূর হইল, কারণ আমি যাইয়া শত্রুর অন্ন হরণ করিয়াছি এবং শত্রুদিগকে রোদন করাইয়াছি।

(১) অর্থাৎ দ্রোণি (ডোঙা) দ্বারা জল লইয়া ক্ষেত্রে সেচন করে

৬। সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।

৭। তাঁহার কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তাহা হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করিয়া শত্রু হিংসা করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়া মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রু পুরী ধ্বংস করিলেন।

৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদিগকে ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আপন শরীরের সর্ব্বাংশে সোম সেচন করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পাষ্ণি ভাগের দ্বারা দস্যুদিগকে বধ করেন।

৯। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করিয়া দেন। কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়া শুষ্ণ নামক অসুরকে ছেদন করিয়াছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ লইয়া দান করিলেন। তিনি তাঁহাকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দান করেন।

১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুৎগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয়া ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বরুণের ন্যায় নিজ তেজে সুশ্রী এবং ক্ষমতাবান্। তিনি রম্যমূর্ত্তি, কালে কালে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করিলেন।

১১। ঋজিশ্বা নামক উশিজের পুত্র তাঁহাকে স্তব করিয়া বজ্রদ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন সেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্তববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করিলেন।

১২। হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র, প্রচুর হোমদ্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আসিয়া এই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার মঙ্গলকর; অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর।

১০০ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। দুবস্যু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ এই শত্রু সৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাগরূক হও; আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সহিত সবিতা আমাদিগের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্ব্বসংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি।

২। উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোমপান করেন, তাঁহার যাইবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পানক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৩। আমাদিগের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেব-সবিতা অন্নদান করুন। যেন সেই পরিপক্ক অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিতে পারি। সর্ব্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি।

৪। ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদিগের যজ্ঞে অধিষ্ঠান হউন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, উক্ত কার্য্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক। সর্ব্ব সংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৫। ইন্দ্র চমৎকার অন্ন দান করিয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা করিলেন। হে বৃহস্পতি! তুমি পরমায়ু প্রদান করিয়া থাক। যজ্ঞই আমাদিগের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৬। দেবতাদিগের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদিগের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমনীয় এবং অস্মদাদির অতি আত্মীয়। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৭। হে বসুগণ! তোমাদিগের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নাই অথবা তোমাদিগের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য্য করি নাই যাহাতে দেবতাদিগের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ! আমাদিগকে মিথ্যারূপী করিও না। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৮। যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন রোগ দূর করেন, পর্ব্বতগণ যেন তথাকার গুরুতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন।

৯। হে বসুগণ! সোম প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্তর উন্নত হউক, তাবৎ শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করিয়া দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁহাকে স্তব করা উচিত। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১০। হে গাভীগণ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়া থাক। তোমাদিগের দেহনির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হউক। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরাযুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদিগকে রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পাইয়া অনুকূল হয়েন। তাঁহার স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তাহা যজ্ঞ পূরণ করে, তাদৃশ ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করিবার যোগ্য। তোমার দুর্দ্ধর্ষ কার্য্য সকল স্তবকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত দুবস্যু নামক ঋষি অতি সরল রজ্জুদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করিতেছেন।

---

১০১ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। বুধ ঋষি।

১। হে সখাগণ! একমন হইয়া জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী উষা ও ইন্দ্রকে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। গম্ভীর স্বরে, স্তব কর(১); অরিত্র সহযোগদ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর; অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর; হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

---

(১) এই স্থান হইতে কয়েকটী ঋকে কৃষি কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

৩। লাঙ্গলগুলি যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর, আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। সৃণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্কশস্যে পতিত হউক।

৪। লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে; কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে; বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর; বরত্রা (চর্ম্মরজ্জু) যোজনা কর; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর।

৭। ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।

৮। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জল পান করিবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিস্রুত না হয়।

৯। হে দেবগণ! তোমাদিগের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে।

১০। কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিৎবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশঅঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টনপূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত কর।

১১। বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভার্য্যার স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটকে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিওনা অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট না হয়।

১২। হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! এই ইন্দ্র সুখের দাতা, ইঁহাকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র, তোমাদের সকলেরি সমান পীড়াভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর, যে তিনি সোমপান করিবেন।

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুদ্গল ঋষি।

১। হে মুদ্গল! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর!

২। মুদ্গালের পত্নী যখন রথারূঢ় হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গল পত্নী রথী হইলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সেই মুদ্গালানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন(১)।

৩। হে ইন্দ্র! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদিগের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হউক, বা আর্য্যজাতীয় হউক, উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর(২)।

---

(১) যুদ্ধরথে নারীর সারথিরূপে বর্ত্তমান থাকার কথা। ৬, ৮, ও ১১ ঋক্ দেখ।

(২) আর্য্যদিগের মধ্যে পরস্পরের অনেক বৈরভাব ছিল ও যুদ্ধ হইত। অনার্য্যদিগের মধ্যেও অনেকে আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবে থাকিত তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে পাইয়াছি।

৪। দেখ এই বৃষ মহানন্দে জলপান করিল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গদ্বারা খননপূর্ব্বক শত্রুর দিকে ধাইতেছে। তাহার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হইয়া দুই শৃঙ্গ শাণিত করিয়া শীঘ্র আসিতেছে।

৫। মনুষ্যগণ এই বৃষের নিকটে গিয়া ইহাকে চীৎকার করাইল, যুদ্ধ মধ্যে ইহাকে প্রস্রাব করাইল। তাহাতে মুদ্গল উত্তম আহারপটু শতসহস্র গাভী জয় করিলেন।

৬। শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হইল; ইহার কেশধারী সারথি, অর্থাৎ মুদ্গালানী (স্ত্রীলোক বলিয়া কেশধারী) শব্দ করিতে লাগিলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গালানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

৭। সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কৌশলসহকারে রথে বৃষকে যোজনা করিলেন। সেই গাভীগণের পতি, অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন। সেই বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলিল।

৮। প্রতোদধারী ও কপর্দ্দী চর্ম্মরজ্জুদ্বারা কাষ্ঠ বাঁধিতে বাঁধিতে সুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।

৯। দেখ, যুদ্ধ সীমার মধ্য এই যে মুদ্গার পতিত আছে, ইহা সেই বৃষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহাদ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্য মধ্যে শতসহস্র গাভী জয় করিয়াছিলেন।

১০। অতি দূরদেশেও কেহ বা এপ্রকার কখন দেখিয়াছে? যাহাকে রথে যোজনা করিয়াছে, তাহাকেই আরোহণ করাইয়াছে। ইহাকে ঘাসজল দেয়না, অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং প্রভুকে জয়ও করিতেছে(৩)।

১১। মুদ্গালানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি

---

(৩) এই ঋকের অর্থ অস্পষ্ট, সায়ণের ব্যাখ্যা হইতেও বিশদ হয় না। তবে কল্পনা করা যাইতে পারে যে, মুদ্গার বৃষরূপী হইয়া যুদ্ধে রথ টানিয়া ছিল; বোধ হয় এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদিগেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ; যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী; তুমি দুইটী পুরুষ-জাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া চালিত কর এবং ধনদান কর।

১০৩ সূক্ত

ইন্দ্র ও অপ্বা দেবতা। অপ্রতিরথ ঋষি।

১। ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী শত্রুদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদিগকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করিয়াছেন।

২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন, তাঁহাকে কেহ স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।

৩। বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাঁহারই অভিমুখে গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁহার বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু পাতিত করেন

৪। হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদিগেকে বধ করিতে করিতে এবং শত্রুদিগকে পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদিগের রথগুলি রক্ষা কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বলাবল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদিগের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদিগের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্রস্বরূপ। এতাদৃশ তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর।

৬। ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁহার হস্তে বজ্র, তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! ইঁহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর; হে সখাগণ! ইঁহার অনুসারী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।

৭। শত যজ্ঞকারি বীর ইন্দ্র মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহার দয়া নাই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদিগের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন।

৮। ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাহাদিগের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাহাদিগের অগ্রে থাকুন; মরুৎগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করুন।

৯। বারি বর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুৎগণ, ইঁহাদিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভাব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উত্থিত হইল।

১০। হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন, উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদিগের বল উদ্রিক্ত হউক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হউক।

১১। যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদিগেরই দিকে থাকেন; আমাদিগের বাণগুলি যেন জয়ী হয়; আমাদিগের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়; হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদিগেকে রক্ষা কর।

১২। হে অপ্বা (১)! তুমি চলিয়া যাও; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর; উহাদিগের দিকে যাও; শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সহিত একত্র হউক।

(১) "পাপ দেবতা।" সায়ণ। "ব্যাধির্বা ভয়ং বা।" নিরুক্ত। ৬।১২।
" Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, vol. V, he refers to the word as denoting a goddess."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 110, note.

১৩। হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও; ইন্দ্র তোমাদিগেকে সুখী করুন। তোমারা নিজে যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তোমাদিগের বাহুও তেমনি ভয়ঙ্কর হউক।

---

১০৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টক ঋষি।

১। হে পুরুহূত। তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, দুই ঘোটক দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে এস। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ সোম দিয়াছেন। হে ইন্দ্র! সোম পান কর।

২। হে হরিনামক ঘোটকের স্বামী! কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যাহা প্রস্তুত করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, সেই সোম পান কর, উদর পূর্ণ কর। প্রস্তরগণ যাহা তোমার জন্য সেচন করিয়া দিয়াছে, তাহা দ্বারা মত্ত হও, প্রশংসা সকল গ্রহণ কর।

৩। হে হরি নামক অশ্বের স্বামী! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বর্ষণ কারী, যজ্ঞে আসিবে বলিয়া তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি। হে ইন্দ্র! উত্তম উত্তম স্তব পাইয়া আমোদ কর। বিবিধ কার্য্য কর, নানা প্রকারে তোমার স্তব হউক।

৪। হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র! উশিজ বংশীয়েরা যজ্ঞ করিতে জানে। তোমার আশ্রয় পাইয়া তোমার প্রভাবে অন্নলাভ করিয়া এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হইয়া যজমানের গৃহে রহিল, তাহারা সকলে আমোদ করিয়া তোমাকে স্তব করিতে লাগিল।

৫। হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রণয়ন করিয়াছ, তাহা দ্বারা তোমাকে স্তব করিয়া বিস্তর লোক নিজে রক্ষা পাইয়াছে এবং অপরকে রক্ষা করিয়াছে।

৬। হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! যে সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা পান করিবার জন্য হরিনামক দুই ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে গমন কর। তুমি ক্ষমতাবান্, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হইয়া দান কর।

৭। যাঁহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুদিগকে পরাভব করেন যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়, যাঁহার বিপক্ষে কেহ যাইতে পারে না, স্তব সকল তাঁহাকে ভূষিত করিতেছে স্তবকর্ত্তার প্রণামগুলি তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র! অতিচমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাতনদী আছে. তুমি সেই নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ করিয়া সিন্ধু পার হইলে। তুমি দেব মনুষ্যের উপকারার্থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ।

৯। তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়াছ, তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনয়নের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলে। হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তদ্দ্বারা সকল সংসারের শরীর পোষণ করিয়াছ।

১০। ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুশল, তাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হইয়া ইঁহাকে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধিলেন. সংসার সৃষ্টি করিলেন, ক্ষমতাযুক্ত হইয়া শত্রুপরাভব করিলেন, বিপক্ষসেনার প্রতিকূলে গমন করিলেন।

১১। (১০। ৮৯। ১৮ ঋকের সহিত এক)।

১০৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুমিত্র অথবা দুর্মিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদিগের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হইবে?

২। তাঁহার দুটী পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য্য করে, দুটীই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাঁহাদিগের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য আগমন করুন।

৩। বলবান্ ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করিলেন, তখন পাপের ফল সকল অপগত হইল, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রহিল না, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হইল।

৪। ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ করিয়া দিলেন। তিনি নানা কার্য্যকারী শব্দায়মান দুই ঘোটক চালাইতে লাগিলেন।

৫। তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার সুগঠন দুই হনু চালনাপূর্ব্বক আহার প্রার্থনা করেন।

৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর; তিনি সুশ্রী, মরুৎদেবতাদিগের সহিত যজমানকে সাধুবাদ করিলেন। তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন; যেরূপ ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

৭। তিনি দস্যুকে বধ করিবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাঁহার শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ; তাহার ঘোটকও হরিত্‌বর্ণ; তাঁহার হনুদেশ সুশ্রী; তিনি আকাশের ন্যায় বিশাল।

৮। আমাদিগের পাপ সমস্ত লঘু কর; আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋক্‌শূন্য ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে পারি: যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না(১)।

৯। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিক্‌গণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করিয়া আপনার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর।

১০। যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হউক. যে পাত্রদ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়া লও, সেই দর্ব্বী (হাতা) যেন নির্ম্মল ও কল্যাণকর হয়।

১১। হে বলশালী! তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এই প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করিলেন; দুর্মিত্র এইরূপ স্তব করিলেন; যেহেতু তুমি দস্যুহত্যাব্যাপারে কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছ। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এই সূক্তের ঋষি)।

---

(১) ঋক্‌শূন্য লোকের উল্লেখ। তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান স্তবশূন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১০৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভূতাংশ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুজনে আমাদিগের আহুতি অভিলাষ করিতেছ; যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তদ্রূপ আমাদিগের স্তব বিস্তার করিয়া দিতেছ(১)। এই যজমান উত্তমরূপে এই বলিয়া স্তব করিতেছে যে, তোমরা একত্রে এস। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমরা খাদ্য দ্রব্যকে আলোকিত করিয়া বসিয়াছ।

২। যেরূপ দুই বলীবর্দ্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুই বৃষের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তবকর্ত্তার নিকট আসিয়া থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদিগের নিকট যশস্বী হও। দুটী মহিষ যেমন জলপান স্থান হইতে অপসৃত হয় না, তদ্রূপ তোমরাও সোম পান হইতে অপসৃত হইওনা।

৩। যেরূপ পক্ষীর দুই পক্ষ পরস্পর মিলিত, তদ্রূপ তোমারাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুই পশুর ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আসিয়াছ যজ্ঞকর্ত্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্ব্বত্রবিহারী দুই পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানা স্থানে দেবপূজা করিয়া থাক।

৪। পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশীল হও; রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হও, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও; সূর্য্যকিরণের ন্যায় আলোক দানপূর্ব্বক লোকদিগের সুখভোগের অনুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর।

(১) তন্তুবায়ের উল্লেখ।

৫। সুচারুগতিশালী দুই বৃষেরন্যায় তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস করিয়া স্তব লাভ কর, দুটী ঘোটকের ন্যায় তোমরা খাইয়া খাইয়া উন্নতশরীরবিশিষ্ট হইয়াছ, এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুটী মেষের ন্যায় তোমরা আহারাদি পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছ।

৬। অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমারা শরীর অবনত করিয়া শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্ম্মল, যেন জলমধ্যে জন্মিয়াছ; তোমরা বলবান্ ও জয়শীল। সেই তোমরা আমার মরণধর্ম্মশীল দেহকে পুনর্ব্বার যৌবনবস্থা দান কর।

৭। হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়! যেরূপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অমার জারাজীর্ণ মরণ-ধর্ম্মশীল দেহকে বিপদ হইতে পার করিয়া অভিলষিত বিষয়ে লইয়া চল, তোমরা ঋভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পাইয়াছ। সেই শীঘ্রগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়িয়া গিয়া শত্রুর ধন আনিয়া দিয়াছে।

৮। তোমরা মহাবীরের ন্যায় আপন উদরে ঘৃত ঢালিয়া দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হইয়া শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান্ ও সর্ব্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও, এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর।

৯। যেরূপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গম্ভীর জল পার হইবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেইরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদিগের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন কর।

১০। শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকাই যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে, তদ্রূপ তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়, তদ্রূপ তোমরা ঘর্ম্মের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্ব্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে যাইয়া আহার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞে আসিয়া আহার পাও।

১১। আমরা স্তব বিস্তারিত করিতেছি, আহার বিতরণ করিতেছি, তোমরা একরথারূঢ় হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে এস। গাভীর আপীন মধ্যে সুমিষ্ট আহারের ন্যায় দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে। ভূতাংশ ঋষি এই স্তব করিয়া অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

১০৭ সূক্ত।

দক্ষিণা দেবতা। দিব্য ঋষি।

১। এই সকল যজমানদিগের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্য্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজঃ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইল, পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোত দিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল। দক্ষিণা দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হইল।

২। যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়(১) অশ্বদানকারীরা সূর্য্যের সহিত একত্র হয়। স্বর্ণ দান করিয়া অমরত্ব লাভ করে; বস্ত্র দাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ু হয়।

৩। দক্ষিণা দেবতাদিগের উপযুক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তিস্বরূপ, অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্যকর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; ইহা দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যাহারা কুৎসিতাচার, তাহাদিগের কার্য্য দেবতারা পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তাহারা অনেকেই নিজ কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারে।

৪। যে বায়ু শতপথে বহমান হয়েন, তাঁহার জন্য ও আকাশবর্ত্তী সূর্য্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে সোমের দ্রব্য দেওয়া হয়। যাঁহারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁহাদিগের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পূরণ করিয়া দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন।

৫। দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়; তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্ব্ব প্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁহাকেই আমি লোকদিগের রাজা জ্ঞান করি।

(১) স্বর্গলাভের কথা। দক্ষিণা, অর্থাৎ দানই এই সূক্তের দেবতা।

তিনি   ন্নে, তাঁহাকে আমরা বন্ধু ব   স্বীকার   আছি, তিনি আমাদিগের গাভী লইয়া গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন।

৪। (সরমার উক্তি)—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁহাকে আচ্ছাদন. অর্থাৎ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পণিগণ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হইয়া শয়ন করিবে।

৫। (পণিদিগের উক্তি)—হে সুন্দরি সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, অতএব তোমাকে এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যে কয়েকটী ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এই সকল গাভী কেইবা তোমাকে দেও? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদিগের নিকট বিদ্যমান আছে।

৬। (সরমার উক্তি)—হে পণিগণ! সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদিগের এই সকল কথা হয় নাই। তোমাদিগের শরীরে পাপ আছে, এই শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদিগের গৃহে আসিবার এই যে পথ, ইহা যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন; আমি আশঙ্কা করিতেছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদিগকে ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হইয়া গাভী না দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদ নিকট।

৭। (পণিদিগের উক্তি)—হে সরমা! আমাদিগের এই ধন পর্ব্বতদ্বারা রক্ষিত, ইহা গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যাহারা উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পারে, এতাদৃশ পণিগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হইয়াছে।

৮। (সরমার উক্তি)—অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে, উৎসাহিত হইয়া আসিবেন; তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন; হে পণিগণ! তখন তোমাদিগকে এপ্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

৯। (পণিগণের উক্তি)—হে সরমা! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ।

তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি।

১০। (সরমার উক্তি)—আমি ভ্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোন কথা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্র ও পরক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন, তাঁহারা গাভী পাইবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছি। হে পণিগণ! এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর।

১১। হে পণিগণ! এস্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর। গাভীগণ কষ্ট পাইতেছে, তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে এই পর্ব্বত হইতে উঠিয়া চলুক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এই সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদিগের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন।

১০৯ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। জুহু ঋষি।

১। যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহুকে ত্যাগ করেন, তখন সূর্য্য, বরুণ, শীঘ্রগামী বায়ু, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, সুখকর সোম, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং স্বতঃস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বলিলেন।

২। সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্য্যাকে সর্ব্ব প্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করিলেন। হোমকর্ত্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্ব্বক পত্নীকে আনিয়া দিলেন।

৩। "এই পত্নীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ করা কর্ত্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।" এই কথা তাঁহারা কহিলেন। যে দূত পাঠান হইয়াছিল, ইনি তাহার প্রতি আসক্ত হন নাই। যে রূপ বলবান্ রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে।

৪। যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং প্রাচীন দেবতারা এই পত্নীর বিষয়ে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোতাকে

বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হইতে পারে।

৫। বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন করিতেছেন' তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে তিনি পূর্ব্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্ব্বার সেই জুহু নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

৬। দেবতারা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন; মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথপূর্ব্বক, (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই এই শপথ করিয়া) শুদ্ধ চরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিলেন।

৭। শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব্ব সুখে অবস্থিতি করিতেছেন(১)।

১১০ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। জমদগ্নি ঋষি।

১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হইয়া, নিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাদিগকে পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়া দেখিয়া দেবতাদিগকে লইয়া এস, কারণ তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত।

২। হে তনূনপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে, তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত করিয়া তোমার সুন্দর জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর এবং আমাদিগের যজ্ঞকে দেবতা, অর্থাৎ দেবভোগ্য করিয়া দাও।

(১) এ সূক্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহার সন্দেহ নাই, এবং অনেক আধুনিক সূক্তের ন্যায় গূঢ়ভাবে বিজড়িত। ইহাতে যে ব্রহ্মচারিত্বের কথা আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশসমূহে সে কথার কোনও উল্লেখ নাই। বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই সূক্তের বিষয়।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, তুমি ইড্য ও প্রশংসের যোগ্য, বসুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া এস। হে প্রকাণ্ড পুরুষ! তুমি দেবতাদিগের হোতা; তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর।

৪। দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার জন্য বর্হি পূর্ব্বমুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে। সেই পরম সুন্দর কুশ আরো বিস্তৃত হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করিবেন।

৫। বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিদিগের নিকট নিজদেহ প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই সকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্ম্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক্ হইয়া যাউক বিস্তারভাবে খুলিয়া যাউক, হে দ্বারদেবীগণ! যাহাতে দেবতারা সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদঘাটিত হও।

৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী ইঁহারা সুষুপ্তির হেতু, অর্থাৎ লোকের উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া দেন; তাঁহারা যজ্ঞভাগের অধিকারী; তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁহারা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভান্বিতা; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন।

৭। দৈব্য হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন, মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়া তুলেন। পুরোহিতদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁহারা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী আলোক উৎপাদন করেন।

৮। ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন; ইলাদেবী এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্ম্মকারিণী দেবী পুরোবর্ত্তী সুখকর কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন।

৯। দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদিগের জননীস্বরূপা; যে দেব তাঁহাদিগের উভয়কে উৎপাদন করিয়া সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, হে হোতা! তুমি সেই ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা কর; কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ।

১০। হে যূপ! (যজ্ঞে পশুবন্ধন করিবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথা-সময়ে দেবতাদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিয়া দাও। বনস্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি ইঁহারা মধু ও ঘৃতের সহিত হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন।

১১। অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্ম্মাণ করিলেন, দেবতাদিগের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করুন!

১১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদংষ্ট্র ঋষি।

১। হে বিপ্রগণ! মনুষ্যদিগের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনু-রূপ স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আনয়ন করা যাউক। কারণ সেই বীর ইন্দ্র স্তব জানিতেপারিলে স্তবকারীদিগকে স্নেহ করেন।

২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) জাজ্বল্য-মান হইলেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী হইলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত তিনি উদয় হইলেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করিলেন।

৩। ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি সূর্য্যের পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করিলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না।

৪। অঙ্গিরার সন্তানেরা যখন স্তব করিলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমা-দ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্য্য সকল নষ্ট করিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করিলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করিলেন।

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আর পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে, অর্থাৎ তিনি একাকী হইয়া সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ

রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্য্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দেববিরোধী সেই বৃত্র যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন দুর্দ্ধর্ষ তুমি বজ্রদ্বারা তাহার সকল মায়া নষ্ট করিলে। হে ধনশালী! তৎপরে তুমি বাহুবলে বলী হইলে।

৭। যখন উষাদেবীগণ সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সূর্য্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করিল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্টি হইল, তখন কেহই আর গমনকারী সূর্য্যের কিছুই দেখিতে পাইল না।

৮। ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্ব্ব প্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়াছিল, সেই জলদিগের অগ্রভাগই বা কোথায়? মস্তকই বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদিগের মধ্যস্থান, বা চরম সীমা কোথায়?।

৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিলে। তখনই জলগুলি সর্ব্বত্র বেগে ধাবিত হইল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন জল মোচন করিয়া দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকিতে পারিল না।

১০। জলগণ যেন কামাতুর হইয়া একত্র মিলনপূর্ব্বক সমুদ্রে চলিল, শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জ্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এই সকল জলের প্রভু হইয়া আছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক।

১১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নভঃ প্রভেদন ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতঃকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমারই পান করিবার যোগ্য। হে বীর! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করিতেছি।

২। হে ইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সেই রথযোগে সোমপানের জন্য আগমন কর। যে সকল পুরুষজাতী ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সেই হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকিতেছি; আমাদের সংঙ্গে উপবেশনপূর্ব্বক আমোদ কর।

৪। সোমপানে মত্ত হইলে তোমার যে মহিমা হয়, এই দ্যাবাপৃথিবী তাহা সংধারণ করিতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা করিয়া সুস্বাদু যজ্ঞসাগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! নিত্য নিত্য যাহার সোমপান করিয়া তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহিংসা করিয়াছ, সেই যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আমোদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৬। হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র! এই সোমপাত্র তুমি চিরকাল পাইয়া থাক, ইহা পান কর। তাবৎ দেবতা যাহা পাইতে অভিলাষ করেন, সেই মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তরলোকে অন্নসংগ্রহপূর্ব্বক তোমাকে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তুত করা এই সোমগুলি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হউক, এই গুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হউক।

৮। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করিয়াছিলে, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছ।

৯। হে বহুলোকের অধিপতি! স্তবকর্ত্তাদিগের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্ব্বপেক্ষা বুদ্ধিমান্ কহে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয়না। হে ধনশালী! আমাদিগের ঋক্ সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করিয়া দাও।

১০। হে ধনশালী! আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদিগকে তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি! হে বন্ধু! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদিগের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেও আমাদিগকে ধনের ভাগী কর।

১১৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রভেদন ঋষি।

১। আর আর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হইয়া ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সোমপানপূর্ব্বক নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

২। বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্ব্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদিগের সহিত একত্র হইয়া বৃত্রকে নিধনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন।

৩। হে উগ্রতেজা ইন্দ্র! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

৪। ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্রু দমন করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করিয়া আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করিলেন, জলসমূহ মোচন করিয়া দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিস্তীর্ণ স্বর্গ লোককে স্তম্ভযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখিলেন।

৫। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন। বিশিষ্ট মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লৌহময় বজ্র দুর্দ্ধর্ষভাবে ধারণ করিলেন।

৬। ইন্দ্র নানা শব্দ করিতেছিলেন, শত্রুদিগকে নিধন করিতেছিলেন, তাঁহার বলবিক্রম ঘোষণা করিবার জন্য জল সকল নির্গত হইল। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্ব্বক সেই বৃত্রকে ছেদন করিলেন।

৭। ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করিতে লাগিলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃত্র নিধন হইলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হইল। ইন্দ্রের মহিমা এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোল্লেখ কালে সর্ব্বাগ্রে ইহার নাম হয়।

৮। হে ইন্দ্র! সোমরস ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বলবিক্রমের সংবর্দ্ধনা করিলেন। ইন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করিলেন, তাহাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হইল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বারা দাহ্যবস্তু ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্ব্বন করিতে লাগিল।

৯। হে স্তবকর্ত্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করিয়াছেন।

১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যাহা অভিলাষ করিয়াছিলাম হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক তাহাতে মনোযোগ প্রদান কর।

১১৪ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। সধ্রি ঋষি।

১। সূর্য্য আর অগ্নি, এই যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন। মাতরিশ্বা তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিলেন। যখন দেবতারা সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করিলেন।

২। যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা তিন নিঃঋতির উপাসনা করে; পারে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বানেরা তাঁহাদিগের নিদান অবগত আছেন, তাঁহারা পরম গুহ্যব্রতে অবস্থান করেন।

৩। এক যুবতী নারী আছেন, তাঁহার মস্তকে চারি বেণী, তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন(১)।

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে আমি দেখিয়াছি, সে নিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাহাকে লেহন করে(২)।

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশসংখ্যক সোম পাত্র সংস্থাপন করেন(৩)।

৬। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন করেন; এই রূপে তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋক্ ও সাম দ্বারা রথ চালাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৭। এই যজ্ঞের আরো চতুর্দশ মহিমা আছে; সাত জন বিদ্বান্ বাক্য-দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতারা সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

---

(১) অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সেই নারী, চারি কোণ যুক্ত থাকাতে স্নিগ্ধ, যজ্ঞ-সামগ্রীই ভাল ভাল বস্ত্র, দুই পক্ষী অর্থাৎ যজমান ও পুরোহিত। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ পক্ষী এস্থানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না। সায়ণ।

(৩) অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তাঁহাকে নানা রূপ কল্পনা করা হয়। সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম এক আত্মা, বা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র এই কথাটী ঋগ্বেদে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ১ মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৬ ঋক্ দেখ। যে কারণে সেই সূক্তটীকে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি, (তাহার শেষ ঋকের টীকা দেখ), সেই সমস্ত কারণ বশতঃ এই সূক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়।

৮। পঞ্চদশ সহস্র উকৃথ আছে; দ্যাবাপৃথিবী যত বৃহৎ, উকৃথও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও তদ্রূপ অসীম(৪)।

৯। কোন্ পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন? কে এরূপ প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে পারেন(৫)? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎ বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝিয়াছে অথবা দেখিয়াছে?।

১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিচরণ করে; কেহ বা রথের ধুরাতে যোজিত হইয়াই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য ঐ সকল ঘোটকদিগকে উপযুক্ত আহার দেওয়া হয়।

---

১১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উপস্তুত ঋষি।

১। এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য্য প্রভাব, এ বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতা পিতার নিকটে যায় না। ইহার পান করিবার জন্য স্তনদুগ্ধ নাই, অথচ এ বালক জন্মিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌত্যকার্য্যের ভারগ্রহণপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করিল।

২। যিনি নানা কর্ম্মকারী ও দাতা, সেই অগ্নিকে আধান করা হইলে, ইনি জ্যোতির্ম্ময় দন্তদ্বার বনদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহূ নামক উচ্চ পাত্রে ইঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হইয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন।

(৪) "As early as about 600 B.C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,000."—Max Muller's *Selected Essays*, vol. II (1881), p. 119.

(৫) সাত জন পুরোহিতের উল্লেখ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

৩। সেই অগ্নিপক্ষীর ন্যায় বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল অন্ন দাতা, শব্দসহকারে বনদাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়া হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হইয়া আছেন, তাঁহার কার্য্য মহৎ, আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্ত বর্ণ করিয়া যান। সেই অগ্নিকে তোমরা স্তব কর।

৪। হে জরারহিত অগ্নি! যখন তুমি দাহ করিতে থাক, তখন বায়ুগণ আসিয়া তোমার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিগতণ, যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করিতে করিতে তোমাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিন মূর্ত্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরো-হিতেরা যোদ্ধাদিগের মত কোলাহল করিতে থাকে।

৫। সেই অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যাহারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাহাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রু নিকটে পাইলে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীদিগকে রক্ষা করুন, বিদ্বান্দিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদিগকে এবং আমাদিগকে আশ্রয় দিন।

৬। হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান! অগ্নির তুল্য অন্নবান্ কেহ নাই, তিনি বলবান্ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্ধারণপূর্ব্বক রক্ষার কনে। সেই জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্ব্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাও এবং শীঘ্র স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও।

৭। বিদ্বান্ কার্য্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজে মনুষ্যদিগকে পরাভব করেন।

৮। হে বলের পুত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এই রূপ স্তব করিতেছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হই।

৯। বৃষ্টিহব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এই কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে এবং স্তবকারী বিদ্বানদিগকে রক্ষা কর। তাঁহারা বষট এই বাক্যে এবং নমো নমঃ এই বাক্যে স্তব করিয়া উঠিলেন।

১১৬ সূক্ত

ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিযুত ঋষি।

১। হে বলবানদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান কর; বৃত্রকে বধ করিবার জন্য সোমপান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হইতেছে, পান কর। মধু পান কর; তৃপ্তি লাভ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ কর।

২। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সারভাগ পান কর। কল্যাণদান কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্যদানের জন্য উন্মুখ হও।

৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক; পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাও মত্ত করুক। যাহা দ্বারা ধনদান কর, সেই সোম মত্ত করুক। যাহা দ্বারা শত্রুনাশ কর, তাহা মত্ত করুক।

৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্ব্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দ্দিকে সেচন করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বারা তিনি তাহার নিকটে গমন করুন। হে শত্রু নিধনকারী! মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর আবর্জ্জিত (ঢালা) হইয়াছে, পরিপূর্ণ রাখা হইয়াছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক যজ্ঞের শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

৫। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে ভূমিশায়ী কর, তুমি ভীমমূর্ত্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সোম দিতেছি। শত্রুদিগের অভিমুখীন হইয়া কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাহাদিগকে ছেদন কর।

৬। হে প্রভু ইন্দ্র! অন্ন বিস্তার কর, শত্রুদিগের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া বৃদ্ধি লাভ কর। শত্রুদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হইয়া নিজ বলের দ্বারা শরীরকে বৃদ্ধিযুক্ত কর।

৭। হে ধনশালী! এই যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট! কুপিত না হইয়া গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য

সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হইয়াছে, এই সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পান ভোজন কর।

৮। হে ইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহা এবং সোম, উভয়ই ভোজন কর। অন্ন লইয়া তোমাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি। যজমানের মনে বাসনাগুলি সফল হউক।

৯। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করিতেছি। স্তব-মন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলাম। দেবতারা পুরোহিত-দিগের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের শত্রু উন্মূলন-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধন দান করিতেছেন।

১১৭ সূক্ত।

দান দেবতা। ভিক্ষু ঋষি।(১)।

১। দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করিলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেহই সুখী করে না।

২। যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞা রব করিতে করিতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে অন্নদান হইয়াও হৃদয় কঠিন করিয়া রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না।

৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আসিয়া ভিক্ষা করিলে, যিনি অন্ন দান করেন, তিনি ভোজ, অর্থাৎ দাতা। তাহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন।

৪। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া তাঁহাকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাহার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা।

(১) এই সূক্তটী দান সম্বন্ধে। ইহাতে কতকগুলি ঋক্ বড় হৃদয়গ্রাহী।

৫। যাচককে অবশ্য ধন দান করিবে। সেই দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না।

৬। যাহার মন উদার নহে, তাহার মিথ্যা ভোজন করা। বলিতে কি, তাহার ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। সে কেবল নিজে ভোজন করে, তাহার কেবল পাপই ভোজন করা হয়।

৭। লাঙ্গল কৃষিকার্য্য করিয়া অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করিয়া আপনার ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্ত্তী।

৮। যাহার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার উহাদিগের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র পশ্চাদভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে।

৯। আমাদিগের দুইহস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুটী গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান দুগ্ধ দেয় না। দুই ব্যক্তি যমক ভ্রাতা হইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না।

১১৮ সূক্ত।

রাক্ষসবধকারী অগ্নি দেবতা। উরুক্ষয় ঋষি।

১। হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান্ হও। শত্রুকে বধ কর।

২। স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হইয়াছে, তোমাকে উত্তম আহুতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি রুচি-বিশিষ্ট হও।

৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করিবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাঁহাকে স্রুচ্ দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হইতেছে।

৪। অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল, তাঁহার দেহ ঘৃতময় হইল, তিনি দীপ্যমান ও সুমহান্ আলোকযুক্ত হইলেন, তিনি ঘৃতাক্ত হইলেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করিলে, তুমি প্রজ্বলিত হও। এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করিতেছে।

৬। হে মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ! সেই অগ্নি অমর, দুর্দ্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। ঘৃতদ্বারা তাঁহার পূজা কর।

৭। হে অগ্নি! দুর্দ্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর। যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হইয়া দীপ্তি ধারণ কর।

৮। হে অগ্নি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসী-দিগকে দগ্ধ কর। তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক দীপ্তি ধারণ কর।

৯। মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্ত্তা কেহ নাই; তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার। তুমি দ্রব্য বহন কর, এতাদৃশ তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে।

১১৯ সূক্ত।

লবরূপী ইন্দ্র দেবতা। ঐন্দ্রি ঋষি।

১। আমার মানসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি অনেক বার সোম পান করিয়াছি।

২। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, তদ্রূপ সোমরস আমা-কর্ত্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়াছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি।

৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত করিয়া রাখে, তদ্রূপ সোমরসগুলি আমাকর্ত্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি।

৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায়, তদ্রূপ স্তব আমার দিকে আসিতেছে। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৫। যেরূপ তক্ষা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করিয়াছি, অর্থাৎ স্তোতার মনে উদয় করিয়া দি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৬। পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তাহারা কেহ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পার্শ্বেরও সমান হইবেক না। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে, যে যদি বল, তবে এই পৃথিবীকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১০। এই পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করিতে পারি। যে স্থান বল সেস্থান ধ্বংস করিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়াছি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১২। আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করি, এবং স্বয়ং হব্য গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া যাই। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়।

১২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহদ্দিব ঋষি।

১। যাঁহা হইতে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁহাকে অভিনন্দন করে।

২। সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্ব্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তখন তাহারা তোমাকে স্তব করে।

৩। দেবতাদিগের তৃপ্তি সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হইতে দুই হয়, (অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে), পরে যখন তিনি হয়, (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি নহিলে যজ্ঞ হয় না। যাহা সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদপেক্ষা আরো সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরো মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরো সৌভাগ্য বিধান কর)।

৪। সোম পানপূর্ব্বক মত্ত হইয়া তুমি যখন ধন জয় কর, তখন স্তোতাগণও সেই সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুদ্ধর্ষ! অটল তেজ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে যেন পরাভব করিতে না পারে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পাইয়া আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি; আমরা যেন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ পাই,

স্তববাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি। বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজঃ তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছি।

৬। সেই ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁহার মূর্ত্তি নানা, যাঁহার দীপ্তি চমৎকার, যাঁহার তুল্য প্রভু নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করিয়াছ, তথায় পার্থিব ও দিব্য দুই প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করিয়াছ। সর্ব্বভূতের নির্ম্মাণকারিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে সুস্থির কর। সেই উপলক্ষে নানা কার্য্য তোমাকে করিতে হয়।

৮। ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গ লাভের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্ব্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

৯। অথর্ব্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া আপনার স্তব পাঠ করিলেন। পৃথিবীস্থ নির্ম্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং অন্নদ্বারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছে।

১২১ সূক্ত।

"ক" এই নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি(১)।

১। সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও

(১) এই "ক" অক্ষরটী প্রকৃত পক্ষে প্রজাপতির নাম নহে। কোন্ দেবকে (কস্মৈ দেবায়) পূজা করিতে হইবে, তাহাই ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং যতদূর পারিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক পরের সময়ের উপাসকগণ এই "ক" অক্ষরটীকেই দেব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক সরল বাক্যের এইরূপ বিকৃত অর্থ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি পুস্তকগুলি পূর্ণ করা হইয়াছে। (See Preface to Max Muller's edition of the *Rig Veda Sanhitá* 1856), vol. III, part VIII.) এই ১২১ সূক্তটীতে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্ত্তার অনুভব প্রকাশিত হইতেছে। এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে। যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

৪। যাঁহার মহিমাদ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে(২), সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক বিদিক যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

৫। এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে(৩) স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং সেই দীপ্তিশালী দ্যাবাপৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে পারিল, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল ; তাহা হইতে, দেবতাদিগের এক মাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

---

(২) মূলে "হিমবন্তঃ" আছে।—"Snowy Mountains."—*Max Muller.*

(৩) মূলে "স্বঃ" এবং "নাক" এই শব্দ আছে। "He through whom the heaven was established,—nay, the highest heaven."—*Max Muller.*

৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সেই জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?।

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণক্ষমতা যথার্থ; অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূ. পরিমাণ জল স্মৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

১২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। চিত্রমহা ঋষি।

১। অগ্নির বিচিত্র তেজ, তিনি সূর্য্যের তুল্য, রমণীয়, সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁহাকে স্তব করি। যাহারা দুগ্ধদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী।

২। হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্ম্মকারী! তুমি যাহা জানিবার আছে, সকলি জান। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া স্তোতাকে গান করিতে কহ, তোমার কার্য্য দেখিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করিয়া উত্তম কর্ম্মকারী দাতাব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্দ্ধনা করে, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি সন্তানসন্ততি উপঢৌকন লইয়া যাও।

৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করিতেছে; সেই অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া কামনা শ্রবণপূর্ব্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতাব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আনন্দকর। দাতার গৃহে মরুৎগণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করিল।

৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তাহার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হইতে যজ্ঞফল দোহন করিয়া দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিন স্থান আলোকময় কর; তুমি যজ্ঞগৃহের সর্ব্বত্র আছ, সর্ব্বত্র গমন কর, সৎকর্ম্মকারীর আবরণ, তাহা তোমাতে দৃষ্ট হয়।

৭। উষা জাগরিত হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করে। হে অগ্নি! দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতদ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া পূজা করিবার জন্য সংবর্দ্ধনা করেন।

৮। হে অগ্নি! সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিল। যজমানদিগের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তি বচনদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

১২৩ সূক্ত।

বেন দেবতা। বেন ঋষি।

১। বেন নামে যে দেবতা তিনি(১), জ্যোতিঃদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্ম্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্য্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্য্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন বিদ্বান স্তবকারীগণ সেই বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্ট বচনে স্তব করেন।

(১) বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে এই সূক্তে উপাসনা করা হইতেছে।

২। বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্ত্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পারিষদেরা সর্ব্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল।

৩। জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবর্ত্তী, অর্থাৎ আকাশে থাকে। তাহারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা; তাহারা একস্থানবর্ত্তী বেনের দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হইয়া বেনকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে।

৪। বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহার রূপ কল্পনা করিল তাহারা বেনকে যজ্ঞদানপূর্ব্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল। সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন জলের প্রভু।

৫। বিদ্যুৎ যেন একটী অপ্সরা, বেন যেন তাহার উপপতি, তিনি যে বেনকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেছেন। বেন তাঁহার প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করতঃ সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন, বা শয়ন করিলেন।

৬। হে বেন! তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটী পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্ব্বলোক শাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণ-পোষণকারী পক্ষী তুল্য। এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে।

৭। সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন তিনি আপনার অতি সুন্দর মূর্ত্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন। এই রূপে অন্তর্হিত হইয়া তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন।

৮। বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম্ম সাধন কালে গৃধের তুল্য দূর-বিস্তারি চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে করিতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্য হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বত্রে বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।

১২৪ সূক্ত।

অগ্নি, প্রভৃতি দেবতা। তাঁহারাই ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ, যাঁহার ঋত্বিক্, যজমান, প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁহার অনুষ্ঠান তিন প্রকারে হইয়া থাকে, যাঁহার সাত জন অনুষ্ঠানকর্তা আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন কর। তুমিই আমাদিগের হবির্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চির কালই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করিয়া থকে।

২। (অগ্নির উক্তি)—দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হইয়া যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ধুত্ব-প্রযুক্ত নিজ উৎপত্তিস্থান অরণির মধ্যেই গমন করি।

৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ আছে, অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অমর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি।

৪। ঐই যজ্ঞস্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপন করিয়াছি। তথায় ইন্দ্রকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি, অর্থাৎ অরণি হইতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বরুণের পতন হইল, রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, তখন আমি আসিয়া রক্ষা করি।

৫। আমি আসিলে সেই অসুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল। হে বরুণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক করিয়া আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর।

৬। (অগ্নির বা বরুণের উক্তি)—হে সোম! এই দেখ স্বর্গ। ইহা অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম! তুমি

নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাউক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করি।

৭। ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে নিজ তেজঃ সংলগ্ন করিলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সেই সকল নির্ম্মল নদী বরুণের পত্নীর ন্যায় বরুণের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিতেছে।

৮। সেই সকল জলদেবতা বরুণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেঃজ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারি ন্যায় হোমদ্রব্য পাইয়া আনন্দিত হইতেছে। বরুণ নিজ পত্নীর ন্যায় তাহাদিগের নিকট গমন করিতেছেন, যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ জলেরা ভয়প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় করিয়া বৃত্রের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে।

৯। সেই সকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হইয়া যিনি তাহাদিগের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁহাকে হংস কহে। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বানগণ বুদ্ধি বলে তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১২৫ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি।

১। (বাগেদবীর উক্তি)—আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

২। যে সোম আঘাত, অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমিই তাঁহাকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্ব্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাহাকে ধন দান করি।

৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে

দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি।

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারি সহায়তাতে সেই সকল কার্য্য করেন। আমাকে যাহারা মানে না, তাহারা ক্ষয় হইয়া যায়। হে বিদ্বান! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।

৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দি। যাহাকে ইচ্ছা, আমি বলবান্, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান্ করিতে পারি।

৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দি। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি।

৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করিয়াছি; সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

৮। আমিই তাবৎ ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে (১)।

১২৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবা দেবতা। কুল্মল বর্হিষ ঋষি।

১। অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, যাঁহাকে শত্রুর হস্ত হইতে পার করিয়া দেন, হে দেবগণ! কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সেই মনুষ্যকে আক্রমন করিতে পারেনা।

---

(১) বাগ্‌দেবীকে এই সূক্তের বক্তা, অর্থাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাক্ যে এই সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বক্তা আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

২। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্য্যমা! যাহাতে তোমরা পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি।

৩। এই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা নিশ্চয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে বরুণ প্রভৃতি! আমাদিগকে লইয়া চল; লইয়া যাইবার কালে পার করিয়া দাও; পার করিবার কালে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর।

৪। হে বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমরা নেতার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদিগের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমাদিগের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই।

৫। আদিত্যগণ, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা শত্রুদিগের হস্ত হইতে পার করিয়া দিন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রদেব, মরুৎগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

৬। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা ইহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে অতি পটু; ইঁহারা পাপগুলি অনুধান করিয়া দিন। মনুষ্যবর্গের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিন।

৭। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা রক্ষাপূর্ব্বক আমাদিগকে সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেই সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সেই গাভীকে মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর।

১২৭ সূক্ত।

রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি।

১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

২। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা উর্দ্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন।

৩। রাত্রিদেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন।

৪। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন।

৫। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

৬। হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও(১)।

৭। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষাদেবি! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্ব্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর।

৮। হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।

---

(১) রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর চৌরের ভয়।

১২৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবা দেবতা। বিহব্য ঋষি।

১। হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হউক। তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া আমরা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি। চারি দিক্ আমার নিকট নত হউক, তোমাকে প্রভু পাইয়া আমরা যেন শত্রুদিগকে জয় করি।

২। ইন্দ্রাদি তাবৎ দেবতা, মরুৎগণ, বিষ্ণু, ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হউন। আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হইয়া আমাকে পবিত্র করুণ।

৩। দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধন দান করুন। আশীর্ব্বাদ যেন আমি লাভ করি; দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা অনুকূল হউন। আমাদিগের শরীর নিরুপদ্রব হউক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হউক।

৪। আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তাহা আমার জন্য দেবসাৎ করা হউক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক। আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবতাগণ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুণ।

৫। ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে তাবৎ দেবতা! এই স্থানে বীরত্ব কর। আমাদিগের সন্তানসন্ততির, কি আমাদিগের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই।

৬। হে অগ্নি! তুমি শত্রুদিগের আক্রোশ বিফল করিয়া রক্ষাকর্ত্তা হও এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধায় রক্ষা কর। সেই সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া যাউক। যদি বুদ্ধিমানও হয়, তথাপি ইহাদিগের বুদ্ধি যেন লোপ হইয়া যায়।

৭। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্ত্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও আর আর দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয়।

৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্ব্বাগ্রে আহূত হয়েন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ঞে আমাদিগকে সুখী করুন। হে হরিদ্বর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদিগকে সুখী কর, সন্তানসন্ততি সম্পন্ন কর। আমাদিগের অনিষ্ট করিও না, প্রতিকূল হইও না।

৯। যাহারা আমাদিগের শত্রু, তাহারা দূর হউক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্য-গণ এরূপ করুন, যাহাতে আমি সর্ব্বোপরিবর্ত্তী, দুর্দ্ধর্ষ, বুদ্ধিমান ও অধি-রাজ হই।

১২৯ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি(১)।

১। তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?।

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না(২)।

---

(১) ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের মধ্যে এই একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত। এটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা ইহাতে পর্য্যা-লোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার শেষ সময়ে সৃষ্টিসম্বন্ধে ঋষিগণ যেরূপ মত বিশ্বাস করিতেন, তাহা এই প্রসিদ্ধ সূক্তে দৃষ্ট হয়।

(২) সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অনুভব।

৩। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল(৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি(৪) দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল, নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন(৫)।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে(৬)?

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু-স্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

(৩) সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার এই বর্ণনা অতিশয় গভীর ও ভয়াবহ।

(৪) "Professor Aufrecht has suggested to me that the word Rasmi may have here the sense of thread or cord, and not of ray."—Muir's *Sanscrit Texts* (1884), vol. V, p. 357, note.

(৫) সায়ণ কহেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূত, আর স্বধা অর্থে অন্ন এবং অন্ন নিকৃষ্ট এবং প্রয়তি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, সেই ভোক্তা জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। A self-supporting principle beneath, and energy aloft."—*Muir.*

(৬) প্রকৃতির যে কার্য্যসমূহ ও সৌন্দর্য্যকে ঋষিগণ এত দিন দেব বলিয়া পূজা করিয়া আসিতে ছিলেন, তাঁহারা আদি দেব নহেন, তাঁহারাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য্য মাত্র, তাহা এক্ষণে ঋষির মনে উদয় হইল। তবে কারণ কে? আদি কে? এই সূক্ত সেই প্রশ্নেরই উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে, ঋষিরও সাধ্য নহে, ঋষি তাহা এই ঋকে স্বীকার করিতেছেন।

১৩০ সূক্ত।

প্রজাপতি দেবতা। যজ্ঞ ঋষি।

১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দ্দিকে সূত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ আসিয়াছেন, তাঁহারা বয়ন করিতেছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা এই বস্ত্র বয়নকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

২। এক ব্যক্তি সেই বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে। ইহা ঐ স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতেছে। ঐ সকল তেজঃপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসিয়াছেন। এই বস্ত্র-বয়নব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হই-য়াছে(১)।

৩। যৎকালে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্ত্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দ্দিকের বৃত্তি স্বরূপ সীমা বন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দ প্রউগ বা উক্থ কি ছিল?।

৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিণী হইলেন। দেব সবিতা উষ্ণিক নামক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সহিত ও তেজোমূর্ত্তি সূর্য্য উক্থ ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করিল।

৫। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করিল। ত্রিষ্টুভ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়িল এবং দিবা ভাগের যে সোম, তাহাও তাঁহার ভাগে

---

(১) এই দুইটী ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সহিত এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়েনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পিতৃলোকগণ যজ্ঞে উপস্থিত আছেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পড়িল। জগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল(২)। এই রূপে ঋষিও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীন কালে যাঁহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি।

৭। সাত জন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। যে রূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে, তদ্রূপ সেই বিদ্বান ঋষিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

---

১৩১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবতা। সুকৃতি ঋষি।

১। হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র! সম্মুখের দিকে, অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে, অথবা দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারি।

২। যাহাদিগের ক্ষেত্রে যব জন্মিয়াছে, তাহারা যেমন পৃথক পৃথক করিয়া ক্রমশ সেই যব অনেক বারে কর্ত্তন করে, তদ্রূপ হে ইন্দ্র! যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে, অর্থাৎ যাহারা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহাদিগের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করিয়া দাও।

৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তাহা কখন ও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। যুদ্ধের সময় তাহা দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁহারা গো, অশ্ব, অন্ন কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমানগণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্দ্র সহায় না হইলে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না।

(২) এই সূক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে আটটী ছন্দের নাম পাওয়া গেল, একটি একটি ছন্দকে এক এক দেবের সহিত মিলাইয়া দেওয়া কবির কল্পনা।

৪। হে কল্যাণমূর্ত্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোম পান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্ম্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যে রূপ পিতা মাতা পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্য্যসমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! স্বরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন।

৬ ও ৭। ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্ত্তা, ধনশালী, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করিয়া সুখদায়ী হউন। শত্রুদিগকে নিবারণপূর্ব্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সেই যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদিগের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্ত্তা ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্ত্তী, কি নিকটবর্ত্তী সকল শত্রুকে আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া দেন।

১৩২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। শকপূত ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহারই জন্য আকাশ ধন তুলিয়া ধরিয়া আছেন, তাঁহাকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখসামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করিতেছি। যজমানের প্রতি তোমাদিগের যে সকল বন্ধুত্বাচরণ হইয়া থাকে, তাহার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি।

৩। হে মিত্রাবরুণ! যখনই তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি, তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না।

৪। হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ সূর্য্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন। হে বরুণ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদিগের রথের মস্তক এই দিকে আসিতেছে। হিংসাকারীদিগের বিনাশকর্ত্তা এই যে যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হইবেক না।

৫। এই আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তাহা আমার সেই নীচস্বভাব শক্র দিগকেই নষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা করুন।

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! অদিতিই তোমাদিগের উভয়ের মাতা; দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও; সূর্য্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর।

৭। তোমরা উভয়ে কার্য্যের দ্বারা রাজা হইয়া বসিয়াছ। তোমাদিগের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহা এক্ষণে ধুরার উপর অবস্থিতি করুক। যে হেতু সেই সকল শক্রলোক আক্রোশপূর্ব্বক চীৎকার করিতেছে। বুদ্ধিমান্ নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

---

১৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুদাস ঋষি।

১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাঁহার পূজা কর। যুদ্ধের সময় দুই শক্র নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এই রূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদিগের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদিগের সংবাদ লউন। বিপক্ষদিগের ধনুগুণ ছিন্ন হইয়া যাউক।

২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শক্রর অবধ্য হইয়া জন্মিয়াছ, বিশ্বকে পালন করিয়া থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জানিয়া আমরা নিকটে আসিয়াছি। বিপক্ষ দিগের ধনুগুণ, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋক্ দেখ)।

৩। যাহারা দান করেনা, এতাদৃশ তাবৎ শত্রু দৃষ্টিপথ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্তবগুলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা, তাহা আমাদিগকে ধন দান করুক। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্ব্বক যে সকল লোক আমাদিগের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৫। আমাদিগের সন্নিভ হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, যে কেহ আমাদিগের অনিষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহার বল নীচস্থ কর। আপনা হইতেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্য্যের উদ্যোগ করিতেছি। পুণ্যকর্ম্মের পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের, ইত্যাদি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, ইহা যেন বিপুল আপীনবিশিষ্ট হইয়া এবং সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করে।

১৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মান্ধাতা ঋষি, এবং সপ্তম ঋকের গোধা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি উষার ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহতেরও মহৎ, মনুষ্যদিগের উপরিবর্ত্তী সম্রাট্। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন।

২। যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক থাকিলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দাও; যে আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৩। হে ক্ষমতাবান্ শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সেই যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, যাহাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তাহা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদিগের দিকে প্রেরণ কর। সেই সঙ্গে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৪। হে শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করিবে, তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্রপ্রকারে রক্ষা করিবে এবং ধনও দিবে। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৫। উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হউক, দুর্ব্বার প্রতানের (কাণ্ড, ডাঁটা), ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, আমাদিগের দুর্ম্মতি দূর হউক। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৬। হে জ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি-অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৭। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নাই, কোনও কর্ম্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তন্মাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি।

১৩৫ সূক্ত।

যম দেবতা। কুমার ঋষি।

১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই বৃক্ষে যাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই।

২। পিতা আমার প্রতি নিদয় হইয়া 'পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হও', এই আদেশ করাতে আমি তাঁহার প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অনুরক্ত হইয়াছি।

৩। (যমের উক্তি—ওহে কুমার ! তুমি মনে মনে এমন এক খানি নূতন রথ প্রার্থনা করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, যাহার একমাত্র ঈষা, (বোম), অথচ যাহা সর্বত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ । তুমি না বুঝিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়াছ ।

৪। ওহে কুমার ! বুদ্ধিমান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি সেই রথ ধাবিত করিয়াছ, উহা তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলিয়াছে. সেই উপদেশ উহার নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে.। সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হইয়া ঐ রথ এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে ।

৫। কে এই বালকের জন্মদাতা ? কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে ? যাহাতে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, সে সন্ধান অদ্য আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে ?।

৬। যাহাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছিল । প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হইল. পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় কহা হইল ।

৭। এই দেখিতেছি, যমের বাটী, লোকে কহে, ইহা দেবতাদিগের কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে । এই দেখিতেছি. ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া আছে. এই দেখিতেছি, ইঁহাকে লোকে স্তব করিতেছে(১) ।

১৩৬ সূক্ত ।

অগ্নি. সূর্য্য ও বায়ু দেবতা । জূতি. প্রভৃতি ঋষিগণ ।

১। কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন । সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন । এই যে জ্যোতি, ইহারি নাম কেশী ।

২। বাতরশনের বংশীয় মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন ।

(১) কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দেখিতে যান, সেই আখ্যান লইয়া সম্ভবতঃ এই সূক্ত মূর্ত্তি কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে।

৩। তপস্যারসের রসিক হইয়া আমরা তাহাতে উন্মত্তবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদিগের শরীরমাত্র দেখিতে পাইতেছ, অর্থাৎ আমাদিগের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হইয়াছে।

৪। যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎকর্ম্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন।

৫। যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন।

৬। কেশীদেব অপ্সরাদিগের, গন্ধর্ব্বদিগের এবং হরিণদিগের বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ।

৭। কেশী যখন রুদ্রের সহিত একত্রে জলপান করেন, তখন বায়ু সেই জল আলোড়ন করিয়া দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভগ্ন করিয়া দেন(১)।

১৩৭ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ, যথাক্রমে এই সাত ঋষি।

১। হে দেবতাবর্গ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়াছ, তোমরাই আবার ঊর্দ্ধে তুলিয়া লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ করিয়াছি; পুনর্ব্বার প্রাণ দান দাও।

২। সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন কি আরো দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত, এই দুই বায়ু বহিয়া থাকে; এক বায়ু তোমার বলাধান করিতে করিতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হউক।

---

(১) কেশী দেব কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এ সূক্তটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মুনিদিগের সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, তাহাও আধুনিক।

৩। হে বায়ু! তুমি ঔষধ এই দিকে বহিয়া আন; যাহা অহিতকর, এই দিক্ হইতে বহিয়া লইয়া যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাদিগের দূত হইয়া যাও।

৪। হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করিয়াছি তোমার অমঙ্গলনিবারণের কার্য্যও করিয়াছি। যাহাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয়, সেই কার্য্য করিয়াছি। তোমার রোগ এখনি দূর করিয়া দিতেছি।

৫। দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন; মরুৎগণ রক্ষা করুন, তাবৎ চরাচর রক্ষা করুক; এই ব্যক্তি নীরোগ হউক।

৬। জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয়।

৭। দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রেজিহ্বা বিচলিত হয়; তোমার রোগশান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি(১)।

১৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গ ঋষি।

হে ইন্দ্র তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিবার জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা যজ্ঞ সামগ্রী বহন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বলকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন স্তব করা হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করিলে এবং বৃত্রের কার্য্য সমস্ত ধ্বংস করিলে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুল্য জলদিগকে মোচন করিয়াছ, পর্ব্বত-দিগকে বিচলিত করিলে, গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করিলে, বনের বৃক্ষদিগকে বৃষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করিলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্যদ্বারা ইন্দ্রের স্তব হইল, ইঁহার ক্রিয়াদ্বারা সূর্য্য দীপ্তিশালী হইলেন।

(১) এ সূক্তটী রোগ নিবারণের মন্ত্রস্বরূপ।

৩। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন, দাসজাতীর সমকক্ষ আর্য্যজাতি, (অর্থাৎ আর্য্যজাতি দাসের নিকট পরাজিত হয় না)(১)। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের(২) বলবীর্য্য নষ্ট করিয়া দিলেন।

৪। দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দেবশূন্যদিগের ধনসমূহ ধ্বংস করিলেন। সূর্য্য যেরূপ মাসে মাসে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করিলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত করিলেন।

৫। ইন্দ্রের সেনার সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হইতে শত্রুগণ ভীত হইল। সর্ব্ববস্তু শোধনকারী সূর্য্যদেব চলিতে আরম্ভ করিলেন। উষাদেবী আপনার শকট চালিত করিয়া দিলনে।

৬। হে ইন্দ্র! এই সকল বীরত্বের কার্য্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করিয়াছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ। সূর্য্যের রথচক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমাদ্বারাই সেই চক্র ধারণ করাইয়া থাকেন।

১৩৯ সূক্ত।

সবিতা ও বিশ্বাবসু দেবতা। বিশ্বাবসু ঋষি।

১। দেবসবিতা সূর্য্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট; তিনি পূর্ব্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাঁহার জন্ম হইলে পূষাদেব অগ্রসর হয়েন, ইনি জ্ঞানী, সমস্তভূবন দর্শন ও রক্ষা করেন।

২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোক পূর্ণ করেন। তিনি

---

(১) আর্য্য ও অনার্য্যদিগের উল্লেখ। ইহার নীচের ঋকটীও দেখ।

(২) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার এই সূক্তের আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছে।

দিক্ সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলি প্রকাশিত করেন।

৩। সেই সূর্য্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতাদেবের ন্যায় সত্যকর্ম্মা, অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা সফল হয়। যে স্থানে ধন সকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

৪। হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বকে দেখিল, তখন পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে তাহারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল। সেই জল সমস্ত যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন।

৫। বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্ব জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন। যাহা যথার্থ অথবা যাহা আমাদিগের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগের চিন্তাপ্রবর্ত্তিত করুন, আমাদিগের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন (১)।

৬। নদীদিগের চরণদেশে ইন্দ্র একটী মেঘ দেখিলেন; তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। গন্ধর্ব্ব এই সমস্ত নদীর জলের কথা উল্লেখ করিলেন, ইন্দ্র মেঘদিগের বল উত্তম জানেন।

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছে; ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও।

২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সহিত উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, ইহা শুক্লবর্ণ ধারণপূর্ব্বক বৃহৎ হইয়া উঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে থাক; তুমি যেন পুত্র,

(১) বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন।

তাহারা যেন মাতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া করতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর।

৩। হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হইয়াছে।

৪। হে অমর অগ্নি! নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্ত্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্ব্বফলদাতা যজ্ঞকে সংস্পর্শ করিতেছ।

৫। হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্ব্বফলোৎপাদক ধন দান কর।

৬। যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রীপুরুষে স্তব করে।

১৪১ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! উপযুক্ত মত উপদেশ দাও, আমাদিগের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্ত্তা, অতএব আমাদিগকে দান কর।

২। অর্য্যমা, ভগ, বৃহস্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী, ইঁহারা সকলে আমাদিগেকে দান করুন।

৩। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য্য, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

৪। ইন্দ্র ও বায়ু ও বৃহস্পতি, ইঁহাদিগকে ডাকিলে আনন্দ হয়, ইঁহাদিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন।

৫। অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, সরস্বতী এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদিগের সহিত এক হইয়া আমাদিগের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাদিগকে ধনদান করিতে অনুরোধ কর।

---

১৪২ সুক্ত।

অগ্নি দেবতা। জরিতা প্রভৃতি চারিপক্ষী, প্রত্যেকে দুই দুই ঋকের ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই জরিতা তোমার স্তবকর্তা হইয়াছেন। হে বলের পুত্র! তোমার ন্যায় আত্মীয় কেহ নাই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তাহার তিনটী প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হইতেছি, তোমার উজ্জ্বলশিখা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।

২। হে অগ্নি! অন্ন কামনা বশত তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর, ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদিগের স্তবের উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহারা পশুপালকের ন্যায় আপনা হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক তৃণ আপন হইতে ত্যাগ করিয়া যাও। হয়ত, তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্য শূন্য করিয়া ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই।

৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বস্তুদিগকে দগ্ধ করিতে যাও, তখন লুণ্ঠনকারী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্রূপে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ বহিতে থাকে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনি মুণ্ডন করিয়া দেও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দেয়(১)।

৫। এই অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁর গন্তব্য স্থান এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দুই বাহু মার্জ্জনা করিতে করিতে স্বয়ং নম্রমূর্ত্তি হইয়া ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহন কর।

(১) এই ঋকে লুণ্ঠনকারী সেনার উল্লেখ আছে ও শ্মশ্রুমুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে

৬। হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা হইতেছে; তোমার তেজঃ, তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হউক, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ঊর্দ্ধে গমন কর, নিম্নে নামিয়া এস। তোমার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে তাবৎ বস্তু উপবেশন করুক।

৭। এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, সেই পথ দিয়া যথা ইচ্ছা যাও।

৮। হে অগ্নি! তুমি আগমন করিলে, অথবা প্রতিগমন করিলে বিস্তর পুষ্পবতী দুর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেত পদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

১৪৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

২। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া এলেন।

৩। হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়ক দ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করিতে ইচ্ছা কর, হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তাহা হইলে আবার স্তব কীর্ত্তন করিতে পারি।

৪। হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! তোমরা যখন আমাদিগের গৃহে মহাসমারোহ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আসিয়া রক্ষা করিয়াছ, তখন বুঝিতেছি যে আমাদিগের দান এবং আমাদিগের স্তব তোমরা জানিতে পারিয়াছ।

৫। ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে।

৬। হে সর্ব্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবস্তু লোকের ন্যায় দাতা হইয়া আমাদিগের নিকটে ধনসহকারে আগমন কর। যেরূপ দুগ্ধ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া গাভীর আপীন পূর্ণ করে, তদ্রূপ আমাদিগকে ধনে পূর্ণ কর।

১৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ইহা বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ।

২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদিগের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র ঊর্দ্ধকৃশন নামক স্তবকর্ত্তাকে পালন করেন; যেমন ঋভুদেব যজ্ঞকর্ত্তাকে পালন করেন, তদ্রূপ ইনি পালন করেন।

৩। উজ্জ্বলমূর্ত্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদিগের নিকট অতি সুচারুরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৪। শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূর দেশ হইতে সোম আনিয়াছেন, তাহা অশেষ কর্ম্মের উপযোগী, তাহা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

৫। তাহা রক্তবর্ণ, তাহা অন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা দেখিতে সুন্দর, তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করিয়াছে। হে ইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ কর, ইহার অনুরোধে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর।

৬। সোম পান করিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগকে এবং অস্মদাদিকে বিশিষ্ট রূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্ম্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদিগকে অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এই সোম আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৪৫ সূক্ত।

সপত্নী পীড়ন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি।

১। এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খননপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাদ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

২। হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়-স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও; যাহাতে আমার স্বামী আমারি বশীভূত থাকেন, তুমি তাহা করিয়া দাও।

৩। হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে।

৪। সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দি।

৫। হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে; এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি।

৬। হে পতি! এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়(১)।

---

(১) এই সূক্তটী সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র। এটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা বলা বাহুল্য। এ সূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদিগের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।

১৪৬ সূক্ত।

অরণ্যানী দেবতা। দেব মুনি ঋষি।

১। হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইয়া যাও, (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না?।

২। এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চীচী, ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীনার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে।

৩। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, (এইরূপ ভ্রম হয়), কোথাও যেন একটী অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন উহার মধ্য হইতে কত কত শকট নির্গত হইয়া আসিতেছে(১)।

৪। তবে কি এই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল।

৫। বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণ বধ করেন না। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কাল ক্ষেপ হয়।

৬। মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই। অরণ্যানী হরিণদিগের জননী-স্বরূপা। এই রূপে আমি অরণ্যানী বর্ণনা করিলাম।

(১) আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া বশতঃ এই সকল অলীক দৃষ্টি। এই সূক্তটী অরণ্য সম্বন্ধে একটি কবিতা মাত্র।

১৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুবেদা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলিয়া মান্য করি। কারণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই অধীন হইয়া থাকে। হে বজ্রধারী! এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপিতে থাকে।

২। হে ইন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নাই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া আপনার ক্ষমতা দ্বারামায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে। মনুষ্যগণ গোকামনা করিয়া তোমারি নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে।

৩। হে ধনশালী! হে পুরুহূত! এই সকল বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, ইহারা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান্ হইয়াছেন। পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাইবার নিমিত্ত ইঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বলবান্ ইন্দ্রেরই পূজা করেন।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপানজনিত আনন্দ প্রদান করিতে জানে, সেই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিঙ্করদিগের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয়।

৫। বল পাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন! তুমি মিত্র ও বরুণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া দিয়া থাক।

১৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র। দেবতা। পৃথু ঋষি।

১। হে প্রচুরধনশালী ইন্দ্র! আমরা সোম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের আয়োজন করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি।

২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করিবার পরই সূর্য্য-মূর্ত্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদিগকে পরাভব কর। যে গুহার মধ্যে লুক্কাইত, বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে, তাহাকেও পরাভব কর। বৃষ্টি পতন হইলেই আমরা সোম প্রস্তুত করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান্, মেধাবী ও ঋষিদিগের স্তব কামনা কর, সেই স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়! এই সকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন।

৪। হে ইন্দ্র! এই সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হইয়াছে। হে বীর! যাঁহারা প্রধানের প্রধান, তাঁহাদিগকে অন্ন দান কর। যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁহারা স্তব করিবার জন্য একত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে বীর ইন্দ্র! আমি পৃথু তোমাকে ডাকিতেছি, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হইতেছে। এই বেনপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্তব করিয়াছে। আর আর স্তবোচ্চারণকারীগণও ধাবিত হইতেছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে।

১৪৯ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অর্চৎ ঋষি।

১। সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রাখিয়াছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, ইহারা ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, ইহারা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, ইহা হইতে সবিতাই জল নির্গত করেন।

২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলেরপুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তাঁহা হইতেই পৃথিবী, তাঁহা হইতেই আকাশ উদয় হইয়াছে, তাঁহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়া থাকে, যাঁহারা অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁহারা শেষে জন্মিয়াছেন। সুপর্ণ গরুত্মান্ সবিতা হইতে অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি ইঁহার ধারণক্রিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী।

৪। সেই সবিতা যাঁহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তিনি আমাদিগের নিকট সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত আগমন করুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধাব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্নমনে দুগ্ধ বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায়।

৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্যস্তূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তদ্রূপ আমি তাঁহার পুত্র অর্চৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করিতে করিতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়াছি, যেমন যজমানেরা সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে।

১৫০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মৃড়ীক ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করিয়া থাক, তোমাকে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত হইয়াছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞে এস, সুখ দিবার জন্য এস।

২। এই যজ্ঞ, এই স্তব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাকিতেছি।

৩। তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি! যাঁহাদিগের কার্য্য সুখকর, সেই সকল দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া এস, সুখের জন্য এস।

৪। দেব অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা ঋষিরা, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকিতেছি। তিনি আমাকে সুখী করুন।

৫। অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন।

১৫১ সূক্ত।

শ্রদ্ধা দেবতা। শ্রদ্ধা ঋষি।

১। শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন(১)। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞ-সামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন। ইহা আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাইতেছি।

(১) শ্রদ্ধা অর্থে ধর্ম্মে বা সত্যে বিশ্বাস, তাহা হইতে একটী দেবীরূপে উপাসিত হইলেন। এ সূক্তটী আধুনিক; এ ঋকে অসুর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে, তুমি তাহার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথাটী রক্ষা কর।

৩। যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা এই শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন, যে, ইহাদিগকে বধ করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা! যাহারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাহাদিগের বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাটী সফল কর।

৪। দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পাইয়া শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হইলে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায়।

৫। শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্ন কালে ডাকি; যখন সূর্য্য অস্ত যান, তখনও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুক্ত করিয়া দাও।

১৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শাস ঋষি।

১। আমি শাস এই রূপে ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য্য, তোমার সখার মৃত্যু নাই, তাহার কখনও পরাজয় হয় না।

২। যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্ত্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বধ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সমক্ষে আগমন করুন।

৩। হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর; বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ করিয়া দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদিগের মন্দ করে, তাহাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর।

৫। হে ইন্দ্র! শত্রুর মন নষ্ট করিয়া দাও; যে আমাদিগকে জরা-জীর্ণ করিতে চাহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শত্রুর আক্রোশ হইতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন করিয়া দাও।

---

১৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র মাতা নামে ঋষিগণ।

১। ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্য প্রসূত ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়া-ছেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য্য ও তেজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্দ্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ পূরণকর্ত্তা।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্ত্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! সূর্য্য তোমার সহচর, তুমি তাঁহাকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া আছ। তুমি বলপূর্ব্বক বজ্রকে শাণিত করিয়া থাক।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি তাবৎ জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর। এতা-দৃশ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করিয়া রহিয়াছ।

১৫৪ সূক্ত।

মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবতা। যমী ঋষি।

১। কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়: কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত! তুমি তাহাদিগের নিকটে গমন কর।

২। যাঁহারা তপস্যাবলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন; যাঁহারা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়াছেন; যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহা-দিগের নিকটে গমন কর।

৩। যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন; যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন; কিংবা যাঁহারা সহস্রদক্ষিণা দান করেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর।

৪। যে সকল পূর্ব্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুণ্যবান্ হইয়াছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুক।

৫। যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্ম্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা সূর্য্যকে রক্ষা করেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত সেই সকল ঋষিদিগের নিকট গমন করুক(১)।

১৫৫ সূক্ত।

অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা। শিরিম্বিঠ ঋষি।

১। হে অলক্ষ্মী! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্ব্বদা কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার এক মাত্র কার্য্য; তুমি পর্ব্বতে গমন কর। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপায় করিতেছি, যাহাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করিব।

২। সেই অলক্ষ্মী সর্ব্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্যাদির অঙ্কুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তাহাকে আমি এই স্থান হইতে এবং ঐ স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সেই অলক্ষ্মীকে এই স্থান হইতে দূরীকৃত করতঃ আগমন কর।

৩। ঐ এক খানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসিতেছে, উহার পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী! উহার উপর আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর।

(১) পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গলাভ হয়, তাহা এই সূক্তে প্রকাশিত হইতেছে। বেদের যম স্বর্গসুখদাতা, (দণ্ডের বিধাতা নহেন), তাহাও ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

৪। হে হিংসাময়ী কুৎসিত শব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হইয়া প্রকৃষ্টগমনে চলিয়া গেলে, তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হইল, জল বুদ্‌বুদের ন্যায় তাহারা মিলাইয়া গেল।

৫। এই সকল ব্যক্তি গাভীদিগকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছে, ইহারা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহার সাধ্য যে ইহাদিগকে আক্রমণ করে(১)?।

১৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেতু ঋষি।

১। যেরূপ আজিতে, অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি।

২। হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব।

৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য্য প্রবর্ত্তিত কর।

৪। হে অগ্নি! যে সূর্য্য সর্ব্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাঁহাকে আকাশে বসাইয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও, অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর; অন্ন আনিয়া দাও।

(১) এ সূক্তটী অমঙ্গল নাশের মন্ত্র। এটী আধুনিক, বলা বাহুল্য।

১৫৭ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। ভুবন ঋষি।

১। এই সমস্ত ভুবন হইতে আমরা যেন সুখের উপায় করিতে পারি; ইন্দ্র ও তাবৎ দেবতা সেই উপায় করিয়া দিন।

২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞ ও দেহ ও সন্তানসন্ততি নিরুপদ্রব করিয়া দিন।

৩। ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।

৪। দেবতারা যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের, অমরত্ব পদ রক্ষা হইল(১)।

৫। নানা কার্য্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করা হইল। তদনন্তর আকাশ হইতে বৃষ্টি পতন হইতে দেখা গেল।

১৫৮ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। চক্ষু ঋষি।

১। সূর্য্য আমাদিগকে স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।

২। হে সবিতা! আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজঃ, তাহার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদিগের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩। সবিতাদেব আমাদিগকে চক্ষু দান করুণ, পর্ব্বতদেব চক্ষু দান করুন; বিধাতা আমাদিগকে চক্ষু দান করুন।

৪। আমাদিগের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাহাতে সকল বস্তু উত্তমরূপ প্রকাশ পায়, সেই জন্য আমাদিগের শরীরকে চক্ষু দান

---

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এই সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছি।

কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করিতে পারি, এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি।

৫। হে সূর্য্য! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করিতে পারি, আর মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, তাহা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে পারি।

১৫৯ সূক্ত।

শচী দেবতা। শচীই ঋষি(১)।

১। এই যে সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি।

২। আমিই কেতু, আমিই মস্তক; আমি প্রবল হইয়া স্বামির নিকট মিষ্ট বাক্য লাভ করি। আমাকে সর্ব্বোপরিবর্ত্তিনী জানিয়া আমার স্বামী আমার কার্য্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন।

৩। আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী, অর্থাৎ বলবান্; আমার কন্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামির নিকট আদরণীয় হয়।

৪। যে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ! আমি তাহাই করিয়াছি; তাহাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হইয়াছে।

(১) এটীও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র। এটী যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। শচীকে এই সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্তটী ইন্দ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন নাই। ফলতঃ প্রথম নয় মণ্ডলে যে ঋষিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে, সূক্তগুলি প্রায় সেই সেই ঋষি বা তদ্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত। দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাছে লোকে সে গুলিকে অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য ঋষির স্থলে দেবতাদিগের নাম বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদিগকে আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থিরবুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, তদ্রূপ আমি অপর নারীগণের তেজ খণ্ডন করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি এই সকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি।

---

১৬০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। পূরণ ঋষি।

১। এই সোমরস তীব্র করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, ইহা পান কর। তোমার রথবহনকারী দুই ঘোটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এই সকল সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে।

২। যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তোমারই জন্য, যাহা প্রস্তুত হইবে তাহাও তোমারই জন্য। এই সকল স্তব উচ্চারিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই যজ্ঞ গ্রহণ কর। সকলি তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর।

৩। যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে, ও দেবভক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহার গাভী-দিগকে নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তাহার জন্য বিধান করেন।

৪। যে ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহার জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন। আর যাহারা পুণ্যকর্ম্মের দ্বেষী, তিনি কাহারও প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে উহাদিগকে বিনাশ করেন।

৫। হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করিতেছি। তোমার জন্য এই নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জানিয়া ডাকিতেছি।

১৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। যক্ষ্ম নাশন ঋষি।

১। হে রোগী! এই যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মা-রোগ হইতে, রাজ যক্ষ্মারোগ হইতে মোচন করিয়া দিতেছি, তাহা হইলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে। যদি কোন পাপগ্রহ এই রোগীকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন করিয়া দাও।

২। যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অথবা, যদি এ মরিযাও গিয়া থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাকে; তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনি-তেছি। আমি ইহাকে এরূপ স্পর্শ করিয়াছি যে এ একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

৩। আমি এই যে আহুতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎ-সর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এতাদৃশ আহুতিদ্বারা আমি রোগীকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হইতে ইহাকে পরিত্রাণ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন।

৪। হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে এক শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়া ইহাকে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করুন।

৫। হে রোগী! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি পুনর্ব্বার নবীন হইয়া আসিয়াছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১)।

---

(১) এটী যক্ষ্মারোগ আরাম করিবার মন্ত্র। এটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর।

১৬২ সূক্ত।

গর্ভরক্ষণ দেবতা। রক্ষোহা ঋষি।

১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত একমত হইয়া এস্থান হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাধা, উপদ্রব, রোগ দূর করিয়া দিন, যাহারা নারি তোমার যোনি আক্রান্ত হইয়াছে।

২। হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস, অথবা যে রোগ, বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিনাশ করুন।

৩। পুরুষের শুক্রসঞ্চারের কালেই হউক, অথবা গর্ভ উৎপন্ন হইবার কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হইবার কালে হউক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে হউক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা, নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমরা এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম।

৪। গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য যে তোমার দুই উরু বিশ্লেষিত করিয়া দেয়, অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ শুক্রকে লেহন করিয়া লয়, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম!

৫। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি।

৬। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ করিয়া নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি(১)।

---

(১) এ সূক্তটী গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

১৬৩ সূক্ত।

যক্ষ্মারোগের নাশ দেবতা। বিবৃহা ঋষি।

১। তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, বা জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়াইয়া দিতেছি।

২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, স্নায়ু হইতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৩। তোমার অন্ননাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৪। তোমার দুই ঊরু, দুই জানু, দুই পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও দুই চরণ-প্রান্ত হইতে, এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আমি তাড়াইতেছি।

৫। প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার সর্ব্বাঙ্গ শরীর হইতে আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৬। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম. শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি(১)।

১৬৪ সূক্ত।

দুঃস্বপ্ন নাশ দেবতা। প্রচেতা ঋষি।

১। হে দুঃস্বপ্ন দেবতা! তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ; তুমি সরিয়া যাও; পলায়ন কর; দূর স্থানে যাইয়া বিচরণ কর। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁহাকে যাইয়া কহ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন।

---

(১) এটীও রোগ আরাম করিবার মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

২। জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে; সে উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফল লাভ করিবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন।

৩। আশা করিবার সময়, আশা ভঙ্গ হইবার সময়, আশা সফল হইবার সময়, কি জাগ্রদবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যাহা কিছু অপকর্ম্ম করি, সেই সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া রাখুন।

৪। হে ইন্দ্র! হে ব্রহ্মণস্পতি! যে পাপ আমরা করিয়াছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সেই অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫। অদ্য আমরা জয়ী হইয়াছি, যাহা লাভ করিবার তাহা পাইয়াছি, অপরাধমুক্ত হইয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায়, বা নিদ্রাবস্থার সময়, বা সংকল্প জন্য, যাহা কিছু পাপ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের দ্বেষভাজন শত্রুর নিকটে যাউক। যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহার নিকটে যাউক(১)।

---

১৬৫ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। কপোত ঋষি।

১। হে দেবগণ! ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দিবার অভিলাষে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে, তাহার পূজা করিতেছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন করিতেছি, আমাদিগের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়।

২। হে দেবগণ! যে কপোত আমাদিগের গৃহে প্রেরিত হইয়াছে, এই পক্ষী আমাদিগের পক্ষে শুভকর হউক, যেন আমাদিগের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান্ ও আমাদিগের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদিগের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

(১) এটীও দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৩। এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এই উপবেশন করুক। আমাদিগের গো মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হউক। হে দেবগণ! কপোত যেন আমাদিগকে এই স্থানে হিংসা না করে।

৪। এই পেচক(১) যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাঁহার প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার।

৫। হে বন্ধুগণ! এই কপোত তাড়াইয়া দিবার যোগ্য, ইহাকে ঋকের দ্বারা তাড়াইয়া দেও। তাবৎ অকল্যাণ ধ্বংসপূর্ব্বক আনন্দের সহিত গাভীকে অন্নের দিকে, অর্থাৎ তাহার আহার সামগ্রীর দিকে লইয়া চল, এই কপোত অতিবেগে উড্ডীন হয় ও আমাদিগের অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র উড্ডীন হউক(২)।

১৬৬ সূক্ত।

শত্রু বিনাশ দেবতা। বর্হভ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র। আমাকে এতাদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদিগকে পরাভব করি, বিপক্ষদিগকে নিধন করি, এবং সর্ব্বোপরিবর্ত্তী হইয়া অশেষ গোধনের অধিকারী হই।

২। আমি শত্রুনিধনকারী হইলাম, আমাকে কেহ হিংসা বা আঘাত করিতে পারে না। এই সকল শত্রু আমার দুই চরণের নীচে অবস্থিতি করিতেছে।

৩। হে শত্রুগণ! যেমন ধনুকের দুই প্রান্তভাগ ধনুর্গুণের দ্বারা বন্ধন করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে এই স্থানেই বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতি! ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দাও, ইহারা যেন আমার কথার উপর কথা কহিতে সমর্থ না হয়।

(১) মূলে "উলূকঃ" আছে।

(২) এই সূক্ত পেচকডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৪। আমার তেজঃ তাবৎ কর্ম্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই তেজঃ লইয়া আমি শত্রু পরাজয় করিতে আসিয়াছি। হে শত্রুগণ! আমি তোমাদিগের মন, তোমাদিগের কার্য্য, তোমাদিগের মিলন, সকলি অপহরণ করিয়া লইতেছি।

৫। তোমাদিগের উপার্জ্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্ব্বক আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, তোমাদিগের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জল মধ্য হইতে ভেকেরা শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ তোমরা আমার চরণের তল হইতে চীৎকার করিতে থাক।

১৬৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হইতেছে। এই যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমিই তাহার প্রভু। তুমি আমাদিগের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করিয়া দাও। তুমি তপস্যা করিয়া স্বর্গজয়ী হইয়াছ(১)।

২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোমস্বরূপ আহার পাইলে বিশিষ্টরূপ আমোদ করেন, সেই ইন্দ্রকে এই সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেছি। আমাদিগের এই যজ্ঞের সংবাদ লও; এই স্থানে এস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি।

৩। সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন; হে ইন্দ্র! তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ধাতা! হে বিধাতা! তোমাদিগের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান করিলাম।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি চরুসংস্কারে আর আর আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি; সর্ব্ব প্রথম স্তবকর্ত্তা হইয়া আমি এই স্তবটীকে পরিষ্কার করিয়া রচনা করিয়াছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর।

(১) তপস্যাদ্বারা স্বর্গ জয়ের কথা আমরা কেবল দশম মণ্ডলেই দেখিতে পাই।

১৬৮ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। অনিল ঋষি।

১। যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁহাকে আমি বর্ণনা করিব। ইঁহার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করিতে করিতে আসেন। ইনি চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আকাশ পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন করেন। অপিচ, পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া যান।

২। সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ এই বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সেই ঘোটকীদিগকে সহায় পাইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যান।

৩। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করিবার সময় কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মিয়া-ছেন? কোথা হইতে আসিয়াছেন?।

৪। এই বায়ুদেব দেবতাদিগের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথাইচ্ছা বিহার করেন। ইঁহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়, ইঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। হবি দিয়া সেই বায়ুর পূজা করি, এস।

---

১৬৯ সূক্ত।

গাভী দেবতা। শবর ঋষি।

১। সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন; গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্রাদি আস্বাদন করুক; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল ইহারা পান করুক; হে রুদ্রদেব! চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ ইহা-দিগকে সচ্ছন্দে রাখ।

২। গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, কখন সর্ব্বাঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে তাহা-

দিগের নাম সকল অবগত হয়েন। অঙ্গিরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাঁহা-দিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে পর্জ্জন্যদেব! তাহাদিগকে সুখ-সচ্ছন্দ বিতরণ কর।

৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞ জন্য দিয়া থাকে(১); সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও।

৪। তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপঢৌকন দিয়াছেন। সেই সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া তিনি আমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপন করুন, যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই।

১৭০ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। বিভ্রট ঋষি।

১। অতি দীপ্তিশালী সূর্য্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞা-নুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ংই রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান।

২। সূর্য্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা প্রকাণ্ড, অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী(১), বিপক্ষদিগের সংহারকারী।

(১) অর্থাৎ আহুতিরূপে গাভী অর্পন করা যায়।

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রয়োগ এই ঋকের আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছে।

৩। এই সূর্য্য সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; ইঁহাকে প্রকাণ্ড কহে; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেঃজস্বরূপ।

৪। হে সূর্য্য! তুমি জ্যোঃতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্ম্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগ-যজ্ঞাদির অনুকূল, তাহাদ্বারা সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে।

১৭১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইট ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করিলেন, তখন তুমি তাঁহার রথ রক্ষা করিলে। সোমসম্পান্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ করিলে।

২। যজ্ঞ কম্পান্বিত হইল, তুমি তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্কৃত করিলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে।

৩। হে ইন্দ্র! অস্ত্রবুধ্নের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করিল; তাহাতে তুমি বেনপুত্রকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলে।

৪। যখন রম্যমূর্ত্তি সূর্য্য পশ্চিম দিকে যান, দেবতারাও দেখিতে পান না, যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্য্যকে আবার পূর্ব্বদিকে আনিয়া দাও।

---

১৭২ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। সংবর্ত্ত ঋষি।

১। হে ঊষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।

২। হে ঊষা! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করিতে এস; এই দেখ, যজ্ঞকর্ত্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী লইয়া যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

৩। এই দেখ, আমরা অন্নের সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিতে উদ্যত হইয়াছি, সূত্রের ন্যায় এই যজ্ঞ বিস্তার করিতেছি, তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি।

৪। উষা আপনার ভগিনী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করিলেন। প্রকৃষ্ট-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রথ চালাইলেন।

১৭৩ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি।

১। হে রাজন! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়।

২। তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর।

৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।

৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন।

৬। এই দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন(১)।

১। এই সূক্ত রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৭৪ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। অভীবর্ত্ত ঋষি।

১। যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দেবতাদিগের নিকটে যাইতে হয়; এতাদৃশ যজ্ঞসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এতাদৃশ রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করিয়াছি; অতএব আমাদিগকে পদ দাও।

২। যাহারা বিপক্ষ, যাহারা আমাদিগের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, হে রাজন! এতাদৃশ তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও।

৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সোম অনুকূল হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, এইরূপে তুমি অভীবর্ত্ত, অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছ।

৪। হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; আমিও তাহাতেই যজ্ঞ করিয়াছি; তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছি।

৫। আমার শত্রু নাই, আমি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছি, আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি তাবৎ প্রাণিবর্গের উপর এবং এই সকল লোকদিগের উপর অধীশ্বর হইয়াছি।

১৭৫ সূক্ত।

সোম প্রস্তুত করিবার উপযোগী প্রস্তর সকল দেবতা। ঊর্দ্ধগ্রীব ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা নিজ ক্ষমতা দ্বারা তোমাদিগকে সোম প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর।

২। হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর করিয়া দাও, দুর্ম্মতি দূর করিয়া দাও। গাভীদিগকে আমাদিগের ঔষধরূপে পরিণত কর।

৩। প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তাহারা নিজবল প্রয়োগ করিতেছে।

৪। হে প্রস্তরগণ! দেবসবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদিগকে যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করুন।

১৭৬ সূক্ত।

ঋভু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। সূনু ঋষি।

১। ঋভু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করিবার জন্য নির্গত হইলেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে বেরিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ তাঁহারা জগৎ ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলেন।

২। দেবঅগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথানিয়মে আমাদিগের হব্য বহন করুন।

৩। এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের নিকটে যান, ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য ইঁহাকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য লইয়া যান, পুরোহিত ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে; ইনি কিরণসম্পন্ন; নিজেই জানেন কিরূপে যজ্ঞ করিতে হয়।

৪। এই অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু ইঁহার উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান্‌ ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হইয়াছেন।

১৭৭ সূক্ত।

মায়া দেবতা। পতঙ্গ ঋষি।

১। বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনাপূর্ব্বক মানস চক্ষে একটী পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে

১৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। জয় ঋষি।

১। হে পুরুহুত! তুমি বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া থাক। তোমার তেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তোমার দানপ্রবৃত্ত হউক। হে ইন্দ্র! দক্ষিণ হস্তে করিয়া পরিপূর্ণ ধনদাও, তুমি ধন পূর্ণ নদী সকলের, অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর।

২। পর্ব্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র! তদ্রূপ তুমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে অতিদূরবর্ত্তী স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছ, সর্ব্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরো শাণিত করিয়া শত্রুদিগকে তাড়না কর, বিপক্ষ দিগকে দূরীকৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপ সুন্দর তেজ লইয়া জন্মিয়াছ, যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদিগকে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ। দেবতা-দিগের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ।

১৮১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম্ম যথাক্রমে ঋষি।

১। প্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ বসিষ্ঠ এবং সপ্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হইতে "রথন্তর" আহরণ করিয়াছেন। উহা অনুষ্টুপছন্দোবিশিষ্ট ঘর্ম্ম নামক হবির পবিত্রতা ধারক।

২। যে অতিগূঢ় "বৃহতের" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা কেহই জানিত না, তাহা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করিয়া ছিলেন। সেই ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ "বৃহৎ" আবিষ্কৃত করিলেন।

৩। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক "ঘর্ম্ম" যজ্ঞকার্য্যে অতি প্রধান-রূপে উপযোগী হইয়া থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তাহা মনে মনে ধ্যান

করতঃ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্য্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন(১)।

১৮২ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। তপুর্মূর্দ্ধা ঋষি।

১। বৃহস্পতি! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন। যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন।

২। প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদিগকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

৩। স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হইবেক। (অবশিষ্ট পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

১৮৩ সূক্ত।

যজমান, প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ দেবতা। প্রজাবান্ ঋষি।

১। হে যজমান্! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞানবান্, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছ। এই স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর।

২। হে পত্নি! আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্ত্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুত্র কামনা করিয়াছ; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবর্ত্তী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হউক।

(১) এই অতিশয় অস্পষ্টার্থ সূক্তটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। সায়ণ রথন্তর অর্থে রথান্তর, সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘর্ম্ম অর্থে যজুর্ব্বেদের অংশ করিয়াছেন।

৩। আমি জেতা, আমি বৃক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত-ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করিতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছি; আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করিয়াছি(১)।

---

১৮৪ সূক্ত।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা। ত্বষ্টা ঋষি।

১। বিষ্ণু স্ত্রীঅঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করিয়া দিন; ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়া দিন; প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন; ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

২। হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ কর; হে সরস্বতি! তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন।

৩। হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করিতেছি(২)।

১৮৫ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। সত্যধৃতি ঋষি।

১। আমরা যেন মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্দ্ধর্ষ ও মহৎ।

২। কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গমস্থানে, তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তি-দিগের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না।

৩। ঐ তিন অদিতি সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতি দান করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না।

---

(১) এটী গর্ভসংস্কারকরণ বিষয়ক মন্ত্র, এটী যে আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

(২) এ সূক্তটিও গর্ভসংস্কারকরণের মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৮৬ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। উল ঋষি।

১। বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

২। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের পিতাও বট, ভ্রাতাও বট, বন্ধুও বট, এতাদৃশ তুমি আমাদিগের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও।

৩। হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর।

১৮৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে মনুষ্যগণ! মনুষ্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করুন।

২। সেই অগ্নি অতি দূরদেশ হইতে আকাশ পার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগেকে, ইত্যাদি।

৩। বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা রাক্ষসদিগের বধ করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে ইত্যাদি।

৪। তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন, মিলিতভাবেও পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

৫। সেই অগ্নি, এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

১৮৮ সূক্ত।

জাতবেদা অগ্নি দেবতা। শ্যেন ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তিনি চতুর্দ্দিক্ব্যাপী, তিনি অন্নবান্। তিনি আসিয়া কুশে উপবেশন করুন।

২। এই যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যাহার পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, ইহার জন্য এই বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব উচ্চারণ করিতেছি।

৩। জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তাহাদ্বারা তিনি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করেন, সেইগুলি লইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন।

১৮৯ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। সার্প রাজ্ঞী ঋষি।

১। এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ, অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব্বদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন।

২। ইহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইহার প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি বৃহৎ হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিলেন।

৩। এই সূর্য্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্য্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হয়েন(১)।

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎ ধাম, অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত। সায়ণ

১৯০ সূক্ত।

সৃষ্টি দেবতা। অঘমর্ষণ ঋষি।

১। প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত, অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র।

২। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে।

৩। সৃষ্টিকর্ত্তা যথাসময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন (১)।

১৯১ সূক্ত (১)।

প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। সংবনন ঋষি। অবশিষ্ট গুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐকমত্য দেবতা।

১। হে অগ্নি! তুমি প্রভু; হে অভিলষিত ফলদাতা! তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলিতেছ। আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে স্তবকর্ত্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রা দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন।

৩। এই সকল পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হউক, ইঁহ সঙ্গে সমাগত হউন, ইঁহাদিগের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হউক, হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্ব্বসাধারণ দ্বারা হোম করিতেছি।

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক তোমা-দিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও(২)।

(২) ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, "আমা-দিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।